Miss. CHINMOYEE CHAKR

RIVER SIDE DRIV

6-D, N.Y.C. N.Y. 10025

U.S.A.

YEE SANGHA

ASI, U. P.

Presented by Sri Bibhuti Bhusan Chakrabarty (Calcutta)

To be return
on
23.8.75

সরল পঞ্চদশী

(দ্বিতীয় সংস্করণ—মূলসহ)

সম্পাদক—শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়
(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী, পাতঞ্জল-দর্শন
প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক)
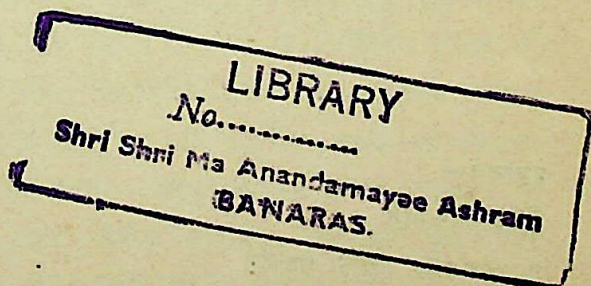
প্রকাশক—
শ্রীকেশবলাল মেহতা
৩৬ এইচ্, গিরিশ মুখার্জি রোড
ভবানীপুর, কলিকাতা—২৫

প্রাপ্তিস্থান—
(১) মহেশ লাইব্রেরী—২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
(২) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের নিকট

(মূল্য ৫·০০ টাকা)

মুদ্রাকর—
শ্রীসত্যচরণ দাস
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৯।এ, হরি পাল লেন,
কলিকাতা-৬

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

দ্বিতীয় সংস্করণের

ভূমিকা

"যস্ত বোধোদয়ে তাবৎ স্বপ্নবদ্ভবতি ভ্রমঃ।
তস্মৈ সুখৈকরূপায় নমঃ শান্তায় তেজসে ॥

(অষ্টাবক্র-সংহিতা—শান্তিশতক ১ শ্লোঃ)

অর্থাৎ 'যাঁহার জ্ঞান হইলে ভ্রমকল্পিত সমস্ত বিশ্বই স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই শান্ত চৈতন্য-স্বরূপ সুখমাত্ররূপ ব্রহ্মকে নমস্কার।'

শাঙ্কর-বেদান্ত-সৌধের যাঁহারা প্রধান স্তম্ভ-স্বরূপ, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যারণ্য মুনির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্ত্তী হাম্পিনগরের নিকট জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার স্থিতি-কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীয় শেষভাগ পর্য্যন্ত। ইনি ১০০ বৎসরের অধিককাল জীবিত ছিলেন! গৃহস্থা-শ্রমে ইঁহার নাম ছিল 'মাধবাচার্য্য'। মাধবাচার্য্যের পিতার নাম মায়ন এবং মাতার নাম শ্রীমতী। সায়ন ও ভোগনাথ তাঁহার দুই সহোদর—উঁহাদের মধ্যে 'সায়নাচার্য্য' বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। মাধবাচার্য্য ৫০ বৎসর বয়সের পর শৃঙ্গেরীর শঙ্করমঠের আচার্য্য ভারতীতীর্থের নিকট সংন্যাস গ্রহণ করেন—তাঁহার সংন্যাস নাম হয় 'বিদ্যারণ্য'। মঠের প্রবীণ সংন্যাসী 'শঙ্করানন্দ' হন ইঁহার শিক্ষাগুরু। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীনের প্রধান সেনা-

পতি মালেককাফুর মাতুরা অধিকার করেন এবং শ্রীরঙ্গমের মঠ, মন্দিরাদি বিধ্বস্ত করেন। তখন দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-প্রভাব দূর করিয়া এক হিন্দুধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের সঙ্কল্প বিদ্যারণ্যের মনকে আলোড়িত করিতে থাকে। ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাজা মারা যান এবং ঐ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন ঐ রাজ্যে মুসলমান-আক্রমণ আসন্ন হইয়া পড়ে। বিদ্যারণ্য সংন্যাসাশ্রম হইতে ফিরিয়া গিয়া হরিহর ও বুক্ক এই দুই বীরভ্রাতার সাহায্যে ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়-নগর রাজ্যের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করেন এবং স্বয়ং ঐ রাজ্যের মন্ত্রীত্ব-পদ গ্রহণ করেন। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যারণ্য মাতুরার মুসলমানরাজ্য ধ্বংস করেন। তিনি প্রায় ৩০ বৎসরকাল মন্ত্রীত্ব করেন। তাঁহার দক্ষ-পরিচালনায় বিজয়নগর-রাজ্যের সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িতে থাকে এবং দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-প্রভাব খর্ব্ব হয় এবং তথায় বিজয়নগর-রাজ্য একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। ইহার পর বিজয়নগর-রাজ্য ২০০ বৎসরের অধিককাল স্বাধীন ছিল। আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়া বিদ্যারণ্য শেষ-জীবনে পুনরায় সংন্যাসাশ্রমে ফিরিয়া যান এবং শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য্য হন। ইহাই বিদ্যারণ্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বিদ্যারণ্যের প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। তিনি চাণক্যের ন্যায় একাধারে কূট রাজনীতিজ্ঞ ও মহা দার্শনিক। তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং বেদান্ত, ন্যায়, স্মৃতি ও ব্যাকরণ-সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রন্থেই তাঁহার প্রতিভা পরিস্ফুট। অদ্বৈত-বেদান্ত-বিষয়ে তাঁহার পঞ্চদশী, জীবন্মুক্তি-বিবেক, অনুভূতি-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থসকল প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে আবার পঞ্চদশীর প্রসিদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে বহু মহা-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে এবং মানবীয় সভ্যতায় তাঁহাদের দান অতুলনীয়।

এই গ্রন্থের বিচারধারা অতি সুন্দর এবং অদ্বৈত-বেদান্তরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে পঞ্চদশী-গ্রন্থের পাঠ একপ্রকার অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে জীব, জগৎ, ঈশ্বর, মায়া প্রভৃতির স্বরূপ এবং ব্রহ্ম-স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ বিস্তৃত ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সমস্ত গ্রন্থখানি পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া এই গ্রন্থের নাম 'পঞ্চদশী'। প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে ব্রহ্মস্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ তিনটিরই ব্যাখ্যা আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে 'ভূতবিবেকে' প্রাঞ্জলভাবে 'সৎ' তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মধ্য-পাঁচটি অধ্যায়ের নাম 'দীপ'। দীপ যেমন আলোকপাত দ্বারা বস্তুসকলকে প্রকাশিত করে, এইরূপ এই পাঁচটি অধ্যায়ে জীব, ঈশ্বর, নির্গুণ ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপবিষয়ে জ্ঞানালোকপাত করা হইয়াছে এবং মুক্ত-পুরুষের নিরঙ্কুশ তৃপ্তি ও শোকনিবৃত্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পাঁচটি অধ্যায় 'চিৎ' তত্ত্বের ব্যাখ্যা-প্রধান বলা যাইতে পারে। শেষের পাঁচটি অধ্যায় 'আনন্দের' ব্যাখ্যা-প্রধান।

যদিও এই গ্রন্থের ভাষা কবিত্বপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং ব্যাখ্যা-প্রণালী অতি সুন্দর, তথাপি এই গ্রন্থের দুই, চারি স্থানে জ্ঞানীর প্রারব্ধ ও ব্যবহার-সম্বন্ধে যেরূপভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে অনেক সাধারণ পাঠক, যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী ও ত্যাগী গুরুর নিকট এই গ্রন্থ না পড়েন, তাঁহাদের অনেক সময় এইরূপ ভ্রান্তি আসিয়া থাকে যে, জ্ঞানীর সত্য সত্যই প্রারব্ধ ও তজ্জনিত সুখ দুঃখাদি থাকে, এবং জ্ঞানী যে কোন প্রকার ব্যবহার বা যথেচ্ছ ভোগ করিলেও জ্ঞানীর কোন ক্ষতি নাই। সেইজন্য দেখা যায়, অনেক ভোগ-পরায়ণ বিষয়ী ব্যক্তিও সামান্য বেদান্তের চর্চ্চা করিয়া একটা জ্ঞানাভাসমাত্র পাইয়া পঞ্চদশী গ্রন্থের কোন কোন স্থানের শ্লোক

উদ্ধৃত করিয়া, প্রারব্ধের দোহাই দিয়া নিজেদের বিষয়ভোগ-প্রবণতা সত্ত্বেও আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যান। স্মরণ রাখা উচিত, অগ্রে বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী না হইয়া কেহ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান লাভ করা কঠিন নয়, জ্ঞানলাভের অধিকার লাভ করাই কঠিন। যিনি পূর্বে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম, উপাসনাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হন নাই, অথবা যিনি শম, দমাদি সাধন-সম্পন্ন নহেন, যাঁহার ত্যাগ বৈরাগ্যাদি নাই, তিনি কেবল মুখে 'আমি ব্রহ্ম', 'জগৎ মিথ্যা' ইত্যাদি শব্দোচ্চারণ দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন না—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

অবশ্য যাঁহারা মুমুক্ষু হইয়া সদ্‌গুরুর নিকট পঞ্চদশী পড়িবেন, যাঁহারা সরল ও অকপট, কেবল আত্মকল্যাণলাভই যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহাদের এই গ্রন্থপাঠে ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য হইতেছে—বদ্ধ জীবকে বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া মোক্ষের দিকে লইয়া যাওয়া। এই গ্রন্থের পাঠকগণ যাহাতে পূর্বোক্ত-প্রকার ভ্রমে পতিত না হন, সেইজন্য আমরা যে যে স্থলে পাঠকগণের ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা আছে, সেই সেই স্থলে আচার্য্য শ্রীশঙ্কর, শ্রীশঙ্করানন্দ প্রভৃতির মত উল্লেখ করিয়া এবং গ্রন্থকারের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উক্তির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রদ্ধালু আস্তিক সদ্‌গুণসম্পন্ন জিজ্ঞাসুর পক্ষে বেদান্তবিচার কখনই ক্ষতিকর হয় না, বরং, পরম কল্যাণকর হয়। আচার্য্য শঙ্কর 'আত্মা-নাত্ম-বিবেক' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"সাধন-সম্পত্তির অভাবেও গৃহস্থগণ যদি আত্মানাত্মবিচার করেন, তবে উহাতে প্রত্যবায় তো হইবেই না, বরং অত্যন্ত শ্রেয়ঃই হইবে।" সেইজন্যই অর্জ্জুনের

শোকমোহ সত্ত্বেও ভগবান্ গীতার প্রথমেই আত্মানাত্ম-বিচাররূপ সাংখ্য-যোগের উপদেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই বেদান্ত-বিচার ক্রমশঃ মানুষের দেহাভিমান শিথিল করিয়া, উহার আত্ম-প্রত্যয় বাড়াইয়া (আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যম্—কেনোপনিষৎ) হৃদয়ে বল আনিয়া দেয় এবং মানুষকে নির্ভীক করে। আরও আত্মানাত্ম-বিচারব্যতীত হিন্দুর দেবদেবীর পূজাতত্ত্বও অবগত হওয়া যায় না। বেদান্তবিচার শুদ্ধচিত্ত পুরুষকে অপরোক্ষজ্ঞান প্রদান করিয়া উঁহাকে সর্বপ্রকার সুখ দুঃখ ভয়শোকাদি-বর্জ্জিত মোক্ষনামক বিষ্ণুর পরমপদে স্থিত করাইয়া দেয়। কিন্তু, বেদান্তের গুরুত্ব অনুভব না করিয়া হাল্কাভাবে আলোচনায় বিশেষ ফললাভ হয় না। যাঁহারা বেদান্তের গৌণ বা মন্দ অধিকারী তাঁহারাও এই গ্রন্থ হইতে তত্ত্ব অবধারণ করিয়া, যদি বিষয়চিন্তা ত্যাগকরতঃ নিরন্তর আত্মচিন্তায় লাগিয়া থাকেন, তবে ক্রমশঃ তাঁহাদেরও চিত্তের পাপ ক্ষয় হইয়া শেষে প্রকৃত দৃঢ় অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

বাংলা ভাষায় এখন "পঞ্চদশী" গ্রন্থ বাজারে দুষ্প্রাপ্য। অথচ বেদান্তশাস্ত্রে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে শান্তি পাইবার জন্য এইরূপ গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজনবোধে আমি ১৩৭০ সালের বৈশাখ মাসে 'সরল পঞ্চদশীর' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত করি। উহা নিঃশেষিত হওয়ার পর ঈশ্বরকৃপায় আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীকেশবলাল মেহতার ইচ্ছায় ও অর্থানুকূল্যে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ হইতে ইহার কোন বিশেষত্ব নাই। তবে প্রথম সংস্করণে মূল গ্রন্থের শ্লোকগুলি ছিল না; এই সংস্করণে ঐগুলি গ্রন্থশেষে পৃথকভাবে সংযোজিত হইল। মূল শ্লোকগুলির ঠিক্ নীচে নীচে উহাদের অনুবাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কারণ, উহা করিতে গেলে আমাকে পুস্তকখানি নূতন করিয়া সাজাইতে

হইত। কিন্তু উহা করা আমার পক্ষে এই বৃদ্ধ বয়সে ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি লইয়া সম্ভব ছিল না। আরও একটা কারণ এই যে—গ্রন্থকারের বক্তব্যের একটা নিজস্ব ধারা ও যোগসূত্র আছে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহারা সংস্কৃতের অর্থ বুঝিতে গিয়া ঐ ধারা ও যোগসূত্র হারাইয়া ফেলেন এবং তজ্জন্য গ্রন্থের সার সংগ্রহ করিতে পারেন না। ব্যাখ্যা বড় বা দীর্ঘ হইলেও পাঠকগণের ঐ প্রকার অসুবিধা হয়—ইহা আমি অনেককে মূলসহ পঞ্চদশী পড়াইতে গিয়া দেখিয়াছি। যাহাতে পাঠক সহজে গ্রন্থের সার সংগ্রহ করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 'সরল পঞ্চদশী' লিখিত। পঞ্চদশী গ্রন্থের বেশী ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয় না, কারণ গ্রন্থকার স্বয়ংই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সরলভাবে উহার সমাধান করিয়াছেন।

'সরল পঞ্চদশী' গ্রন্থে পঞ্চদশীর অধিকাংশ শ্লোকেরই অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। যে শ্লোকগুলি বাদ দিলে গ্রন্থের তাৎপর্য্যবোধে কোন হানি হয় না, ঐরূপ অল্পসংখ্যক শ্লোক বাদ দেওয়া হইয়াছে—উহাদের সংখ্যা 'ভূতবিবেক' ও 'চিত্রদীপেই' বেশী। অনুবাদ পরিস্ফুট ও সরল করিবার জন্য স্থানে স্থানে অনুবাদের কিছু স্বাধীনতাও লওয়া হইয়াছে।

( ) অথবা [ ] এই প্রকার বন্ধনীর মধ্যে ও পাদটীকায় যে সকল অংশ আছে, উহারা মূল গ্রন্থের অন্তর্গত নয়। গ্রন্থের অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য এবং অন্যান্য আচার্য্যগণের মতানুসরণে বেদান্তের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের জন্যই ঐগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠক যদি কোন সংস্কৃত মূল শ্লোক দেখিতে চান, তবে অনুবাদের শ্লোক-সংখ্যার সহিত মূল গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা মিলাইয়া লইবেন।

মৎপ্রণীত আর একখানি পঞ্চদশীর ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রমের 'শিবম্' পত্রিকায় অনেকদিন যাবৎ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এই ব্যাখ্যায় পঞ্চদশীর সমস্ত মূল শ্লোক দেওয়া হইয়াছে এবং শ্লোকসকলের অন্বয়, প্রতি শব্দের বঙ্গার্থ, সন্ধি-বিচ্ছেদ, টানা অর্থ এবং অধিকাংশ শ্লোকের ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় এবং আজকাল কোন বড় বই ছাপান অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া এবং আমারও বড় বই ছাপানোর শারীরিকও আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় আমাকে ঐ গ্রন্থখানি প্রকাশনের কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইল। সেইজন্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পকায় এই দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হইল।

একটা কথা পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে—অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কোন দার্শনিক গ্রন্থের তাৎপর্য্য একবার পাঠ করিয়াই অবগত হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে যাবৎ হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাবৎ ঐ প্রকার গ্রন্থ মনোযোগ-সহকারে পুনঃ পুনঃ পাঠ করা আবশ্যক। শাস্ত্র পাঠ করিয়া এবং উহা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া চিত্তকে বিষয়চিন্তা-বিরত করতঃ শাস্ত্র-তাৎপর্য্যে সমাহিত হইতে না পারিলে প্রকৃত শান্তি, সুখ ও কৃতার্থতা লাভ করা যায় না। মনে রাখিতে হইবে শাস্ত্রপাঠ ও চর্চা কেবল কৌতূহল-নিবৃত্তি ও বিদ্বত্তা-প্রকাশের জন্য নয়। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২) অর্থাৎ 'আচার্য্যবান্ পুরুষ জানিতে পারেন', ইহাও ভুলিলে চলিবে না।

আরও একটা কথার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন মনে করি। 'আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কসের' স্বত্বাধিকারী শ্রীসত্যচরণ দাস মহাশয় অতি যত্ন, সততা ও দায়িত্বজ্ঞান-সহকারে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত করায়

খ

আমার পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি প্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য।

পরিশেষে আমি শ্রীমান্ কেশবলালকে তাহার এই মহৎ কার্য্যের জন্য আন্তরিক আশীর্বাদ করিতেছি। কেশবলাল ১৫ বৎসরের অধিককাল আমার নিকট আসিতেছে এবং শাস্ত্রচর্চা করিতেছে। এই সময়ের মধ্যে আমি উহাকে অনেক মহৎকার্য্যের জন্য অকাতরে দান করিতে দেখিয়াছি। যদিও সে ধনী ব্যক্তি নয়, তথাপি তাহার হৃদয় উদার, পরদুঃখকাতর ও সরল। ঈশ্বর, গুরু ও শাস্ত্রের প্রতি তাহার যে নিষ্ঠা তাহা আজকালকার দিনে অতি বিরল। ভগবান্ তাহার সর্ববিধ কল্যাণ করুন। ইতি

নিবেদক
শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়

১৪।৩ সি, বলরাম বসু ঘাট রোড
কলিকাতা-২৫
১লা বৈশাখ ১৩৭৯ সাল

3/94

প্রকাশকের নিবেদন

১৯৫৫ সালের জুলাই মাস হইতে গুরুদেব শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হয়। প্রায় ১৬ বৎসরকাল আমি তাঁহার নিকট অদ্বৈত-বেদান্তের অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া চিত্তে পরম তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। যে সকল গ্রন্থ আমি পাঠ করি, উহার মধ্যে "পঞ্চদশী" একখানি প্রধান গ্রন্থ। অদ্বৈত-বেদান্ত বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থখানির পাঠ অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আজকাল বাজারে পঞ্চদশী পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীগুরুদেব-প্রণীত "সরল পঞ্চদশীর" প্রথম সংস্করণ কিছুকাল পূর্বে নিঃশেষিত হইয়াছে। অদ্বৈত-বেদান্তে আগ্রহী পাঠকগণের নিকট পঞ্চদশীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ঈশ্বরপ্রেরণাবশে ও শ্রীগুরুর কৃপায় মৎকর্তৃক সরল পঞ্চদশীর এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত ও শ্রীগুরুর করকমলে অর্পিত হইল। এই গ্রন্থ-প্রকাশের সৌভাগ্যবশতঃ আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আশা করি, পাঠকগণ শ্রদ্ধা ও মনোযোগ-সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া নির্মল জ্ঞান লাভ করিবেন ও হৃদয়ে তৃপ্তি পাইবেন। ইতি

নিবেদক

শ্রীকেশবলাল মেহতা

বিষয়সূচী

বিষয় পৃঃ

বিষয় পৃঃ

বিষয় পৃঃ

বিষয় | পৃঃ

বিষয় পৃঃ

——•——

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

সরল পঞ্চদশী

প্রথম অধ্যায়—তত্ত্ববিবেক।

(**গুরুবন্দনা**—কোন মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উহার সাফল্যের জন্য প্রথমে স্বীয় গুরুকে প্রণাম করা শিষ্টাচার-সম্মত। সেইজন্য বিদ্যারণ্য মুনি গ্রন্থারম্ভের পূর্বে স্বীয় গুরু শ্রীশঙ্করানন্দকে এই বলিয়া প্রণাম করিতেছেন)—'যে গুরুর পাদপদ্ম সংসারকারণ মূল অজ্ঞানরূপ হিংস্র জলজন্তুর এবং অজ্ঞানকার্য্য স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ প্রপঞ্চের একমাত্র বিনাশক, সেই শঙ্করানন্দ-গুরুর পাদপদ্মে নমস্কার করি। ১। গুরুর চরণদ্বয়রূপ যে কমলযুগল, উহার সেবা দ্বারা যাহাদের চিত্ত নির্মল হইয়াছে, তাহাদের সহজে যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, সেইজন্য তত্ত্ববিবেক আরম্ভ করা হইতেছে। ২।

জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও জ্ঞান সর্বত্র এক এবং জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ—জাগ্রৎকালে বেদ্য শব্দ, স্পর্শাদি জ্ঞেয় বস্তুসকলের বৈচিত্র্যবশতঃ উহারা পৃথক্ পৃথক্। কিন্তু ঐ বস্তুসকলকে প্রকাশ করে যে জ্ঞান, উহা একরূপ, উহার ভেদ নাই। ৩। স্বপ্নেও ঐ প্রকার—স্বপ্নে জ্ঞেয় বস্তুগুলি স্থির নয়, জাগ্রৎকালের বস্তুগুলি স্থির, এইমাত্র পার্থক্য কিন্তু দুইটি অবস্থার যে সম্বিৎ বা জ্ঞান, উহা একরূপ, উহার ভেদ নাই। ৪।*

* যেমন একই সূর্য্য বহু বস্তুকে প্রকাশ করে বলিয়া বহু হইয়া যায় না, এইরূপ জ্ঞান সর্ব্বদা একরূপে থাকিয়া জাগ্রৎকালের ও স্বপ্নকালের বস্তুসকলকে প্রকাশ করিলেও বহু হইয়া যায় না। আবার যেমন ঘটের মাটি, শরার মাটি, কলসীর মাটি, ইত্যাদি স্থলে ঘট, শরা ও কলসীর অতিরিক্ত মাটি বলিয়া কোন পদার্থ আছে, ইহা বুঝা যায়, এইরূপ

সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত পুরুষের সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের যে স্মৃতি হয়, উহা সুষুপ্তিকালীন অনুভূত অজ্ঞান-বিষয়ক অর্থাৎ, সেই অজ্ঞান সুষুপ্তিকালে অনুভূত হইয়াছিল। ৫। সুষুপ্তিকালীন সেই বোধ, সেই অনুভূত অজ্ঞান হইতে ভিন্ন ; কিন্তু উহা পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের বোধ হইতে ভিন্ন নয়। এইরূপে বোঝা গেল জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার জ্ঞান এক। এক দিনের জ্ঞানের ন্যায় অন্যদিনের জ্ঞানেরও ভেদ নাই। ৬। মাস বৎসর, যুগ, কল্প, অতীতকাল এবং আগামীকালের জ্ঞান একই। এই জ্ঞানের উদয় অস্ত নাই এবং এই জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ। ৭।*

জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর জ্ঞানের মূলে এক অখণ্ড জ্ঞান আছে, ইহাও বুঝা যায়।

* আমার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাকে আমি জ্ঞান দ্বারা জানি বা প্রকাশ করি। স্বপ্নশূন্য গাঢ় নিদ্রাকে সুষুপ্তি বলে। সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত পুরুষ বলে—'আমি এমন গাঢ়ভাবে ঘুমাইয়াছিলাম যে কিছুই জানিতে পারি নাই'। কিছুই জানিতে না পারাই অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞানের অনুভূতি সুষুপ্তিকালে আমার হইয়াছিল, নতুবা জাগিয়া উঠিয়া আমি উহার স্মরণ করিতে পারিতাম না। যেহেতু, পূর্ব্বে কোন বস্তুর অনুভূতি না হইলে পরে উহার স্মৃতি হয় না। সুতরাং, সুষুপ্তিকালের ঐ অজ্ঞানকে আমি জ্ঞান দ্বারা অনুভব করিয়াছিলাম। যেমন জাগ্রৎ-কালের ও স্বপ্নকালের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলিকে আমিই জানি, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে যে, সকল জ্ঞেয় পদার্থের অভাব হয়, উহাও আমিই জানি। জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুসকল প্রকাশিত হয় এবং আমিও সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক—সেইজন্য আমি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। যেমন কোন রঙ্গমঞ্চে একজন দর্শক পর পর তিনটি দৃশ্য দেখে, তজ্জন্য সে দৃশ্য তিনটি হইয়া যায় না, এইরূপ এই সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চে আমিও পর পর মহামায়া-প্রদর্শিত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ দৃশ্যত্রয় দর্শন করিয়া ঐ দৃশ্যত্রয় হইয়া যাই না। যেমন

আত্মার আনন্দরূপতা এবং আনন্দের প্রতিবন্ধক বা বাধা—(আত্মার জ্ঞানস্বরূপতা দেখাইয়া এক্ষণে উহার আনন্দরূপতা দেখাইতেছেন)—এই আত্মা পরমানন্দ-স্বরূপ, যেহেতু আত্মা পরম প্রেমের আস্পদ। কারণ সকলেরই 'আমি যেন সর্ব্বদা থাকি, আমার যেন সর্ব্বদা অভাব না হয়' এইপ্রকার আত্মাতে প্রীতি দেখা যায়। ৮। অন্য বস্তুতে যে প্রেম বা ভালবাসা উহা আত্মার জন্য ; কিন্তু আত্মাতে যে প্রেম উহা অন্যের জন্য নহে। অতএব আত্ম-বিষয়ক প্রেমই পরম বা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্যই আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ হয়। ৯। এই প্রকারে যুক্তি দ্বারা আত্মার সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপতা দেখান হইল। বেদান্তে পরব্রহ্মকেও ঐরূপ বলা হইয়াছে এবং জীবাত্মা ও পরব্রহ্মের ঐক্যেরও উপদেশ করা হইয়াছে। ১০ ।*

জাগ্রদাদি তিন অবস্থার জ্ঞান এক, এইরূপ সর্ব্বকালে সকল বস্তুর জ্ঞানও এক। জ্ঞানের ভেদ হয় না—উপাধির ভেদ-বশতঃ জ্ঞানের ভেদ মনে হয়। ঐ জ্ঞানকে জানিবার জন্য অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা নাই, সেইজন্য জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ।

* বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।৫) দেখা যায়, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে দেখাইয়াছেন যে, লোকে আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্র, পত্নী প্রভৃতিকে ভালবাসে। যদি উহারা আত্মপ্রীতির বিঘ্নকারী হয়, তবে উহাদিগকে ভালবাসে না। চিনি মিষ্ট ; উহা যাহাতে মাখান হয় উহাও মিষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ আত্মার সহিত সম্বন্ধহেতুই স্ত্রী, পুত্রাদি প্রিয় হয়। অপরের স্ত্রী, পুত্রাদি আমার প্রিয় নয়। যে আমার (আত্মার) সম্বন্ধহেতু স্ত্রী, পুত্রাদি প্রিয় হয়, উহা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ কি ? পূর্ব্বে যে জ্ঞানকে আত্মস্বরূপ বলিয়া দেখান হইয়াছে, ঐ জ্ঞান অখণ্ডস্বরূপ এবং কুত্রাপি উহার অভাব নাই। কারণ জ্ঞানের অভাব

[এক্ষণে শঙ্কা উঠিতে পারে, আত্মার পরমানন্দতার ভান (প্রকাশ) হয় কিনা ?] যাহা একবারে প্রতীত হয় না বা অজ্ঞাত উহাতে লোকের পরমপ্রীতি হইতে পারে না। আবার পরমপ্রীতির প্রতীতি থাকিলে লোকের বৈষয়িক সুখে স্পৃহা হইত না (কারণ, বড় আনন্দ ছাড়িয়া কে ছোট আনন্দ পাইতে চায় ?)। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—আত্মার এই পরমানন্দতা ভান হইয়াও ভান (প্রকাশ) হইতেছে না (অর্থাৎ, উহা বাধাযুক্তভাবে প্রকাশ পাইতেছে)।১১। কোনও পিতা অনেক বেদপাঠকারী বালকগণের মধ্যে স্থিত নিজ পুত্রের বেদপাঠ সামান্যভাবে শুনিয়াও বিশেষভাবে শুনিতে পান না। এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিবন্ধক থাকায় আত্মানন্দের সামান্যভাবে ভান হইয়াও বিশেষ-ভাবে ভান হয় না।১২।* "আছে", "প্রকাশ পাইতেছে" এই প্রকার ব্যবহার-যোগ্য বস্তুবিষয়ে 'নাই', 'প্রকাশ পাইতেছে না' এই প্রকার বিরুদ্ধভাবের উৎপাদনকে প্রতিবন্ধক বলে।১৩। পুত্রধ্বনি শ্রবণের প্রতিবন্ধক (বাধা) হইতেছে, বালকগণের সমান শব্দের একত্র মিলন। আর আত্মার পরমপ্রীতির অনুভববিষয়ে প্রতিবন্ধ হইতেছে—মোহকারিণী অনাদি অবিদ্যা।১৪।

প্রমাণ করিবার জন্যও জ্ঞান চাই। যে বস্তুর কোনকালে অভাব হয় না, উহাই 'সৎ'। "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—গীতা ২।১৬, অর্থাৎ 'সদ্‌বস্তুর অভাব নাই'। সুতরাং যাহা 'চিৎ' বা জ্ঞান, উহাই 'সৎ'। আবার জ্ঞান অনন্ত বলিয়া উহা আনন্দ-স্বরূপও বটে। 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্' (ছান্দোগ্য—৭।২৩।১) অর্থাৎ যাহা ভূমা বা বৃহৎ বা অনন্ত, উহাই সুখ। সুতরাং আত্মা সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ ইহা সিদ্ধ হইল।

* মনে কর দশজন বালক বেদ পড়িতেছে, উহার মধ্যে তোমার পুত্রও আছে। তুমি বাহির হইতে ঐ বালকগণের বেদপাঠ শুনিতেছ। এ ক্ষেত্রে তুমি তোমার পুত্রের বেদপাঠ শুনিতেছ, কি না ? নয়জন

প্রকৃতির স্বরূপ ও সৃষ্টি—(এক্ষণে সেই অবিদ্যা-রূপ প্রতিবন্ধের যাহা মূল কারণ, সেই প্রকৃতির স্বরূপ এবং অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মে আরোপিত সৃষ্টির ক্রম দেখান হইতেছে)। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা এবং চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা, উহা দুই প্রকার :—(১) শুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির নাম **মায়া** এবং (২) যে প্রকৃতির সত্ত্বগুণ অবিশুদ্ধ (যাহা রজঃ তমঃ প্রধান) উহার নাম **অবিদ্যা**। মায়াতে যে ব্রহ্মের (শুদ্ধ চৈতন্যের) প্রতিবিম্ব, তিনি মায়াকে বশ করিয়া **সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরস্বরূপ** ধারণ করেন।১৫, ১৬। অবিদ্যায় প্রতিফলিত যে চৈতন্য, তিনি **জীব**; জীব অবিদ্যার বশবর্ত্তী। অবিদ্যার বৈচিত্র্যবশতঃ জীবও নানাপ্রকার। সেই অবিদ্যাই **কারণ-শরীর**। অবিদ্যাতে অভিমানী চৈতন্যের নাম **প্রাজ্ঞ** *।১৭।

বালকের পাঠের সঙ্গে তোমার পুত্রেরও পাঠ আছে। সুতরাং তুমি পুত্রের পাঠ শুনিতেছ, ইহা বলা যায়। কিন্তু, অপর বালকগণের পাঠের সহিত মিশিয়া থাকায় তুমি কোন্‌টী তোমার পুত্রের পাঠ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। সুতরাং বলিতে হয়, তুমি পুত্রের পাঠ সামান্যভাবে শুনিয়াও বিশেষভাবে শুনিতেছ না। এখন অপর নয়জন বালক যদি চুপ করে, তবে তুমি তোমার পুত্রের বেদপাঠ স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ বিষয়ানন্দের মধ্যে আত্মানন্দের সাড়াও সামান্যভাবে রহিয়াছে। বিষয়সকল বাধাস্বরূপ হওয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ঐ অখণ্ড আত্মানন্দ খণ্ড খণ্ড বিষয়ানন্দরূপে আমাদের নিকটে পৌঁছায়। যদি আমরা মনের বিষয়চিন্তারূপ চীৎকারকে থামাইতে পারি, তবে আত্মার পরমানন্দতাকেও স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি।

* মায়া এক ও শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা বলিয়া মায়া দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত হয় না—সেইজন্য ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও নিত্যমুক্ত। কিন্তু রজঃতমঃপ্রধান অবিদ্যা বহুরূপী। সেইজন্য উহাতে প্রতিবিম্বিত

সেই প্রাজ্ঞ জীবগণের ভোগের নিমিত্ত তমঃ-প্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইল ।১৮। আকাশ-তন্মাত্র হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রোত্রের, বায়ু-তন্মাত্র হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্বকের, তেজ-তন্মাত্র হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষুর, জল-তন্মাত্র হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বার এবং পৃথিবী তন্মাত্র হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসিকার উৎপত্তি হইল ।১৯। (ইন্দ্রিয় বলিতে শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি করিবার শক্তিকে বুঝিতে হইবে। শ্রোত্র, চক্ষুঃ প্রভৃতি গোলক ইন্দ্রিয় নয়। ঐ গোলকগুলি ইন্দ্রিয়শক্তির কার্য্য করিবার যন্ত্র মাত্র)। পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সত্ত্বাংশের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হইল। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে দুই প্রকার :—(১) মন (সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ) এবং (২) বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মিকা) ।২০। সেই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের রজোহংশ হইতে যথাক্রমে আকাশ হইতে বাক্, বায়ু হইতে পাণি, তেজ হইতে পাদ, জল হইতে উপস্থ এবং পৃথিবী হইতে পায়ু, এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইল ।২১। সেই পঞ্চভূতের রজোহংশের সমষ্টি হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইল। উহা বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার :—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ।২২।

চৈতন্যও (জীবও) বহু। অবিদ্যায় সত্ত্বগুণ মলিন বলিয়া জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া পড়ে। সেইজন্য জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্ ও বদ্ধ। সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান জীবের কারণ-শরীর। চৈতন্য কারণ-শরীরে অভিমান করিয়া 'প্রাজ্ঞ' এই নাম প্রাপ্ত হন। 'প্রাজ্ঞ' শব্দের অর্থ (প্র+অজ্ঞ) প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ। জাগ্রৎকালে জীব স্থূলদেহে, স্বপ্নকালে সূক্ষ্মদেহে এবং সুষুপ্তিকালে কারণদেহে প্রধানভাবে অভিমানী। কারণদেহই অজ্ঞান। সেইজন্যই জীব সুষুপ্তিকালে কিছুই জানিতে পারেন না। 'প্রাজ্ঞ' শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাতাও করা যাইতে পারে, তখন উহা সুষুপ্তির প্রকাশক সাক্ষিচৈতন্যকে বুঝাইবে। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক নিজে মোহিত না হইয়া দর্শকগণকে নানাপ্রকার বিচিত্র

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি মিলিত এই সপ্তদশটীকে সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গদেহ বলে। ২৩। কারণ-শরীরে অভিমানী প্রাজ্ঞ এই সূক্ষ্ম-শরীরে অভিমান-বশতঃ 'তৈজসত্ব' প্রাপ্ত হন। ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরে অভিমান করিয়া প্রাজ্ঞ তৈজসরূপ ধারণ করেন এবং সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরে অভিমান করিয়া ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভরূপ ধারণ করেন। ২৪। ঈশ্বর সকলের সহিত আপনার তাদাত্ম্য (একত্ব) অবগত আছেন বলিয়া সমষ্টি। সমষ্টিতে তাদাত্ম্যভাবের অভাববশতঃ (ব্যষ্টি দেহে তাদাত্ম্যবশতঃ) অন্য সকলকে (জীবসকলকে) ব্যষ্টি বলা হয়।২৫। ভগবান্ ঐ জীব সকলের ভোগের নিমিত্ত ভোগ্য বস্তুসকল এবং ভোগায়তন দেহের সৃষ্টির জন্য আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই পঞ্চীকরণ করেন।২৬। ইহাতে স্থূলভূতের উৎপত্তি হয়। (বিস্তৃত সৃষ্টিপ্রকরণ মৎপ্রণীত 'গীতা' বা 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীতে' দ্রষ্টব্য)। পঞ্চীকৃত স্থূল ভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সেই স্থূল পঞ্চ ভূত হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ ভুবন, ভোগ্য-বস্তুসকল ও স্থূল শরীর সকলেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমষ্টি স্থূল দেহে অভিমানবশতঃ 'হিরণ্যগর্ভ' বৈশ্বানর বা বিরাট্ নাম প্রাপ্ত

ক্রীড়া প্রদর্শন করে, এবং অজ্ঞ দর্শকগণ উহা দেখিয়া মুগ্ধ হয়, এইরূপ পরমমায়াবী ঈশ্বরও স্বীয় অদ্বৈত-স্বরূপ হইতে চ্যুত না হইয়া জীবগণকে এই বৈচিত্র্যময় ও অদ্ভুত জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। জীবগণ অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধদৃষ্টি হইয়া উহা দর্শন করে এবং উহার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরের প্রপন্ন ব্যক্তিই ঈশ্বরকৃপায় এই মায়ারহস্য ভেদ করিতে পারে। যাদুকরের নিকট যাহা মায়া, উহাই দর্শকগণের নিকট অবিদ্যা। ঈশ্বরের মায়াই জীবের নিকট অবিদ্যা। যেমন প্রকাশময় সূর্য্যরশ্মি, যাহা দ্বারা সব কিছু দেখা যায়, উহাই পেচকের নিকট অন্ধকার।

হইলেন। ব্যষ্টি স্থূলদেহে অভিমানবশতঃ তৈজস দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি নানারূপে বিশ্ব এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।২৮।* (এইরূপে অজ্ঞান ও অজ্ঞানোৎপন্ন সৃষ্টির বর্ণনা করিয়া আত্মানন্দলাভের যাহা প্রতিবন্ধক তাহা দেখান হইল। এক্ষণে যে উপায়ে বিবেকদ্বারা আত্মস্বরূপের অবগতিপূর্ব্বক জীবের স্বরূপ-বিশ্রান্তি লাভ হয়, উহা দেখান হইতেছে) পূর্বোক্ত জীবগণ বাহ্য-দৃষ্টি-পরায়ণ হওয়ায় আত্মজ্ঞান বিবর্জিত

---

* এইরূপে যে সৃষ্টিক্রমের বর্ণনা করা হইল অদ্বৈত-বেদান্তমতে উহার সত্যতা নাই। সৃষ্টি মিথ্যা অর্থাৎ সৃষ্টি প্রতীত হইলেও তত্ত্বতঃ নাই। অদ্বৈতমতে ঈশ্বর, মায়া, জীব ও জগৎ ইহাদিগকে অনাদি মানা হয়। কিন্তু অনাদি হইলেও উহারা অনন্ত নয়, একমাত্র শুদ্ধচৈতন্য বা নির্গুণব্রহ্মই অনাদি ও অনন্ত। যাহার আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, উহাই অনাদি এবং যাহার কোন দেশে, কালে বা বস্তুতে অন্ত হয় না, উহাই অনন্ত। নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে ঈশ্বর, জীব জগৎ ও মায়া ইত্যাদি ভাবের অন্ত হয় বলিয়া উহারা অনন্ত নয়। নির্গুণ ব্রহ্মের কখনও অভাব হয় না বলিয়া উহা অনন্ত। অনাদি অজ্ঞান-বশতঃ শুদ্ধচৈতন্য বা নির্গুণব্রহ্ম ঈশ্বর, জীব ও জগদাকারে দৃষ্ট হন—যেমন রজ্জু ভ্রান্তিকালে সর্পরূপে দৃষ্ট হয়। ভ্রান্তি কাটিয়া গেলে ঐ সকল নির্গুণ ব্রহ্মমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। 'সৃষ্টি সত্য' ইহা প্রতিপাদন করা সৃষ্টি-বর্ণনায় তাৎপর্য্য নয়। পরন্তু ভ্রমে পতিত সৃষ্টি-দর্শনকারী জীবগণকে সৃষ্টির মাধ্যমে শুদ্ধচৈতন্যকে ধরাইয়া দেওয়াতেই সৃষ্টি-বর্ণনার তাৎপর্য্য। যেমন রজ্জুতে ভ্রান্তিদৃষ্ট সর্পকে ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে অধিষ্ঠান রজ্জুর সাক্ষাৎকার হয়, এইরূপ ব্রহ্মে অনাদি অজ্ঞান দ্বারা আরোপিত সৃষ্টিকে ভাল করিয়া বিচার করিলে সৃষ্টির মাধ্যমেই ব্রহ্মের জ্ঞান হইয়া থাকে। কারণ, ব্রহ্মই ভ্রান্তিবশতঃ জগদ্রূপে

হইয়া ভোগের জন্য কর্ম করে এবং কর্ম করার ফলে সংস্কারহেতু পুনরায় ভোগ করে।২৯। যেমন নদীপ্রবাহে পতিত কীটগণ উহা হইতে বাহির হইতে না পারিয়া এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে পতিত হয়, এইরূপ সংসার-প্রবাহে পতিত জীবগণও এক জন্ম হইতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়, কিছুতেই নিবৃত্তিলাভ করিতে পারে না।৩০। যেমন পূর্ব্বোক্ত কীটগণের পূর্ব্ব পুণ্যকর্ম ফলোন্মুখ হইলে তীরস্থ কোন দয়ালু ব্যক্তির কৃপায় উহারা উদ্ধার পাইয়া নদীতীরস্থিত কোন বৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া সুখে বিশ্রাম করে, এইরূপ সংসারাবর্ত্তে পতিত জীবগণও তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চকোষ-বিবেকদ্বারা আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া পরম নিবৃত্তি লাভ করে।৩২।

পঞ্চকোষ—(কোষ=তরবারির খাপ। খাপ যেমন তরবারিকে ঢাকিয়া রাখে, এইরূপ পঞ্চকোষও আত্মস্বরূপ ঢাকিয়া রাখে। কোশ=গুটি-পোকার আচ্ছাদক গুটি)। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পাঁচটি কোষ। এই পঞ্চকোষদ্বারা আবৃত আত্মা স্বীয় স্বরূপ

প্রতীত হইতেছেন। কোন এক বালকের জুজুর ভয় ছিল। উহা কোন প্রকারে দূর হইল না। তখন একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বালকের পিতাকে একটী শোলার জুজু তৈয়ারী করাইতে বলিলেন। উহা তৈয়ার হইলে উহাকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইল। অতঃপর ঐ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বালককে ক্রোড়ে লইয়া শোলার জুজুটির আবরণ খুলিয়া দিতে বলিলেন। বালক সাক্ষাৎ ঐ জুজুকে দেখিয়া ভয়ে আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন ঐ শোলার জুজুর নিকটে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণ ঐ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নির্দ্দেশানুসারে উহাকে লাঠি দিয়া মারিয়া ভূশায়িত ও টুকরা টুকরা করিয়া দিল। তখন ঐ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐ বালককে বলিলেন—'দেখ জুজু মরিয়া গেল, আর ভয় কি'? বালকের জুজুর ভয় চলিয়া গেল। এইরূপ অনাদি অজ্ঞান-বশতঃ জীব যে সৃষ্টিরূপ জুজুর ভয়ে ভীত, শাস্ত্র প্রথমে অধ্যারোপ দ্বারা (যাহাতে যে বস্তু স্বরূপতঃ

বিস্মৃত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করেন ।৩৩। পঞ্চীকৃত স্থূল ভূত হইতে উৎপন্ন যে স্থূলদেহ, উহা অন্নময়কোষ। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়+পঞ্চপ্রাণ=প্রাণময়কোষ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়+সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন=মনোময়কোষ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়+ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি=বিজ্ঞানময়কোষ ।৩৪, ৩৫। সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান জীবের কারণশরীর*। কারণশরীররূপ অজ্ঞানে বা অবিদ্যায় যে মলিন সত্ত্বগুণ আছে,

---

নাই, উহাতে উহার আরোপ করিয়া) সৃষ্টিক্রম খাড়া করিয়া পরে 'নেতি' 'নেতি' রীতিতে উহার অপবাদ বা নিষেধ করিয়া জীবকে উহার অদ্বৈত অভয় ব্রহ্ম স্বরূপটি দেখান। অধ্যারোপ বা অপবাদ ইহারা ব্রহ্ম নয়। 'নেতি' 'নেতি' রীতিতে দ্বৈতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানপূর্ব্বক উহার নিষেধ হইলে নিষেধের অধিকরণ-স্বরূপ ব্রহ্ম প্রকটিত হন। তখন জীবের শুদ্ধবুদ্ধিতে সেই 'দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত ব্রহ্মই আমি' এই প্রকার যে প্রতিবন্ধশূন্য দৃঢ় নিশ্চয় উৎপন্ন হয়, উহাই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান।

* সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া লোকে বলে—'আমি আজ গাঢ়ভাবে বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম এবং কিছুই জানিতে পারি নাই'। সুতরাং দেখা গেল জীব সুষুপ্তিকালে 'কিছু না জানা' রূপ অজ্ঞান এবং 'সুখ' উভয়কেই অনুভব করে—উহাই জাগিয়া স্মরণ করে। যেমন কোন ভারবাহী পুরুষ মস্তকের ভার নামাইয়া কিছুকাল বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করে, এইরূপ জীবও সুষুপ্তিকালে জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের সমস্ত বিষয়চিন্তার ভার নামাইয়া বড় সুখ (জাগ্রত ও স্বপ্নকালের বিষয়ভোগজনিত দুঃখমিশ্রিত সুখ অপেক্ষা এই বিষয়-ত্যাগজনিত সুখ বড়) অনুভব করে। সেইজন্য সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানরূপ কারণ শরীর জীবের আনন্দময় কোষ। সুষুপ্তি-কালীন জীবের ঐ আনন্দভোগ অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা হইয়া থাকে। অজ্ঞান বৃত্তিসকল সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট বলিয়া সাধারণ জীব স্পষ্টভাবে উহা বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, এই আনন্দ বিষয়ভার লাঘবের জন্যই হইয়া থাকে। উহা স্বরূপ-গ্রহণ-জনিত বা তত্ত্বজ্ঞানজন্য আনন্দ নয়। মাণ্ডুক্য:

তাহা মোদাদি বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময়কোষ নামে অভিহিত হয়। (ইষ্ট বস্তুর দর্শনে যে সুখ হয় তাহা 'প্রিয়' বৃত্তি ; ইষ্ট বস্তুর লাভ হইলে যে সুখ হয়, উহা 'মোদ' বৃত্তি এবং ইষ্ট বস্তুর ভোগে যে সুখ হয়, উহা প্রমোদ বৃত্তি)। এক একটি কোষে তাদাত্ম্যবশতঃ (কোষের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া) আত্মা সেই সেই কোষময় হন। (স্ফটিকের সম্মুখে জবা পুষ্প ধরিলে স্ফটিক যেমন লোহিত বর্ণ হইয়া যায়।) ৩৬।

অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তি—(এক্ষণে আত্ম-স্বরূপ প্রদর্শনার্থ গ্রন্থকার অন্বয়-ব্যতিরেকরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন)—স্বপ্নে স্থূলদেহের অপ্রতীতি হইলেও আত্মার যে প্রতীতি (অর্থাৎ স্বপ্নে আমার স্থূলদেহের প্রতীতি না হইলেও আমি থাকি) উহাই আত্মার অন্বয় বা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থায় আত্মার অনুস্যূততা। আর আত্মার প্রতীতি হইলেও স্থূলদেহের স্বপ্নে যে অপ্রতীতি, তাহাই স্থূলদেহের ব্যতিরেক।৩৮।

উপনিষদে সুষুপ্ত জীবকে 'আনন্দময়ঃ' (আনন্দপ্রচুর বা আনন্দপ্রায়) এবং আনন্দভুক্ (আনন্দের ভোক্তা) বলা হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে জীবের বুদ্ধি অজ্ঞানক্ষেত্রে লীনভাবে অবস্থান করে। সেইজন্য ঐ সময় জীব যেন ঈশ্বরের সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হন। সেইজন্য উক্ত শ্রুতিতে সুষুপ্ত পুরুষকে 'সর্ব্বেশ্বরঃ' 'সর্বজ্ঞঃ' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। সাক্ষীকে লক্ষ্য করিয়াই উহা বলা হইয়াছে। জীব ও ঈশ্বর উভয়ক্ষেত্রেই সাক্ষী এক। কিন্তু, সাক্ষীর ভোক্তৃত্ব সম্ভব নয়, জীবেরই ভোক্তৃত্ব সম্ভব। সুতরাং 'আনন্দভুক্' শব্দে জীবকে বুঝাইতেছে। জাগ্রৎকালেও আনন্দময়-কোষের ঈষৎ স্ফুরণ হয়।

জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীর। জাগ্রৎকালে জীব প্রধান-ভাবে স্থূল শরীরে অভিমানী, স্বপ্নকালে প্রধানভাবে সূক্ষ্মশরীরে অভিমানী এবং সুষুপ্তিকালে কারণ-শরীরে অভিমানী। জীবের স্থূলশরীর=অন্নময়-কোষ। সূক্ষ্মশরীর=প্রাণময়কোষ+মনোময়কোষ+বিজ্ঞানময়কোষ। কারণ

সুষুপ্তিকালে সূক্ষ্মদেহের অপ্রতীতি হইলেও আত্মার যে ভান বা প্রতীতি (সুষুপ্তিকালে আমি না থাকিলে আমার সুষুপ্তির অনুভব হইত না) উহাই আত্মার অন্বয়। সেই আত্মার ভান থাকিলেও সূক্ষ্মদেহের যে অভান বা অপ্রতীতি, তাহাই লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক।৩৯।

শরীর=আনন্দময়কোষ। বীজ যেমন অঙ্কুরের ও বৃক্ষের কারণ, এইরূপ কারণশরীর বা অজ্ঞানই সূক্ষ্ম বা স্থূলদেহের কারণ। যেমন কোন স্ফটিক স্বয়ং স্বচ্ছ হইয়াও লোহিত, নীল, পীত, প্রভৃতি পুষ্পের সান্নিধ্যে লোহিত, নীল ও পীতরূপে প্রতীত হয়, এইরূপ স্ফটিকবৎ শুদ্ধ আত্মা এক এক কোষে অভিমান করিয়া সেই সেই কোষের দোষগুণ যেন প্রাপ্ত হন। অন্নময়-কোষ বা স্থূলদেহে অভিমানবশতঃ আত্মা আপনাকে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, কৃশ, পুষ্ট, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালাদি মনে করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করেন এবং দেহের নাশে নিজের নাশ হইবে ভাবিয়া ভীত হন। এই প্রকারে আত্মা প্রাণে অভিমান করিয়া প্রাণের ধর্ম ক্ষুধা, পিপাসাদিকে, মনে অভিমান করিয়া মনের ধর্ম সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক প্রভৃতিকে এবং বুদ্ধিতে অভিমান করিয়া বুদ্ধির ধর্ম কর্তৃত্ব, অধ্যবসায় প্রভৃতিকে নিজের ধর্ম মনে করিয়া সুখী দুঃখী হইয়া পড়েন। এই সুখ, দুঃখ, ভয়, শোকাদি আত্মার আগন্তুক ধর্ম, উহারা আত্মার স্বভাব নয়। জলের স্বাভাবিক ধর্ম শীতলত্ব; কিন্তু অগ্নিসংযোগে জল উষ্ণ হয়। এই উষ্ণতা জলের আগন্তুক ধর্ম। অগ্নি সরাইয়া লইলে জল পুনরায় স্বীয় স্বভাব শীতলত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ পঞ্চকোষের বিবেকদ্বারা আগন্তুক ধর্ম সকলের নিষেধ হইলে আত্মা স্বীয় স্বাভাবিক নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপে স্থিত হন। একটু বিচার করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, আমি দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বা উহাদের ধর্মসকল নহি। কথায় বলি—'আমার দেহ', 'আমার মন', 'আমার বুদ্ধি' প্রভৃতি। দুইটী ভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ হইলে তবেই সম্বন্ধ পদের প্রয়োগ হয়। সুতরাং 'আমার দেহ,'

(জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় পরস্পর ব্যভিচারী—অর্থাৎ একটি অবস্থা যখন থাকে, তখন অপর তুইটি থাকে না। আত্মা কিন্তু তিন অবস্থায় অনুগত থাকেন। সুতরাং আত্মা কখনও বাদ পড়েন না বলিয়া উহাদের মধ্যে আত্মাই সত্য, অবস্থাত্রয় মিথ্যা—কারণ একমাত্র সদ্‌বস্তুরই অভাব হয় না)। সমাধিকালে সুষুপ্তির অভান হইলেও আত্মার যে ভান বা প্রকাশ (আমার সমাধি অবস্থা আমি অনুভব করি) উহাই আত্মার অন্বয়। আত্মার ভান হইলেও সুষুপ্তি অবস্থার যে অভান, উহাই সুষুপ্তির ব্যতিরেক।৪১।

'আমার মন' প্রভৃতি স্থলেও আমি দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। সুতরাং উহাদের ধর্মসকল হইতেও ভিন্ন। নতুবা 'আমার' এই সম্বন্ধ-পদের প্রয়োগ হইত না। 'আমার গাধা' মানে কি 'আমি গাধা'? তথাপি আত্মার উপর দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির ধর্মসকলের অধ্যাস করিয়া (এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ) আমরা নিজেদিগকে স্থূল, কৃশ, সুখী, তুঃখী ইত্যাদি মনে করি। আরও আমার দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যে আছে, উহা আমিই জানি। যিনি জ্ঞাতা (Subject) তিনিই জ্ঞেয়বস্তু (Object) হইতে পারেন না। সুতরাং দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বা উহাদের ধর্মসকলের জ্ঞাতা আমি দেহ, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি বা উহাদের ধর্ম সকল হইতে পারি না; যেহেতু উহারা সকলেই আমার জ্ঞেয় বস্তু (Object)। সুষুপ্তিকালের অজ্ঞানও আমাদ্বারাই প্রকাশিত হয়, আমিই উহাকে জানি। আমি জ্ঞাতা, অজ্ঞান জ্ঞেয়বস্তু। সুতরাং, আমি অজ্ঞান হইতে ভিন্ন, অজ্ঞানের প্রকাশক চেতন আত্মা। অজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু জ্ঞেয় বা দৃশ্য বস্তু আমি জানি বা দেখি, জ্ঞানস্বরূপ আমাকে বাদ দিয়া উহাদের কাহাকেও দেখান যায় না। আমি সর্ব্বদা একরূপ—জগৎ বহুরূপী; আমি সর্ব্বদা স্থির, জগৎ অস্থির; আমি শান্ত শিব, জগৎ আমার উপর নৃত্যরতা কালশক্তিরূপা কালী। দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির বা জগতের পরিবর্ত্তনে আমার পরিবর্ত্তন্ হয় না। তাই

মহাবাক্যবিচার—যেমন মুঞ্জাতৃণের বাহিরের স্থূলপত্রগুলি ছাড়াইয়া মাঝের শিষটী বাহির করা হয়, এইরূপ যুক্তিদ্বারা আত্মাকে তিন শরীর হইতে পৃথক করিয়া ধীর ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।৪২। এইপ্রকারে বিচার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা ভাগত্যাগ-লক্ষণার* সাহায্যে সেই ঐক্য দেখান হইতেছে।৪৩। যিনি তামসী মায়াকে লইয়া জগতের উপাদান

অনুভব করি—ঐ সকল বস্তুর পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও বাল্যকালের যে আমি, বার্দ্ধক্যেও সেই আমি। সুতরাং চৈতন্যস্বরূপ আমিই সকলকে সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদান করিতেছি। নামরূপাত্মক এ বিশ্ব আমার সত্তায় সত্তাবান্। সুতরাং চৈতন্যস্বরূপ আমাকে বাদ দিয়া এ জগৎ মৃত বা মিথ্যা। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিবেকদ্বারা আত্মার অসঙ্গ স্বরূপের জ্ঞান হইলে পরে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর মুখে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের বিচার শ্রবণ করিলে জীবের 'আমিই ব্রহ্ম' এই প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়—উহাই মোক্ষের কারণ।

* যেখানে বাক্যের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি হয় না, সেই স্থলে বাক্যের লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিতে হয়। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে বৃত্তি বলে। সেই বৃত্তি দুই প্রকার :—(১) শক্তি (২) লক্ষণা। কোন নির্দ্দিষ্ট পদের যে নির্দ্দিষ্ট অর্থ বুঝাইবার সামর্থ্য আছে, ঐ সামর্থ্যই ঐ পদের শক্তি। ঐ শক্তি যে অর্থকে বুঝাইয়া দেয়, উহা ঐ পদের শক্যার্থ বা বাচ্যার্থ। যেমন 'ঘট' এই পদের শক্তি ঘট বস্তুকে বুঝায়। সুতরাং ঘটবস্তুটি 'ঘট' পদের বাচ্যার্থ। যে স্থলে কিন্তু শব্দের বাচ্যার্থ দ্বারা বাক্যের তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না, সেই স্থলে বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া বাক্যের অর্থ বুঝিতে হয়। সেই সম্বন্ধের নাম 'লক্ষণা'। লক্ষণা তিন প্রকার :—(১) জহতীলক্ষণা (২) অজহতী লক্ষণা (৩) ভাগত্যাগ লক্ষণা।

কারণ এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান মায়াকে অবলম্বন করিয়া জগতের নিমিত্ত কারণ, সেই ঈশ্বররূপ ব্রহ্মই 'তৎ' শব্দ দ্বারা কথিত হইয়াছেন।৪৪। সেই পরব্রহ্ম যখন মলিন-সত্ত্বপ্রধান, কামকর্মদ্বারা দূষিতা মায়াকে গ্রহণ করেন তখন তিনি 'ত্বং' পদ দ্বারা উক্ত হন।৪৫। তমঃপ্রধান, শুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান ও মলিন-সত্ত্বপ্রধান—এই পরস্পর-বিরোধিনী ত্রিবিধ মায়াকে ত্যাগ করিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে মহাবাক্য দ্বারা লক্ষ্য করা হয়।৪৬। "সেই ব্যক্তি এই" ইত্যাদি বাক্যে 'সেই' ও 'এই' পদ দুইটির

---

(১) জহতীলক্ষণা—যে লক্ষণায় বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ সম্যক্ ত্যাগ করিয়া বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থের প্রতীতি হয়, উহাই 'জহতী লক্ষণা'। যেমন যদি কেহ বলেন—'গঙ্গায় ঘোষ বাস করে'—উহার বাচ্যার্থ হইতেছে—ভাগীরথী জলপ্রবাহরূপ যে গঙ্গা, উহাতে ঘোষ-পল্লী অবস্থিত। কিন্তু ঐ রূপ জলপ্রবাহে ঘোষ-পল্লী থাকা অসম্ভব এবং বক্তারও উহা বলা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং লক্ষণাদ্বারা ভাগিরথী-জলপ্রবাহরূপ বাচ্যার্থকে ত্যাগ করিয়া উহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে গঙ্গাতীর উহা গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ বক্তার ঐ বাক্যের লক্ষ্যার্থ হইতেছে—গঙ্গার তীরে ঘোষ পল্লীর বাস। (জহতী=যে ত্যাগ করে)।

(২) অজহতী লক্ষণা—যে লক্ষণাদ্বারা বাচ্যার্থের ত্যাগ হয় না, কিন্তু বাচ্যার্থের সহিত বাচ্যার্থ-সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুরও জ্ঞান হয়, উহাই 'অজহতী লক্ষণা'। যেমন, কেহ বলিল—'লাল দৌড়িতেছে'। এখানে লাল একটি রং। লাল রংএর দৌড়ান সম্ভব নয় এবং বক্তারও উহা বলা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং লক্ষণা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ঐ বাক্য দ্বারা বক্তা 'লাল রংএর ঘোড়া দৌড়িতেছে' ইহাই বুঝাইতে চান। এখানে লাল রংকে ত্যাগ করা হইল না। উহাকে লইয়াই উহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে অশ্ববস্তু উহাকে বুঝিতে হইবে। (অজহতী=যে ত্যাগ করে না)।

(৩) ভাগত্যাগ-লক্ষণা—যে লক্ষণাদ্বারা বিরুদ্ধ অংশের ত্যাগ এবং

অর্থে বিরোধ রহিয়াছে। ('সেই' পদের অর্থ অতীতকালস্থ, দূরদেশস্থ ও পরোক্ষ এবং 'এই' পদের অর্থ বর্ত্তমানকালস্থ, সমীপস্থ এবং অপরোক্ষ। এই স্থলে 'সেই' ও 'এই' এই পদ দুইটির দ্বারা ব্যক্তিটিকে বিশেষিত করিয়া দেখিলে তৎকালস্থ, দূরদেশস্থ ও পরোক্ষ ব্যক্তিটির, সম্মুখস্থ, বর্ত্তমানকালস্থ ও অপরোক্ষ ব্যক্তিটির সহিত একত্ব সম্ভব হয় না, বরং বিরোধই প্রতীত হয়)। সুতরাং বিরোধী বিশেষণ অংশগুলি ত্যাগ করিয়া উহাদের আশ্রয়-স্বরূপ ব্যক্তিটিমাত্রেই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য, ইহা অবধারণ করিতে হইবে। এইরূপে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থ বুঝিতে গেলে পরমেশ্বর ও জীবের মায়া ও অবিদ্যা এই উপাধিদ্বয় ত্যাগ করিয়া ঐ মহাবাক্য অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছে, ইহা অবধারণ করিতে হইবে। সুতরাং ভাগত্যাগ-লক্ষণাদ্বারা মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ বা তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে।৪৬, ৪৭, ৪৮। স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম নির্বিকল্প বা সবিকল্প কোন শব্দের বিষয় নহেন, অর্থাৎ কোন শব্দই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মে পৌঁছায় না। বিকল্পিতত্ব, লক্ষ্যত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধ ব্রহ্মে কল্পিত। সুতরাং সগুণ, নির্গুণ, সবিকল্প, নির্বিকল্প ইত্যাদি শব্দ লইয়া বিবাদ না করিয়া শব্দসকলের তাৎপর্য্যে সমাহিত হওয়া কর্ত্তব্য. নতুবা কেবল তর্কে লাভ নাই।৫২।

সমান অংশের গ্রহণ হইয়া থাকে, উহাকে ভাগত্যাগ-লক্ষণা বলে। যেমন— 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' অর্থাৎ 'সেই এই দেবদত্ত' এই বাক্যে পূর্ব্বকালদৃষ্ট এবং অধুনাদৃষ্ট দেবদত্ত ব্যক্তির একত্ব বুঝাইতেছে। এস্থলে 'সেই' পদ দ্বারা অতীতকালস্থ ও অন্যদেশস্থ দেবদত্তকে বুঝাইতেছে এবং 'এই' পদ দ্বারা বর্ত্তমানকালস্থ এবং সম্মুখস্থ দেবদত্তকে বুঝাইতেছে। দেবদত্তের আকার-প্রকারেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি 'সেই দেবদত্ত এই' কি প্রকারে? বিরোধী অংশগুলি দ্বারা বিশেষিত করিয়া উভয়ক্ষেত্রের দেবদত্তের একত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু ভাগত্যাগলক্ষণা দ্বারা বিরুদ্ধ বিশেষণ অংশের ত্যাগপূর্ব্বক উভয়ক্ষেত্রে সমান বিশেষ্য অংশ যে দেবদত্ত ব্যক্তি

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও নির্ব্বিকল্প সমাধি—এই প্রকার মহাবাক্যসকল দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্বরূপ অর্থের যে অনুসন্ধান—উহাকে * শ্রবণ বলে। যুক্তিদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্বের সম্ভাবিতত্বের অনুসন্ধানের নাম মনন।৫৩। শ্রবণ, মনন দ্বারা চিত্ত সংশয়-শূন্য হইলে সেই সংশয়শূন্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ে চিত্তের যে একতান প্রবাহ উহাই নিদিধ্যাসন।৫৪। যথন ধ্যাতৃভাব ও ধ্যানভাব ত্যাগ করিয়া চিত্তবৃত্তি ধ্যেয়াকার ধারণ করে, এবং প্রবাহশূন্য বায়ুতে স্থিত দীপশিখার ন্যায় চিত্ত নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তথন চিত্তের সেই অবস্থাকে

মাত্র উহার গ্রহণ দ্বারা এই একত্ব বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ মহাবাক্য সকলে যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব দেখান হইয়াছে, উহাদের বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে উহাদের একত্ব কথন সম্ভব নয়। কারণ, 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ হইতেছে—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, নিত্যমুক্ত ঈশ্বর এবং লক্ষ্যার্থ শুদ্ধচৈতন্য এবং 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থ অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্, ও বদ্ধজীব—লক্ষ্যার্থ শুদ্ধচৈতন্য। বাচ্যার্থে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ যথেষ্ট। কিন্তু, উভয়ের স্বরূপ যে শুদ্ধচৈতন্য উহাতে ভেদ নাই। সুতরাং লক্ষ্যার্থেই জীব ও ঈশ্বরের একতা প্রতিপাদনে মহাবাক্যসকলের তাৎপর্য্য—বাচ্যার্থের একত্বে তাৎপর্য্য—নাই।

* বেদান্ত শাস্ত্রের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া সমস্ত বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যমাত্রেই তাৎপর্য্য—এই প্রকার অবধারণকে 'শ্রবণ' বলে। বেদান্তদর্শনের (ব্রহ্মসূত্রের) প্রথম অধ্যায় ভাল করিয়া বুঝিলে এই সমন্বয়-সাধন হয়। শ্রদ্ধালু ব্যক্তির এই প্রকার শ্রবণ দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু, পূর্ব-সংস্কারবশতঃ অথবা বিরোধী পক্ষের যুক্তি শুনিয়া পুনরায় যদি সংশয় আসে, তবে শ্রুতি-অনুকূল যুক্তি দ্বারা উহার নিরাস-করণকে 'মনন'

সমাধি বলে।৫৫। সমাধিকালে বৃত্তিসকলের জ্ঞান না থাকিলেও উহারা আত্মাকে বিষয় করিয়া অবস্থান করে (যেমন জলস্থিত যে লবণ গলিয়া গিয়াছে, উহা প্রতীত না হইলেও জলে থাকে)। কারণ, সমাধি হইতে ব্যুত্থিত পুরুষের এই প্রকার স্মৃতি হয় যে—'আমি এতক্ষণ সুখে সমাহিত ছিলাম'। (কিন্তু, যে নির্বিকল্প অবস্থা হইতে আর বুত্থান হয় না, উহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উহাতে চিত্তবৃত্তিসকল থাকে না—ইহা তুরীয়াবস্থা ও বিদেহমোক্ষ-স্বরূপ)। ব্যুত্থিত পুরুষের এই প্রকার স্মৃতি হইতে সমাধিকালে যে বৃত্তিসকল থাকে, উহার অনুমান করা যায়।৫৬। সমাধিকালে জীবের প্রযত্ন না থাকিলেও পুনঃ পুনঃ সমাধির অভ্যাসজনিত যে সংস্কার জন্মে,

---

বলে। বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায় মননের জন্য। শ্রবণ, মনন দ্বারা প্রমাণ ও প্রমেয়-বিষয়ক সংশয়ের নাশ হয়। এই প্রকার সংশয়শূন্য চিত্ত যখন বিজাতীয় চিন্তা রহিত হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যচিন্তনে লাগিয়া থাকে, তখন উহাকে 'নিদিধ্যাসন' বলে। বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে নিদিধ্যাসন প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিদিধ্যাসনের পরিপক্কাবস্থায় নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। অনেকে বলেন, নিদিধ্যাসন কোন কর্ম নয়। তদুত্তরে বলি, নিদিধ্যাসন স্থূল কর্ম না হইলেও উহা সূক্ষ্ম মানস কর্ম—কারণ, উহা তো ব্রহ্ম নয়। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মই কর্ম্মশূন্য; তদ্ভিন্ন সমস্তই কর্মরাজ্যে স্থিত। তৈলধারাবৎ বৃত্তিপ্রবাহেও সূক্ষ্মভাবে নিবৃত্তির প্রচেষ্টারূপ কর্ম থাকে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির চেষ্টা উভয়ই অজ্ঞানক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থেও নিদিধ্যাসনকে অষ্টম পরিচ্ছেদে মানস-ব্যাপার বলা হইয়াছে।

জ্ঞানকে দৃঢ় ও প্রতিবন্ধশূন্য করার জন্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও নির্বিকল্প-সমাধির অভ্যাস করা প্রয়োজন।

অদৃষ্ট সেই সংস্কারের সাহায্যেই আত্মাকারা বৃত্তির অনুবৃত্তি চলিতে থাকে।৫৭। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—'বায়ুশূন্য স্থানে দীপের ন্যায়' ইত্যাদি বচনদ্বারা অনেক প্রকারে অর্জুনকে এই সমাধির বিষয় বুঝাইয়াছেন।৫৮। অনাদি এই সংসারে সঞ্চিত কোটি কোটি কর্ম্ম এই সমাধিদ্বারা লয় প্রাপ্ত হয় এবং আত্ম-সাক্ষাৎকারের হেতুভূত শুদ্ধধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়।৫৯। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ তাঁহারা ইহাকে 'ধর্ম্ম-মেঘ-সমাধি' বলিয়া থাকেন। কেন না, এই সমাধি সহস্রধারায় ধর্ম্মামৃত বর্ষণ করে।৬০। এই সমাধি দ্বারা বাসনাসকল নিঃশেষে লয়

আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থে এবং আচার্য্য শ্রীশঙ্করানন্দ তাঁহার গীতাভাষ্যে ইহা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছেন। অবশ্য সমাধিই জ্ঞান নয়। সমাধি জ্ঞানের প্রতিবন্ধমাত্র দূর করে। ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখে মহাবাক্যবিচার শ্রবণ ব্যতীত অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয় না। যেমন প্রদীপ বায়ু দ্বারা চঞ্চল হইলে সেই প্রদীপালোকে বস্তুসকলের স্বরূপ ঠিক নির্ণয় করা যায় না, এইরূপ বিষয়ব্যাকুল চঞ্চল চিত্তে মহাবাক্য-বিচার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্বনিশ্চয় ঠিক্ ঠিক্ হয় না এবং সেইজন্য উহা স্থিরতাও লাভ করে না। আমাদের চিত্তে তিন রকমের দোষ আছে :—(১) মলদোষ (২) বিক্ষেপদোষ এবং (৩) আবরণদোষ। তন্মধ্যে অসৎ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠানে চিত্তের মলদোষের নিবৃত্তি হয়। সগুণোপাসনা বা নির্গুণোপাসনা দ্বারা বিক্ষেপ-দোষের নিবৃত্তি হয়। নির্বিকল্প-সমাধির অভ্যাসে চিত্তের সর্বপ্রকার বিকল্পরূপ অতি সূক্ষ্ম পাপের নাশ হয় —সাক্ষী, সাক্ষ্য, দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, সগুণ, নির্গুণ দ্বৈত, অদ্বৈত, সত্য, মিথ্যা, পাপ, পুণ্য, বন্ধ, মোক্ষ ইত্যাদি আকারের সমস্ত বিকল্পই মুমুক্ষুর পক্ষে পাপস্বরূপ। অতিশয় শুদ্ধচিত্তে মহাবাক্যবিচার-জনিত যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হয়, উহাই মূল আবরণের নাশক।

প্রাপ্ত হইলে এবং পুণ্যপাপরূপ কর্ম্মসমূহ সমূলে উন্মূলিত হইলে যে মহাবাক্য পূর্ব্বে প্রতিবন্ধ থাকাহেতু পরোক্ষজ্ঞানমাত্র উৎপাদন করিয়াছিল এক্ষণে প্রতিবন্ধ শূন্য হওয়ায় উহা করস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় দৃঢ় অপরোক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে।৬১।

পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল— অধ্যায়শেষে গ্রন্থকার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের এইরূপ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন—গুরুমুখ হইতে শ্রুত 'তত্ত্বমস্যাদি' মহাবাক্য-জনিত যে পরোক্ষ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান, উহা অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বকৃত পাপকে নষ্ট করে। (অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ হইতে পরোক্ষ জ্ঞানও হয় না)।৬২। গুরুমুখ হইতে শ্রুত 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শব্দ হইতে যে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উহা সংসার-কারণ অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশের পক্ষে প্রচণ্ড ভাস্কর-সদৃশ।৬৩। মনুষ্য এই প্রকারে তত্ত্ব-বিবেক করিয়া এবং বিধিপূর্ব্বক মনকে সমাহিত করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং শীঘ্রই পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।৬৫।

—:*:—

দ্বিতীয় অধ্যায়—ভূতবিবেক

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে—"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (৬।২।১) অর্থাৎ, 'হে সৌম্য! (শ্বেতকেতু) জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের কারণ সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি একই এবং অদ্বিতীয়'; ঐ ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের দ্বারা জানিবার উপায় নাই। তাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানা যায় না বলিয়া সেই কারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে মায়াশক্তি দ্বারা উৎপন্ন তাঁহার উপাধিভূত পঞ্চভূতের বিবেকদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য ভূত-পঞ্চকের বিবেক আরম্ভ করা হইতেছে।১।

পঞ্চভুত, ইন্দ্রিয়সকল, মন ও কর্ত্তা জীব-ইহাদের স্বরূপ ও কার্য্য—আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। আকাশের গুণ—কেবল শব্দ। বায়ুর গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। তেজের গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। জলের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। পৃথিবীর গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।২। শ্রোত্র (কর্ণ), ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা) এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণের গ্রাহক। ঐ সকল ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বলিয়া উহাদের শ্রবণাদি কার্য্য দ্বারা উহাদিগকে অনুমানপূর্ব্বক জানিতে হয়। ইন্দ্রিয়সকলকে প্রত্যক্ষ করা যায় না; যেহেতু উহারা শক্তি মাত্র। প্রায়ই বহির্মুখে ধাবিত হওয়া ইন্দ্রিয়গণের স্বভাব।৪। বচন, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ ও আনন্দ, এই পাঁচটী ক্রিয়া যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থদ্বারা সম্পাদিত হয়। এই দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন হৃদয়পদ্মে অবস্থিত; উহাকে অন্তঃকরণও বলা হয়। এই

মন আন্তরিক চিন্তাদি কার্য্যে স্বাধীন হইলেও বাহ্য রূপাদি দর্শনবিষয়ে ইন্দ্রিয়সকলের অধীন।৬।৭।৮। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলে যখন রূপাদি বিষয়-সকল অর্পিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গণ উহাদের ছাপ লইয়া মনের নিকট অর্পণ করে এবং মন উহাদের গুণদোষ বিচার করে ও মনের সাত্ত্বিকাদি বিকার হয়।৯। বৈরাগ্য, ঔদার্য্য, ক্ষমা প্রভৃতি মনের সত্ত্বগুণের বিকার। কাম, ক্রোধ, লোভ, যত্ন প্রভৃতি মনের রজোগুণের বিকার এবং আলস্য, নিদ্রা, ভ্রান্তি প্রভৃতি মনের তমোগুণের বিকার।১০। সাত্ত্বিক বিকার-সম্ভূত বৈরাগ্যাদি ধর্ম হইতে পুণ্যোৎপত্তি হয় রজোগুণের বিকার কাম, ক্রোধাদি হইতে পাপের উৎপত্তি হয়; তমোগুণের বিকার নিদ্রাদি হইতে পাপ পুণ্য কিছুই হয় না, কিন্তু বৃথা আয়ুঃক্ষয় হয়। অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তিসমূহের মধ্যে যিনি 'আমি' এইরূপ প্রত্যয়বিশিষ্ট, তিনি কর্ত্তা জীব, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ।১১। স্পষ্ট শব্দাদি গুণযুক্ত বস্তুসকলের ভৌতিকত্ব অর্থাৎ উহারা যে পঞ্চ ভূত হইতে উৎপন্ন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকলের ভৌতিকত্ব শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করিবে।১২। একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা (মনকেও এখানে ইন্দ্রিয় বলিয়া ধরা হইয়াছে) এবং শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা যাহা কিছু অবগত হওয়া যায়, উহাই 'ইদং' শব্দবাচ্য জগৎ।১৩ "প্রতীয়মান এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল, নামরূপ ছিল না" (ছান্দোগ্য ৬।২।১) ইহাই মহর্ষি উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন।১৪।

সদ্‌বস্তুর ত্রিবিধ ভেদ নাই—বস্তু-সকলের মধ্যে ত্রিবিধ ভেদ দেখা যায়—(১) একটি বৃক্ষের সহিত অপর বৃক্ষের যে ভেদ—উহা **সজাতীয় ভেদ** (২) বৃক্ষের সহিত প্রস্তরের যে ভেদ—উহা **বিজাতীয় ভেদ** এবং (৩) একই অবয়বী বৃক্ষের সহিত উহার অবয়ব পত্র, পুষ্প, ফলাদির যে ভেদ—উহা

স্বগত ভেদ।১৫। আরুণির (উদ্দালকের) উক্ত বচনে 'একম্', 'এব,' 'অদ্বিতীয়ম্' এই তিনটি শব্দদ্বারা উক্ত ত্রিবিধ ভেদই নিরস্ত হইয়াছে।১৬। (১) সদ্‌বস্তুর স্বগতভেদ থাকিতে পারে না—যেহেতু সতের অবয়ব নাই। তাঁহার অংশও নিরূপণ করা যায় না। নাম ও রূপ তাঁহার অংশ নয়, যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপ ছিল না, কিন্তু 'সৎ' ছিলেন। অতএব আকাশের যেমন অংশ হয় না, সতেরও সেইরূপ অংশ হয় না।১৭, ১৮। (২) সদ্‌বস্তুর সমানজাতীয় অন্য কোন বস্তু নাই, যেহেতু তিনি এক। নাম ও রূপ এই উপাধিদ্বয় ভিন্ন সদ্‌বস্তুর ব্যাবহারিক ভেদ সিদ্ধ হয় না।১৯। (৩) সদ্‌বস্তুর বিজাতীয় ভেদও সম্ভব নয়। কারণ, যাহা সদ্‌বস্তুর বিজাতীয়, তাহা অসৎ। যাহা অসৎ, তাহা বন্ধ্যাপুত্রের মত নাই। যাহা নাই, তাহা কিরূপে সদ্‌বস্তুর প্রতিযোগী হইবে?।২০।

শূন্যবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন—সদ্‌বস্তুটি যে এক ও অদ্বিতীয় এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ কেহ (শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ) বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং তাঁহারা বলেন—'সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎই ছিল। শ্রুতিতেও দেখা যায়—"সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল" (তৈত্তিরীয় ২।৭)।২১। আচার্য্য শঙ্কর শুষ্কতর্কপটু এই মাধ্যমিক বৌদ্ধগণকে অচিন্ত্য সৎস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়াছেন।২৫। * এই বৌদ্ধ তপস্বিগণ

---

* বৌদ্ধগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। কেবল বেদবাহ্য যুক্তিদ্বারা জগতের মূল কারণ নিরূপণ করিতে যান। কিন্তু, জগৎ-কারণ ব্রহ্ম অলৌকিক তত্ত্ব। অলৌকিক তত্ত্ব-বিষয়ে বেদই প্রমাণ। প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা অলৌকিক তত্ত্ব নিরূপণ করা যায় না। অলৌকিক তত্ত্ব খ্যাপন করার জন্যই বেদের বেদত্ব। প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ বাহ্য বিষয়েই প্রযুক্ত হয়।

মূর্খতাবশতঃ শ্রুতিকে অনাদর করিয়া কেবল অনুমান-প্রমাণ রূপ চক্ষু দ্বারা নিরাত্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বা শূন্যভাব লাভ করিয়াছে।২৬। শূন্য-বাদী যে বলেন—"শূন্যমাসীৎ" অর্থাৎ 'শূন্যই ছিল'—ইহাদ্বারা তিনি কি বুঝাইতে চান ? (১) ঐ বাক্যে কি শূন্যের সহিত অস্তিত্বের যোগ হইল ? অথবা (২) যাহা শূন্য, তাহাই সদাত্মক ? উভয় পক্ষই যুক্তি-বিরুদ্ধ। সূর্য্যের সহিত কখনও অন্ধকারের যোগ হইতে পারে না। 'শূন্য' শব্দে কিছু না থাকা বুঝায় এবং 'আসীৎ' শব্দে কিছু থাকা বুঝায়। সুতরাং এই বিরোধী ভাবদ্বয়ের সম্বন্ধ বা যোগ হইতে পারে না। আবার সূর্য্য যেমন অন্ধকারময় হয় না, এইরূপ যাহা শূন্য তাহা সৎ হয় না। অতএব 'সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্যই ছিল'—এই বাক্য 'ঘট, ঘট নয়' এই বাক্যের ন্যায় ব্যাঘাত-দোষদুষ্ট।২৭, ২৮।

প্রশ্নোত্তরে নানা শঙ্কার সমাধান—যদি বৌদ্ধ বলেন—'যেমন অদ্বৈতবাদী আকাশাদি নামরূপকে সদ্বস্তুতে কল্পিত বলেন, আমরাও তদ্রূপ শূন্যের নামরূপকে সদ্বস্তুতে কল্পিত বলিতে পারি'। তবে আমরা বলি, 'চিরজীবী হও ; কারণ তুমি আমাদের মত মানিয়া লইলে'।২৯। পুনরায় যদি বল,—'সৎ শব্দের নামরূপও তো কল্পিত' ? তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—'বল তো ঐ নামরূপ কোন অধিষ্ঠানে কল্পিত হইল' ? কারণ, কোন অধিষ্ঠান না থাকিলে কল্পনা বা ভ্রম হয় না। (যেমন রজ্জুরূপ অধিষ্ঠান না থাকিলে সর্পকল্পনা বা সর্পভ্রান্তি হয় না। 'সৎ' এর নামরূপ কল্পনা কি সতের উপর হইল ? অথবা অসতের উপর হইল ? অথবা জগতের উপর হইল ? প্রথম পক্ষ হইতে পারে না—কেন না, দেখা যায় এক বস্তুর কল্পনা অন্য বস্তুর উপর হইয়া থাকে। শুক্তিতে রজতভ্রমে রজতাদির নামরূপ কল্পনা, রজত হইতে অন্য বস্তু যে শুক্তি, উহার উপরই হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নয়—কারণ, যাহা অসৎ অর্থাৎ নিজেই

নাই, উহা কাহারও অধিষ্ঠান হইতে পারে না। তৃতীয় পক্ষও সমীচীন নয়। সৎ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জগৎ সতের নামরূপ কল্পনার অধিষ্ঠান হইতে পারে না। সুতরাং সদ্‌বস্তু কল্পিত নয়)।৩০। আবার পূর্ব্বপক্ষী যদি এরূপ বলেন—'সৎ' ও 'আসীৎ' শব্দের অর্থ এক না পৃথক্? যদি উহাদের অর্থ এক হয়, তবে ঐ বাক্যে পুনরুক্তি দোষ হয়। আর যদি উহাদের অর্থ ভিন্ন হয়, তবে দুইটি অস্তিত্ব স্বীকার করায় অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়'। এতদুত্তরে বলি—"এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, লৌকিক ব্যবহারে 'কর্ত্তব্য করে' 'বাক্য বলে' প্রভৃতি পুনরুক্তি-প্রয়োগ দেখা যায়। লৌকিক ব্যবহারের বাসনাবিশিষ্ট শিষ্যের প্রতি শ্রুতি ঐ প্রকার 'সৎ আসীৎ' বলিয়াছেন।"৩১, ৩২। যদি বল—'সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সদ্‌বস্তু ছিল,' এই বাক্যে পূর্ব্বকালের ব্যবহার কিরূপে সম্ভব? কারণ, সদ্‌বস্তুতে তো কাল নাই; আর কাল থাকিলে অদ্বৈত সদ্‌বস্তুর সিদ্ধি হয় না। এতদুত্তরে বলি—'অদ্বৈত বস্তুতে কালের অভাব হইলেও কালবাসনা-যুক্ত শিষ্যের প্রতি উহার বুদ্ধির আরোহণের জন্য কাল-ব্যবহারে উপদেশ করা হইয়াছে। উহাতে সদ্‌বস্তুর দ্বিতীয়ত্বের শঙ্কা হয় না।৩৩। ব্যবহার কালেই দ্বৈতপক্ষ অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ বা আশঙ্কার উত্থাপন এবং তাহার সমাধান করিয়া সিদ্ধান্ত-স্থাপন সম্ভব হয় কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মবিষয়ে পক্ষ, প্রতিপক্ষরূপ প্রশ্নোত্তর সম্ভব হয় না'।৩৪।

যোগবাশিষ্ঠে বলা হইয়াছে—"প্রলয়কালে এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অচল, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, বাক্য ও মনের অগোচর, আখ্যা ও অভিব্যক্তিরহিত এক সদ্‌বস্তুমাত্রই অবশিষ্ট ছিলেন; তিনি তেজ নহেন, অন্ধকারও নহেন, তাঁহাকে এইপ্রকার বলিয়া প্রকাশ করা যায় না"। (সব দ্বৈতবস্তুর প্রতিষেধ হইলে উহাদের অধিষ্ঠান-

স্বরূপ সদ্বস্তুই নিষেধের অবধিরূপে থাকিয়া যান)।৩৫। যদি এইরূপ প্রশ্ন কর—'উৎপত্তিমান্ বলিয়া ক্ষিতি প্রভৃতির পরমাণুর নাশ (অদর্শন) হইতে পারে। কিন্তু আকাশের (ন্যায়মতে আকাশ নিত্য) অসত্তা বা অভাব কিরূপে বুদ্ধিতে ধারণা করা যাইবে?৩৬। ইহার উত্তরে বলি—'তুমি যদি তোমার বুদ্ধিতে অত্যন্ত জগৎশূন্য আকাশের ধারণা করিতে পার, তবে আমিই বা আমার বুদ্ধিতে অত্যন্ত-আকাশশূন্য সতের ধারণা করিতে পারিব না কেন? ৩৭। যদি বল—'জগৎশূন্য আকাশ প্রত্যক্ষ হয়, সদ্বস্তু তো প্রত্যক্ষের বিষয় নয়,' তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—'তুমি আলোক ও অন্ধকার ব্যতীত আকাশ কোথায় প্রত্যক্ষ করিয়াছ? (আকাশ=যাহা অন্যবস্তুকে থাকিবার অবকাশ বা স্থান দেয়)। কিন্তু সদ্বস্তুর অনুভব আমরা নিশ্চয় করিয়া থাকি। তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থানকালে শূন্যের অনুভূতি হয় না' ।৩৮, ৩৯। যদি বল—'তখন সদ্বুদ্ধিও থাকে না,' তবে বলি,—'সেই নির্মনস্ক অবস্থার সাক্ষিরূপে সেই 'সৎ' মাত্রের ধারণা করা সকলের পক্ষে সহজ'। [আমার যখন মন থাকে না (যেমন সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায়) সেই মনঃশূন্য অবস্থাকে আমি জানিতে পারি। সুতরাং মনঃশূন্য অবস্থাতেও আমি থাকি। সেই আমি সদ্বস্তু, উহা শূন্য নয়। শূন্যেরও অনুভবকর্তা থাকা প্রয়োজন, নতুবা শূন্য প্রমাণিত হয় না। 'আমি নাই' ইহা প্রমাণ করা যায় না, কারণ, উহার প্রমাণ জন্য আমার থাকা প্রয়োজন]।৪০। মন সঙ্কল্পবিকল্প রহিত হইলে সাক্ষী যেমন নিরাকুলভাবে অবস্থান করেন, এইরূপ মায়াদ্বারা সৃষ্টি-বিস্তারের পূর্বে সৎস্বরূপ ব্রহ্মও নিরাকুলভাবে অবস্থান করেন।৪১।

মায়ার স্বরূপ—মায়া অবস্তু; কেন না, জগৎকারণ সদ্বস্তু ব্যতীত উহার পৃথক্ সত্তা নাই। মায়া সদ্বস্তুর সত্তায় সত্তাবতী হইয়া আছে বলিয়া প্রতীত হয়। মায়া কার্য্যগম্যা—অর্থাৎ,

মায়ার কার্য্য দেখিয়া উহার অনুমান করা হয়। মায়াশক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না—যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। দাহকার্য্য দেখিয়া অগ্নির দাহিকা শক্তির অনুমান করা হয়, এইরূপ জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্য্য দেখিয়াই মায়াশক্তির অনুমান করা হয়। শক্তির কার্য্য দেখিবার পূর্বে কেহ শক্তিকে বুঝিতে পারে না।৪২। যেমন অগ্নি ও উহার দাহিকাশক্তি এক নয়, এইরূপ সদ্‌বস্তু ও উহার শক্তি মায়াও একবস্তু নয়। মায়া সদ্‌বস্তু হইতে বিলক্ষণ হইলে মায়ার স্বরূপ কি বল? (সদ্‌বস্তু হইতে বিলক্ষণ হইলে মায়া নিস্তত্ত্বা বা অস্তিত্বশূন্য হইয়া পড়িবে। অস্তিত্ব শূন্য হইয়াও যাহা ভাসমান হয়, উহা রজ্জুসর্পবৎ মিথ্যা)।৪৩। যদি বল—'সদ্‌বস্তু হইতে বিলক্ষণ হইলে মায়া শূন্য হইয়া পড়িবে,' তাহাও বলিতে পার না। কারণ, শূন্যকে পূর্বে মায়ার কার্য্য বলা হইয়াছে। অতএব যাহা শূন্য নয়, সৎও নয়—এইরূপ সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় কর।৪৪। ঋগ্‌বেদে নাসদীয় সূক্তে (১০।১২৯) বলা হইয়াছে—"এই জগতের উৎপত্তির পূর্বে অসৎ (শূন্য) ছিল না, সৎও (ব্যক্ত কোন কিছুও) ছিল না; কিন্তু তৎকালে তমঃ (অজ্ঞান বা মায়া) ছিল"। সদ্‌বস্তুর যোগেই সেই তমের সত্তা, উহার পৃথক্ সত্তা নাই।৪৫। শক্তিমান্ হইতে শক্তি তত্ত্বতঃ পৃথক্ বস্তু নয়; কারণ শক্তিমানকে বাদ দিয়া শক্তিকে দেখান যায় না। (কিন্তু শক্তি বাদ পড়িলেও শক্তিমান্ থাকেন। যেমন মণি-মন্ত্রাদির দ্বারা অগ্নির দাহিকাশক্তি রুদ্ধ হইলেও অগ্নি থাকে। অবশ্য শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে বাদ দিলে তখন সদ্‌বস্তুর শক্তিমান্ এই নাম থাকে না—সদ্‌বস্তুমাত্রই থাকে)।৪৬। যেমন ঘট-নির্মাণশক্তি মৃত্তিকার সর্বত্র থাকে না, কিন্তু আর্দ্র মৃত্তিকাতেই থাকে, এইরূপ ব্রহ্মের সর্বাংশে মায়া থাকে না, কিন্তু একাংশে অবস্থান করে।৪৮। ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে

বলা হইয়াছে—"সমস্ত ভূতসকল ইহার (পরব্রহ্মের) একপাদে অবস্থিত; অপর তিন পাদ অমৃত ও স্বপ্রকাশ"।৪৯। গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন—"এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশে ধারণ করিয়া আমি স্থিত আছি" (১০।৪২)। এই প্রকারে মায়ার একদেশত্ব দেখান হইয়াছে।৫০। যদিও নিরংশ সদ্‌বস্তুর অংশ হয় না তথাপি শ্রোতার হিতৈষিণী শ্রুতি সদ্‌বস্তুতে অংশের আরোপ করিয়া প্রশ্নকারী শিষ্য-গণের প্রতি উক্ত প্রকার অংশচ্ছলে উপদেশ করিয়াছেন।৫২।

মায়াশক্তি বা উহার কার্য্য হইতে 'সৎ'এর পার্থক্য—যেমন দেওয়ালকে আশ্রয় করিয়া বর্ণসকল দেওয়ালের উপর নানাবিধ চিত্রের সৃষ্টি করে, এইরূপ মায়াও ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার উপর নানাবিধ সৃষ্টি কল্পনা করেন।৫৩। মায়ার প্রথম বিকার আকাশ—উহার স্বরূপ অবকাশ অর্থাৎ, উহা সর্ব বস্তুকে থাকিবার স্থান দেয়। 'সৎ'তত্ত্ব আকাশে অনুস্যূত হয় বলিয়া আকাশ 'আছে' বলিয়া প্রতীত হয়।৫৪। সৎ-তত্ত্ব একরূপ (উহা সত্তামাত্র); কিন্তু, আকাশের স্বরূপ দুইরূপ অর্থাৎ, আকাশে সত্তা ও অবকাশ দুই আছে। (আকাশ যে 'আছে' বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সত্তা আকাশের নিজস্ব নয়, উহা সদ্‌বস্তু ব্রহ্মেরই সত্তা)। কিন্তু সদ্‌বস্তুতে অবকাশ নাই। অথবা আকাশের গুণ যে প্রতিধ্বনি বা শব্দ উহাও সদ্‌বস্তুতে নাই। আকাশে সত্তা ও ধ্বনি দুইটাই প্রতীত হয়।৫৫, ৫৬। যে মায়াশক্তি সদ্‌ব্রহ্মে আকাশের কল্পনা বা সৃষ্টি করে, সেই শক্তিই সদ্‌বস্তু ও আকাশে একাকার বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া বিপরীতক্রমে উহাদের মধ্যে ধর্মধর্মিভাব কল্পনা করে।৫৭। ঐ মায়ার প্রভাবে পড়িয়া সাধারণ লোকে, এমন কি তর্কনিপুণ নৈয়ায়িক-গণও সদ্‌বস্তুর সত্তা আকাশে আরোপিত করিয়া আকাশকে সত্য বা নিত্য বলেন।৫৮। যে বস্তুর স্বরূপ যথার্থতঃ যে প্রকার, প্রমাণদ্বারা সেই

বস্তুর সেই প্রকার রূপই প্রতীত হয় এবং ভ্রান্তিবশতঃ উহা অন্য-রূপে প্রতীত হয়—ইহা সর্বলোক-প্রসিদ্ধ।৫৯। এইরূপ শ্রুত্যর্থ-বিচারের পূর্বে অজ্ঞানাবস্থায় যে সদ্‌বস্তু আকাশাদিরূপে প্রতীত হন, বিচারের পর উহার বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ, আকাশের স্বরূপ তখন ব্রহ্মরূপেই প্রতীত হয়। এক্ষণে আকাশের স্বরূপ চিন্তা কর।৬০। 'আকাশ' শব্দ ও 'সৎ' শব্দ ভিন্ন এবং উহারা ভিন্নার্থ-বোধক; যেহেতু শব্দভেদ রহিয়াছে এবং উহাদের জ্ঞানও এক নহে। যাহা অধিক দেশে স্থিত, উহা ধর্মী। আকাশ ব্রহ্ম অপেক্ষা ন্যূনদেশে স্থিত বলিয়া আকাশ ধর্ম। ধর্মীকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম থাকে। সুতরাং ব্রহ্মরূপ ধর্মীর আশ্রয়েই আকাশরূপ ধর্ম অবস্থিত। এক্ষণে বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া আকাশ হইতে সদ্‌বস্তুকে পৃথক্ করিলে উহার স্বরূপ কি হইবে? ইহার উত্তর, 'উহা তখন অসৎ হইয়া পড়িবে'। 'সৎ হইতে ভিন্ন অথচ অসৎ নয়'—ইহা বলা যায় না।৬১, ৬২, ৬৩। যদি প্রশ্ন কর—'আকাশ যদি বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ হয়, তবে উহা ভাসমান হয় কেন'? তবে বলি—'যাহা অসৎ হইয়াও প্রতীত হয়, উহাকেই মায়া বা মিথ্যা বলে—দৃষ্টান্ত, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট গজাদি, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি।৬৪। জাতি, ব্যক্তি, জীব, দেহ, গুণ ও দ্রব্যের যেমন পার্থক্য আছে, সেইরূপ আকাশ ও সদ্‌বস্তুর যে পার্থক্য আছে, ইহা আর বিচিত্র কি'?৬৫। যদি বল—'বিচার দ্বারা সদ্‌বস্তুর ও আকাশের পার্থক্য বুঝিলাম; কিন্তু বুদ্ধিতে উহা ঠিক্ আরূঢ় হইতেছে না'। তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—'শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা বুঝিয়াও কেন উহা তোমার বুদ্ধিতে আরূঢ় হইতেছে না? ঐ প্রকার হইবার কারণ কি তোমার চিত্তের একাগ্রতার অভাব? অথবা সংশয়?৬৬। প্রথমটী কারণ হইলে তুমি অপ্রমত্ত হইয়া ধ্যান কর। দ্বিতীয়টী কারণ হইলে প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ভাল করিয়া বিচার কর। তাহা হইলেই সদ্‌বস্তুর ও

আকাশের ভেদ তোমার বুদ্ধিতে দৃঢ়ভাবে আরূঢ় হইবে।৬৭। ধ্যান, প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ঐ ভেদ তোমার চিত্তে দৃঢ়ভাবে আরূঢ় হইলে আর কখনও তোমার আকাশকে সত্য মনে হইবে না এবং সদ্-বস্তুকেও অবকাশধর্মক আকাশ বলিয়া মনে হইবে না।৬৮। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট আকাশ আপনার মিথ্যাত্ব জানাইয়াই প্রতীত হয় এবং সদ্‌বস্তুও উঁহার নিকট সর্বদা আপনার আকাশধর্মশূন্যতা জানাইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।৬৯। এইরূপ আকাশের মিথ্যাত্ব এবং সদ্‌বস্তুর সত্যত্ব বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে বায়ু প্রভৃতি অন্যবস্তুর সহিত সদ্‌বস্তুর বিবেক করিতে হইবে।৭১। মায়া সদ্‌বস্তুর একদেশে কল্পিত; মায়ার একদেশে আকাশ কল্পিত এবং বায়ু আবার আকাশের এক-দেশে কল্পিত।৭২। স্পর্শ, শোষণ, গতি ও বেগ—ইহারা বায়ুর স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু, ঐ বায়ুতে পূর্বোক্ত সদ্বস্তু, মায়া ও আকাশের স্বভাব অনুস্যূত থাকে বলিয়া বায়ু 'সৎ' বা আছে বলিয়া মনে হয়—সদ্‌বস্তু হইতে পৃথক্ করিলে বায়ু অসৎ হইয়া যায়। কিন্তু, অসৎ হইয়াও প্রতীত হয়—উহাই মায়ার স্বভাব। আর বায়ুতে যে শব্দগুণ উপলব্ধ হয়, উহা আকাশের গুণ। কারণ, কার্য্যে উপাদান-কারণের গুণ আসিয়া থাকে।৭৩। এইরূপ যুক্তির অনুসরণ করিয়া অন্যান্য ভূতের ও ব্রহ্মাণ্ডের মিথ্যাত্ব এবং সদ্‌বস্তুর সত্যত্ব নিশ্চয় করিবে ও বুদ্ধিতে উহা দৃঢ়ভাবে আরূঢ় করিবে।

জ্ঞানের অভ্যাস এবং জীবন্মুক্তি প্রভৃতি বিচার—পৃথিব্যাদি দ্বৈতবস্তু সদ্‌বস্তু হইতে ভিন্ন এবং মিথ্যা এই প্রকার বোধ হইলেও জ্ঞানীর ব্যবহারের লোপ হয় না। পৃথিব্যাদি ভূতের সেই সেই অর্থক্রিয়া যাহা অজ্ঞানকালে দৃষ্ট হইয়াছিল জ্ঞানের পরও উঁহারা সেই সেই রূপেই দৃষ্ট হয়; কিন্তু জ্ঞানী পুরুষের ঐ সকল বস্তুতে সদ্‌বুদ্ধির অস্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞানীর

নিকট ঐ সকল মিথ্যা।৯৩। সাংখ্য, কাণাদ, বৌদ্ধ প্রভৃতি বাদিগণ অনেক যুক্তির সাহায্যে জগতের সত্যত্ব ও সদ্‌বস্তুর সহিত উহার ভেদ প্রতিপাদন করেন। সেই সেই প্রকার ভেদ থাকুক অর্থাৎ, ব্যবহারক্ষেত্রে 'উক্ত প্রকার ভেদ থাকিবেই। সুতরাং সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনকারী জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ সকল বাদীর মত খণ্ডনে বিবাদ করিবেন না।৯৪। সাংখ্যাদি বাদিগণ শঙ্কা শূন্য হইয়া অদ্বৈত সদ্‌বস্তুকে অবজ্ঞা করেন, উহাতে আমাদের ক্ষতি কি ? আমরাও তাঁহাদের প্রতিপাদিত দ্বৈতকে অবজ্ঞা করি, উহাতে তাঁহাদেরই বা ক্ষতি কি ?৯৫। (যদি বল—'যখন আপনারা দ্বৈতকে অবজ্ঞা করেন, তখন তো আপনাদের সর্বত্র সমদর্শন লাভ হয় নাই' ? তদুত্তরে বলি—'জ্ঞানের পরিপাকের জন্য এবং জীবন্মুক্ত অবস্থালাভ করিবার জন্যই আমরা উহা করি)। কারণ, দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিত হইলেই অদ্বৈত বুদ্ধি স্থির হয়। যে পুরুষের অদ্বৈতবুদ্ধি স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে'।৯৬। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি ; ইহাকে লাভ করিলে আর মোহগ্রস্ত হইতে হয় না। ইহাতে অন্তকালে স্থিত হইতে পারিলেও ব্রহ্ম-নির্বাণ বা নির্বাণমুক্তি লাভ হয়"। (২।৭২)।৯৭। এই প্রকার জীবন্মুক্ত পুরুষ নীরোগ হইয়া, উপবিষ্ট হইয়া, রুগ্ন হইয়া, ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া বা মূর্ছিত হইয়া যে প্রকারেই প্রাণ ত্যাগ করুন না কেন, তাঁহার কখনই আর—'দেহই আমি, আমি জন্ম-মরণাদি ধর্মবান্, জগৎ সত্য, ব্রহ্মের সহিত আমার ভেদ আছে'—ইত্যাদি ভ্রান্তি আসে না।১০০। যেমন প্রতিদিন স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে লোকে অধীত বিদ্যা বিস্মৃত হইলেও তাহার ঐ বিদ্যা নষ্ট হয় না, পরদিন আবার উহার স্মরণ হয়, উহা অনধীত থাকে না, এইরূপ তত্ত্ববিদ্যারও নাশ হয় না।১০১। যে বিদ্যা বা জ্ঞান 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতি-প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য প্রবল প্রমাণ

বিনা নাশ প্রাপ্ত হয় না ; আর বেদান্ত অপেক্ষা প্রবল প্রমাণও দেখা যায় না ।১০২। সুতরাং বেদান্ত-শাস্ত্রদ্বারা সম্যক্ সিদ্ধ অদ্বৈত সদ্-বস্তুর অন্তকালেও বাধ হয় না ।১০৩।

তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চকোষবিবেক

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—"যো বেদ নিহিতং গুহায়াং" ইত্যাদি (২।১।১) অর্থাৎ, 'যিনি বুদ্ধি-গুহায় নিহিত সেই ব্রহ্মকে জনিতে পারেন, তিনি নিজে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া সমস্ত কাম্যবিষয় ভোগ করেন'। অন্নময়াদি পঞ্চকোষই সেই গুহা। সেই পঞ্চকোষের বিবেকদ্বারা সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। সেইজন্য এই অধ্যায়ে পঞ্চকোষের বিবেক করা হইতেছে।১।

পঞ্চকোষ-বিবেক—এই স্থূলদেহ বা অন্নময়কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময়কোষ ; উহার অভ্যন্তরে মনোময়কোষ। মনোময়-কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময়কোষ এবং তাহার অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ। পর পর আভ্যন্তর এই পাঁচটী গুহা।২। মাতৃপিতৃভুক্ত অন্নের পরিণাম যে শুক্র ও রজঃ, উহা হইতে জাত এই স্থূলদেহ—অন্নময়কোষ। এই স্থূলদেহ আত্মা হইতে পারে না। পূর্ব জন্মে এই দেহ ছিল না ; সুতরাং কিরূপে ইহা ইহজন্ম সম্পাদন করিবে ? (যেহেতু, পূর্ব পূর্ব জন্মের অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত ইহ জন্ম সম্ভব নয়)। ভাবী জন্মে এই দেহ থাকিবে না, সুতরাং এই জন্মে সঞ্চিত কর্মফলের ভোগও সম্ভব হইবে না *।৩, ৪। যে প্রাণাদি বায়ু সমস্ত স্থূল

---

* দেহের জন্ম ও নাশের সঙ্গে যদি আত্মারও জন্ম নাশ স্বীকার

দেহকে ব্যাপ্ত করিয়া দেহে বলধানকরতঃ ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত করে, সেই বায়ুকে **প্রাণময়কোষ** বলে। উহা আত্মা নহে, কারণ উহা জড়।৫। [আমি জড় নহি। কারণ, আমি জানি আমার প্রাণ আছে। আমি প্রাণের জ্ঞাতা (Subject), প্রাণ আমার জ্ঞেয় বিষয় (object । জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তু এক হয় না]। যাহা দেহ এবং গৃহাদিতে

করা হয়, তবে 'অকৃতাভ্যাগম' ও 'কৃতবিনাশ' এই দুইটী দোষ হয়। অর্থাৎ যে কর্ম পূর্বে করা হয় নাই, ইহ জন্মে তাহারই ফলভোগ স্বীকার করিতে হয়; উহাই অকৃতাভ্যাগম নামক দোষ। আবার ইহ জন্মে যে পুণ্যপাপাদি কর্ম করা হইল, উহারও ফলভোগ হইবে না—উহা 'কৃতবিনাশ' নামক দোষ। এইরূপ হইলে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ পুণ্যবান্, কেহ পাপী, কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ বোকা ইত্যাদি কেন হয় উহার মীমাংসা করা যায় না। যদি বলা হয়— 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় উহা হয়, তবে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব, নিষ্ঠুরত্ব প্রভৃতি মানিতে হয়। সেইজন্য হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত। স্থূলদেহের নাশ হইলেও জীবের সূক্ষ্মদেহে ভোগবাসনা সকল বীজমধ্যে বৃক্ষবৎ লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করে, উহাই পরজন্মের কারণ হয়। ঋষি-গণ নানা যুক্তি দ্বারা এই পুনর্জন্মবাদের সমর্থন করিয়াছেন। বাসনা থাকিলেই কর্মফলানুসারে জন্ম হইবেই—ইহাই ঈশ্বরসৃষ্টির নিয়ম। আধুনিক বিজ্ঞানের Conservation of Energyর নিয়ম হইতেও এই পুনর্জন্মবাদ সমর্থন করা যায়। কারণ, উহাতে বলা হয়— "Energy cannot be created, cannot be destroyed; but it can be transformed from one form to another". এখন এক একটি জীবের বাসনা এক একটী শক্তি। কারণ, আমার ইচ্ছা হইল,—'আমি কাশী যাইব', তখন বাসনাশক্তি (potential energy) কার্য্যকরী (kinetic) হইয়া উঠিল।

'আমি' ও 'আমার জ্ঞান করে এবং কামাদি অবস্থা দ্বারা ভ্রান্ত, সেই **মনোময়কোষও** আত্মা নয়।৬। (আত্মা জড় মন এবং উহার কাম, ক্রোধাদি বিকারসকলকে বা সুষুপ্তির সময় উহাদের অভাবকে জানেন। সুতরাং আত্মা মন বা উহার বিকারসকল হইতে ভিন্ন)। চৈতন্য প্রতিবিম্বযুক্ত বুদ্ধি যাহা সুষুপ্তিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং জাগ্রদবস্থায় দেহকে আনখাগ্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেই বুদ্ধি যাহাকে **বিজ্ঞানময়কোষ** বলা হয়, উহাও আত্মা নয়।৭। [বিজ্ঞানময় কোষও জড় এবং উহা আমাদ্বারা জ্ঞেয় বলিয়া আমি (আত্মা) উহা হইতে ভিন্ন। আবার সুষুপ্তিকালে মন, বুদ্ধির যে অভাব হয়, উহা চৈতন্য স্বরূপ আমিই জানি। সেইজন্য চেতন আমিই আত্মা]। মন ও বুদ্ধি দুইটিই অন্তরিন্দ্রিয়। কিন্তু, তাহা হইলেও বুদ্ধি কর্তৃরূপে এবং

Energy = capacity for doing work. তখন উহা দেড়মণ ওজনের দেহটাকে কাশী লইয়া গেল। এইরূপ আমার বহু বাসনা লুক্কায়িত আছে; উহারা শক্তি বলিয়া উহাদের ধ্বংস হইতে পারে না সুতরাং ঐ শক্তিসকল মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়া গেল এবং সেই শক্তিসকলই পরজন্মে অন্যদেহ উৎপাদন করিয়া অন্য আকারে প্রকাশ পাইল—ইহাই পুনর্জন্ম। হিন্দুশাস্ত্রমতে যাবৎ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ঐ বাসনাসকল ভস্মীভূত না হয়, তাবৎ জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহ চলিতে থাকে। যাঁহারা এই পুনর্জন্মবাদ মানিতে চান না, তাঁহারা কিরূপ হিন্দু তাহা বুঝা যায় না। তবে এইটুকু বুঝা যায় যে, পুনর্জন্মবাদ ও পাপপুণ্যের পরকালে ফলভোগ ইত্যাদি মানিতে গেলে বিপদ অনেক। কারণ, এখনকার দিনে পাপের বোঝাটাই অধিক। সুতরাং, ভাল উপায় হইতেছে, যতক্ষণ মৃত্যু আসিয়া গ্রাস না করে, ততক্ষণ শশকের মত চক্ষু বুজিয়া উহাদিগকে ভুলিয়া থাকা।

মন করণরূপে বিকার প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি ও মন পরস্পর আন্তর ও বাহ্যরূপে অবস্থিত আছে [অভিপ্রায় এই যে, মন সংশয়রূপ উভয়-কোটিক বলিয়া গতিশীল (dynamic) এই কারণ বাহির হইয়া থাকে। বুদ্ধি নিশ্চয়রূপ এককোটিকবৃত্তি বলিয়া স্থিতিশীল (Static) এই কারণ আন্তর]।৮। পুণ্যকর্মের ভোগকালে কোনও বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখ হইয়া স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। উহাই পুণ্যকর্মের ফলভোগের উপরম হইলে নিদ্রারূপে (সুষুপ্তিতে) লীন হয়। সেই বৃত্তিই আনন্দময় নামে অভিহিত হয়। এই আনন্দময়ও ক্ষণধ্বংসী বলিয়া আত্মা নহে। কিন্তু, বিম্বভূত যে আনন্দ (আনন্দময় কোষে যাহার প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়) তিনিই আত্মা। ৯,১০। * [আত্মানন্দ সদাস্থায়ী। বাহিরের কোন বিষয় হইতে এই আত্মানন্দের আমদানী হয় না। বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়া চিত্ত স্থির হইলে অন্তরে স্থিত আত্মানন্দের স্ফুরণ হয়—যেমন স্থির জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব স্পষ্টরূপে ভাসে। স্বরূপভূত এই আনন্দই পঞ্চকোষে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণতর হয়। সেই আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ বুদ্ধি, মন, দেহ, পুত্র, বিত্তাদির মধ্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়া আমাদের নিকট আসিতেছে বলিয়া আমরা জীবিত আছি। শ্রুতিতে আছে—"এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩২) অর্থাৎ 'ইহারই আনন্দের অংশ লইয়া অন্য জীবগণ বাঁচিয়া থাকে।' "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি" (তৈত্তিরীয় ৩।৬) অর্থাৎ 'আনন্দ দ্বারা জীবগণ বাঁচিয়া থাকে']

আত্মার ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়—

যদি বল—'দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত আত্মা

* মৎপ্রণীত 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' গ্রন্থে পঞ্চকোষের ও তিনদেহের বিচার বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে। পাঠক উহা দেখিতে পারেন।

না হউক, কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য আত্মাকে অনুভব করা যায় না'।১১। তদুত্তরে বলি—'যে অনুভবের দ্বারা সেই পঞ্চকোষের বা উহাদের অভাবের অনুভব হয়, সেই অনুভবকে কে নিবারণ করিতে পারে? (অর্থাৎ পঞ্চকোষের ভাব বা অভাবকে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাদ্বারাই জানা যায়)।১২। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তিনি কাহারও অনুভবের বিষয় হন না। যেহেতু, আত্মা হইতে পৃথক্ অন্য কোন জ্ঞাতা বা জ্ঞান নাই, সেইহেতু আত্মা অজ্ঞেয়। নতুবা আত্মা নাই বলিয়া যে জ্ঞানের অবিষয়, তাহা নহে।১৩। ["বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃহদারণ্যক—২।৪।১৪) অর্থাৎ 'হে মৈত্রেয়ি! সকলের বিজ্ঞাতা আত্মাকে কাহা দ্বারা জানিবে?] মাধুর্য্যাদি-স্বভাববিশিষ্ট চিনি প্রভৃতি বস্তু অন্য বস্তুকে নিজের মিষ্টত্বগুণ প্রদান করে, কিন্তু, নিজেকে মিষ্ট করিবার জন্য অন্য বস্তুর অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং বোধের বিষয়রূপ বস্তুসকলের অভাব হইলেও বোধস্বরূপ আত্মার কোন হানি নাই।১৪,১৫। এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ; এই অখিল জগতের প্রকাশের পূর্ব্বেও আত্মা ভাসমান্ থাকেন। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (মুণ্ডক ২।২।১০; শ্বেতাশ্বতর ৬।১৪, কঠ ২।২।১৫) অর্থাৎ 'তিনি (আত্মা) অগ্রে প্রতিভাত হইলে পরে সর্ব্ববস্তু প্রকাশিত হয়, তাঁহারই জ্যোতিতেই সকল বস্তু প্রকাশ পায়'।১৬। (কেহই নিজের আত্মাকে প্রত্যক্ষ না করিয়া জগৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। তরঙ্গসকল দেখিবার পূর্ব্বে জল অবশ্যই দৃষ্ট হয়। যখন আমরা কোন বস্তু দেখি, তখন ঐ বস্তুর বিশেষ পরিচয়ের পূর্ব্বে একটা সামান্যজ্ঞান ভাসে অর্থাৎ 'একটা কিছু আছে,' 'একটা কিছু জ্ঞানে ভাসিতেছে' এইরূপে সৎ ও চিৎ রূপ ব্রহ্মের বা আত্মার প্রথমে ভান হয়। কিন্তু, পরমুহূর্ত্তেই অজ্ঞানোৎপন্ন নামরূপ দ্বারা ঐ ব্রহ্মস্বরূপটি ঢাকিয়া যায়। তখন

আমরা ঐ বস্তুকে 'ঘট' 'পট' ইত্যাদি বিশেষ নামে অভিহিত করি। অজ্ঞান বা মায়াদ্বারা উৎপন্ন ঐ নাম ও রূপের প্রতি আমাদের আকর্ষণ এত বেশী যে, প্রথমে সদ্‌বস্তুকে দর্শন করিয়াও আমরা উহা খেয়াল করি না। মায়া বা অজ্ঞান-শক্তি আমাদের বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া এক ব্রহ্মকে নানাকারে জগদ্‌রূপে প্রদর্শন করিতেছেন—ইহাই সৃষ্টি)। যে চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা দ্বারা এই দৃশ্যমান্ জগৎকে জানা যায়, তাঁহাকে অন্য কাহাদ্বারা জানা যাইবে? জ্ঞানের সাধন মন, বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞাতব্য ঘট, পটাদি বিষয়েই কার্য্যকরী; কিন্তু উহারা জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকাশনে অসমর্থ।১৭। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—"তিনি সকল বেদ্য বস্তুকে জানেন, তাঁহার অন্য কোন বেদিতা নাই। তিনি বিদিত ও অবিদিত বস্তুসকল হইতে পৃথক্ এবং বোধস্বরূপ" (কেনোপনিষৎ)।১৮। সমস্ত বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হইতে দেখিয়াও যে ব্যক্তি জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে বুঝিতে পারে না, সেই লোষ্ট্রসম (ঢেলার মত) জড়বুদ্ধি ব্যক্তিকে শাস্ত্র আর কিরূপে বুঝাইবে?১৯। 'আমার জিহ্বা আছে, কি নাই'? এই প্রকার উক্তি যেমন উপহাসাস্পদ (কারণ প্রশ্নকারী নিজ জিহ্বা দ্বারাই উহা বলে)—'আমি আমার বোধকে বুঝিতেছি না'—এই প্রকার বাক্যও সেইপ্রকার উপহাসাস্পদ। (কারণ বোধের সাহায্যেই 'আমি বুঝিতেছি না', ইহা বুঝা যায়)।২০। যে যে বস্তুবিষয়ে লোকের জ্ঞান হয়, সেই সেই বস্তুর নামরূপকে উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানমাত্রে দৃষ্টি করিলে বুঝা যায়,—এক অখণ্ড জ্ঞানের উপরই জগৎ ভাসিতেছে, উহাই ব্রহ্ম। এইপ্রকার বুদ্ধিকেই ব্রহ্মনিশ্চয় বলে।২১। বিবেকদ্বারা পঞ্চকোষের ত্যাগে বোধস্বরূপ সাক্ষিমাত্র অবশিষ্ট থাকেন—উহাই আত্মার স্বরূপ, উহা শূন্য হইতে পারে না। (নিজের বুদ্ধির বিভ্রম ব্যতীত কেহ নিজের শূন্যত্ব কামনা করে না; আবার যিনি

সেই শূন্যত্ব কামনা করিবেন, তিনিই আত্মা)।২২। নিজের অস্তিত্ব-বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই; অর্থাৎ, 'আমি আছি কি না'? এইরূপ সংশয় কাহারও হয় না। [লোকে 'আমি আছি' ইহা ধরিয়া লইয়াই বাহিরের বস্তুসকল প্রমাণ করিতে বাদবিবাদ করে। মানুষ যদি 'আমার' বলিতে যাহা কিছু বুঝায়' (non-self) উহাদিগকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র 'আমি আছি' (self) এইভাবের স্থিরচিত্তে উপলব্ধি করিবার অভ্যাস করে, তবে শীঘ্রই তাহার আত্মানুভূতি হয়]। যদি কেহ আপনার অস্তিত্ব বিষয়ে বাদ উত্থাপন করে, তবে উহার প্রতিবাদী কে হইবে? কেহই হইবে না। (নিজের আত্মবিষয়ক সংশয় অন্তর্মুখ হইয়া নিজেকেই সমাধান করিতে হইবে)।২৩। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে—বিভ্রমে পতিত না হইলে কাহারও নিকট নিজের অসত্তা রুচিকর হয় না। অতএব শ্রুতি নিজ আত্মার অসত্ত্ববাদীর বাধ প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ" (২।৬) অর্থাৎ, 'যিনি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানেন, তিনি নিজেই অসৎ হইয়া যান'। অতএব আত্মার বেদ্যত্ব না হউক, উঁহার অস্তিত্ব স্বীকার কর।২৪,২৫। যদি প্রশ্ন কর—'সেই আত্মা কি রূপ'? তদুত্তরে বলি—আত্মাকে 'এইরূপ' বা 'সেইরূপ' ইত্যাদি প্রকারে নির্ণয় করা যায় না। অতএব যাহা 'এইরূপ' বা 'সেইরূপ' হইতে বিলক্ষণ, উহাকেই আত্ম-স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় কর।২৬। যাহা ইন্দ্রিয়সকলের বিষয় এইরূপ বস্তুকে 'এইরূপ' বা 'ঈদৃশ' বলা হয় এবং পরোক্ষ বস্তুকে 'তাদৃশ' বলা হয়। কিন্তু, বিষয়ী আত্মা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হন না। তথাপি আত্মা নিজের স্বরূপ বলিয়া আত্মা পরোক্ষ নহেন, কিন্তু অপরোক্ষ।২৭। আত্মা অবেদ্য হইয়াও অপরোক্ষ, সুতরাং আত্মা স্বয়ং-প্রকাশ। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (২।১) অর্থাৎ

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ'—এইরূপ ব্রহ্মলক্ষণ কথিত হইয়াছে।২৮। যাহার স্বরূপের কখনও বাধ হয় না, উহাকে 'সত্য' বলে। যিনি সত্য, তিনিই জ্ঞানস্বরূপ—তিনি মহাপ্রলয়ে বা সুষুপ্তিকালে বা সমাধিতে জগৎবাধের একমাত্র সাক্ষী বা প্রকাশক। কারণ সাক্ষিরহিত বাধ বা লয় স্বীকার করা যায় না।২৯। মূর্ত্তিমান্ বস্তুসকলকে আকাশ হইতে অপনীত (দূর) করিলে মূর্ত্তিহীন আকাশ থাকিয়া যায়; এইরূপ বাধযোগ্য বস্তুসকলের বাধ (কারণসহিত নাশ) হইলে যিনি অবশিষ্ট থাকিয়া যান, তিনিই আত্মা। (সেইজন্য শ্রুতি 'নেতি' 'নেতি' রীতিতে জগতের নিষেধ করিয়া বাধের অযোগ্য ব্রহ্মস্বরূপকে অবশিষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন)।৩০। যে সকল বস্তুকে 'ইদম্' বা 'এই' রূপে নির্দেশ করা যায়, উহাদের সকলকে ত্যাগ করা যায়। কিন্তু, যাহা 'ইদং' রূপ নহে সেই আত্মার ত্যাগ সম্ভব নয়।৩৩। ব্রহ্মের সত্যত্ব এবং জ্ঞান-স্বরূপত্ব পূর্বে সিদ্ধ করা হইয়াছে; এক্ষণে তাঁহার আনন্ত্য সিদ্ধ করা হইতেছে। সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ব্রহ্মের দেশদ্বারা অন্ত হয় না। ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া কালদ্বারাও তাঁহার অন্ত হয় না এবং বস্তুদ্বারাও তাঁহার অন্ত হয় না, যেহেতু তিনি সর্বাত্মক। ব্রহ্মের অনন্ততা এই প্রকার ত্রিবিধ।৩৪, ৩৫। দেশ, কাল ও জাগতিক বস্তুসকল মায়াকল্পিত বলিয়া সেই দেশ কালাদি দ্বারা ব্রহ্মের অন্ত হয় না। অতএব ব্রহ্মের আনন্ত্য স্পষ্ট বুঝা গেল।৩৬। সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ যে ব্রহ্ম, উহাই প্রকৃত সত্য বস্তু—তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও জীবভাব উপাধি দ্বারা কল্পিত।৩৭।

ঈশ্বরের বস্তু-নিয়ামিকা শক্তি—সর্ববস্তু-নিয়ামিকা কোন ঈশ্বরশক্তি আছে, উহাই আনন্দময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বস্তুতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছে।৩৮। যদি ঐ শক্তিদ্বারা বস্তুর ধর্মসকল নিয়ন্ত্রিত না হইত, তবে একবস্তুর ধর্ম

অপরের ধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়া জগতের বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিত। (ঈশ্বরের ঐ সর্বনিয়ামিকা শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই সূর্য্য, চন্দ্রাদি গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষপথে বিচরণ করে। দিন, মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতি যথা নিয়মে চক্রাকারে আবর্ত্তিত হয়, দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জন্মমৃত্যুর অধীন হয় ইত্যাদি।৩৯। সেই শক্তি যদিও জড়, তথাপি চৈতন্যের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া যেন চেতনাবতী হইয়া উঠে। সেই শক্তিরূপ উপাধিবশতঃ নির্গুণব্রহ্ম ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন।৪০। পঞ্চকোষরূপ উপাধির অপেক্ষায় সেই ব্রহ্মেরই 'জীব' এই নাম হয়। মায়ারূপ উপাধির অপেক্ষায় ব্রহ্মের 'ঈশ্বর' এই নাম হয়—যেমন একই ব্যক্তিকে পুত্রের অপেক্ষায় পিতা এবং পৌত্রের অপেক্ষায় পিতামহ বলা হয়।৪১। পুত্র ও পৌত্রের অপেক্ষা না রাখিলে সেই ব্যক্তিকে পিতা কিংবা পিতামহ কিছুই বলা যায় না, তখন সে ব্যক্তিমাত্র। এইরূপ কোষসকল ও মায়াশক্তির অপেক্ষা রহিত হইলে, ব্রহ্মকে ঈশ্বর বা জীব কিছুই বলা যায় না—তখন তিনি নির্গুণব্রহ্ম বা শুদ্ধচৈতন্যমাত্র।৪২।

ব্রহ্মজ্ঞানের ফল—যিনি এই প্রকারে ব্রহ্মকে জানেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া যান এবং যেহেতু ব্রহ্মের জন্ম নাই, সেইহেতু তাঁহারও পুনর্জ্জন্ম হয় না।৪৩। [শ্রুতিতে আছে— "স যো হবৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডকোপনিষৎ—৩।২।৯) অর্থাৎ, 'যিনি পরমব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান']।

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বৈত-বিবেক

এই অধ্যায়ে ঈশ্বরসৃষ্ট এবং জীবসৃষ্ট দ্বৈতের বিবেক করা হইবে। কারণ, ঐ বিবেকদ্বারা এই উভয়ের তত্ত্ব অবগত হইলে জীবের পরিত্যাজ্য বিষয়সকল স্পষ্ট হইবে।১।

শ্রুতিবচনসকল দ্বারা ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব প্রদর্শন—"প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া জানিবে। সেই মায়ী পরমেশ্বরই জগৎসৃষ্টি করেন" -শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪।১০) ইহা বলা হইয়াছে।২। ঋগ্-বেদীয় ঐতরেয় উপনিষদে (১।১) বলা হইয়াছে—"সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মাই ছিলেন; তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'আমি লোকসমূহ সৃষ্টি করিব'। তিনি সঙ্কল্পদ্বারা লোকসমূহের সৃষ্টি করিলেন"। এইরূপে ঈশ্বরের জগৎ স্রষ্টৃত্ব বহু ঋক্‌মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।৩। "সেই আত্মা হইতে আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল, ওষধি, অন্ন, দেহ প্রভৃতি ক্রমশঃ উৎপন্ন হইল"—ইহা কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১) দেখা যায়।৪। ঐ উপনিষদে আরও বলা হইয়াছে—"তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব। তিনি তপস্যা করিয়া সর্ব্বজগৎ সৃষ্টি করিলেন"।৫। (২।৬)। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ঈক্ষণ করিলেন; উহাতে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই অগ্নি, জল, অন্ন এবং বিবিধ জীব সৃষ্ট হইল"। (৬।২।১)।৬। অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে (২।১।১) দেখা যায়—"অগ্নি হইতে যেমন অগ্নিসদৃশ বিস্ফুলিঙ্গসকল বাহির হয়, এইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে নানাপ্রকার

চেতন জীব ও জড় পদার্থের উৎপত্তি হয়"।৭। শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"পূর্ব্বে এই জগৎ অব্যাকৃত ছিল, এক্ষণে নামরূপাদি দ্বারা উহা বিরাট্, মনু. নর, গো গর্দভ, অশ্ব, অজ, মেষ এবং পিপীলিকা প্রভৃতি দ্বৈতরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।" (১।৪।৭)।৮।

জীবের স্বরূপ—উক্ত শ্রুতিসকল হইতে বুঝা যায় যে ব্রহ্মই জীবরূপ ধারণ করিয়া জীবদেহে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তিনিই প্রাণধারণবশতঃ জীবনামে কথিত হন।৯। (১) অধিষ্ঠান স্বরূপচৈতন্য, (২) লিঙ্গদেহ (সূক্ষ্মদেহ), এবং (৩) সূক্ষ্মদেহে চৈতন্যের যে আভাস বা ছায়া—এই তিনটীর সংঘাত বা অবিবেক-বশতঃ একত্র মিলনকে জীব বলে।১০। পরমেশ্বরের যে মায়াশক্তি, উহার যেমন সৃষ্টিসামর্থ্য আছে; সেইরূপ মোহশক্তিও আছে। সেই মোহশক্তিই জীবকে মোহিত করে।১১। জীব ঐ মায়াশক্তিদ্বারা মোহিত হইয়া, আপনার ঈশ্বর-স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া ক্ষুদ্র দেহে মগ্ন হইয়া শোক করে। এইপ্রকারে সংক্ষেপে সমস্ত ঈশ্বরদ্বৈত উক্ত হইল।১২।

ঈশ্বরদ্বৈত ও জীবদ্বৈত—বৃহদারণ্যক উপনিষদে সপ্তান্ন-ব্রাহ্মণে (১।৫।১,২) জীবসৃষ্ট দ্বৈতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। জগতের পিতা বা উৎপাদক জীব জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা সপ্তপ্রকার অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন।১৩। ঐ সপ্তপ্রকার অন্ন এইরূপ :—(১) মর্ত্ত্য জীবের জন্য একপ্রকার অন্ন—শস্যাদি। (২) দেবতাদিগের জন্য দুইটি অন্ন—দর্শ ও পৌর্ণমাস। (৩) পশুদিগের জন্য চতুর্থ অন্ন—দুগ্ধ। (৪) আত্মা বা নিজের জন্য তিনটি অন্ন—মন, বাক্ ও প্রাণ। ১৪।১৫। যদিও পূর্বোক্ত সপ্তান্ন ঈশ্বর দ্বারা রচিত, তথাপি জীব নিজ জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা ঐ সকলে অন্নভাব ও ভোগ্যভাব স্থাপন করিয়াছে।১৬। জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট এবং জীবের ভোগ্য বলিয়া ঈশ্বর ও জীব উভয়েরই

সহিত উহার সম্বন্ধ। যেমন একটিই স্ত্রীলোক পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়া পতির ভোগ্যা হয়, এইরূপ ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎও জীবের ভোগ্য হয়।১৭। মায়াবৃত্তিরূপ ঈশ্বরসঙ্কল্প জগদুৎপত্তির কারণ। [মায়া বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধানা বলিয়া ঈশ্বর সেই মায়াবৃত্তির সাহায্যে স্বচ্ছন্দে ও বিনাক্লেশে জগতের সৃষ্ট্যাদি করেন; কিন্তু নিজে মায়াদ্বারা মুগ্ধ হন না। ঈশ্বর সত্য-সঙ্কল্প; তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই জগতের সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান, ক্রিয়া ও বল স্বাভাবিক—"স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ" (শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮)] জীবের সঙ্কল্প মনের পরিণামাত্মক বৃত্তিরূপ—উহা সুখদুঃখাদি ভোগের সাধন। (জীবের অন্তঃকরণে রজঃ ও তমোগুণের প্রধানতাবশতঃ জীব সত্যসঙ্কল্প নয়, সুতরাং জীব যাহা ইচ্ছা করে, উহা সব সিদ্ধ হয় না)।১৮। ঈশ্বরনির্মিত মণি প্রভৃতি বস্তু একই প্রকারে অবস্থিত থাকিলেও ভোক্তা জীবসকলের বুদ্ধি নানাপ্রকার হয় বলিয়া উক্ত মণি প্রভৃতি বস্তুর ভোগও নানাপ্রকার হইয়া থাকে।১৯। দেখা যায়, ঈশ্বরসৃষ্ট মণি প্রভৃতি বস্তু স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও উহাতে কাহারও হর্ষ, কাহারও ক্রোধ, কাহারও বা উপেক্ষাবুদ্ধি হইয়া থাকে। যে মণি লাভ করে, উহার হর্ষ হয়; যে লাভ করিতে পারে না, উহার ক্রোধ হয়, আবার বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি উহাকে উপেক্ষাদৃষ্টিতে দেখেন, তাঁহার হর্ষ বা ক্রোধ কিছুই হয় না।২০। মণিতে প্রিয়তাবুদ্ধি, অপ্রিয়তাবুদ্ধি ও উপেক্ষাবুদ্ধি—বুদ্ধির এই ত্রিবিধ আকার জীবসৃষ্ট। কিন্তু, ঐ ত্রিবিধ আকারে অনুস্যূত মণির যে সাধারণ রূপ, উহা ঈশ্বরসৃষ্ট। (জীবগণ নিজ নিজ সংস্কার-বশতঃ ঐ মণিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করিলেও উহা স্বরূপতঃ একরূপেই থাকে)।২১। এইরূপ ঈশ্বরসৃষ্ট একই নারীমূর্ত্তিকে লোকে নানারূপ সম্বন্ধবশতঃ পত্নী, পুত্রবধূ, ননন্দা (ননদ), যাতা (যা), মাতা ইত্যাদি নানাভাবে দর্শন করে। সেইজন্য মনোময়ী স্ত্রী-মূর্ত্তির

ভেদ হয় অর্থাৎ একটি স্ত্রী মূর্ত্তির উপরই বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়; কিন্তু তজ্জন্য নারী মূর্ত্তিটির স্বরূপতঃ ভেদ হয় না। (ঈশ্বরসৃষ্ট নারীমূর্ত্তিটি সুখদুঃখের কারণ নয়। জীবসৃষ্ট মনোময়ী তত্তৎ স্ত্রী-মূর্ত্তিসকলই সুখদুঃখের কারণ)। মাংসময় স্ত্রীদেহের ভেদ না থাকিলেও মনোময়ী স্ত্রীমূর্ত্তির ভেদ হইয়া থাকে।২২। যদি বল—'ভ্রান্তি, স্মৃতি, মনোরাজ্য ও স্বপ্ন ইহাদিগকে মনোরাজ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু, জাগ্রৎকালীন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ বস্তুসকল মনোময় হইতে পারে না'।২৫। তদুত্তরে বলি—'যেমন অগ্নিদ্বারা দ্রবীভূত তাম্রাদি বস্তু ছাঁচে পড়িয়া ঐ ছাঁচের আকার ধারণ করে, এইরূপ আমাদের তৈজস অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া, ঘটাদি বস্তুর উপর পড়িয়া ঐ সকল বস্তুর আকার ধারণ করে। অথবা যেমন সাধারণ বস্তুর প্রকাশকারী সূর্য্যাদির আলোক যখন যে বস্তুকে প্রকাশ করে, তখন সেই বস্তুর আকারবিশিষ্ট হয়, নতুবা বস্তুর প্রকাশ সম্ভব হয় না; এইরূপ সর্ববস্তুর প্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে বস্তুকে ব্যাপ্ত করে, তখন তদাকারে পরিণত হয়; নতুবা সেই বস্তুর জ্ঞান হয় না।২৭, ২৮। (ঘটাদি বস্তুর জ্ঞাতা জীবকে 'প্রমাতা' বলে। প্রমাতা জীব যে অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা ঘটকে জানেন, উহাকে 'প্রমাণ' বলে। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের কারণ=প্রমাণ। ঘটাদি বস্তু যাহা প্রমাণের বিষয় উহা 'প্রমেয়'। ঘটকে জানিবার জন্য আমাদিগকে মৃন্ময় ঘটকে ভিতরে আনিতে হয় না। বাহ্য মৃণ্ময় ঘটসংযোগে আমাদের মনে যে ঘটাকারা বৃত্তি উৎপন্ন হয়, উহার সহিত প্রমাতার অভেদভাব-প্রাপ্ত হইয়া আমরা ঘটকে জানি। এ বিষয়ে পরে তৃপ্তিদীপে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব)।

সুতরাং দেখা গেল ঘটাদিরূপ বিষয় দুই প্রকার :—(১) একটি

মৃণ্ময় ঘট অপরটি (২) ধীময় বা মনোময় ঘট। উহাদের মধ্যে বাহ্য মৃন্ময় ঘট প্রমাণদ্বারা (অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা) জ্ঞেয়। কিন্তু, মনোময় ঘটটি অর্থাৎ অন্তঃকরণস্থিত ঐ ঘটাকার বৃত্তিটি সাক্ষিভস্য অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্য উহাকে সাক্ষাৎ প্রকাশ করেন। (সাক্ষিচৈতন্যকে যেমন ঘটাদি বাহ্য বস্তু প্রকাশের জন্য ইন্দ্রিয়সকলের ও মনের অপেক্ষা করিতে হয়, ঐরূপ মনোময় ঐ ঘটকে প্রকাশ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা করিতে হয় না। বাস্তবিক, সাক্ষিচৈতন্য ব্যতীত প্রকাশরূপ জ্যোতিঃ অন্য কাহারও নাই। মন, বুদ্ধি প্রভৃতি জড় বলিয়া উহারা কোন বস্তুকে স্বয়ং প্রকাশ করিতে পারে না। সাক্ষিচৈতন্যই সকলের প্রকাশক। মন, বুদ্ধির কায হইতেছে বস্তুসকলের আকারভাগ উৎপন্ন করা। সব বস্তুই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের কোন আকার নাই। অজ্ঞানের কন্যা বুদ্ধি জ্ঞান-স্বরূপ শিবে নানা আকার উৎপাদন করিয়া এবং উঁহাকে উহা দেখাইয়া যেন মোহিত করিতেছেন)।৩০।

জীবদ্বৈতই দুঃখের কারণ, ঈশ্বর-দ্বৈতে দুঃখ নাই—এক্ষণে অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারা দেখান হইতেছে যে, মনোময় বস্তুসকলই (জীবদ্বৈতই) জীবের বন্ধনের কারণ। যেহেতু মনোময় বস্তুসকল থাকিলেই সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, উহারা না থাকিলে সুখ দুঃখ হয় না। বাহ্য ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তুসকল সুখ দুঃখের কারণ নয়।৩১। দেখ, স্বপ্ন, মনোরাজ্য, ভ্রান্তি প্রভৃতি স্থলে বাহ্য বিষয়সকল থাকে না, তথাপি লোকে স্বপ্নাদিতে মনোরাজ্য দ্বারা বদ্ধ হয় এবং সুখদুঃখাদি ভোগ করে। অপরপক্ষে সুষুপ্তি, মূর্চ্ছাদি অবস্থায় বাহ্য বস্তুসকল বিদ্যমান থাকিলেও মনোময় বস্তুসকল না থাকায় জীব বদ্ধ হয় না।৩২। কাহারও দূর-দেশস্থ পুত্র-জীবিত থাকিলেও পিতা যদি কোন প্রবঞ্চক ব্যক্তির

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করেন—'আপনার পুত্র মারা গিয়াছে'—তবে তিনি পুত্রকে মৃত মনে করিয়া শোক করেন। (এখানে ঈশ্বরসৃষ্ট পুত্রের মৃত্যু না হইলেও জীবসৃষ্ট মনোময় পুত্রের নাশে শোক হয়)।৩৩ আবার কাহারও পুত্র সত্য সত্য মারা গেলেও পিতা যাবৎ ঐ সংবাদ শ্রবণ না করেন, তাবৎ শোক করেন না। (কারণ ঈশ্বরসৃষ্ট পুত্রের অভাব হইলেও পিতার নিকট মনোময় পুত্র তখনও জীবিত)। অতএব দেখা গেল, মনোময় জগৎই সকলের বন্ধনের কারণ।৩৪। যদি বল—'বাহ্য বস্তুর ব্যর্থতা স্বীকার করিলে তো বৌদ্ধগণের 'বিজ্ঞানবাদ' * আসিয়া পড়িল? তদুত্তরে বলি—ঐরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, অন্তঃকরণে আকার উৎপাদনের জন্য বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি।৩৫।

ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত কেবল মনোনিরোধ মোক্ষের কারণ নয়—আবার যদি শঙ্কা কর—'মানসদ্বৈত যখন বন্ধনের কারণ, তখন তো মনের নিরোধ করিলেই বন্ধনের নিবৃত্তি হইবে; অতএব যোগেরই অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, ব্রহ্মজ্ঞানের কি প্রয়োজন'?৩৭। তদুত্তরে বলি—"যোগদ্বারা তাৎকালিক (যতক্ষণ চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিবে সেই সময় পর্য্যন্ত) দ্বৈতের নিবৃত্তি হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান-ব্যতীত আগামী জন্মের

---

* বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতে, যাহা কিছুর জ্ঞান আমাদের হইতেছে, উহারা বিজ্ঞানের বা বুদ্ধির আকারমাত্র। এই বিজ্ঞানই আত্মা। বিজ্ঞানের বাহিরে কোন বস্তু নাই—তথাপি বস্তুসকলকে বাহিরে স্থিত বলিয়া ভ্রম হয়। সকল বিজ্ঞানই ক্ষণিক অর্থাৎ, উহারা একক্ষণে উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই নাশ প্রাপ্ত হয়।

নিবৃত্তি হয় না; বেদান্তশাস্ত্রে ইহা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হইয়াছে।৩৮।*

ঈশ্বরসৃষ্ট বাহ্য দ্বৈতবস্তুর নিবৃত্তি না হইলেও সেই দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলেই অদ্বৈতবাদিগণ অদ্বয় ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।৩৯। যদি শঙ্কা কর—'দ্বৈতের মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়ই জ্ঞানের কারণ নয়; দ্বৈতের

* বেদান্তমতে অধিকারী অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত পুরুষের 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য বিচারের ফলেই 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানীর শুদ্ধবুদ্ধিতে এইরূপ নিশ্চয় হয়—'ভিতরে বাহিরে যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, উহারা স্বরূপতঃ সবই ব্রহ্ম, নামরূপ মিথ্যা। 'যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ' অর্থাৎ, জ্ঞানীর মন যেখানে যেখানে যাউক না কেন, সেই সেই স্থানেই তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হওয়ায় জ্ঞানীর সমাধি সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে। জ্ঞানীর এই সমাধি স্বাভাবিক, ইহাই সহজ-সমাধি—ইহাতে প্রযত্নের অপেক্ষা নাই। ইহাকে বাধপূর্ব্বক সমাধি বলে—ব্যবহারকালেও জ্ঞানীর এই সমাধি কাটে না; কারণ, জ্ঞানীর নিকট ভিতর, বাহির সবই ব্রহ্ম। যোগশাস্ত্রে যে চিত্তবৃত্তি-নিরোধের কথা বলা হইয়াছে উহাতে চিত্তের তাৎকালিক বৃত্তিরাহিত্য হয়। চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থায় জীবের সুখদুঃখাদি না থাকিলেও নিরুদ্ধ অবস্থা ভাঙ্গিলে যোগীর পুনরায় সুখদুঃখ আসিয়া থাকে। সুতরাং এই নিরোধ সমাধিতে অজ্ঞান থাকে। যদি 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১) অর্থাৎ 'সবই নিশ্চয় ব্রহ্ম' হয়, তবে দ্বিতীয় বস্তুকে ব্যাঘ্র মনে করিয়া উহা হইতে পলাইয়া নিরোধ-সমাধিতে ডুব দিবার কারণ কি? সুতরাং 'সবই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান না থাকায় ঐ প্রকার সমাধি করা হয়? দ্বিতীয় বস্তু যদি সত্য হয়, তবে কতক্ষণ ঐ রূপে আত্মরক্ষা করা যাইবে? নিরোধ সমাধি ভাঙ্গিবে কি না? যদি না ভাঙ্গে, তবে মহর্ষি

নাশই অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ ; তবে বলি—প্রলয়ে যদিও বিরোধী দ্বৈতের নিবৃত্তি হয়, তথাপি গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতির অভাবে অদ্বয় ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় না ।৪০। সেইজন্য ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈত অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক নয়, পরন্তু সাধক। আকাশাদি দ্বৈতবস্তুকে আমরা অপনীত করিতে পারি না।

পতঞ্জলি কেমন করিয়া যোগশাস্ত্রের উপদেশ করিলেন ? সমাধি ভাঙ্গিবার পরও প্রকৃতি থাকিবে—কারণ, সাংখ্যমতে প্রকৃতি তো মিথ্যা নয়। আর প্রকৃতিরূপ দ্বৈতবস্তু থাকিলে পুরুষই বা কিরূপে অসঙ্গ ও নির্ভয় হইবেন ? কারণ—"দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি" (বৃহদারণ্যক ১।৪।২) অর্থাৎ, 'দ্বিতীয় বস্তু হইতে ভয় হয়'। এই নিরোধ সমাধির অভ্যাস অতিশয় চিত্তশুদ্ধিকারক। যোগদ্বারা শুদ্ধ ও অতিশয় নির্মলচিত্তে মহাবাক্যবিচার-শ্রবণজনিত জ্ঞান সহজেই হইয়া থাকে এবং এই সমাধি তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধ ক্ষয় করে—ইহা আমরা পূর্ব্বে তত্ত্ববিবেক অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞানলাভের পর চিত্তের যে স্বাভাবিক নিরুদ্ধ অবস্থা আসিতে থাকে, উহা জীবন্মুক্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। সাংখ্যশাস্ত্রের বিবেক বা যোগশাস্ত্রের চিত্তবৃত্তি-নিরোধ দ্বারা জীবের স্বরূপ 'ত্বং' পদার্থের অনেকটা শোধন হয়। পরে উহাই যে ব্রহ্ম ইহা জানাইয়া দিবার জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর মুখে বেদের 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের বিচার শ্রবণ আবশ্যক। নতুবা সম্যক্ অজ্ঞান নাশ হয় না। যোগ বা বিবেক চিত্তশুদ্ধিকর হইলেও উহারা পুরুষের প্রযত্নসাধ্য বলিয়া সাক্ষাৎ জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব অলৌকিক তত্ত্ব বলিয়া একমাত্র বেদবাক্য দ্বারাই সেই একত্ব জ্ঞান লাভ হয়। মণির অনুসন্ধানরত ব্যক্তি মণিস্থানে উপস্থিত হইয়াও যদি কেহ বলিয়া না দেয় যে 'ইহাই মণি' তবে, যে উহা জানিতে পারে না। সেইজন্য অজ্ঞাত-জ্ঞাপক বেদবাক্যের প্রয়োজন।

সুতরাং ঈশ্বরদ্বৈত থাকুক, উহাতে দ্বেষ করিবার কারণ কি? * ৪১।

জীবদ্বৈত দুই প্রকারঃ—(১) শাস্ত্রীয়দ্বৈত এবং (২) অশাস্ত্রীয় দ্বৈত। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের অনুসরণ করিতে হইবে।৪২। আত্ম-তত্ত্ববিচাররূপ যে মানস জগৎ, উহা শাস্ত্রীয় দ্বৈত। তত্ত্ব জানিবার পর সেই আত্মবিচারও পরিত্যাজ্য।৪৩। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'মেধাবী অর্থাৎ বিবেকবান্ সাধক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ উহার অভ্যাস করিয়া পরব্রহ্মকে জানিয়া, লোকে যেমন মশাল লইয়া অন্ধকার পথে ভ্রমণ করিয়া গৃহে পৌঁছিয়া উহাকে ত্যাগ করে, এইরূপ শাস্ত্রসকল ত্যাগ করিবেন'।৪৪। আরও আছে—'মেধাবী ব্যক্তি শাস্ত্রগ্রন্থের অভ্যাস করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান তৎপর হইয়া ধান্যার্থী -ব্যক্তি যেমন খড়কে পরিত্যাগ করে, এইরূপ সকল গ্রন্থ পরিত্যাগ করিবেন'। (উত্তরগীতা)।৪৫। (শাস্ত্র হইতে সার তত্ত্ব জানিয়া উহাকে ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু, অজ্ঞানীর পক্ষে শাস্ত্র পরিত্যাজ্য নয়)। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—'ধীর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে জানিয়া সেই ব্রহ্মবিষয়ে প্রজ্ঞা করিবেন। বহু শাস্ত্রের চিন্তন বা কথন করিবেন না; যেহেতু, উহা বাগিন্দ্রিয়ের অবসাদকর'। (৪।৪।২১)।৪৬। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে—'একমাত্র তাঁহাকেই জানিবে এবং অন্য বাক্য পরিত্যাগ করিবে'। (২।২।৫)। কঠোপ-

* জীবের যদি সমস্ত উপাধির লয় হয় এবং গুরু, শাস্ত্র, শুদ্ধবুদ্ধি প্রভৃতি না থাকে, তবে কাহার সাহায্যে জ্ঞান হইবে? সগুণের সাহায্যেই নির্গুণের জ্ঞান হয়। ঈশ্বরকৃপা বা মহামায়ার কৃপা ব্যতীত জ্ঞান হয় না। নির্গুণব্রহ্ম অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অচিন্ত্য, অলক্ষণ ইত্যাদি—তাঁহাতে জ্ঞান, অজ্ঞান বিভাগ নাই। তবে, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এই ঈশ্বরদ্বৈত সত্য নয়। জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহারা সত্যরূপে প্রতীত হয় মাত্র।

নিষদে বলা হইয়াছে—'প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে, মনকে অহংতত্ত্বে অহংতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে শান্ত আত্মায় নিরুদ্ধ করিবেন (১।৩।১৩)।৪৭।

অশাস্ত্রীয় দ্বৈতও দুই প্রকার:—(১) তীব্র এবং (২) মন্দ। তন্মধ্যে কামক্রোধাদি তীব্র এবং মনোরাজ্য (মনে মনে বিষয়চিন্তা) মন্দ।৪৮। তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্বে এই উভয় অশাস্ত্রীয় দ্বৈতকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে—"শান্ত (মনের নিগ্রহ করিয়া) দান্ত (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহপূর্বক), উপরত (সর্ব্বকামনাত্যাগপূর্ব্বক), তিতিক্ষু (সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া) এবং সমাহিত হইয়া শুদ্ধান্তঃকরণে আত্মাকে দর্শন করিবে।" (৪।৪।২৩)।৪৯।

অশাস্ত্রীয় জীবদ্বৈত ত্যাগ না করিলে জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তি হয় না—জ্ঞানলাভের পরেও ঐ দুইটি অশাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য; তবেই জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয়। কারণ, কামাদি ক্লেশ দ্বারা বদ্ধ পুরুষের জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয় না।৫০। যদি বল—'আমার জীবন্মুক্তি না হয়, না হউক; বিদেহমুক্তি তো হইবে (যেহেতু, আমার জ্ঞান হইয়াছে) অর্থাৎ, আমার এই দেহপাতের পর আর জন্ম হইবে না, উহা দ্বারা আমি কৃতকৃত্য হইব'। তদুত্তরে বলি—'এইরূপ মনে করিলে তোমার পুনর্জন্মও হইবে। কারণ, ইহলোকের ভোগত্যাগের ভয়ে তুমি যখন জীবন্মুক্তি-সুখকে ত্যাগ করিতে চাহিতেছ, তখন পরলোকে স্বর্গাদি অধিক সুখভোগ ত্যাগ করিয়া তোমার বিদেহমুক্তিতেও রুচি হইবে না। * তাহা হইলে তুমি কেবল স্বর্গ প্রাপ্তি দ্বারাই

---

* "জীবতো যস্য কৈবল্যং বিদেহে চ স কেবলঃ" (বিবেক

কৃতার্থ হও'।৫১। যদি বল—'স্বর্গভোগের ক্ষয় আছে, সুতরাং স্বর্গ আমার হেয়', তবে—'স্বয়ং দোষস্বরূপ কামাদিকে কেন ত্যাগ করিতে চাহিতেছ না ? ৫২। তত্ত্ব জানিয়াও যদি তুমি কামাদি দোষকে নিঃশেষে ত্যাগ না কর, তবে কর্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধের লঙ্ঘনকারী তোমার যথেচ্ছাচার করা হইবে।৫৩। অদ্বৈততত্ত্ব জানিয়াও যদি তোমার যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্তি হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানীর সহিত কুকুরের অশুচি-ভক্ষণে কি পার্থক্য থাকিল' ? (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, সুরেশ্বরাচার্য্য ৪।৬২)।৫৪। [অর্থাৎ কুকুর যেমন বমি করিয়া উহা ভক্ষণ করে, এইরূপ তুমি যে কামাদি দোষকে জ্ঞানলাভের জন্য পূর্বে ত্যাগ করিয়াছিলে এক্ষণে পুনরায় উহার ভোগে প্রবৃত্ত হইলে]। জ্ঞানলাভের পূর্বে তুমি কেবল কামাদি দোষের দ্বারা ক্লেশ পাইতেছিলে, এখন তোমার অশেষ লোকনিন্দাও হইতে লাগিল—অহো ! তোমার জ্ঞানের কি মহিমা !৫৫। অতএব তত্ত্বজ্ঞানী তুমি গ্রাম্য শূকরাদির পদ আকাঙ্ক্ষা করিও না। বুদ্ধির সকল দোষ ত্যাগ করিয়া লোকমধ্যে দেবতার ন্যায় পূজ্য হও। *৫৬।

চূড়ামণি—৩৩৫ শ্লোঃ) অর্থাৎ 'যাঁহার জীবিত অবস্থায় কৈবল্য লাভ হয়, তিনিই দেহপাতের পর কৈবল্য প্রাপ্ত হন'। এইরূপ শ্লোক-সকল হইতে বুঝা যায়, নিবৃত্তিতেই গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য।

* জ্ঞানলাভের পূর্বে জ্ঞানী যে অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা প্রভৃতি দৈবীসম্পদের অভ্যাস করেন, জ্ঞানলাভের পর স্বাভাবিকভাবেই ঐ সদ্গুণগুলি জ্ঞানীর ব্যবহারে অনুবর্ত্তন করে। সেইজন্য জ্ঞানীর শাস্ত্রনিষিদ্ধ যথেচ্ছাচার হয় না। আচার্য্য শঙ্কর, সুরেশ্বরাচার্য এবং শঙ্করানন্দ প্রভৃতির ইহাই মত। বিদ্যারণ্য মুনিও এই মতেরই সমর্থক। কোন কোন জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি এই গ্রন্থের তৃপ্তিদীপ ধ্যানদীপ, প্রভৃতির দুই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রারব্ধের দোহাই দিয়া বিষয়ভোগ ও বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইতে

অশাস্ত্রীয় জীবদ্বৈত ত্যাগের উপায়—কামাদি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ দোষানুসন্ধানই কামাদি ত্যাগের হেতু—ইহা মোক্ষশাস্ত্রসকলে প্রসিদ্ধই আছে, ঐ গুলি দেখিয়া সুখী হও।৫৭। যদি বল—'কামক্রোধাদি তীব্র দোষগুলি পরিত্যাজ্য ইহা মানিলাম, কিন্তু মনোরাজ্য থাকুক না কেন, উহাতে ক্ষতি কি? তদুত্তরে

চান না—ইঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী নহেন। এই গ্রন্থের বহুস্থানেই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞানী স্বভাবতঃ বিষয়চিন্তাবিরত হইয়া আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হন। শাস্ত্রে যে আছে—"জ্ঞানী ত্রিভুবনকে হনন করিলেও হননের পাপভাগী হন না" (গীতা ১৮।১৭), "মাতৃবধ, পিতৃবধ, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞানীর পাপ হয় না" (কৌষীতকি উপনিষৎ ৩।১) ইত্যাদি, ঐ সকল শাস্ত্রবচন বিদ্বৎস্তুতিপর এবং জ্ঞানী যে সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত ঐ সকল বাক্যে উহাই দেখান হইয়াছে। জ্ঞানী ঐ সকল আচরণ করেন, উহাতে উহাদের তাৎপর্য্য নাই। কারণ, অর্থবাদে শ্রুতির তাৎপর্য্য থাকে না। জ্ঞানীর স্বাভাবিকভাবেই শুভ আচরণ হয়। যদি কদাচ কোন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে শাস্ত্র-উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতে দেখা যায়, তবে সেই কর্মানুষ্ঠানে তত্ত্বজ্ঞের ইচ্ছা, অনিচ্ছা কিছুই থাকে না। পূর্বের কোন লুক্কায়িত সংস্কার অবশভাবে তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা উহা করাইয়া লয়। উঁহার সে বিষয়ে কোন খেয়ালই থাকে না। লোকদৃষ্টিতে জ্ঞানীর প্রারব্ধ ব্যবহার প্রভৃতি—তত্ত্বজ্ঞের নিজদৃষ্টিতে ঐ সকল কিছুই নাই। যেমন কোন শকটচালক ঘুমাইয়া পড়িলেও বলদ গাড়ী টানে, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞের দেহরূপ শকটের চালক 'অহংজ্ঞান' নিদ্রিত হইলেও প্রারব্ধকর্মের বেগবশতঃ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ দ্বারা ঈশ্বরনিয়তিবশে স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীর ব্যবহার সম্পাদিত হয়—লোকে উহা দেখে—জ্ঞানী সর্বত্র ব্রহ্মকেই দেখেন।

বলি—'মনোরাজ্য অশেষ দোষবীজের হেতু, ইহা ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন' ।৫৮। যথা—"লোকে বিষয়সকলের ধ্যান করিতে থাকিলে ঐ সকলে উহাদের আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে ঐ বিষয় সকল পাইবার জন্য কামনার উৎপত্তি হয়। কামনা বাধা প্রাপ্ত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হইতে সম্যক্ মোহপ্রাপ্তি হয় (তখন বুদ্ধির কার্য্যাকার্য্য বিচারশক্তি থাকে না)। মোহ হইতে গুরু-শাস্ত্রের উপদেশের বিস্মৃতি ঘটে। স্মৃতিনাশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধিনাশ হইলে লোকে নাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পুরুষার্থের অযোগ্য হইয়া যায়"। (গীতা ২।৬২,৬৩)।৫৯। নির্বিকল্প বা নিরোধ সমাধির অভ্যাসদ্বারা মনোরাজ্যকে জয় করা যায় এবং সেই নির্বিকল্প * সমাধি আবার সবিকল্প সমাধির অভ্যাস দ্বারা সহজে আয়ত্ত করা যায়।৬০। মনোরাজ্যকে জয় করিতে পারিলে মন বৃত্তিশূন্য হইয়া মূকবৎ অবস্থান করে। যোগবাশিষ্ঠে দেখা যায় যে, বশিষ্ঠদের শ্রীরামচন্দ্রকে এই অবস্থা বহু প্রকারে বুঝাইয়াছেন।৬২। বশিষ্ঠদেব আরও বলিয়াছেন—'কোন দৃশ্যবস্তু স্বরূপতঃ নাই, জ্ঞানদ্বারা এইরূপে মন হইতে দৃশ্যের মার্জন করিতে পারিলে নিরতিশয় মোক্ষসুখ লাভ হয়। অধ্যাত্ম-শাস্ত্র সকল বিশেষরূপে বিচারপূর্বক অন্যান্য লোকের সহিত পরস্পর আলোচনা করতঃ বিষয়বাসনা পরিত্যাগ-পুরঃসর মৌনব্রত অবলম্বন করা অপেক্ষা আর অধিক পুরুষার্থ নাই' ।৬৩। যিনি তত্ত্ব জানিয়াছেন, এরূপ মুমুক্ষু পুরুষ কামক্রোধাদি বুদ্ধিদোষ ত্যাগ করিয়া বিজন দেশে অবস্থানপূর্বক দীর্ঘকাল যত্ন-সহকারে প্রণব উচ্চারণকরতঃ মনোরাজ্যকে জয় করিবেন।৬১। ভোগপ্রদ প্রারব্ধ-কর্মের বশে যদি বুদ্ধি কখনও বিচলিত হয়, তবে অভ্যাসের পটুতা দ্বারা উহা পুনরায় সমাহিত হইবে।৬৪।

* মৎপ্রণীত 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' গ্রন্থে সমাধির অভ্যাস দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মে পার্থক্য—যাঁহার বিক্ষেপ নাই, বেদান্ত-পারদর্শী মুনিগণ উঁহাকে 'ব্রহ্মবিৎ' বলেন না, তাঁহাকে 'ইনি স্বয়ং ব্রহ্ম' এইরূপ বলিয়া থাকেন।৬৫। যিনি দর্শন ও অদর্শন উভয়কে ত্যাগ করিয়া কৈবল্যরূপ স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় না।৬৬। [এখানে পঞ্চদশীকার ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদের পার্থক্য দেখাইলেন। শুদ্ধ-বুদ্ধিতে মহাবাক্য বিচারের ফলে 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ যে দৃঢ়নিশ্চয় হয়, উহাকে 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলে। ঐ জ্ঞানও সত্যবস্তু নহে, যেহেতু উহা বৃত্তিরূপ। সেইজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়বস্তুকে জানিয়া পশ্চাৎ সেই জ্ঞানকেও ত্যাগ করিবে"। (উত্তর গীতা ১।২০)। ঐ বৃত্তি মিথ্যা বলিয়া জ্ঞানোদয়ের পর উহা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া শেষে ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যতক্ষণ ঐ বৃত্তির সম্যক্ ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ ঐ জ্ঞানী জীবকে ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিদ্‌বর, জীবন্মুক্ত ইত্যাদি বলা হয়। সম্যক্ বৃত্তিক্ষয়ে ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। শাস্ত্রে যে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন"—উহার তাৎপর্য্য, যুবরাজ যিনি ভবিষ্যতে রাজা হইবেন, লোকে যেমন উঁহাকে রাজা বলে, সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মবিদের (জীবন্মুক্তের) অবিদ্যালেশ আছে, ব্রহ্মে অবিদ্যার অত্যন্তাভাব। ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে (৬।১৪।২) অর্থাৎ 'তাঁহার কৈবল্যলাভে সেইটুকুই বিলম্ব, যাবৎ তাঁহার দেহপাত না হয়]

জীবসৃষ্ট মনোময়দ্বৈত ত্যাগ করিতে পারিলে জীবন্মুক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। সেইজন্য এই অধ্যায়ে উহাকে ঈশ্বরদ্বৈত হইতে পৃথক্ করিয়া দেখান হইল।৬৭।

——:*:——

পঞ্চম অধ্যায়—মহাবাক্যবিবেক

[বেদের যে সকল বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব দেখান হইয়াছে, উহাদিগকে মহাবাক্য বলে ; উহা প্রধানতঃ ৪টি :— (১) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—ঋগ্‌বেদের মহাবাক্য। (২) "অহংব্রহ্মাস্মি"—যজুর্বেদের মহাবাক্য। (৩) "তত্ত্বমসি"—সামবেদের মহাবাক্য। (৪) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—অথর্ব্ববেদের মহাবাক্য] (১) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—এই মহাবাক্যের অর্থ :—চক্ষুদ্বারা নির্গত অন্তঃকরণ-বৃত্তি-উপহিত যে চৈতন্যদ্বারা পুরুষ দর্শনযোগ্য রূপসকল দেখে, শ্রোত্রদ্বারা নির্গতান্তঃকরণ-বৃত্তি-উপহিত যে চৈতন্যদ্বারা শব্দ সকল শুনে, ঘ্রাণদ্বারা নির্গতান্তঃকরণ-বৃত্তি-উপহিত যে চৈতন্য দ্বারা গন্ধসকল গ্রহণ করে, বাগিন্দ্রিয়-অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য দ্বারা শব্দসকল উচ্চারণ করে, রসনেন্দ্রিয়দ্বারা নির্গতান্তঃকরণবৃত্তি-উপহিত যে চৈতন্য দ্বারা স্বাদু, বিস্বাদু, রসসকল জানিতে পারে,—উক্ত, অনুক্ত সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন অন্তঃকরণবৃত্তি সকলে—যে চৈতন্য বিদ্যমান্ উহাকেই এ স্থলে 'প্রজ্ঞান' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, অন্তঃকরণ বৃত্তি সমূহে ভাসমান্ চৈতন্যই 'প্রজ্ঞান'। প্রজ্ঞান=জীব সাক্ষি-রূপ কূটস্থচৈতন্য।১। চতুর্মুখ ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবতা, মনুষ্য, গো, অশ্বাদি প্রাণিসকলে এবং আকাশাদি ভূতসকলে যে জগৎকারণ এক অখণ্ড চৈতন্য বিরাজ করিতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম। যেহেতু সর্বত্র অবস্থিত প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, সেইহেতু আমাতে অবস্থিত প্রজ্ঞানও ব্রহ্ম—কারণ উভয় প্রজ্ঞানের কোন পার্থক্য নাই।২।

(২) "অহং ব্রহ্মাস্মি" মহাবাক্যের অর্থ :—পরিপূর্ণ পরমাত্মা যিনি অবিদ্যাবশতঃ এই দেহে বিদ্যাধিকারী হইয়া জীবরূপে কথিত হন এবং যিনি বুদ্ধির নির্বিকার সাক্ষিরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন, তিনিই

লক্ষণাদ্বারা 'অহং' পদ দ্বারা সূচিত হন। অর্থাৎ, জীববুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যই 'অহং' শব্দের লক্ষ্যার্থ।৩। স্বতঃপূর্ণ পরমাত্মা 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। 'অস্মি' শব্দ দ্বারা বুদ্ধি-উপলক্ষিত সাক্ষিচৈতন্যের এবং জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের একতা দেখান হইয়াছে। এই মহাবাক্যের ঐক্য-পরামর্শ দ্বারা 'আমিই ব্রহ্ম' এই প্রকার ব্রহ্মানুভূতি হয়।৪।

(৩) "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থ—ইহার অর্থ তত্ত্ববিবেক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ১৪-১৬)।

(৪) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" মহাবাক্যের অর্থ—অহংকার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত যে সংঘাত, তাহাদের অভ্যন্তরে স্থিত হইয়া যিনি উহাদের প্রকাশক, সেই স্বয়ংপ্রকাশ এবং অপরোক্ষ সাক্ষি-চৈতন্যকে 'অয়মাত্মা' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে।৭। দৃশ্যমান্ এই সমুদয় জগতের যাহা মূলকারণ সেই স্বয়ং প্রকাশ চৈতন্যকে 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। উভয় চৈতন্যের স্বরূপে কোন ভেদ নাই—অতএব উপাধিগত ভেদ সত্ত্বেও উহারা স্বরূপতঃ এক।৮।

—০—

ষষ্ঠ অধ্যায়—চিত্রদীপ

[অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্তে জগৎ সত্য বলিয়া স্বীকৃত নয় কিন্তু আমরা অনাদি অজ্ঞানবশতঃ জগৎ সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি। সেইজন্য আমাদের বুদ্ধির অনুকূল হইয়া ব্রহ্মে সত্য সৃষ্টি না থাকিলেও শাস্ত্র প্রথমে উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া ঐ সৃষ্টির মাধ্যমেই উহার কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করেন—ইহা আমরা পূর্বে তত্ত্ববিবেক অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। রজ্জুতে ভ্রান্তিবশতঃ যে সর্প দেখা যায়, ঐ সর্পকেই ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে যেমন সর্পভ্রান্তি কাটিয়া গিয়া অধিষ্ঠান রজ্জুর সাক্ষাৎকার হয়, এইরূপ ব্রহ্মে ভ্রান্তি-বশতঃ যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, উহাকে ভাল করিয়া বিচার দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে অধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। মনে কর, একস্থানে গুরু ও শিষ্য একত্র বসিয়া আছেন। শিষ্য জলপ্রার্থী। দূরে একটী জলাশয় আছে এবং উহার পাড়ে তালগাছ আছে। গুরু জলাশয়টি জানেন, শিষ্য জানে না। গুরু শিষ্যকে বলিলেন—'ঐ তালপুকুরে যাও, জল পাইবে'। শিষ্য দূর হইতে জলাশয় দেখিতে পাইতেছে না; কিন্তু তালগাছ দেখিতে পাইতেছে। অতএব শিষ্য যাহা দেখিতে পাইতেছে, সেই তালগাছ দ্বারা গুরু জলের নির্দ্দেশ করিলেন। তালগাছে গুরুর তাৎপর্য্য নাই,—জলেই তাৎপর্য্য। এইরূপ শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ব্রহ্মেতি" (তৈত্তিরীয় ৩।১) অর্থাৎ 'যাহা হইতে এই ভূতসকল জাত হয়, যাহাদ্বারা ভূতগণ জীবিত থাকে এবং প্রয়াণকালে যাহাতে লয় হয়, উহাই ব্রহ্ম'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেই রহিয়াছে, সৃষ্টিতে

নয়—কিন্তু, উহারা যে মিথ্যা, এইপ্রকার নিশ্চয়কেই উহাদের বাধ বলে। জীব ও জগতের অপ্রতীতিই যদি উহাদের বাধ হইত, তবে সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় লোকে বিনা প্রযত্নেই মুক্তি লাভ করিত।১৩। 'পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকিয়া যান,'—ইহার অর্থ, পরমাত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু; জগৎ বিস্মৃতি উহার অর্থ নয়। ঐরূপ হইলে জীবন্মুক্তি সম্ভব হইত না।।১৪।

বিচার হইতে উৎপন্ন জ্ঞান 'পরোক্ষ' ও 'অপরোক্ষ' ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে অপরোক্ষজ্ঞানের প্রাপ্তিতে বিচারের সমাপ্তি হয়।১৫। 'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপ জ্ঞানই পরোক্ষজ্ঞান। 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানই অপরোক্ষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার।১৬। সেই অপরোক্ষ আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য আত্মতত্ত্বের বিচার করা হইতেছে; যে সাক্ষাৎকারদ্বারা সত্বই সর্ব্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যাইবে।১৭

মহাকাশ, ঘটাকাশাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা শুদ্ধচৈতন্য, কূটস্থ প্রভৃতির ভেদ প্রদর্শন—যেমন একই মহাকাশের (ব্যাপক আকাশের) উপাধিবশতঃ ঘটাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ এই প্রকার ভেদ কল্পনা করা হয়, এইরূপ একই শুদ্ধচৈতন্যের উপাধিবশতঃ যথাক্রমে কূটস্থ, জীব ও ঈশ্বর এই প্রকার ভেদ কল্পনা করা হয়।১৮। (১) জলপূর্ণ ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে আকাশ (অর্থাৎ ঘট যতটুকু স্থান জুড়িয়া আছে, ততটুকু স্থানের আকাশ)—উহা ঘটাকাশ। (২) ব্যাপক যে আকাশ যাহা সর্ব্ববস্তুকে থাকিবার স্থান দেয়—উহা মহাকাশ। (৩) ঘটকে জলপূর্ণ করিলে সেই জলে যে নক্ষত্রসহিত আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে—উহা জলাকাশ। (৪) মহাকাশের মধ্যে যে মেঘমণ্ডল দেখা যায়, উহাতেও আকাশের প্রতিবিম্ব আছে, এইরূপ অনুমান করা যায়—উহা মেঘাকাশ।১৯, ২০। মেঘসকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা দ্বারা

নির্মিত। জল থাকিলেই উহাতে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে। মেঘ জলকণা-নির্মিত বলিয়া উহাতেও আকাশের প্রতিবিম্ব আছে, ইহা অনুমান করা যায়।২১। (এখানে ইহা বুঝা আবশ্যক যে, ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন বা খণ্ড যে ঘটাকাশ, মহাকাশের সহিত উহার ভেদ নাই। ঘটাকাশ মহাকাশের সহিত বিযুক্ত নয়। কেবল ঘটের খোলারূপ উপাধিজন্য ঘটাকাশকে খণ্ড মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে উহা খণ্ডও নয়। কারণ, আকাশ ঘটের সেই খোলারূপ মৃত্তিকার পরম্পরারূপে কারণ। আকাশ কারণ বলিয়া কার্য্যরূপ মৃত্তিকা দ্বারা উহা খণ্ডিত হয় না; যেহেতু, কারণ কার্য্যকে ব্যাপিয়া থাকে। সুতরাং ঘটাকাশও মহাকাশের ভেদ, ভ্রান্তিমাত্র)।

(১) এইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়-অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, যিনি ঐ দেহদ্বয়ের অধিষ্ঠানরূপে ঐ দেহদ্বয়ে অবস্থিত, যিনি কামারের নেহাই এর মত নির্বিকার, তাঁহাকে কূটস্থচৈতন্য বলে।২২। [যেমন নেহাই এর উপর কামার হাতা, বেড়ি, দা প্রভৃতি নানা আকারের দ্রব্য তৈয়ারী করিলেও নেহাই একরূপেই থাকে, এইরূপ যে চৈতন্য স্থূল, সূক্ষ্ম দেহদ্বয় বা উহাদের অবস্থাসকলকে প্রকাশ করিয়াও উহাদের বিকারে বিকারবান্ না হইয়া এক ও নির্বিকার থাকেন, তিনিই 'কূটস্থ']

(২) যে চৈতন্য মহাকাশের ন্যায় ব্যাপক, আকাশকেও যিনি ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন, তিনি 'ব্রহ্মচৈতন্য'। (৩) কূটস্থচৈতন্যের উপর বুদ্ধি কল্পিত হয়। সেই বুদ্ধিতে চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই চিদাভাসকে প্রাণধারণহেতু 'জীব' বলা হয়। সেই জীবই সংসারে আবদ্ধ হয়।২৩। জলাকাশদ্বারা ঘটাকাশকে যেমন তিরোহিত বলিয়া ভ্রম হয় (জলাকাশ দ্বারা ঘটাকাশ তিরোহিত হয় না, উহার স্বরূপ কেবল আবৃত হয়) এইরূপ চিদাভাস জীব

দ্বারা কূটস্থের স্বরূপ যেন আবৃত হইয়া পড়ে ; ইহাকে অন্যোন্যাধ্যাস বলে।২৪। [দুইটি বস্তুর পরস্পরের ধর্ম্ম পরস্পরে অধ্যস্ত হইলে উহাকে অন্যোন্যাধ্যাস বলে। যেমন জলের চঞ্চলতাবশতঃ জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে চঞ্চল দেখায়, এইরূপ বুদ্ধিস্থ চিদাভাসের চঞ্চলতা আত্মায় (কূটস্থে) আরোপিত হইলে আত্মাকেও চঞ্চল সুখী দুঃখী ইত্যাদি বলিয়া ভ্রম হয়। আবার যেমন সূর্য্যের উজ্জ্বলতা, প্রকাশরূপতা জলসূর্য্যে দৃষ্ট হয়, এইরূপ কূটস্থের ধর্মের আরোপবশতঃ চিদাভাসকেও উজ্জ্বল, প্রকাশস্বরূপ এবং সত্য বলিয়া মনে হয়]

(৪) মেঘাকাশের ন্যায় মায়াতে বা অজ্ঞানে যে শুদ্ধচৈতন্যের প্রতিবিম্ব আছে বলিয়া অনুমান করা হয় ; মায়া-প্রতিবিম্বিত সেই চৈতন্যই 'ঈশ্বর' বলিয়া কথিত হন। মেঘে আকাশের প্রতিবিম্ব যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমান করিয়া জানিতে হয়, এইরূপ জীবের বুদ্ধি অজ্ঞানোৎপন্ন বলিয়া জীব বুদ্ধি দ্বারা মায়া বা অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যকে (ঈশ্বরকে) প্রত্যক্ষরূপে জানিতে পারে না, অনুমান প্রমাণদ্বারাই ঈশ্বরবিষয়ে ধারণা করিতে হয়। (ঘটাকাশ, মহাকাশ প্রভৃতি দৃষ্টান্তগুলি যথাক্রমে কূটস্থ চৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য প্রভৃতি দার্ষ্টান্তিকের সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে)

পূর্ব্বোক্ত জীব কখনও আপনার কূটস্থ স্বরূপটি বিচার করিয়া দেখে না—ইহাই উহার অনাদি অবিবেক ; উহাকে মূলা অবিদ্যা বলে।* ২৫।

---

* অবিদ্যা মূলা ও তূলা ভেদে দ্বিবিধ :—(১) যাহা জগতের মূল কারণ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া উঁহাকে জগদ্রূপে প্রদর্শন করে, উহা মূলাবিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মূলাবিদ্যার নাশ হয়। (২) যাহা ঘট পটাদি উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যকে আবৃত করিয়া রাখে উহা তূলা অবিদ্যা। রজ্জুচৈতন্যনিষ্ঠ যে তূলা বা খণ্ড অবিদ্যা,

অবিদ্যার দুইটি শক্তি— সেই অবিদ্যার বিক্ষেপ ও আবরণরূপ দুইটি শক্তি আছে। অবিদ্যার যে শক্তিদ্বারা মনে হয়—'কূটস্থ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, উহার প্রকাশও হয় না' —উহা আবরণশক্তি।২৬। যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কোন অজ্ঞানী ব্যক্তিকে কূটস্থচৈতন্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তবে সেই অজ্ঞব্যক্তি বলে—'কূটস্থচৈতন্য আমার নিকট প্রতিভাত হয় না এবং কূটস্থচৈতন্য বলিয়া কোন পদার্থও নাই'। সেই অজ্ঞ ব্যক্তি কূটস্থচৈতন্যবিষয়ক যে অজ্ঞান বা কূটস্থচৈতন্যের যে ভানের অভাব উভয়কেই অনুভব করিয়া উক্ত প্রকার উত্তর দেয়।২৭। (যে চৈতন্যদ্বারা কূটস্থচৈতন্য-বিষয়ক অজ্ঞানের বা কূটস্থচৈতন্যের অভানের অনুভব হয়, উহাই কূটস্থচৈতন্য, অজ্ঞব্যক্তি উহা বুঝিতে পারে না)। যদি শঙ্কা কর—'স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যে অজ্ঞান আসিবে কিরূপে? (সূর্য্যে কি অন্ধকার আসিতে পারে?) আর অজ্ঞান না আসিলে আবরণই বা কিরূপে হইবে? (অজ্ঞান=অবিদ্যা)। এইপ্রকার তর্কজালকে নিজের অনুভূতিই দূর করিয়া থাকে (অর্থাৎ অজ্ঞগণের অজ্ঞানের যে অনুভূতি, উহাই উহাদের নিকট অজ্ঞানের অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ। যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, উহার জন্য বিচার বা তর্ক করিতে হয় না)।২৮। যদি নিজের অনুভূতিতে বিশ্বাস স্থাপন না করা যায়, তবে তর্কাভিমানী ব্যক্তিগণ কেবল তর্কদ্বারা কি প্রকারে তত্ত্বনিশ্চয় করিবেন? কারণ তর্কের সমাপ্তি নাই।২৯। যদি বল—'বুদ্ধিতে ধারণা করিবার জন্য তর্কের প্রয়োজন আছে'; তবে বলি—'তাহা হইলে নিজের অনুভূতি অনুসারেই তর্ক কর, কুতর্ক করিও না'। * ৩০।

উহা রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পভ্রান্তির উপাদান কারণ। বিষয়জ্ঞানে বিষয়-চৈতন্যনিষ্ঠ তূলাজ্ঞানের নাশ হইলেও মূলাজ্ঞানের নাশ হয় না।

* অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তে ব্রহ্মে কোনকালেই অজ্ঞান নাই। যদি

অবিদ্যা ও উহার আবরণ-বিষয়ক নিজের অনুভূতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। (সামান্য চৈতন্যের সহিত অবিদ্যার বিরোধ নাই)। অতএব কূটস্থচৈতন্য অবিদ্যার অবিরোধী এই প্রকারেই তর্ক করা উচিত।৩১। যদি কূটস্থচৈতন্য অবিদ্যার বিরোধী হয়, তবে অবিদ্যার আবরণ কাহাদ্বারা অনুভূত হয়? তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের যে বিবেক, উহাকেই অবিদ্যার বিরোধী বলিয়া বুঝিয়া লও।৩২। অবিদ্যার আবরণ শক্তিদ্বারা আবৃত কূটস্থচৈতন্যে যে শক্তিদ্বারা স্থূলশরীর ও লিঙ্গশরীর-সহিত জীবচৈতন্যের (শুক্তিতে রজতাধ্যাসের ন্যায়) অধ্যাস সম্পাদিত হয়, উহাই বিক্ষেপশক্তির কার্য।৩৩।

প্রশ্নকারী ব্যক্তি সত্য সত্যই বুঝিয়া থাকেন, যে শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞান আসিতে পারে না, তবে তো তিনি অদ্বৈতসিদ্ধান্তেই পৌঁছিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার আর প্রশ্ন উঠান উচিত নয়; কারণ, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রশ্নোত্তর কিছুই নাই। কিন্তু, তথাপি তিনি যে প্রশ্ন উঠাইতেছেন ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তিনি আত্মানুভূতির দিকে না গিয়া কেবল তর্কের জন্যই তর্ক উঠাইতেছেন। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার অজ্ঞান রহিয়াছে এবং উহার জন্যই তাঁহার প্রশ্ন উঠিতেছে। এক্ষেত্রে তাঁহার উচিত তর্কযুক্তির বাহিরে অবস্থিত বস্তুবিষয়ে তর্ক না উঠাইয়া নীচের দিকে যতদূর যুক্তি চলে, উহার মধ্যে যুক্তিতর্ককে সীমাবদ্ধ রাখা। অজ্ঞান হইতে কার্য্যকারণভাবের উৎপত্তি হয় এবং কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা ধরিয়াই যুক্তি-বিচারাদি করা হয়। কিন্তু, সন্তান যেমন মায়ের জন্ম দেখিতে পায় না, এইরূপ জীব অজ্ঞানোৎপন্ন বুদ্ধির বিচার দ্বারা কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার অনুসরণ করিয়া অজ্ঞানের আদি খুঁজিয়া পায় না। আচার্য্য গৌড়পাদ বলেন—"যাবদ্ধেতু-ফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ" (মাণ্ডুক্যকারিকা, অলাতশান্তি-প্রকরণ ৫৬ শ্লোঃ) অর্থাৎ, 'যতক্ষণ হেতু ও ফলে আবেশ (অভিলাষ)

স্বয়ংতা ও অহংতার ভেদ— শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে শুক্তিগত 'ইদমংশ' ('এই একটা কিছু' ভাব) ও সত্যত্ব রজতেও দৃষ্ট হয়। এইরূপ, কূটস্থগত স্বয়ংরূপতা ও সত্যতা আরোপিত চিদাভাসেও দেখা যায়।৩৪। ভ্রান্তিকালে যেমন শুক্তির * নীলপৃষ্ঠত্ব, ত্রিকোণত্ব প্রভৃতি বিশেষ অংশ তিরোহিত থাকে, সেইরূপ ভ্রান্তিকালে কূটস্থচৈতন্যেরও অসঙ্গতা, আনন্দতা প্রভৃতি বিশেষ অংশগুলি আবৃত থাকে।৩৫। শুক্তিতে আরোপিত বস্তুর নাম যেমন রজত,

---

আছে, ততক্ষণ সংসার বিস্তৃতি লাভ করিবে'। সুতরাং অজ্ঞান অন্বেষণীয় নয়। কারণ, অজ্ঞান কোন বস্তু নয়। যে চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানে অবিদ্যা বা অজ্ঞান কল্পিত, সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যের দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে। অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে আর অজ্ঞানকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও সেইজন্য অজ্ঞানের অনুসন্ধান না করিয়া আত্মারই অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি"। (২।৪।৫) অর্থাৎ 'হে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে'। যেমন ভূতের চিন্তা ভূতের ভয় বাড়ায়, এইরূপ অজ্ঞানের চিন্তা অজ্ঞানের ভয় বাড়ায়, আত্মচিন্তা অজ্ঞানের নাশক।

* যখন শুক্তিতে রজতভ্রান্তি হয়, উহাতে তিনটি অংশ থাকে:— (১) সামান্যাংশ—যাহা 'ইদং'রূপে প্রতীত হয়, ইহাকে 'আধার' বলে। (২) বিশেষ অংশ—শুক্তির নীলপৃষ্ঠতা, ত্রিকোণতা ইত্যাদি। বিশেষণযুক্ত শুক্তি—ইহাকে 'অধিষ্ঠান' বলে। (৩) কল্পিত বিশেষাংশ —রজত। ভ্রান্তিকালেও শুক্তির সামান্যাংশের জ্ঞান আবৃত হয় না; কারণ, শুক্তিও 'এই একটা কিছু' (ইদম্), রজতও 'এই একটা কিছু' (ইদম্)। শুক্তির নীলপৃষ্ঠত্বাদি বিশেষ অংশসকলই ভ্রান্তিকালে

কূটস্থে অধ্যস্ত বিক্ষেপের নাম 'অহম্' বা 'আমি'।৩৬। লোকে যেমন শুক্তির সামান্য অংশকে 'ইদং'রূপে দেখিয়াও ভ্রান্তিবশতঃ উহাকে রজত মনে করে, এইরূপ লোকে স্বতঃই নিজের স্বয়ংতাকে দেখিয়াও ভ্রান্তিবশতঃ উহাকে 'অহং' বা 'আমি' মনে করে।৩৭। যেমন 'ইদংতা' এবং 'রূপ্যতা' ভিন্ন, সেইরূপ 'স্বয়ংতা' ও 'অহংতা'ও ভিন্ন। যেহেতু, উহাদের মধ্যে ইদংতা ও স্বয়ংতা সামান্যরূপ এবং রূপ্যতা ও অহংতা বিশেষরূপ।৩৮। 'দেবদত্ত স্বয়ং গমন করে', 'তুমি স্বয়ং দেখ', 'আমি স্বয়ং ইহা করিতে অসমর্থ'—ইত্যাদি প্রকার লোক-ব্যবহারে 'স্বয়ং' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।৩৯। যেমন 'ইহা রৌপ্য,' 'ইহা বস্ত্র' ইত্যাদি স্থলে 'ইদং' (ইহা) শব্দ সর্বত্র সামান্যভাবে অনুস্যূত থাকে, সেইরূপ সে, তুমি, আমি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও 'স্বয়ং' শব্দকে অনুস্যূত থাকিতে দেখা যায়।৪০। (সুতরাং দেখা গেল 'ইদং' শব্দ যেমন সর্ব্ব বস্তুতে সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে 'স্বয়ং' শব্দও তদ্রূপ প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং 'ইদং' ও 'স্বয়ং' শব্দদ্বারা ব্যাপক ও সামান্য বস্তুকে বুঝায়)। যদি বল—'অহংতা ও স্বয়ংতার ভেদ হউক, তাহাতে কূটস্থের কি হইল'? তদুত্তরে বলি—'স্বয়ং শব্দের অর্থই হইতেছে কূটস্থচৈতন্য'।৪১। যদি বল—'স্বয়ং' শব্দ অন্যবস্তুর নিবারণ করিলেও কূটস্থের বোধ জন্মায় না', তবে বলি—'স্বয়ং' শব্দের অর্থ কূটস্থের আত্মতাহেতু 'স্বয়ং' শব্দদ্বারা

আবৃত থাকে বা উহাদের প্রতীতি হয় না। এই বিশেষাংশের বা অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে শুক্তিতে রজতভ্রান্তি কাটিয়া যায়। শুক্তির ঐ বিশেষ অংশের জ্ঞানকেই শুক্তির অপরোক্ষজ্ঞান বলে। উহাই রজতভ্রান্তির নাশক। 'ইদং'রূপ সামান্যজ্ঞান রজতভ্রান্তির নাশক নয়। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানস্থলেও বিশেষাংশরূপ অধিষ্ঠানজ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানের নাশ হয়, সামান্যজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয় না।

অন্য বস্তুর নিবারণ আমাদের ইষ্টই; কারণ, অন্যবস্তুর নিবারণ হইলেই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মবস্তুর জ্ঞান অনায়াসেই হইয়া থাকে।৪২। 'স্বয়ং' শব্দ এবং 'আত্মন্' শব্দের অর্থ একই; সেইজন্য 'স্বয়ং আত্মা', এইরূপ লৌকিক প্রয়োগ দেখা যায় না। 'স্বয়ং' শব্দ ও 'আত্মন্' শব্দ উভয়েই অন্য বস্তুর নিবারক।৪৩। যদি বল—'অচেতন ঘটাদিতেও যখন 'স্বয়ং' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তখন 'স্বয়ং' শব্দদ্বারা আত্মাকে বুঝাইতে পারে না'। তবে বলি—'অচেতন ঘটাদিতেও স্ফুরণরূপে ('ঘট প্রকাশ পাইতেছে' এইরূপে) আত্মচৈতন্যের সত্তা দেখা যায়; সুতরাং ঘটাদিতে 'স্বয়ং' শব্দ প্রয়োগের বাধা নাই'।৪৪। (অর্থাৎ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ঘটাদি বস্তুর মূলে থাকে বলিয়াই, উহারা প্রকাশিত হয়—জড়বস্তুর নিজের প্রকাশধর্ম্ম নাই)। **চেতন ও জড় এই বিভাগ আত্মচৈতন্যকৃত নয়; কিন্তু উহা বুদ্ধির অধীন চিদাভাস বা জীবকৃত**।৪৫। ভ্রান্তিবশতঃ যেমন কূটস্থে চিদাভাস কল্পিত হইয়াছে, এইরূপ অচেতন ঘটাদিও সেই কূটস্থেই কল্পিত।৪৬। 'তৎ' (সেই) 'এতৎ' (এই), 'স্বয়ং' 'অন্য', 'ত্বম্' (তুমি) 'অহম্' (আমি) ইত্যাদি পদের অর্থে ভেদ আছে; ইহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ইহা লোকপ্রসিদ্ধ।৪৮, ৪৯। ['স্বয়ং' শব্দ যেমন 'আমি' 'তুমি' 'তিনি' প্রভৃতিতে 'স্বয়ং আমি', 'স্বয়ং তুমি', 'স্বয়ং তিনি', ইত্যাদি-রূপে অনুগত হইতে পারে, 'অহং' শব্দ এইরূপ পারে না। কারণ, 'আমি' মানেই 'তুমি' 'তিনি' ইত্যাদি হইতে পৃথক্ বস্তু। সুতরাং 'স্বয়ং' শব্দ ও 'অহং' শব্দের অর্থে পার্থক্য আছে। স্বয়ং= কূটস্থচৈতন্য বা আত্মা। অহং=চিদাভাস বা জীব]। যদিও স্বয়ংতা ও অহংতার ভেদ স্পষ্টই, তথাপি লোকে মোহবশতঃ উহা-দিগকে এক মনে করে।৫১। জীব ও কূটস্থের একতা-ভ্রমরূপ যে তাদাত্ম্যাধ্যাস (উভয়ের একরূপে প্রতীতি) উহা পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাকৃত।

অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে উহার কার্য্য জগতেরও নিবৃত্তি হয়।৫২। অবিদ্যাজনিত আবরণ এবং জীব ও কূটস্থের তাদাত্ম্যাধ্যাস বিদ্যাদ্বারা (বৃত্তিজ্ঞানদ্বারা) নিবৃত্ত হয়। কিন্তু, সেই আবরণজনিত যে বিক্ষেপ তাহা প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় হইলে নিবৃত্ত হয়।৫৩

কোন্ বস্তু আত্মা ইহা লইয়া বিভিন্ন মতবাদীর মতভেদ—শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা- শূন্য ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রুতির কোন কোন বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া কূটস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত সংহত বস্তুতে লজ্জাশূন্যভাবে আত্মত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন।৫৯। যাঁহারা কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী, সেই লোকায়তগণ (চার্ব্বাকগণ) ও পামর ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণাভাসকে অবলম্বন করিয়া স্থূলদেহকে বা অন্নময় কোষকে আত্মা বলেন।৬০। ইঁহারা শ্রুতি হইতে বিরোচনের বাক্য উঠাইয়া নিজ পক্ষ সমর্থন করেন।৬১। ইন্দ্রিয়াত্মবাদী অপর লোকায়তগণ বলেন—'দেহ হইতে জীবাত্মা বাহির হইয়া গেলে দেহ মৃত হয়, অতএব আত্মা দেহাতিরিক্ত'।৬২। ইঁহাদের মতে 'শ্রুতিতে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের কলহ শুনা যায়, অতএব ইন্দ্রিয়গণ চেতন, ইহা সিদ্ধ। সেইজন্য ইন্দ্রিয়-গণই আত্মা; জড় দেহ আত্মা হইতে পারে না'।৬৪। প্রাণোপাসকগণ বলেন—'ইন্দ্রিয়সকল আত্মা হইতে পারে না। কারণ, দেখা যায়, চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিনাশ হইলেও প্রাণ থাকিলে লোকে জীবিত থাকে।৬৫। এই প্রাণ সুষুপ্তিকালেও জাগিয়া থাকে। শ্রুতিতেও (প্রশ্ন, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে) প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে'।৬৬। কিন্তু, উপাসনারত ব্যক্তিগণ মনকেই আত্মা বলেন। এ বিষয়ে তাঁহারা যুক্তি দেখান, স্পষ্টই দেখা যায় প্রাণের ভোক্তৃত্ব নাই, মনই ভোক্তা বলিয়া মনই আত্মা'।৬৭। শ্রুতিতে

বলা হইয়াছে—"মনই মনুষ্যগণের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ"। আরও তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৩) প্রাণময় কোষ অপেক্ষা মনোময়কোষকে সূক্ষ্ম ও আভ্যন্তর বলা হইয়াছে; সুতরাং মনই আত্মা'।৬৮। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—'বুদ্ধিই আত্মা, যেহেতু বিজ্ঞানই (ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ বুদ্ধিই) মনের কারণ, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়।৬৯। অন্তঃকরণের দুই প্রকার ভেদ দেখা যায়—একটি অহংবৃত্তি, অপরটি ইদংবৃত্তি। অহংবৃত্তিকে বিজ্ঞান বা বুদ্ধি বলে এবং ইদংবৃত্তিকে মন বলে।৭০। ইদং বৃত্তির কারণ অহং বৃত্তি। কারণ মূলে 'অহং' বা 'আমি' ভাব না থাকিলে 'ইদং' বা 'ইহা' ভাব থাকিতে পারে না—ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। কেহই নিজের আত্মাকে (আমিভাবকে) না জানিয়া বাহ্য বস্তুসকলকে জানিতে পারে না।৭১। সেই অহংবৃত্তির ক্ষণে ক্ষণে জন্ম ও নাশ অনুভূত হয়, সেইজন্য বিজ্ঞান ক্ষণিক। সেই বিজ্ঞান নিজে নিজেকে প্রকাশ করে বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশ।৭২। শ্রুতিতেও বিজ্ঞানময়কোষকে জীব বলা হইয়াছে। (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৭) জন্ম, নাশ, সুখ, দুঃখাদিরূপ সংসার এই বিজ্ঞানাত্মা জীবেরই হয়'।৭৩। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ বলেন—'বিদ্যুৎ, মেঘ এবং চক্ষুর পলকের ন্যায় বিজ্ঞান ক্ষণিক—অতএব বিজ্ঞান আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু, অন্য আত্মারও উপলব্ধি হয় না—অতএব শূন্যই আত্মা'।৭৪। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—"সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎই বা শূন্যই ছিল"। (তৈত্তিরীয় ২।৭)। সুতরাং, শূন্যই আত্মা। জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মক সর্ব্বজগৎ সেই শূন্যেই কল্পিত হইয়াছে'।৭৫। কিন্তু, বেদান্তদর্শন এই বলিয়া শূন্যবাদ খণ্ডন করেন—'অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রান্তি বা কল্পনা হইতে পারে না। (মূলে রজ্জুরূপ অধিষ্ঠান না থাকিলে সর্পভ্রান্তি হয় না—শূন্য কখনও ভ্রান্তি বা কল্পনার অধিষ্ঠান হইতে পারে না)। শূন্যেরও সাক্ষী থাকা প্রয়োজন, নতুবা শূন্যকে কে

প্রমাণ করিবে ? অতএব শূন্যেরও সাক্ষিরূপে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার্য্য ।৭৬ শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—"আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে অন্য এবং আন্তর (তৈত্তিরীয় ২।৬)। অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ" (কঠোপনিষৎ ২।৩।১৩) অর্থাৎ 'আত্মা আছেন, এইরূপে আত্মার উপলব্ধি করিতে হইবে' ।৭৭। সুতরাং আত্মা শূন্য নহেন পূর্ব্বোক্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, শূন্য প্রভৃতির নিষেধ হইলে নিষেধের অবধিরূপে আত্মাই থাকিয়া যান।

আত্মার পরিমাণ লইয়া মতভেদ—

যেমন আত্মার স্বরূপ লইয়া বাদিগণের মধ্যে পরস্পরের বিবাদ আছে, এইরূপ আত্মার পরিমাণ লইয়াও উহাদের মধ্যে বিবাদ দেখা যায়।৭৮। অন্তরাল নামক বাদিগণ বলেন—'আত্মা অণু-পরিমাণ ; কারণ আত্মা সূক্ষ্মশরীর মধ্যে বিচরণ করেন। একটী কেশের সহস্র ভাগের একভাগ তুল্য সূক্ষ্মনাড়ীতে আত্মার বিচরণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।৭৯। কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি শ্রুতিতেও ইঁহাকে অণু হইতে অণু এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বলা হইয়াছে। বহু শ্রুতিই আত্মার অণুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।৮০। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও বলা হইয়াছে —"একটি কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগ করিয়া পুনরায় ঐ ভাগকে শতভাগ করিলে তাহা যেমন সূক্ষ্ম হয় বলিয়া কল্পনা করা যায়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম"। (৫।৯)।৮১।

দিগম্বর মতাবলম্বী জৈনগণ বলেন—'আত্মা মধ্যম পরিমাণ। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, শরীরের আপাদমস্তক চৈতন্যব্যাপ্তি দেখা যায় এবং বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও (১।৪।৭) 'উক্ত প্রকার কথা আছে—সুতরাং আত্মা দেহ-পরিমাণ।৮২। পিপীলিকা প্রভৃতির ক্ষুদ্র শরীর এবং হস্তী প্রভৃতির বৃহৎ শরীরে আত্মার অংশবিশেষের প্রবেশকেই তাঁহার প্রবেশ বলা যায়। সেইহেতু আত্মা মধ্যম

পরিমাণ'। ৮৩,৮৪। বেদান্তিগণ বলেন—'আত্মার অংশ স্বীকার করিলে আত্মাকে সাবয়ব বস্তু বলিতে হয়। সাবয়ব বস্তুর ঘটের নাশের ন্যায় নাশ অবশ্যম্ভাবী।৮৫। সুতরাং আত্মা অণু কিংবা মধ্যম নহেন। তিনি বিভু, আকাশের ন্যায় সর্বগত এবং অংশশূন্য, ইহাই শ্রুতিসম্মত মত।৮৬

আত্মার স্বরূপ লইয়া বিবাদ— এইরূপে আত্মার বিভুত্ব প্রদর্শন করিয়া আত্মার চিৎ, অচিৎ প্রভৃতি রূপবিষয়ে বাদিগণের পরস্পরের যে বিবাদ আছে, তাহা দেখাইতেছেন। কেহ বলেন আত্মা চিদ্রূপ (চৈতন্যস্বরূপ), কেহ বলেন আত্মা অচিদ্রূপ (জড়), কেহ বলেন আত্মা চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ চেতন ও জড় উভয়রূপ।৮৭। প্রভাকর মতাবলম্বিদিগের ও নৈয়ায়িকগণের মতে আত্মা জড়; আকাশের ন্যায় আত্মা বিভু ও দ্রব্য পদার্থ। আকাশের গুণ যেমন শব্দ, তেমনি জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি বা উহাদের সংস্কার প্রভৃতি সমস্তই আত্মার গুণ।৮৮,৮৯। নিজের প্রারব্ধকর্মরূপ অদৃষ্টের বশে আত্মার সহিত মনের সংযোগ ঘটিলে আত্মাতে চৈতন্য, ইচ্ছা, দ্বেষাদি গুণসকল জন্মে। অদৃষ্টের ক্ষয়ে সুষুপ্তিকালে আত্মার সহিত মনের বিয়োগ ঘটিলে আত্মার চৈতন্যাদি গুণের লয় হয়। সুতরাং আত্মা জড়।৯০। চৈতন্যরূপ গুণযুক্ত হওয়ায় আত্মাকে চেতন বলা হয় এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্নাদি ক্রিয়ার উপলব্ধি হওয়ায় তাঁহার চেতনগুণ অনুমান করা হয়। ধর্ম ও অধর্মের কর্তা ও সুখদুঃখাদির ভোক্তা বলিয়া আত্মা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন।৯১। [ন্যায়মতে যদিও পরমাত্মা বা পরমেশ্বর জীবাত্মার ন্যায় দ্রব্য পদার্থ (দ্রব্যপদার্থকে আশ্রয় করিয়া গুণ অবস্থান করে) তথাপি ঈশ্বরের জ্ঞান (চৈতন্য), ইচ্ছা ও প্রযত্ন নিত্য; জীবাত্মার চৈতন্যাদি গুণ নিত্য নয়। জীবাত্মা বহু। মোক্ষকালে জীবাত্মা হইতে মনের বিয়োগ হইলে জীবাত্মা জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখাদি

গুণ রহিত হইয়া জড় আকাশবৎ অবস্থান করেন]। সুষুপ্তিকালে আনন্দময়কোষরূপ যে অস্পষ্ট চিৎ অবশিষ্ট থাকে, প্রভাকর ও তার্কিকগণের মতে উহাই আত্মা। এই আত্মারই পূর্বোক্ত জ্ঞানাদি গুণ।৯৪। যাঁহারা ভট্ট-মতাবলম্বী তাঁহারা বলেন—"আত্মা চেতন ও অচেতন উভয়স্বরূপ। কারণ, জীব সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া স্মরণ করে—'আমি জড় হইয়া ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'। পূর্বে এই জাড্যভাবের অনুভূতি না হইলে স্মৃতি হইত না। সুতরাং সুষুপ্তিকালে আত্মাকে জড় মানিতে হয়। আবার শ্রুতি-প্রমাণে জানা যায় (বৃহদারণ্যক ৪।৩।২৩) সুষুপ্তিকালে 'দ্রষ্টার দৃষ্টির লোপ হয় না'। সুতরাং আত্মা চেতন ইহাও মানিতে হয়। সুতরাং আত্মা জোনাকী পোকার ন্যায় প্রকাশ ও অপ্রকাশ-স্বভাব, অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ এই উভয় রূপ'।৯৫-৯৭। বিবেকী সাংখ্যমতাবলম্বি-গণ বলেন—'আত্মা নিরংশ বলিয়া জড়-চেতন উভয়াত্মক হইতে পারেন না; সেই জন্য তিনি চৈতন্যস্বরূপ।৯৮। সুষুপ্তিতে আত্মার যে জাড্যাংশের অনুভূতি হয়, উহা প্রকৃতিরই রূপ। সেই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা এবং বিকারী। চৈতন্যের ভোগ ও মোক্ষসিদ্ধির জন্য প্রকৃতি প্রবৃত্ত হন।৯৯। পুরুষ যদিও অসঙ্গ তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান না হওয়ায় পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ কল্পিত হয় এবং সেই বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থার জন্য নৈয়ায়িকগণের ন্যায় সাংখ্যশাস্ত্রেও আত্মভেদ বা পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত হয়।১০০। * কঠোপনিষদে বলা

---

* সাংখ্য ও ন্যায় মতাবলম্বিগণের মতে বহু আত্মা স্বীকার না করিলে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা থাকে না। কারণ, আত্মা এক স্বীকারে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি এবং একের সুখ দুঃখে সকলের সুখদুঃখ স্বীকার করিতে হয়। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—'একই আত্মা বহু বুদ্ধিরূপ উপাধিতে বহু আত্মারূপে প্রতিভাত হন—যেমন

হইয়াছে—"মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ" (১।৩।১১)। সেই অব্যক্তকেই প্রকৃতি বলে। আর আত্মার অসঙ্গতাও শ্রুতিতেই দেখা যায়; যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ" (৪।৩।১৬) অর্থাৎ, 'এই পুরুষ অসঙ্গ'।১০১। [সাংখ্যমতে প্রকৃতি এক, পুরুষ বহু। এইমতে নিত্যমুক্ত ঈশ্বর স্বীকৃত নয়। তবে তপস্যাদি-দ্বারা হিরণ্যগর্ভাদি পদপ্রাপ্ত জীবের ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

একই সূর্য বহু দর্পণে বহু সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হন। সুতরাং আত্মা একই, বহু নয়। এখন একটি দর্পণ নড়িলে বা স্থির হইলে কেবল সেই দর্পণস্থ সূর্য্যই নড়িবে বা স্থির হইবে; এইরূপে একটি বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত যে আত্মা বা চিদাভাস তিনিই কেবল সেই বুদ্ধির চঞ্চলতায় বা স্থিরত্বে নিজেকে দুঃখী ও সুখী মনে করিবেন। আবার যেমন একটি দর্পণস্থ সূর্য্যের দর্পণরূপ উপাধিগত দোষগুণ অন্য দর্পণসূর্য্যকে স্পর্শ করে না, এইরূপ একটি বুদ্ধিতে স্থিত চিদা-ভাসের বুদ্ধিগত দোষগুণ অন্য চিদাভাসকে স্পর্শ করে না। এক একটি দর্পণের উৎপত্তিতে বা বিনাশে যেমন সেই সেই দর্পণসূর্য্যের উৎপত্তি বা বিনাশ হয়, এইরূপ এক একটি বুদ্ধির উৎপত্তি বা বিনাশে সেই সেই বুদ্ধিস্থিত চিদাভাসেরও জন্ম, মৃত্যু, বা বন্ধন, মোক্ষ প্রভৃতি সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং বন্ধমুক্তি ব্যবস্থার জন্য বহু আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন নাই। উপাধির ভেদ স্বীকার করিয়া উহা উপপন্ন হয়। অদ্বৈত-বেদান্তের আভাসবাদীর মতে উক্ত উত্তর দেওয়া হইল।

একজীববাদের মতে এইরূপ বলা যায় যে, প্রকৃত জীব একটি মাত্রই। অন্য জীবগুলি জীবাভাসমাত্র। যেমন স্বপ্নে আমি বহু জীব দেখি, উহাদের কেহ বদ্ধ, কেহ মুক্ত। যখন আমি জাগিয়া উঠি, তখন স্বপ্নস্থ জীবগণ, উহাদের সুখদুঃখাদি, বন্ধন, মুক্তি সব

পাতঞ্জল যোগদর্শনে কিন্তু ক্লেশকর্মা'দি হইতে মুক্ত সর্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে। সেইজন্য পাতঞ্জল যোগদর্শনকে 'সেশ্বর সাংখ্য' বলে। কপিলের (সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রণেতা) মতে পুরুষ অসঙ্গ, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। চুম্বকের সম্মুখে স্থিত লৌহের বিচলনের ন্যায় পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি বিচলিত হইয়া স্বতঃই পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্য সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। অবিবেকবশতঃ পুরুষে প্রকৃতির গুণ ও ক্রিয়া আরোপিত হইলে পুরুষ বদ্ধবৎ প্রতীত হন। প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকদ্বারা উভয়ের পার্থক্য অবগত করাইয়া, পুরুষ অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি বোধ জন্মাইয়া প্রকৃতি পুরুষকে মোক্ষপ্রদান করেন। মোক্ষে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হয়। অদ্বৈত-বেদান্তমতে পুরুষের বহুত্ব, চেতন ঈশ্বরব্যতীত জড়া প্রকৃতির স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির সত্যত্ব স্বীকার করা হয় না। ভাষ্যকার (শ্রীশঙ্করাচার্য্য) বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ভাষ্যের প্রথমেই সাংখ্যের পূর্ব্বোক্ত মতগুলির

আমাতেই বিলীন হয়। আমিই একমাত্র জীব যাহার উপর স্বপ্নের জীবাভাসগুলির ন্যায় এই ব্যাবহারিক জীবসকল কল্পিত। অজ্ঞান-নিদ্রায় আমি বহু জীবের যে স্বপ্ন দেখিতেছি, জ্ঞানরাজ্যে জাগ্রত হইলে দেখিব, একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ আমিই আছি, অন্য কেহ নাই। সুতরাং দ্বৈতবাদিগণের উক্তপ্রকার আপত্তি ব্যর্থ। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও এই এক পুরুষবাদের সমর্থন আছে। যেমন—"স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিংচনাসংবৃতম্" (২।৫।১৮) অর্থাৎ 'সেই এই পুরুষ দেহসমূহে দেহবাসী হইয়া অবস্থান করিতেছেন; কোন কিছু ইঁহার দ্বারা অননুপ্রবিষ্ট নয়। এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিও আছে। এই একজীববাদী বেদান্তের উত্তম অধিকারী এবং ইঁহার দৃষ্টি ঈশ্বরের ন্যায় সর্বব্যাপক ঃ কেবল একটি মাত্র দেহে নিবদ্ধ নয়।

(পুরুষের বা আত্মার বহুত্ব, প্রকৃতির স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব ও প্রকৃতির সত্যত্ব) খণ্ডন করিয়াছেন]।

ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বিবাদ— পাতঞ্জল যোগদর্শনের মতে বলা হয়—চৈতন্যের সান্নিধ্যে প্রবৃত্ত প্রকৃতির নিয়ামক এক ঈশ্বর আছেন, শ্রুতিতে তাঁহাকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।১০২। সেই ঈশ্বরকে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রকৃতি ও জীবের নিয়ামক বলা হইয়াছে (৬।১৬) এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্যামী-ব্রাহ্মণে (৩।৭।৩-২২) আদরপূর্ব্বক ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।১০৩। ঈশ্বর ক্লেশ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ), কর্ম্ম, বিপাক (কর্মফল) এবং আশয়সকল (চিত্তস্থ সংস্কারসকল) দ্বারা অসংযুক্ত পুরুষ-বিশেষ। জীবের ন্যায় তিনিও অসঙ্গচৈতন্য।১০৫। তথাপি ঈশ্বর পুরুষবিশেষ বলিয়া তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব সম্ভব। ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব না মানিলে সংসারে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা থাকে না।১০৬। (কাপিলমতে পুরুষ অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া তাঁহার নিয়ামকত্ব নাই)। যদিও জীবগণ স্বরূপতঃ অসঙ্গ এবং অবিদ্যাদি ক্লেশরহিত তথাপি প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেকবশতঃ তাহাদের ক্লেশ কর্ম্মাদি থাকে বলিয়া উক্ত হইয়াছে।১০৮। নৈয়ায়িকগণের মতে নিত্যজ্ঞান, নিত্যপ্রযত্ন ও নিত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের এই তিনটি গুণ। উহারা বলেন—পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব অযৌক্তিক; কারণ ঐ মতে পুরুষ অসঙ্গ।১০৯। আরও ঈশ্বরের পুরুষবিশেষতা গুণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, অন্য প্রকারে উহা সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছাদি গুণ যে 'নিত্য উহা ছান্দোগ্য উপনিষদে "সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি বচন দ্বারা উক্ত হইয়াছে। (ছাঃ ৮।১।৫)।১১০। হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ বলেন—'ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছাদি গুণ নিত্য মানিলে সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইবে। অতএব লিঙ্গদেহযুক্ত হিরণ্যগর্ভই ঈশ্বর।১১১।

বেদে উদ্গীত ব্রাহ্মণে সেই হিরণ্যগর্ভের মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। লিঙ্গদেহ সত্ত্বেও হিরণ্যগর্ভ জীব নহেন ; কারণ তাঁহার কাম-কর্ম্মাদি নাই'।১১২। ঈশ্বরের বিরাট্ দেহের উপাসকগণ বলেন—স্থূল দেহ ছাড়িয়া কোথাও লিঙ্গদেহকে থাকিতে দেখা যায় না। অতএব সর্ব্বত্র মস্তকাদিবিশিষ্ট বিরাট্ই ঈশ্বর।১১৩। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত (১০।-৯০) "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি বচনে এবং শ্বেতাশ্বতরে "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" (৩।৩) ইত্যাদি বচনে বিরাট্ পুরুষেরই ঈশ্বরত্ব উক্ত হইয়াছে' —বিশ্বরূপের চিন্তকগণ এইরূপ বলেন।১১৪। অপরে বলেন—'সর্ব্বত্র হস্ত, পদাদি থাকিলেই যদি তাহাকে ঈশ্বর মানিতে হয়, তবে বৃশ্চিকাদি ক্রিমি, কীটকেও ঈশ্বর মানিতে হয়। অতএব চতুর্মুখ ব্রহ্মাই ঈশ্বর, অন্য কেহ ঈশ্বর নহেন'।১১৫। পুত্রকামনা করিয়া যাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহারা তাঁহাকে 'প্রজাপতি' বলে। ইহারা সেই প্রজাপতি "প্রজা অসৃজত" অর্থাৎ 'প্রজা সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করে।১১৬। যাহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারা বলেন—'বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, অতএব বিষ্ণুই ঈশ্বর'।১১৭। আগম-বিশ্বাসী শৈবগণ বলেন—'বিষ্ণু শিবের পাদান্বেষণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন ; অতএব বিষ্ণু ঈশ্বর হইতে পারেন না—শিবই ঈশ্বর'।১১৮। গাণপত্যগণ বলেন—'শিবও পুরত্রয় বিনাশ করিবার জন্য বিঘ্ননাশকর্ত্তা গণেশের পূজা করিয়াছিলেন, অতএব গণেশই ঈশ্বর'।১১৯। এইরূপে অন্যান্য বাদিগণও স্ব স্ব পক্ষে অভিমানবশতঃ বেদের মন্ত্র, অর্থবাদ ও কল্পাদি শাস্ত্রের আশ্রয় করতঃ অন্যান্য প্রকারে ঈশ্বর-প্রতিপাদন করে।১২০। সেইজন্য অন্তর্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত ঈশ্বরবাদী সম্প্রদায় রহিয়াছে ; আরও সেইজন্য অশ্বত্থ, আকন্দ এবং বংশ প্রভৃতিকেও লোকের মধ্যে কুলদেবতারূপে দেখা যায়।১২১।

ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়—তত্ত্ব নিশ্চয়-

কামনায় যাঁহারা সদ্যুক্তিদ্বারা শ্রুতিবচনের বিচার করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত একই প্রকার হইয়া থাকে, তাহাও এখানে স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে।১২২। "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে, সেই মায়োপাধিক মহেশ্বরের অবয়ব-স্বরূপ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসকলের দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে" (শ্বেতাশ্বতর ৪।১০)।১২৩। এই শ্রুতি-অনুসারেই ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত। ঐরূপ করিলে যাহারা স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্তকেও ঈশ্বর বলিয়া মানে, তাহাদের কাহারও সহিত বিরোধ হয় না।১২৪।

মায়ার স্বরূপ—"এই মায়া তমোরূপা বা অজ্ঞান-স্বরূপা", ইহা নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে কথিত হইয়াছে। ঐ শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"অনুভূতিই মায়ার অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ।১২৫। মায়া জড়া ও মোহাত্মিকা।" বালক, মূর্খ সকলেরই নিকট সেই মায়া স্পষ্টরূপে নানাকারে প্রতিভাত হয়; সেইজন্য শ্রুতি মায়ার রূপ 'অনন্ত' এইপ্রকার বলিয়াছেন।১২৬। অচেতন ঘটাদি বস্তুর যাহা স্বরূপ, উহা জড় এবং কোন বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া বুদ্ধি যে কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আসে, উহাই মোহ। এই প্রকার লৌকিক দৃষ্টি দ্বারা সকল লোকেই জড় ও মোহরূপা এই মায়াকে অনুভব করে।১২৭। যুক্তিদৃষ্টিতে মায়া অনির্ব্বাচ্যা—অর্থাৎ ইহাকে 'সৎ' বা 'অসৎ' কিছুই বলা যায় না। ঋগ্‌বেদের নাসদীয় সূক্তে (১০।১২৯) উহাই বলা হইয়াছে।১২৮। সেই মায়া প্রতিভাত হয় বলিয়া উহাকে 'অসৎ' বলা যায় না। আবার ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান হইলে মায়া বাধপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহাকে 'সৎ'ও বলা যায় না। জ্ঞানদৃষ্টিতে মায়া নিত্যনিবৃত্তা বলিয়া উহাকে শ্রুতিতে 'তুচ্ছা' বলা হইয়াছে।১২৯। শ্রৌত দৃষ্টিতে মায়া তুচ্ছা, যুক্তিদৃষ্টিতে মায়া অনির্ব্বচনীয়া এবং ভ্রান্ত লৌকিকদৃষ্টিতে মায়া সত্য।১৩০।

যেমন চিত্রপট প্রসারিত করিলে উহাতে অঙ্কিত চিত্রসকল দেখা যায় এবং ঐ চিত্রপট সঙ্কুচিত করিলে ঐ চিত্রসকল দেখা যায় না ; এইরূপ মায়া প্রসারিত হইলে জগচ্চিত্র দেখা যায়, মায়ার সঙ্কোচনে জগচ্চিত্র দৃষ্ট হয় না।১৩১। কিন্তু, মায়া চৈতন্য ব্যতীত প্রতীত হয় না, সুতরাং মায়া পরাধীনা (চৈতন্যাধীনা)। আবার অসঙ্গ চৈতন্যকেও মায়া সসঙ্গ করিয়া দেখান বলিয়া মায়াকে যেন স্বতন্ত্রাও বলিতে হয়।১৩২। সেই মায়া নির্ব্বিকার অসঙ্গ আত্মাকে জড় জগদ্রূপে প্রতীত করান এবং চিদাভাসরূপ জীব ও ঈশ্বরের নির্মাণ করেন।১৩৩। মায়া কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপের কোন হানি না করিয়াই উহাকে জগদ্রূপে প্রতীত করান। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার কি অদ্ভুত শক্তি!১৩৪। যেমন জলে দ্রবত্ব, বহ্নিতে উষ্ণতা, প্রস্তরে কাঠিন্য প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ, এইরূপ মায়ার দুর্ঘট ঘটনাকারী শক্তিও স্বতঃসিদ্ধ। উহা অন্য কোন শক্তিদ্বারা সিদ্ধ নয়।১৩৫। যাবৎ লোকে মায়াবী ঈশ্বরকে জানিতে না পারে, তাবৎ মায়ার চমৎকারিত্ব অনুভব করে। কিন্তু, তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পর 'ইহা মায়া' (সুতরাং মিথ্যা) এইরূপ জানিয়া উপশান্ত হয়।১৩৬। স্পষ্টভাবে প্রতীত হইলেও যাহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, লোকে উহাকেই মায়া বা ইন্দ্রজাল বলে।১৪১। এই জগৎ স্পষ্টভাবে প্রতীত হইতেছে। কিন্তু, জগতের কোন একটি বস্তু লইয়া উহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে যাও, উহার মূলতত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিবে না। অতএব পক্ষপাত-শূন্য হইয়া জগতের মায়াময়ত্ব বিচার কর।১৪২। জগতে সমস্ত পণ্ডিত যদি মিলিত হইয়া মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতে যান, তবে কোন না কোন নির্ণয়স্তরে উপনীত হইয়া তাঁহারা দেখিবেন, তাঁহাদের সম্মুখে অজ্ঞান বিদ্যমান।১৪৩। যদি তোমাকে প্রশ্ন করি,—'দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পদার্থ বীর্য্যদ্বারা কিরূপে উৎপন্ন হইল? কিরূপে উহাদের মধ্যে

চৈতন্য আসিল ? তবে, তাহার উত্তর কি দিবে' ?১৪৪। যদি বল, 'উহা বীর্য্যের স্বভাব,' তবে তোমাকে প্রশ্ন করি—'তুমি কিরূপে উহা জানিলে' ? যদি বল—'অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারাই আমরা উহা জানিতে পারি। অর্থাৎ বীর্য্য থাকিলেই দেহাদির উৎপত্তি হয়, বীর্য না থাকিলে দেহাদির উৎপত্তি হয় না'। ইহা যদি বল, তবে বন্ধ্যবীর্য্য পুরুষের বীর্য্যে দেহাদির উৎপত্তি হয় না কেন ? আবার বীর্য্যব্যতীতই স্বেদজ প্রাণীর এবং উদ্ভিদাদির দেহ উৎপন্ন হয় কেন ?১৪৫। প্রত্যেক বস্তুর মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া তোমাকে শেষে 'জানি না' বলিয়া থামিতে হইবে—উহাই অজ্ঞান। সেইজন্য জ্ঞানিগণ জগৎকে ইন্দ্রজালরূপ বলেন ।১৪৬। ইহা অপেক্ষা আর ইন্দ্রজাল কি আছে যে, গর্ভস্থ বীর্য্য চৈতন্য লাভ করিয়া হস্ত, পদ, মস্তকাদিবিশিষ্ট হইয়া পর্য্যায়ক্রমে শৈশব, যৌবন ও জরা অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং দর্শন শ্রবণ ও ভক্ষণাদি করিয়া থাকে ।১৪৭। দেহের ন্যায় বটবীজাদিতেও ঐরূপ বিচার কর। কোথায় অতি ক্ষুদ্র সেই বটের বীজ আর কোথায় প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ! (ঐ ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষ কোথায় এবং কিরূপে অবস্থান করে ?)।১৪৮। যে সকল বিষয় চিন্তা-বহির্ভূত উহাদিগকে তর্কের বিষয় করিও না। যেহেতু, জগৎ-সৃষ্টিব্যাপার অচিন্ত্য, সেইহেতু উহা মনের উদ্ভাবিত তর্কের অবিষয়। অচিন্ত্যরচনাশক্তির যাহা বীজ, উহাকে মায়া বলিয়া নিশ্চয় কর। সেই মায়াবীজ এক এবং সুষুপ্তিতে উহার অনুভূতি হয়। * ।১৫০, ১৫১।

*পূর্বে যে বলা হইয়াছে প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ জানিতে গেলে শেষে 'জানিনা' বলিয়া থামিতে হইবে, ইহা কোন এক একটি বস্তু-বিষয়ক ব্যষ্টি বা খণ্ড অজ্ঞান। সুষুপ্তিকালে আমাদের সমষ্টি-অজ্ঞানের অনুভূতি হয় ; কারণ, ঐ কালে কোন বস্তুরই জ্ঞান আমাদের থাকে না। সেই অজ্ঞানই জগতের কারণ। বীজ হইতে যেমন ক্রমশঃ

ঈশ্বর বা অন্তর্য্যামী—বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ লীন থাকে, এইরূপ সুষুপ্তিকালের অজ্ঞানে জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের দৃশ্যপ্রপঞ্চ লীন থাকে। সমস্ত জগতের বাসনা সুষুপ্তির অজ্ঞানের মধ্যে সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে অবস্থান করে।১৫২। মেঘ যেমন জলবিন্দুর সমষ্টি বলিয়া উহাতে আকাশের প্রতিবিম্বের অনুমান করা যায়, সেইরূপ বীজাবস্থা-প্রাপ্ত সেই সকল বুদ্ধি-বাসনায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের

অঙ্কুর ও গাছ হয়, এইরূপ সুষুপ্তির ঐ অজ্ঞানবীজ হইতে ক্রমশঃ আমাদের স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা ফুটিয়া উঠে। যেমন রজ্জু-বিষয়ক অজ্ঞানবশতঃ একই রজ্জু সর্প, মাল্য, জলধারা প্রভৃতি নানা আকারে প্রতীত হয়, এইরূপ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানবশতঃ এক ব্রহ্মই আমাদের নিকট নানারূপে জগদাকারে প্রতীত হন। আমাদের জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ; কারণ উহারা প্রত্যেক জীবের (প্রত্যেক ব্যষ্টি বুদ্ধিতে স্থিত জীবের) ব্যক্তিগত অনুভূতিজন্য। কিন্তু সুষুপ্তিকালের অজ্ঞানের অনুভূতি প্রত্যেক জীবের একইপ্রকার। সুতরাং উহা ব্যক্তিগত নয়। ঐ অজ্ঞানের অনুভূতি আমাদের স্বরূপ সাক্ষিচৈতন্য দ্বারা সামান্যভাবে হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে জীব অজ্ঞানপূর্ব্বক ঈশ্বরক্ষেত্রে উপনীত হয়। জীবের বুদ্ধি তৎকালে অজ্ঞানে লীন হওয়ায় জীব ঐ অবস্থাকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে না। সুতরাং জীব স্বীয় ঈশ্বর বা সাক্ষিস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াও উহা যেন অপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়া থাকে এবং জীব সুষুপ্তিতে যে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, উহা (অজ্ঞান থাকায়) নিরাবরণ হয় না। সেইজন্য ছান্দাগ্যে বলা হইয়াছে—"তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতম্ অক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন প্রত্যূঢ়াঃ (৮।৩।২) অর্থাৎ 'অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন ক্ষেত্রের উপরে উপর্য্যুপরি বিচরণ

(ঈশ্বরের) অনুমান কর।১৫৩। বাসনাসকল সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট বলিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না, যেমন মেঘাকাশ প্রত্যক্ষ হয় না। সুষুপ্তি হইতে জাগিলে আভাসসহিত সেই অজ্ঞানবীজ বুদ্ধির আকারে পরিণত হয়। তখন সেই খণ্ড বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস স্পষ্ট-রূপে প্রতীত হন।১৫৪। মায়াশক্তি চৈতন্যের আভাস দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর ও জীব মেঘাকাশ ও জলাকাশের ন্যায় পৃথকভাবে ব্যবস্থিত আছেন।১৫৫। যদিও ঈশ্বর ও জীব উভয়েই চিদাভাস, তথাপি ব্যাপক শুদ্ধ মায়া-উপাধিতে যে চৈতন্যের আভাস, শ্রুতিতে তাঁহাকে মায়াধীশ, মহেশ্বর অন্তর্য্যামী, সর্বজ্ঞ এবং জগদ্‌যোনি বলা হইয়াছে। জীব ঈশ্বরের সেই মায়াশক্তির অধীন।১৫৭। মাণ্ডুক্য উপনিষৎ সুষুপ্তিকালীন আনন্দময়কোষের বর্ণনা করিয়া উহাকে (ধীবাসনায় প্রতিবিম্বিত আত্মাকে) ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি বলিয়াছেন ১৫৮। আনন্দময়কোষে স্থিত চৈতন্যের সর্বজ্ঞতা-বিষয়ে বিবাদ করিও না। কারণ শ্রৌত অর্থে তর্ক কর্ত্তব্য নয় – মায়াতে সবই সম্ভব।১৫৯। [বৃহদারণ্যক উপনিষদেও সুষুপ্তির বর্ণনা করিয়া ঐ সময় আত্মা আত্মকাম, আপ্তকাম, অকাম ও শোকরহিত হন,'—ইহা বলা হইয়াছে। (৪।৩।২১)॥ আমরা যখন জাগ্রৎকালে বুদ্ধির সাহায্যে সুষুপ্তির বিচার করি, তখন অনুমান প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারি যে, সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের বীজ ছিল, নতুবা পুনরায় জাগ্রদবস্থা আসিবে

করিয়াও ক্ষেত্রনিহিত সুবর্ণ লাভ করিতে পারে না, তেমনি সমুদায় প্রাণী (সুষুপ্তিকালে) অহরহঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও সত্যবস্তু লাভ করিতে পারে না; কারণ তাহারা অসত্য দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে'। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে জীব শুদ্ধসাত্ত্বিক বুদ্ধির জাগরণপূর্বক প্রতিবন্ধ-শূন্য আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করে এবং উহার নিরাবরণ ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়।

কেন ? আচার্য্য গৌড়পাদও মাণ্ডুক্য কারিকায় বলিয়াছেন—"বীজ নিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে" (১।১৩) অর্থাৎ, প্রাজ্ঞ অজ্ঞানবীজরূপ নিদ্রাযুক্ত, তুরীয়ে অজ্ঞান নিদ্রা নাই।' সুতরাং মুমুক্ষু সাধক বুদ্ধির জাগরণপূর্ব্বক সুষুপ্তির ন্যায় বিষয়শূন্য অবস্থা লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন। কঠোপনিষদেও বলা হইয়াছে—"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্।" (২।৩।১০)। অর্থাৎ 'যখন মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়বিরত হইয়া সঙ্কল্পশূন্যভাবে অবস্থান করে, বুদ্ধিও কোন চেষ্টা করে না—উহাই পরমগতি'। কারণ, যোগী এতদবস্থায় অবিদ্যাকৃত অধ্যারোপ বর্জিত হইয়া স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হন।' সুষুপ্তিদ্বারা জীবের পরম-পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু, যুক্তিবিচারের কোঠায় না আনিলে কেবল সুষুপ্তি-অবস্থায় জীব ঈশ্বরভাব বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, ইহা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচন সকল হইতে জানা যায়। ছান্দোগ্যেও বলা হইয়াছে—"স্বপিতি নাম সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি" (৬।৮।১)। অর্থাৎ, 'হে সৌম্য। সুষুপ্ত জীব সৎস্বরূপ পরমাত্মার সহিত একীভূত হন এবং নিজের আত্ম-স্বরূপকে প্রাপ্ত হন']।

এই ঈশ্বর যে জগৎসৃষ্টি করেন, কেহ তাহার অন্যথা করিতে পারে না, সেইজন্য ইঁহাকে সর্ব্বেশ্বর বলা হয়।১৬০। সুষুপ্তিকালীন সেই কারণভূত অজ্ঞানে কার্য্যভূত সকল প্রাণীর বুদ্ধিবাসনা বীজভাবে অবস্থান করে। সেই সকল বাসনাদ্বারা সর্ব্বজগৎ ক্রোড়ীকৃত থাকায় সেই সর্ব্ববুদ্ধিবাসনাযুক্ত অজ্ঞানোপাধিক চৈতন্যকে সর্বজ্ঞ বলা হয়।১৬১ বাসনাসকলের পরোক্ষতাহেতু (অর্থাৎ, বাসনাসকলকে প্রত্যক্ষ করা যায় না বলিয়া এবং উহাদিগকে অনুমান করিয়া জানিতে হয় বলিয়া) ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতাকেও প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমান করিয়া জানিতে

হয়। এইরূপ সকল জীবের বুদ্ধির ব্যষ্টি জ্ঞত্ব দেখিয়া বুদ্ধিবাসনা-স্থিত সকল জীবের সমষ্টি ঈশ্বরেরও সমষ্টি জ্ঞত্ব বা সর্বজ্ঞত্ব অনুমান কর।১৬২। (অথবা সকল জীবের বুদ্ধির সাক্ষীর সর্ব্বজ্ঞতা আছে। কারণ, কোন বস্তুবিষয়ক জ্ঞান বা অজ্ঞান উভয়ই সাক্ষিদ্বারা প্রকাশিত হয়। সুতরাং জীবসাক্ষীর অজ্ঞাত কিছুই নাই। সেইজন্য ঈশ্বরেরও সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ, ইহা অনুমান কর। কারণ, কার্য্যরূপ জীবের যদি সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকে, তবে কারণরূপ ঈশ্বরের অবশ্যই সর্বজ্ঞতা আছে। ঈশ্বর বিজ্ঞানময় কোষসকলের এবং অন্যান্য বস্তুসকলের অন্তরে থাকিয়া উহাদিগকে নিয়মিত করেন বলিয়া তাঁহাকে 'অন্তর্যামী' বলা হয়।১৬৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—"যিনি বিজ্ঞানে (বুদ্ধিতে) থাকিয়া বিজ্ঞান (বুদ্ধি) হইতে পৃথক্, বিজ্ঞান যাহাকে জানিতে পারে না, বিজ্ঞান যাঁহার শরীর, যিনি বিজ্ঞানের অন্তরে থাকিয়া উহাকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনি অন্তর্যামী ও অমৃত"।১৬৪। (৩।৭।২২)। (এই প্রকার আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতসকলে, প্রাণ, মন প্রভৃতিতে, সূর্য্য, চন্দ্রাদিতে বিস্তৃতভাবে ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে)। সূত্র যেমন উপাদানরূপে পটে স্থিত থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরও সর্ব্ববস্তুর উপাদান কারণরূপে সর্ব্বত্র স্থিত আছেন।১৬৫। অতিশয় সূক্ষ্মত্বহেতু অন্তর্যামী সেই ঈশ্বরকে সূত্র প্রভৃতির ন্যায় প্রত্যক্ষ করা যায় না; শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা তাঁহার নির্ণয় করিতে হয়। সূত্রসকলদ্বারা বস্ত্র নির্মিত হয় বলিয়া সেই বস্ত্রই সূত্রসকলের শরীর। এইরূপ ঈশ্বর সর্ব্বরূপে সংস্থিত বলিয়া সমস্ত জগৎই ঈশ্বরের বপু বা শরীর।১৬৮। যেরূপ সূত্রের সঙ্কোচ, বিস্তার ও চলনাদি দ্বারা পটও সঙ্কুচিত, বিস্তৃত বা আন্দোলিত হয়, উহাতে পটের স্বাতন্ত্র্য নাই, এইরূপ অন্তর্যামী যে স্থলে যে বাসনাদ্বারা যেরূপ বিক্রিয়া প্রাপ্ত হন, সংসারও অবশ্য সেইরূপই হইয়া থাকে।১৬৯,১৭০।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"হে অর্জুন! ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়-দেশে অবস্থিত আছেন, তিনি মায়া দ্বারা দেহযন্ত্রে আরূঢ় সকল ভূতকে পরিভ্রমণ করাইতেছেন" (গীতা ১৮।৬১)।১৭১। সকল ভূত বিজ্ঞানময় কোষ-স্বরূপ এবং উহারা হৃদয়দেশে অবস্থিত। ঈশ্বর সেই ভূতসকলের উপাদান; সেইজন্য তিনি বিজ্ঞানময় কোষের বিকারে যেন বিকৃতের ন্যায় হন।১৭২। দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ যে সংঘাত, উহাই দেহযন্ত্র। ঐ দেহযন্ত্রে যে অভিমান বা 'আমি' 'আমার' ভাব—উহাই দেহযন্ত্রে আরোহণ এবং বিহিত (শুভ) এবং নিষিদ্ধ (অশুভ) কর্মে জীবের যে প্রবৃত্তি—উহাই ভ্রমণ।১৭৩। বিজ্ঞানময়রূপে এবং বিজ্ঞানময়ের প্রবৃত্তিরূপে ঈশ্বর স্বীয় মায়াশক্তিদ্বারা যেন বিকার প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ঈশ্বরই জীবরূপে যেন বিকৃতের ন্যায় হন—উহাই মায়া দ্বারা ভ্রমণ।১৭৪। পৃথিব্যাদি সমস্ত পদার্থে এই প্রকার অন্তর্যামীর অবস্থিতি বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া লও।১৭৫। শ্রুতিতে উহা দেখান হইয়াছে। পাণ্ডবগীতায় দুর্য্যোধনের এই প্রকার উক্তি দেখা যায়—"আমি শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম কি তাহা জানি, কিন্তু উহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না; এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ অধর্ম কি তাহাও জানি, কিন্তু উহা হইতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারি না। অতএব বুঝিতেছি, হৃদিস্থিত কোন দেবতা (ঈশ্বর) দ্বারা আমি যেমন নিয়ন্তৃত হই, সেইরূপই করি।১৭৬। (যখন নিজ অহংকৃত চেষ্টা সমস্ত ব্যর্থ হইয়াছিল তখন দুর্য্যোধন ভগবানের সম্যক্ প্রপন্ন হইয়া উক্ত প্রকার বাক্য বলিয়াছিলেন। সুতরাং উচ্চ অবস্থায় স্থিত পুরুষের বা জ্ঞানী সং-ন্যাসীরই উক্ত প্রকার বাক্য বলিবার অধিকার আছে। নতুবা অজ্ঞানাবস্থায় যতক্ষণ অহংকার থাকে, ততক্ষণ শুভকর্ম না করিয়া, পাপাদি করিয়া,—'সব ভগবান্ করান্' এইপ্রকার বাক্য বলা আত্ম-প্রতারণামাত্র)। প্রশ্ন উঠিতে পারে,—'ঈশ্বর যদি সব করান, তবে তো জীবের চেষ্টা বা পুরুষকার ব্যর্থ'? এতদুত্তরে বলা যাইতেছে-

যে—'এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ ঈশ্বরই পুরুষকাররূপে পরিণত হন'।১৭৭। [গীতায় ইহাও বলা হইয়াছে—"ঈশ্বর কর্তৃত্ব বা কর্ম্মের সৃজন করেন না, তিনি কাহারও পাপপুণ্যও গ্রহণ করেন না" ইত্যাদি (৫।১৪,১৫)। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বর পারমার্থিক-ভাবে কোন কর্ম্মের কর্ত্তা বা কারয়িতা নহেন। অজ্ঞান দ্বারা আবৃতদৃষ্টি মনুষ্যের নিকট ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাঁহাকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বা কারয়িতা বলা হয়]। 'ঈশ্বর পুরুষকাররূপে পরিণত হন'—এই জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের নিয়ামকত্বের বাধা হয় না। ঈশ্বরকে উক্তপ্রকার নিয়ামক বলিয়া জানিলে 'আত্মা অসঙ্গ' এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়।১৭৮। এইপ্রকার আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়া জানিলে তদ্দ্বারাই মুক্তি সিদ্ধ হয়—ইহা স্মৃতি এবং শ্রুতিসকলে বলা হইয়াছে। আর ঈশ্বর ইহাও বলিয়াছেন যে—'শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা।'১৭৯। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।৮।১) উক্ত হইয়াছে—"ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হন ইত্যাদি। এই প্রকার শ্রুতিবচন দ্বারা জানা যায় যে, ঈশ্বরের আজ্ঞা ভয়ের কারণ। ঈশ্বরের ভীতিহেতুত্ব প্রদর্শন করায় তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্ব হইতে অন্তর্যামিত্বের পার্থক্য দেখান হইল।১৮০। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।৮।৯) উক্ত হইয়াছে—"হে গার্গি! ইঁহারই প্রশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত আছে, দ্যাবাপৃথিবী বিধৃত আছে" ইত্যাদি। জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর উহাদের নিয়ন্তা।১৮১। যেহেতু ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কর্ত্তা, সেইহেতু তাঁহাকে জগদ্‌যোনি বলা হয়। তাঁহা হইতে সৃষ্টির আবির্ভাবকে উৎপত্তি বলে এবং তাঁহাতে জগতের তিরোভাবকে প্রলয় বলে।১৮২। ঈশ্বর জগতের তিরোভাব ও আবির্ভাব-শক্তিসম্পন্ন হইলেও অদ্বৈতবাদে আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ কল্পনার অবসর নাই।১৮৩। (আরম্ভাদি বাদের বিষয় এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর জাড্যাংশের দ্বারা অচেতন বস্তুসকলের কারণ হন এবং চিদা-

ভাসরূপ অংশের দ্বারা জীবসকলের কারণ হন।১৮৭। যদি বল—'বার্ত্তিক-কার সুরেশ্বরাচার্য্য পরমাত্মাকে চেতন ও জড়ের কারণ বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে কারণ বলেন নাই; ।১৮৯। তদুত্তরে বলি—'জীবও কূটস্থের অন্যোন্যাধ্যাসের ন্যায় ঈশ্বরও ব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস করিয়াই (অর্থাৎ পরস্পরের ধর্ম্ম পরস্পরে আরোপ করিয়াই) সুরেশ্বরাচার্য্য উক্তপ্রকার বলিয়াছেন। (তত্ত্বতঃ পরমাত্মায় কোন কালেই সৃষ্টি নাই)।১৯০। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ। তাঁহা হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ওষধি, অন্ন ও দেহ উৎপন্ন হইয়াছে" (২।১)।১৯১। ঐ শ্রুতি হইতে আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মকেই জগতের হেতু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া জগতের কারণ হইতে পারেন না। মায়াতে প্রতিবিম্বিত ঈশ্বরভাব তত্ত্বতঃ অসত্য হইলেও তাঁহার জগৎ হেতুত্ব সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এখানে নির্গুণব্রহ্মের সত্যতা ঈশ্বরে আরোপিত হয় এবং ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব নির্গুণব্রহ্মে আরোপিত হয়। এইরূপ অন্যোন্যাধ্যাস দ্বারা নির্গুণব্রহ্ম ও ঈশ্বর একাকারভাবে প্রতীত হন।১৯২,১৯৩। যেমন মূর্খ ব্যক্তিগণ মহাকাশ ও মেঘাকাশের পার্থক্য বুঝিতে পারে না, সেইরূপ আপাতদর্শী লোকেরাও ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ বুঝিতে না পারিয়া উহাদিগকে এক মনে করে।১৯৪। উপক্রমাদি *ছয়টি লিঙ্গদ্বারা শ্রুতির তাৎপর্য্য বিচার করিলে বুঝা যায় যে,—

---

* ষড়্‌লিঙ্গ :— (১) উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য (২) অভ্যাস (৩) অপূর্ব্বতা (৪) ফল (৫) অর্থবাদ (৬) উপপত্তি (১) বৈদিক কোন প্রকরণে প্রথমে যে প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়, প্রকরণশেষে সেই প্রসঙ্গেরই উল্লেখ থাকে—উহাই 'উপক্রম ও উপসংহারের একরূপতা'। (২) প্রকরণ-প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রকরণ মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদনের নাম 'অভ্যাস'। (৩) প্রকরণ-প্রতিপাদ্য বিষয় যদি অন্য প্রমাণ দ্বারা জানা না যায়, তবে উহাই

(১) ব্রহ্ম নির্গুণ এবং অসঙ্গ ও (২) মায়াবী মহেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন।১৯৫। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-স্বরূপ"—এইরূপে উপক্রম করিয়া "যেখান হইতে বাক্য ফিরিয়া আসে," এই বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মের অসঙ্গত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে।১৯৬। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে (৪।৯)—"মায়াবী ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করেন, অপর জীব মায়া দ্বারা সম্যক্ নিরুদ্ধ (বদ্ধ)।" সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব শ্রুতিসিদ্ধ।১৯৭। আনন্দময় সেই ঈশ্বর "অহং বহু স্যাম্" অর্থাৎ 'আমি বহু হইব' এই প্রকার সঙ্কল্প করিলেন এবং সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নরূপতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তিনিও হিরণ্যগর্ভরূপতা প্রাপ্ত হইলেন।১৯৮। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল' ইত্যাদিরূপ ক্রমপূর্ব্বক সৃষ্টির কথা পাওয়া যায় এবং অন্য শ্রুতিতে অক্রমপূর্ব্বক বা যুগপৎ, সৃষ্টির কথাও পাওয়া যায়। সুতরাং অধিকারিভেদে উভয় প্রকার সৃষ্টিই মানা যাইতে পারে।১৯৯।

হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ—এক্ষণে হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ নির্ণয় করা হইতেছে। হিরণ্যগর্ভকে সূত্রাত্মা বলা হয়। কারণ

ঐ প্রকরণের 'অপূর্ব্বতা'। (৪) ঐ প্রকরণের বিষয়বস্তুর জ্ঞানে বা সাধনে যে ফল লাভ হয় উহাই 'ফল'। (৫) কোনও প্রকরণের যাহা বিষয়, শ্রোতাকে সেই বিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রকরণমধ্যে ঐ বিষয়ের যে প্রশংসা দেখা যায়, উহা 'অর্থবাদ'। কোন বিষয় হইতে শ্রোতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যে নিন্দা দেখা যায়, উহাও অর্থবাদ মধ্যে গণ্য। অর্থবাদে প্রকরণের মুখ্য তাৎপর্য্য থাকে না। (৪) উপক্রমে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, যুক্তির দ্বারা উহার সমর্থনের নাম 'উপপত্তি'।

পটে যেমন সূত্র সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকে, এইরূপ হিরণ্যগর্ভও সূক্ষ্ম-দেহে জগতের সর্বত্র অনুস্যূত থাকেন। ইনি সর্বজীবের সূক্ষ্মশরীরের সমষ্টি। সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরে ইনি অহংঅভিমানবিশিষ্ট এবং ইনি সমষ্টি জ্ঞান, ক্রিয়াদি শক্তিমান্।২০০। প্রত্যূষে বা সন্ধ্যাকালে এই জগৎ মন্দ অন্ধকারে আবৃত হইয়া যেমন অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, এইরূপ হিরণ্যগর্ভাবস্থায় জগৎ অস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়।২০১। যেমন মণ্ডদ্বারা লিপ্ত চিত্রপট সর্ব্বত্র মসীর রেখাপাত দ্বারা লাঞ্ছিত বা 'রেখান্বিত হয়, সেইরূপ অব্যক্ত-শরীরী ঈশ্বরও সৃষ্টির সূক্ষ্ম আলোচনারূপ রেখাপাত দ্বারা অস্পষ্ট হিরণ্যগর্ভরূপ ধারণ করেন।২০২। যেমন শাক বা শস্যসকল ক্ষেত্রে কোমলভাবে অঙ্কুরিত হয়, এইরূপ এই হিরণ্যগর্ভ জগতের কোমল অঙ্কুর-স্বরূপ।২০৩।

বিরাটাবস্থা—যেমন জাগতিক বস্তুসকল সূর্য্যালোকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, অথবা যেমন লাঞ্ছিত পট বর্ণের দ্বারা পূরিত হইয়া স্পষ্টরূপ ধারণ করে, এইরূপ সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভাবস্থা হইতে স্পষ্টবপু বিরাটের উৎপত্তি হয় (সমষ্টি স্থূল দেহে অভিমানী পুরুষকে বিরাট্ বলে।২০৪। পুরুষসূক্তের বিশ্বরূপাধ্যায়ে এই বিরাটের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে তৃণপর্য্যন্ত চরাচর এই জগৎ বিরাট্ পুরুষের অবয়ব।২০৫।

ঈশ্বরবোধে সব বস্তুর উপাসনাই ফলপ্রদ—ঈশ্বর, সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ) বিরাট্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, গণেশ, ভৈরব, মৈরাল, মারিকা, যক্ষ, রাক্ষস, বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষী, অশ্বত্থ, বট, আম্রাদি বৃক্ষ যব, ব্রীহি, তৃণ প্রভৃতি, জল, পাষাণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বাস্তা (ছুতা-রের বাস) কোদাল প্রভৃতি—ইহারা সকলেই ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বর

সর্বরূপেই অবস্থিত। উহারা ঈশ্বরবোধে পূজিত হইলে ফলপ্রদান করে।২০৬-২০৮। লোকে ঈশ্বরের যেমন যেমন ভাবে উপাসনা করে, সেই সেই রূপ ফল প্রাপ্ত হয়। পূজ্য ও পূজানুসারে ফলেরও তারতম্য হয়।২০৯।

মুক্তি কেবল জ্ঞানসাপেক্ষ—কিন্তু, কেবল ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানেই মুক্তি হয়, অন্য কোন প্রকারে হয় না। নিজের জাগরণ ব্যতীত নিজের স্বপ্নাবস্থার নিবৃত্তি হয় না।২১০। ["জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যম্" অর্থাৎ 'জ্ঞানদ্বারাই কৈবল্য লাভ হয়"। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮) অর্থাৎ 'তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তির অন্য পথ নাই।' আরও অনেক শ্রুতিতে জ্ঞানকেই মোক্ষের কারণ বলা হইয়াছে]

অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে এই ঈশ্বর, জীবাদি রূপ এবং চেতন ও অচেতনাত্মক সমগ্র জগৎ স্বপ্নসদৃশ।২১১। আনন্দময় ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময় জীব. ইঁহারা মায়া দ্বারা কল্পিত ; আবার উঁহাদের দ্বারাই সমস্ত কল্পিত হইয়াছে।২১২। সৃষ্টিবিষয়ক ঈক্ষণ (আলোচনা) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত ঈশ্বরকল্পিত এবং জাগ্রৎ হইতে মোক্ষপর্য্যন্ত সংসার জীবকল্পিত।২১৩।

অন্য বাদিগণের ভ্রান্তি—অন্য বাদিগণ অদ্বিতীয় অসঙ্গ ব্রহ্মের স্বরূপ জানেন না বলিয়াই মায়াকল্পিত জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বৃথাই বিবাদ করেন।২১৪। তৃণ প্রভৃতির উপাসক হইতে আরম্ভ করিয়া যোগাচার্য্য পর্য্যন্ত ঈশ্বরের স্বরূপবিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং লোকায়ত হইতে সাংখ্য পর্য্যন্ত সকল বাদিগণ জীবের স্বরূপবিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।২১৬। যখন তাঁহারা অদ্বিতীয়

ব্রহ্মতত্ত্বই জানেন না, তখন তাঁহারা সকলেই ভ্রান্ত। তাঁহাদের মুক্তি বা সুখ কোথায় ?২১৭। তাঁহাদের উত্তমাধম ভাব প্রাপ্তি হউক, তাহাতে কি আসে যায় ? স্বপ্নের যে ভিক্ষাবৃত্তি বা রাজ্যলাভ উহা কি জাগ্রত পুরুষকে স্পর্শ করে ?২১৮। অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তির জীব ও ঈশ্বর বিষয়ে আগ্রহ করা উচিত নয়। তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার করিয়া জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক।২১৯। যদি বল—'পূর্বপক্ষরূপে সেই সাংখ্য ও যোগ-কল্পিত জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্বনিশ্চয়ের সহায়ক হয়, অতএব ঐগুলিও জানা আবশ্যক; তবে বলি—'তাহা হউক, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের বশ হইয়া, বিবেকশূন্য হইয়া তাহাদের মতে নিমগ্ন হইও না।২২০। সাংখ্যোক্ত পুরুষ অসঙ্গ চিৎ (চৈতন্য) ও বিভু (ব্যাপক); যোগোক্ত ঈশ্বরও তদ্রূপ।' যদি বল—'সাংখ্যোক্ত শুদ্ধ জীব 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ এবং যোগোক্ত ঈশ্বরও 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ—তবে আর বেদান্তশাস্ত্রের সহিত উহাদের ভেদ কি' ?২২১। তবে বলি—'যদিও সাংখ্যশাস্ত্রে এবং যোগশাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের শুদ্ধ চৈতন্যরূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি ঐ দুই শাস্ত্রেই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের ঐ দুইশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ আমাদের অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তের অন্তর্গত নয়। অদ্বৈত সিদ্ধান্ত বুঝাইবার জন্য আমরা বিচার কালে উহাদের অজ্ঞান-জনিত ভেদ প্রথমে স্বীকার করিয়া লইয়া পরে উহাদের একত্ব প্রদর্শন করি।২২২। ['সাংখ্যশাস্ত্রে পুরুষ শুদ্ধচেতন হইলেও বহু। উপাধিব্যতীত চৈতন্যের বহুত্ব সিদ্ধ হয় না। আর উপাধিযুক্ত চৈতন্য শুদ্ধ হইতে পারে না। আরও দ্বিতীয় বস্তুর বাস্তবতা স্বীকার করায় ভয়ও থাকিয়া যায়। যোগশাস্ত্রেও ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলায় বিশেষণ বা গুণ স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং উহাও শুদ্ধচৈতন্য নয়। সুতরাং বেদান্তকথিত 'ত্বং' ও 'তৎ' পদার্থের লক্ষ্যার্থের সহিত সাংখ্য ও

যোগশাস্ত্রের 'ত্বং' ও 'তৎ' পদার্থের লক্ষ্যার্থে ভেদ আছে]

বেদান্তমতে অনাদি মায়াবশতঃ লোকে ভ্রান্তিতে পড়িয়া জীব ও ঈশ্বরকে পৃথক্ মনে করে। তাহাদের সেই ভ্রান্তি নিরসনের জন্যই বেদান্তমতে 'ত্বং' ও 'তৎ' পদার্থের শোধন করা হয়।২২৩। সেইজন্যই আমরা পূর্ব্বে ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশের যোগ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি।২২৪। উহাদের মধ্যে জলাকাশ ও মেঘাকাশ যথাক্রমে জল ও মেঘরূপ উপাধির অধীন। কিন্তু, উহাদের আধারভূত যে ঘটাকাশ (ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশমাত্র) ও মেঘাকাশ (মেঘাবচ্ছিন্ন আকাশমাত্র) উহারা সুনির্ম্মল।২২৫। (মহাকাশের সহিত উহাদের ভেদ না থাকায়, উহারা এক)। এই প্রকার আনন্দময় (ঈশ্বর) এবং বিজ্ঞানময় (জীব) মায়া ও বুদ্ধি উপাধির অধীন। কিন্তু উহাদের অধিষ্ঠান-স্বরূপ মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যমাত্র এবং বুদ্ধি অবচ্ছিন্ন চৈতন্যমাত্র উহারা সুনির্ম্মল এবং এক'।২২৬। যদি বল—'ত্বং' ও 'তৎ' পদার্থের শোধনের পক্ষে সাংখ্য ও যোগ আংশিকভাবে উপযোগী বলিয়া ঐ উভয় মত অঙ্গীকার করা উচিত'; তবে আমরা বলি—'ইহা অল্প কথা, অন্যান্য শাস্ত্রেরও যে অংশ অদ্বৈতমতের উপযোগী, উহা আমরা স্বীকার করি।২২৭। সাংখ্য ও যোগ-শাস্ত্র যদি আত্মার ভেদ বা বহুত্ব, জগতের সত্যত্ব এবং ঈশ্বর জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন, এই তিনটি মত ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তমতের ঐক্য হয়।২২৮। যদি বল—'জীবের অসঙ্গতা জ্ঞান হইলেই যদি কৃতার্থতা হয়, তবে আর অদ্বৈত-জ্ঞানের কি প্রয়োজন?' তবে বলি—'অদ্বৈতজ্ঞান-ব্যতীত জীবের অসঙ্গতা সিদ্ধ হয় না। এইরূপ হইলে মাল্য, চন্দনাদি ভোগ্যবস্তুর নিত্যত্ব-জ্ঞানেও মুক্তি হউক।২২৯। বস্তুতঃ তাহা হয় না; কারণ মাল্য চন্দনাদির নিত্যত্বসম্পাদন অসম্ভব। এইরূপ

জগৎ ও ঈশ্বর জীবিত থাকিতে আত্মার অসঙ্গত্ব অসম্ভব।২৩০। (জগৎ সত্য হইলে আত্মা অসঙ্গ হয় না; কিন্তু জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তবেই আত্মা অসঙ্গ হয়। মরুভূমিতে ভ্রান্তিবশতঃ দৃষ্ট মিথ্যা মরীচিকার জল মরুভূমিকে কৰ্দ্দমাক্ত করিতে পারে না। অথবা রজ্জুতে ভ্রান্তিবশতঃ দৃষ্ট সর্পের দোষগুণ রজ্জুকে স্পর্শ করে না)। প্রকৃতি বাঁচিয়া থাকিলে উহা পূর্ব্বে যেমন পুরুষের সঙ্গ উৎপাদন করিয়াছিল, আবার সঙ্গ উৎপাদন করিবে এবং ঈশ্বরও জীবকে প্রেরণা দিতে থাকিবেন। তাহা হইলে আর মোক্ষের আশা কোথায়?২৩১। যদি বল—'পুরুষের সঙ্গ এবং ঈশ্বরদ্বারা জীবের নিয়মন, উভয়ই অবিবেক কৃত'। তবে, দুর্গতি সাংখ্যের উপর বলপূর্ব্বক মায়াবাদ আসিয়া পড়ে অর্থাৎ, তবে বেদান্তের মায়াবাদ স্বীকার করিতে হয়।২৩২। যদি বল—'বন্ধ-মোক্ষের নিয়ম স্থাপন জন্য আত্মার নানাত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন'; তবে বলি—'মায়াদ্বারাই বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা হইতে পারে, উহার জন্য জীবের নানাত্ব স্বীকারের বা জীবব্রহ্মের ভেদ স্বীকারের প্রয়োজন নাই।২৩৩। মায়ার দুর্ঘট ঘটনাকারী বিরুদ্ধ শক্তি কি দেখিতে পাও না'?২৩৪।

বেদান্তের সিদ্ধান্ত—শ্রুতি বন্ধ ও মোক্ষের সত্যতা স্বীকার করেন না। মায়াই এই বিরুদ্ধ ভাবদ্বয় দ্বারা জীবের মোহ উৎপাদন করে। তত্ত্বতঃ বন্ধন, মোক্ষাদি কিছুই নাই।২৩৪। শ্রুতি বলিয়াছেন (ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ)—"নিরোধ বা উৎপত্তি, বদ্ধ বা সাধক, মুমুক্ষু বা মুক্ত ইত্যাদি কিছুই নাই—ইহাই পরমার্থতা।"২৩৫। আচার্য্য গৌড়পাদও মাণ্ডুক্য-কারিকায় ঐ শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। মায়া নামক কামধেনুর জীব ও ঈশ্বর নামক দুইটী বৎস; উহারা যথেচ্ছ দ্বৈতরূপ দুগ্ধ পান করুক, তত্ত্ব কিন্তু একমাত্র অদ্বৈতই।২৩৬। কূটস্থ ও ব্রহ্মের ভেদ নামমাত্র। ঘটাকাশ ও মহাকাশ যেমন বিযুক্ত থাকিতে পারে না, এইরূপ কূটস্থচৈতন্য কখনও ব্রহ্মচৈতন্য হইতে

বিযুক্ত থাকিতে পারেন না ।২৩৭। (অর্থাৎ উভয়ই স্বরূপতঃ এক, ভেদ কেবল মিথ্যা উপাধিকৃত)। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে একমাত্র সৎ অদ্বৈতবস্তু ছিলেন বলিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদে শুনা যায়, সৃষ্টিকালেও সেই অদ্বৈতবস্তুই বিরাজিত আছেন, প্রলয়কালে এবং মুক্তিকালেও তিনিই থাকিবেন। মায়া কেবল (জীবগণের বুদ্ধিতে বন্ধ, মোক্ষ, সত্য, মিথ্যা, সগুণ, নির্গুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি ভাব আনিয়া দিয়া) জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া উহাদিগকে বৃথা সংসারে ভ্রমণ করাইতেছে ।২৩৮।

যদি বল—'যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারাও সংসারে ভ্রমণ করেন; অতএব এই প্রকার জ্ঞানে লাভ কি'? ইহার উত্তরে বলি—'পূর্ব্বের (অজ্ঞানকালের) ন্যায় জ্ঞানিগণের আর এই সংসার-প্রপঞ্চে ভ্রান্তি আসে না ।২৩৯। অজ্ঞানী ব্যক্তির এই প্রকার নিশ্চয় থাকে যে, ঐহিক এবং পারলৌকিক সমস্ত সংসার সত্য এবং অদ্বৈত বলিয়া কোন বস্তু নাই, প্রতিভাতও হয় না ।২৪০। জ্ঞানিগণের নিশ্চয় ইহার বিপরীত, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী আপন আপন নিশ্চয়ানুসারে যথাক্রমে আপনাদিগকে মুক্ত বা বদ্ধ মনে করে' ।২৪১। যদি বল—অদ্বৈতবস্তু অপরোক্ষ বা প্রত্যক হয় না' ; তবে বলি—'সর্বত্র চৈতন্যরূপে ভাসমান বলিয়া অদ্বৈততত্ত্ব সর্বদাই অপরোক্ষ'। যদি বল—'অদ্বৈত বস্তুর একদেশ মাত্রের ভান হইলেও সমগ্র ভান হয় না'? তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—'দ্বৈতবস্তুরই কি সমগ্রভাবে ভান বা প্রকাশ হয়' ?২৪২ [ঘটাদি দ্বৈতবস্তুর ভানকালে ঘটাদি বস্তুর কেবল সম্মুখস্থ অংশেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, পশ্চাতের অংশের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। আবার ঘটের জ্ঞানে উহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি, আমরা ঘট জানি বলিয়া মনে করি। কেবল জ্ঞানে কোন বস্তু দেখা যায় না, আবার কেবল অজ্ঞানেও কোন বস্তু দেখা যায় না। আলো

আঁধারের মিশ্রণে যেমন ছায়ানৃত্য (বায়োস্কোপ) দেখা যায়, ঐরূপই জ্ঞান ও অজ্ঞানের মিশ্রণেই এই জগদ্রূপ ছায়াবাজী দেখা যায়]। তোমার পক্ষে যদি ঘটাদি বস্তুর আংশিক জ্ঞান দ্বারা ঘটাদির জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তবে আমার পক্ষেই বা অদ্বৈতবস্তুর আংশিক জ্ঞানে অদ্বৈত বস্তুর জ্ঞান সিদ্ধ হইবে না কেন' ?২৪৩। যদি শঙ্কা কর—'যাহা দ্বৈতহীন, তাহাই অদ্বৈত। সুতরাং দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে কিরূপে অদ্বৈতবস্তুর সিদ্ধি সম্ভব' ? —(দ্বৈত ও অদ্বৈত এই বিরোধী ভাবদ্বয় একত্র থাকিতে পারে না)। তদুত্তরে বলি—'চৈতন্যের সামান্য প্রকাশ * (উহা দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ের মধ্যেই অনুগত) দ্বৈতের

---

* সামান্যচেতন বা নির্গুণব্রহ্ম অজ্ঞান বা অজ্ঞানোৎপন্ন দ্বৈত-বস্তুর বিরোধী নয়। সামান্যচেতন অজ্ঞানের বিরোধী হইলে অজ্ঞান কখনও ভাসিতে পারিত না, কারণ সামান্যচেতনের অভাব কুত্রাপি নাই। সামান্য চৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ। উঁহাকে আশ্রয় করিয়াই মায়া বা অজ্ঞান জগৎ সৃষ্টি করে। মায়া বা অজ্ঞানসৃষ্ট জগতে অদ্বৈত, দ্বৈত, সগুণ, নির্গুণ, সাকার, নিরাকার প্রভৃতি আপেক্ষিক ভাব বিদ্যমান। সামান্য চৈতন্য সকল ভাবের মূলে উহাদের প্রকাশক। ঐ সামান্য-চেতনকে কোন শব্দ দ্বারা সাক্ষাৎ ব্যক্ত করা যায় না বলিয়া শাস্ত্র অদ্বৈত, নির্গুণ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নিষেধমুখে উঁহাকে লক্ষ্য করান। এখনে প্রশ্ন হইতে পারে যে—(১) যদি সামান্য চৈতন্য অজ্ঞানের নাশক না হন, তবে অজ্ঞানের নাশক কে? (২) অদ্বৈত, নির্গুণ প্রভৃতি শব্দ যখন আপেক্ষিক অর্থাৎ, অর্থবোধ জন্য দ্বৈত, সগুণ প্রভৃতি শব্দের অপেক্ষা রাখে, তখন শাস্ত্র নির্গুণব্রহ্মকে জানাইবার জন্য ঐ আপেক্ষিক শব্দ সকল প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়ঃ— (১) যেমন কাষ্ঠস্থিত সামান্য অগ্নি দ্বারা ঘরের অন্ধকার দূর হয়

বিরোধী নয়। আবার তোমার মত মানিলে অদ্বৈতের ভান থাকিলে দ্বৈতেরও ভান হওয়া উচিত নয়; কারণ, অদ্বৈতের ভান দ্বৈত ভানের বিরোধী, অথচ্ দ্বৈত প্রতীত হয়। সুতরাং তুমি আমার পক্ষে যে দোষ দেখাইতেছ, উহা তোমার পক্ষেও সমান।২৪৪। অতএব এই জগৎ অচিন্ত্যরচনারূপ মায়ার কার্য্য ইহা নিশ্চয় করিয়া, উহাকে ত্যাগ করিয়া অদ্বৈত-বস্তুতেই জগতের পর্য্যবসান কর।২৪৬। পুনরায় যদি দ্বৈত বস্তুর উপর সত্যত্ব বুদ্ধি আসিয়া পড়ে তবে পুনঃ পুনঃ বিচার কর—ইহাতে কষ্ট কি ?২৪৭। যদি প্রশ্ন কর—'কতকাল, ঐরূপ করিতে হইবে'? তাহার উত্তর—'অদ্বৈত-তত্ত্ব-বিচার সর্ব অনর্থের নিবারক বলিয়া উহাতে ঐরূপ খেদ করা উচিত নয়। বরং যে দ্বৈতচিন্তা সকল দুঃখের কারণ, তাহাতে যে তুমি এত আয়াস স্বীকার কর, তজ্জন্যই তোমার খেদ করা উচিত'।২৪৮। যদি বল—'জ্ঞানাবস্থায়ও তো আমার অজ্ঞানাবস্থার ন্যায়

না, এইরূপ সামান্যজ্ঞান বা নির্গুণব্রহ্ম দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয় না। কিন্তু কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, উহা ঘরের অন্ধকার নাশ করে, এইরূপ সাধনা দ্বারা উৎপন্ন শুদ্ধ অন্তঃকরণে যে মহাবাক্য-বিচারজনিত অখণ্ডাকারা বৃত্তির উদয় হয়, উহাতে স্থিত চৈতন্য বা জ্ঞানই অজ্ঞানান্ধকারের নাশক হয়। ঐ অখণ্ডাকারা বৃত্তিরই অপর নাম ব্রহ্মাকারা বৃত্তি বা বিদ্যাবৃত্তি। এই বিদ্যাবৃত্তি অজ্ঞানের বা মায়ারই একটী শক্তি—কিন্তু, ইহা বহুত্বের মধ্যে একত্ব প্রদর্শন করে বলিয়া ইহা শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা। আর মায়ার যে অপর শক্তি অবিদ্যা, যাহা রজঃ তমঃ প্রধান, উহার কার্য হইতেছে এক ব্রহ্মকে বহুরূপে দেখান। এই বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তি পরস্পর বিরোধী। সেই জন্যই বিদ্যাবৃত্তি অবিদ্যার বা অজ্ঞানের নাশক অর্থাৎ একত্ব জ্ঞান বহুত্বজ্ঞানের বাধক। কিন্তু সামান্য জ্ঞান (নির্গুণব্রহ্ম)

ক্ষুধা, পিপাসাদি অনর্থ দৃষ্ট হইতেছে'? তবে তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণাদিকে 'মৎ' শব্দ বাচ্য অহংকারে স্থিত বলিয়া দর্শন কর। অহংকারে ক্ষুধা তৃষ্ণাদি নাই কে বলিল?২৪৯। (যে মুমুক্ষুর জ্ঞানসাধনাবস্থায় বিক্ষেপ আসে, তাহাকে স্বরূপ দৃষ্টি করাইবার জন্য এই উপদেশ)। যদি বল, 'অহংকার ও চৈতন্যের তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ (উহাদিগকে মিশাইয়া ফেলাবশতঃ) আত্মাতেও ক্ষুধা তৃষ্ণাদির প্রসক্তি হইতে পারে'; তবে বলি—'তুমি ঐ প্রকার অধ্যাস করিও না, কিন্তু সর্বদা বিবেক কর।২৫০। পূর্বের দৃঢ় বাসনাবশতঃ যদি সহসা অধ্যাস আসে, তবে তুমি পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বিচারজনিত সংস্কারকে দৃঢ় কর।'২৫১। 'বিবেকদ্বারা যে দ্বৈতমিথ্যাত্বের সিদ্ধি হয়, উহা অনুভবসিদ্ধ নয়'—ইহা যদি বল; তবে বলি—'মায়ার অচিন্ত্যরূপতার যে অনুভূতি তাহা সাক্ষিচৈতন্য দ্বারাই হইয়া থাকে।২৫২। (অনুভূতি কোন বাহ্য-

কাহারও নাশক নহে, বরং উহা বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই সত্তাস্ফূর্তি প্রদান করে। (২) যদিও দ্বৈত, অদ্বৈত, খণ্ড, অখণ্ড প্রভৃতি সব শব্দই আপেক্ষিক, তথাপি অদ্বৈত, অখণ্ড প্রভৃতি শব্দ দ্বৈতের নিষেধপূর্বক বৃত্তিকে অখণ্ডাকারা করিবার সহায়ক হয়। কেন না, ঐ সকল শব্দের অর্থের ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলেই দ্বৈত বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিভাত হইবে এবং বুদ্ধি খণ্ডাকারাবৃত্তি ত্যাগপূর্ব্বক অখণ্ডাকারা হইতে চাহিবে। যেহেতু খণ্ডাকারা বৃত্তিতেই জীবের দুঃখ এবং অখণ্ডাকারা বৃত্তিতে আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। 'আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অদ্বয় ব্রহ্ম'—এই প্রকার অখণ্ডাকারা বৃত্তি অবিদ্যার নাশক। কিন্তু দ্বৈত, সগুণ, খণ্ড প্রভৃতি শব্দের বুদ্ধির অখণ্ডাকারা বৃত্তি উৎপাদনের সামর্থ্য নাই। সেইজন্যই শ্রুতি ব্রহ্মকে অদ্বৈত নির্গুণ, শুদ্ধ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত শব্দের তাৎপর্য্য দ্বৈতবস্তুর নিষেধপূর্বক বুদ্ধিকে আত্মাভিমুখী করান।

বস্তু নয়—সাক্ষী আত্মাই অনুভূতিস্বরূপ)। যদি এরূপ শঙ্কা কর যে—'মায়াকে যেমন অচিন্ত্যরচনারূপ বলিয়া মিথ্যা বলা হইল, চৈতন্যও তো সেইরূপ অচিন্ত্যরচনারূপ বলিয়া মিথ্যা হইতে পারে'? তদুত্তরে বলি—'চৈতন্যের নিত্যত্ববশতঃ আমরা চৈতন্যকে সুচিন্ত্যরচনারূপ বলি না, অর্থাৎ চৈতন্যও অচিন্ত্যরচনারূপ।২৫৩। চৈতন্যের প্রাগভাব * (প্রাক্+অভাব) অনুভূত হয় না; সেইজন্য চৈতন্য (অচিন্ত্যরচনারূপ হইয়াও) নিত্য। কিন্তু দ্বৈতপ্রপঞ্চের প্রাগভাব চৈতন্যদ্বারা অনুভূত হয়।২৫৪। (সুষুপ্তিকালে বা মহাপ্রলয়ে যে সকল দ্বৈত বস্তুর

---

* অভাব চারি প্রকার ঃ—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব।

(১) ঘটের উৎপত্তির পূর্বে যে উহার অভাব, উহা ঘটের 'প্রাগভাব'। এই অভাবের আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়া উহা অনাদি। কিন্তু ঘটের উৎপত্তির পর ঐ প্রাগভাবের নাশ হয়। সুতরাং ইহা অনন্ত নয়।

(২) ঘটধ্বংসের পর ঘটের যে অভাব—উহা ঘটের 'ধ্বংসাভাব'। ঘটের ধ্বংস দেখা যায়, এইজন্য এই অভাব সাদি অর্থাৎ উহার আদি আছে। কিন্তু এই অভাবের অন্ত নাই, সুতরাং ইহা অনন্ত।

(৩) ঘটে পটের অভাব এবং পটে ঘটের অভাবকে 'অন্যোন্যাভাব' বলে।

(৪) যে বস্তু কোন কালেই নাই, সেই বস্তুর সর্বকালীন অভাবকে 'অত্যন্তাভাব' বলে। যেমন ব্রহ্মে জগতের তত্ত্বতঃ অত্যন্তাভাব। যাহা তত্ত্বতঃ না থাকিয়াও প্রতীত হয়, উহাকে মিথ্যা বলে। ন্যায় মতে উক্ত চারি প্রকার অভাব স্বীকৃত হয়। কিন্তু অদ্বৈতমতে কেবল অত্যন্তাভাবই স্বীকৃত।

অভাব হয়, সাক্ষিচৈতন্যই উহার প্রকাশক)। প্রাগভাবযুক্ত যে দ্বৈত জগৎ, ঘটাদির ন্যায় উহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু সেই দ্বৈতের রচনা অচিন্ত্যরূপ—সেই হেতু উহা মিথ্যা, ইন্দ্রজালসদৃশ।২৫৫। চৈতন্য অপরোক্ষ বস্তু (চৈতন্যের অপরোক্ষতা দ্বারাই অন্য বস্তুর অপরোক্ষতা বা প্রত্যক্ষতা সিদ্ধ হয়)। অতএব চৈতন্য ভিন্ন যে দ্বৈত জগৎ, উহা মিথ্যা, ইহা অনুভব করা যায়। চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ অদ্বৈত বস্তু স্বীকার করিয়া 'উহা অপরোক্ষ নয়' এই প্রকার উক্তি (ঘট ঘট নয়', এই প্রকার বাক্যের ন্যায়) ব্যাঘাতদোষদুষ্ট।২৫৬। যদি বল— 'এইরূপ জানিয়াও কাহার কাহারও মন সন্তুষ্ট হয় না কেন'? তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, 'চার্বাকাদি বাদিগণ তর্কনিপুণ হইয়াও কেন দেহকে আত্মা বলে? তাহা আমাকে বল'।২৫৭। যদি বল— 'বুদ্ধির দোষবশতঃ চার্বাকাদি সম্যক্ বিচার করে নাই,' তবে বলি— 'অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণও বুদ্ধির দোষে বিশেষভাবে শাস্ত্রার্থের বিচার করে নাই'।২৫৮। "যখন মুমুক্ষু সাধকের হৃদিস্থিত কামনাসকল বিনষ্ট হয়, তখন সেই মরণশীল মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে" (কঠোপনিষৎ ২।৩।১৪)। এই প্রকার বাক্যে শ্রুতি জ্ঞানের ফল বর্ণনা করিয়াছেন। যদি বল—'ঐ ফলের কথা শ্রুতিতেই শুনা যায় মাত্র, কিন্তু উহা দেখা যায় না'; তদুত্তরে বলি—'শ্রুত্যুক্ত ফল বিদ্বজ্জনের অনুভূত বলিয়া উহা দৃষ্টই'।২৫৯। "যখন সকল প্রকার হৃদয়গ্রন্থি ভেদ প্রাপ্ত হয়" (কঠ ২।৩।১৫) ইত্যাদি বাক্যে ঐ শ্রুতিতে পরে কামাদিকে গ্রন্থিস্বরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।২৬০। অহংকার ও চিদাত্মাকে অবিবেকবশতঃ এক করিয়া ফেলিলে যে 'ইহা আমার হউক' 'ইহা আমার হউক' এই প্রকার ইচ্ছার উদয় হয়, উহাই 'কাম' শব্দের অর্থ—উহাই 'হৃদয়-গ্রন্থি'।২৬১। অহংকারের সহিত চিদাত্মাকে না মিশাইয়া অহংকার হইতে চিদাত্মাকে পৃথক্ জানিয়া কোটিবস্তুর ইচ্ছা করিলেও পূর্বে

জ্ঞান দ্বারা গ্রন্থি ভেদ হইয়াছে বলিয়া উহাতে জ্ঞানের বাধা হয় না।২৬২। গ্রন্থিভেদ হইলেও প্রারব্ধদোষবশতঃ জ্ঞানীরও ইচ্ছাদির উদয় হইতে পারে, যেমন অদ্বৈততত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়াও পাপবাহুল্যবশতঃ তোমার মন সন্তোষ লাভ করিতেছে না।২৬৩

[পঞ্চদশীর এই প্রকার কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া অনেক ভোগী বিষয়ী ব্যক্তিও বিষয়চিন্তায় ও বিষয়ব্যাপারে রত থাকিয়াও আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান। সুতরাং এস্থলে ইহার কিছু বিচার করা যাইতেছে। যখন অহংকার ও চিদাত্মাকে অবিবেকবশতঃ মিশাইয়া ফেলা হয়, তখনই ইচ্ছার উদয় হয়। বিবেকদ্বারা উভয়কে পৃথক্ করিয়া ফেলিলে কিরূপে কাহার ইচ্ছার উদয় হইবে? সুতরাং বুঝিতে হইবে জ্ঞানীর ব্যবহারে যে ইচ্ছা, অনিচ্ছাদি দৃষ্ট হয়, উহা বাহ্য লোকদৃষ্টির কথা, উহা জ্ঞানীর নিজ দৃষ্টির কথা নয়। আরও এই প্রকার বাক্যসকল বিদ্বৎস্তুতি-পর, অর্থাৎ, জ্ঞানী যে কোন বিধিনিষেধের অধীন নন, ইহা দেখানই এই প্রকার বাক্যের তাৎপর্য্য। 'জ্ঞানী যে কোটিবস্তু ইচ্ছা করেন' —উহাতে উহার তাৎপর্য্য নাই। সর্বত্র সমদর্শনকারী জ্ঞানীর নিকট কোটিবস্তুর ইচ্ছার উদয় কিরূপে সম্ভব? কারণ, মিথ্যা বস্তুর প্রতি কাহারও কি ইচ্ছার উদয় হয়? জ্ঞানীর কি প্রারব্ধদোষ থাকে? এ বিষয়ে আমরা আচার্য্য শঙ্কর ও শঙ্করানন্দের মত এখানে দেখাইতেছি। প্রারব্ধ-সম্বন্ধে আচার্য্যের মত এইরূপ :—"তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে। দেহাদীনামসত্ত্বাৎ তু যথা স্বপ্নো বিবোধতঃ" (অপরোক্ষানুভূতি—৯১ শ্লোঃ) অর্থাৎ 'যেমন স্বপ্ন হইতে জাগ্রত পুরুষের নিকট স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে স্থূল, সূক্ষ্ম দেহাদির অসত্ত্বাবশতঃ জ্ঞানীর নিকট প্রারব্ধকর্মের অস্তিত্ব থাকে না'। "অজ্ঞানজনবোধার্থং

প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ”॥ (ঐ ৯৭ শ্লোঃ) অর্থাৎ ‘অজ্ঞ লোককে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি প্রারব্ধের কথা বলিয়াছেন। “উচ্যতেহজ্ঞৈর্ব্বলাচ্চৈতৎ তদানর্থদ্বয়াগমঃ। বেদান্তমতহানঞ্চ যতো জ্ঞানমিতি শ্রুতিঃ”॥ (ঐ ৯৯ শ্লোঃ) অর্থাৎ ‘অজ্ঞ ব্যক্তিগণই বলপূর্ব্বক প্রারব্ধ স্বীকার করে; উহাতে (মোক্ষে অনাশ্বাস ও ভোগপ্রসঙ্গ) দুইটি অনর্থ প্রাপ্তি হয়। বেদান্তমতেরও হানি হয়—কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, ‘বেদান্তের শ্রবণ মননাদি দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়’। “প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ। দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধং ত্যজ্যতামতঃ”॥ (বিবেকচূড়ামণি—৪৬৮ শ্লোঃ) অর্থাৎ যতক্ষণ দেহে আত্মভাব থাকে, ততক্ষণই প্রারব্ধ সিদ্ধ হয়। দেহে আত্মভাব ইষ্ট নহে, অতএব প্রারব্ধবুদ্ধি ত্যাগ কর’। (বিবেকচূড়ামণি, বসুমতী-সংস্করণ, ৪৬৭, ৪৬৯-৭১ শ্লোকও দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থকারের গুরু শ্রীশঙ্করানন্দ জ্ঞানীর ব্যবহার-সম্বন্ধে যে প্রকার বলিয়াছেন, তাহাও আমরা এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। আচার্য্য শঙ্করানন্দ গীতার “যা নিশা সর্বভূতানাং” (২।৬৯) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“বস্তুনঃ সত্যত্বনিশ্চয়ধীপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তির্ভ্রমকল্পিতত্ত্বনিশ্চয়ধীমূলকং মিথ্যাত্বজ্ঞানং ততস্তয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধত্বম্ একাধিকরণত্বানুপপত্তিশ্চ। ননু কর্ত্তা করণং কার্য্যং চ সর্বং মিথ্যৈবেতি বিদুষা কর্ম ক্রিয়তাম্, মিথ্যাত্বেন কৃতং কর্ম ন বন্ধায় ভবতীতি চেৎ ন, মিথ্যাত্বজ্ঞানস্য প্রবৃত্তিবিরোধাৎ, নেদং জলং কিন্তু মরুরেবেতি জলমিথ্যাত্ববেদিনঃ তৃষিতস্যাপি প্রবৃত্তি-অদর্শনাৎ”। অর্থাৎ ‘পূর্ব্বে বুদ্ধিদ্বারা কোন বস্তুর সত্যত্ব নিশ্চয় হইলে উহার জন্য প্রবৃত্তি হয়। মিথ্যাত্বজ্ঞান বস্তুর ভ্রমকল্পিতত্ব নিশ্চয়পূর্বক হইয়া থাকে। অতএব উহারা পরস্পর বিরোধী হওয়ায় এক অধিকরণে থাকিতে পারে না। যদি বল, ‘কর্ত্তা, করণ, কার্য্য সব মিথ্যা জানিয়া জ্ঞানী কর্ম

করুন না কেন? মিথ্যাবোধে কৃত কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না' —তবে বলি? 'উহা হইতে পারে না। মিথ্যাত্বজ্ঞানের সহিত প্রবৃত্তির বিরোধ আছে। 'ইহা জল নহে মরুভূমিই'—এই প্রকার যিনি মরুভূমির জলের মিথ্যাত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার পিপাসা পাইলেও তিনি ঐ জল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন না'। আবার উক্ত আচার্য্য গীতার "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ....বিদ্যতে" (৩।১৭) এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ জ্ঞানী কিংবা জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকের "আত্মরতি আত্মক্রীড়" প্রভৃতি হওয়ার চেষ্টা ব্যতীত অন্য কোন লোক-সংগ্রহাদিরূপ কর্ম নাই। ঐ আচার্য্য বলেন—"তত্রাপি কর্মকরণমত্যন্তদুঃখমেবেতি বিজ্ঞায় গৃহস্থোঽপি বিদ্বান্ সর্বং সংন্যস্যত্যেব, ন স্বার্থং বা পরার্থং বা কর্ম কর্ত্তুং শক্নোতি" অর্থাৎ 'কর্ম করা অত্যন্ত দুঃখজনক' ইহা জানিয়া গৃহস্থ জ্ঞানীও সর্বকর্মের সংন্যাস করেন; তিনি স্বার্থে বা পরার্থে কর্ম করিতে পারেন না'। এখন প্রশ্ন উঠে, তবে লোকসংগ্রহ করিবে কে? তদুত্তরে শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন:—"অতঃ পরোক্ষজ্ঞান্যেব বহুধাকৃতশ্রবণঃ আভাসাত্মজ্ঞানী অহংমমাদি-বাহ্যবাসনাবদ্ধো লোকসংগ্রহবচনস্য বিষয়ঃ। অথবা লোকানুগ্রহার্থং ব্রহ্মণা সৃষ্টা মহান্তো ব্যাসাগস্ত্যপরাশরবশিষ্ঠাদয়স্তৎসদৃশা বা অন্যে আধিকারিকা নিগ্রহানুগ্রহক্ষমাস্তে বা ভবেয়ুর্লোকসংগ্রহবচনস্য বিষয়াঃ। ন তু সিদ্ধো নাপি চ সাধকো মুমুক্ষুর্যতিঃ"॥ অর্থাৎ 'যিনি বহুধা শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন এই প্রকার পরোক্ষজ্ঞানী যিনি আমি ও আমার রূপ বাহ্যবাসনাবদ্ধ ও আভাসাত্মজ্ঞানী, তিনিই গীতোক্ত লোকসংগ্রহ করিবেন। অথবা যাঁহারা লোকসকলের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্ট, যেমন—ব্যাস, অগস্ত্য, পরাশর, বশিষ্ঠ প্রভৃতি বা তৎসদৃশ মহাপুরুষগণ, যাঁহারা নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, এইরূপ আধিকারিক পুরুষগণ লোক-সংগ্রহ করিবেন। সাধারণ সিদ্ধ অপরোক্ষজ্ঞানী কিংবা সাধক মুমুক্ষু যতি

লোকসংগ্রহ করিবেন না'। ঐ আচার্য্য আরও বলিয়াছেন—"তথা ব্রহ্মবিদ্ যতিঃ স্বমুক্ত্যা সর্বান্ মুক্তানেব বিজানাতি ন তু স্বমাত্রম্। যস্তু স্বমাত্রমেব মুক্তং পশ্যতি, ন তু অন্যং ন স ব্রহ্মবিদেব ভবতি, নাপি মুক্তঃ; কিন্তু স বাচা মুক্তঃ ন তু হ্যবিদ্যাবন্ধাৎ" অর্থাৎ 'এইরূপে ব্রহ্মবিৎ যতি নিজের মুক্তিতে সকলকেই মুক্ত জানেন, কেবল নিজেকেই মুক্ত দেখেন না। যিনি কেবল নিজেকেই মুক্ত দেখেন, অন্যসকলকে মুক্ত দেখেন না, তিনি ব্রহ্মবিৎ নহেন কিংবা মুক্তও নহেন। তিনি কেবল বাক্যদ্বারাই মুক্ত, অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত নহেন'।

বেদান্তের দৃষ্টিসৃষ্টিবাদকে আশ্রয় করিয়াই উক্ত প্রকার বলা হইল। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে জগতের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করা হয় না, সবই প্রাতিভাসিক অর্থাৎ প্রতীতিকালমাত্র স্থায়ী। এই বাদ অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ ও শুদ্ধচিত্ত বেদান্তের উত্তম অধিকারীর জন্য। এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের পরিপক্কাবস্থায় অজাতবাদের সিদ্ধান্তে স্থিতি হয়। এই অজাতবাদের সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে—"ধর্মা য ইতি জায়ন্তে, জায়ন্তে তে ন তত্ত্বতঃ। জন্ম মায়োপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে" (মাণ্ডুক্যকারিকা ৪।৫৮) অর্থাৎ, যে সকল আত্মা জন্মিয়াছে বলিয়া কথিত হয়, তত্ত্বতঃ উহারা কেহই জন্মে নাই। উহাদের জন্ম মায়াসদৃশ মিথ্যা, সেই মায়াও নাই'। সুতরাং ব্যাস, বশিষ্ঠাদি আচার্য্য, জীব, ঈশ্বরাদি ভাব প্রভৃতি সবই অজাতবাদের সিদ্ধান্তে পরিসমাপ্ত। এই অজাতবাদের সিদ্ধান্তেই বেদান্তের চরম-তাৎপর্য্য ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

পঞ্চদশীকার আভাসবাদী। আভাসবাদে ইহাই বলা হয়—বহু বুদ্ধিদর্পণে যে চৈতন্যের বহু আভাস দৃষ্ট হয়, উহারা এক একটি পৃথক্ জীব। যেমন একটি দর্পণ ভগ্ন হইলে সেই দর্পণস্থিত আভাসসূর্য্যেরও নাশ হয়, কিন্তু অন্য দর্পণে প্রতিফলিত আভাসসকলের তখনও নাশ হয় না, এইরূপ একটি চিদাভাসের (জীবের) মুক্তিতে সকল জীবের মুক্তি হয় না।

সিদ্ধান্তে স্থিত হইবার জন্য দৃষ্টিসৃষ্টিবাদই উত্তম, উহা ভেদদৃষ্টির সাক্ষাৎ নাশক। যুক্তি-বিচারের জন্য আভাসবাদ উত্তম এবং এই পঞ্চদশী গ্রন্থের ন্যায় এমন সুশৃঙ্খলাপূর্ণ বিচারগ্রন্থ একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার বিচার দ্বারা যাহাতে জ্ঞান লাভ হয়, সেই দিকেই বেশী জোর দিয়াছেন। পঞ্চদশীর বিচার দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা লাভের জন্য গ্রন্থকারকৃত জীবন্মুক্তি-বিবেক, শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি, বিবেকচূড়ামণি, প্রৌঢ়ানুভূতি প্রভৃতি গ্রন্থ, শঙ্করানন্দের গ্রন্থসকল, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্য-কারিকা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, অবধূত গীতা প্রভৃতি অভিনিবেশসহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য। আর উপনিষৎ, গীতাদি প্রামাণিক শাস্ত্রগুলি যে অধিক মনোযোগসহকারে দেখা কর্ত্তব্য—ইহা বলা বাহুল্য। সব সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, জ্ঞানফল মোক্ষেই শাস্ত্রের চরম-তাৎপর্য্য—উহা ব্রহ্মস্বরূপ]।

অহংকারগত ইচ্ছাদি এবং দেহগত ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ আত্মার কোন হানি হয় না।২৬৪। যদি বল—'আত্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বেও তো ঐ সব দ্বারা আত্মার হানি হয় না'—তবে তুমি উহা বিস্মৃত হইও না। অজ্ঞানাবস্থায় বা জ্ঞানাবস্থায় আত্মা একরূপই থাকেন ইহা জানাই জ্ঞান, উহাই তোমার গ্রন্থিভেদ, উহা দ্বারা কৃতার্থ হও'।২৬৫। যদি বল—'মূঢ় ব্যক্তিগণ তো উহা জানে না'; তবে বলি—'উহাই তাহাদের হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন অন্য কিছু নহে।' একজনের হৃদয়-গ্রন্থি আছে, অপরের হৃদয়গ্রন্থি নাই, ইহাই মূঢ় ও জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে প্রভেদ।২৬৬। দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।২৬৭। গুণাতীত জ্ঞানী পুরুষ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত কর্ম্মে দ্বেষ করেন না, কিংবা উহাদের নিবৃত্তি কামনাও করেন না, কিন্তু উদাসীনবৎ অবস্থান করেন—ইহাকেই গ্রন্থিভেদ বলে'।২৬৯। যদি বল—'ঔদাসীন্য বিধান করাই পূর্বোক্ত গীতা-

বাক্যের তাৎপর্য্য'—তবে বলি, 'তাহা হইলে 'উদাসীনবৎ' এই শব্দের মধ্যে 'বৎ' শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। জ্ঞান হইলে যদি জ্ঞানীর দেহাদি কর্ম করিতে অশক্ত হয়, তবে উহা রোগজন্যই হইয়া থাকে, জ্ঞানজন্য দেহাদির অকর্ম্মণ্যতা হয় না।২৭০। যে সকল মহাবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তত্ত্বজ্ঞানকে ক্ষয়ব্যাধি মনে করেন, তাঁহাদের জ্ঞান অতি নির্ম্মল'।২৭১। 'পুরাণে জ্ঞানী জড়ভরতাদির কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি দেখা যায়', ইহা যদি বল—'তবে বলি "জ্ঞানী পুরুষ ক্রীড়া করিতে করিতে, ভোজন করিতে করিতে রতি লাভ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবচন তুমি কি শোন নাই?২৭২ [কিন্তু এই স্থলে এই শ্রুতির উল্লেখ সঙ্গত মনে হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়—"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্" ইত্যাদি (৮।১২।৩)। অর্থাৎ 'ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত জ্ঞানী আত্মা সেই স্থানে সর্বাত্মক হইয়া কখনও ইন্দ্রাদিরূপে হাস্যকরতঃ অথবা নিজের ইপ্সিত উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণকরতঃ, কখন বা কেবল মনের দ্বারা অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্রই সমুত্থিত ব্রহ্মলোকগত স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর সহিত ক্রীড়াকরতঃ এবং মনে মনে রমণকরতঃ অবস্থান করেন, কিন্তু, এই শরীরকে স্মরণ করেন না। (শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ)। যাঁহারা নির্গুণ উপাসনাদি দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সেখানে বিশ্বৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরে জ্ঞানলাভকরতঃ কেবল ও আপ্তকাম হন—এখানে ঐ প্রকার জ্ঞানীর কথা বলা হইয়াছে। কারণ শ্রুতিতে আছে—"জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ, ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ। তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে, বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ" (শ্বেতাশ্বতর— ১।১১)। অর্থাৎ 'যে পুরুষ পরমাত্মাকে 'আমি' এইরূপ জানেন, তাঁহার প্রথমে অবিদ্যারূপ পাশ ক্ষয় হয়, উহার ক্ষয়ে উহার কার্য্য অন্যান্য ক্লেশের ক্ষয় হইলে জন্মমৃত্যুর

সাক্ষাৎ নিবৃত্তি ও জীবন্মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু ধ্যায়িগণের প্রারব্ধ-ভোগ সমাপ্ত হইলে দেহপাত হয়, তাহার পর বিশ্বৈশ্বর্য্যযুক্ত কার্য্য-ব্রহ্মলোকে গমন হয়, তদনন্তর সর্বকামসমাপ্তিপূর্ব্বক কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়'। জ্ঞানী সকলের আত্মস্বরূপ বলিয়া জীবগণের সকল সুখই আত্মারূপে যুগপৎ ভোগ করেন। তৈত্তিরীয়ে বলা হইয়াছে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্, সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি" (২।১) অর্থাৎ 'যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদিস্থিত পরমাকাশে (বুদ্ধিতে) অবস্থিত জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত যুগপৎ সমস্ত কাম্যবস্তু ভোগ করিতে পারেন।' তিনি সকলের দুঃখ ভোগ করেন না, কারণ দুঃখসকল সেই জ্ঞানীর আত্মভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পঞ্চদশীর এই শ্লোক হইতে যাঁহারা জ্ঞানীর ভোগ সমর্থন করিতে যান, তাঁহাদের ছান্দোগ্যের উক্ত শ্রুতির শাঙ্করভাষ্যের অর্থের অনুধাবন করা কর্ত্তব্য]। পূর্বে যে ভরতাদির কথা বলিয়াছ, তাঁহারা আহারাদি ত্যাগ করিয়া কোথাও কাষ্ঠপাষাণবৎ অবস্থান করেন নাই। কেবল সঙ্গভয়ে ভীত হইয়া উদাসীনবৎ অবস্থান করিতেন।২৭৩। লোকে সঙ্গহেতুই দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং নিঃসঙ্গ পুরুষই সুখ ভোগ করে। সেইজন্য যিনি সর্বদা সুখ কামনা করেন, তিনি সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।২৭৪। মূঢ়গণ শাস্ত্র-তাৎপর্য্য না বুঝিয়া জ্ঞানিগণ-সম্বন্ধে নানা প্রকার বলিয়া থাকে। এক্ষণে মূঢ়গণের কথা থাকুক, আমাদের সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে।২৭৫

বৈরাগ্য, উপরতি ও জ্ঞানের পার্থক্য—বৈরাগ্য উপরতি ও জ্ঞান ইহারা পরস্পরের সহায়ক। ইহারা প্রায়ই একত্র অবস্থান করে। কখন কখন ইহাদিগকে বিযুক্ত থাকিতেও দেখা যায়।২৭৬। ইহাদের হেতু, স্বরূপ ও কার্য্য (ফল) ভিন্ন ভিন্ন। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চান,

তাঁহাদের ঐ গুলির পার্থক্য জানা আবশ্যক।২৭৭। (১) বিষয়ে দোষদৃষ্টি বৈরাগ্যের অসাধারণ হেতু—বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা বৈরাগ্যের স্বরূপ এবং—পুনরায় বিষয়ভোগে দীনতা প্রকাশ না করা, বৈরাগ্যের ফল।২৭৮। (২) শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন জ্ঞানের অসাধারণ কারণ—অহংকারাদি মিথ্যা বস্তু হইতে আত্মা পৃথক্ এইরূপ জ্ঞানই বোধের স্বরূপ—নষ্ট হৃদয়-গ্রন্থির পুনরায় অনুদয় জ্ঞানের ফল।২৭৯। (৩) যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগের সাধন, উপরতির কারণ—যোগদ্বারা চিত্তবৃত্তিসকলের নিরোধ, উপরতির স্বরূপ—ব্যবহারের সম্যক্ ক্ষয় উপরতির ফল।২৮০। ইহাদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানই প্রধান। যেহেতু, উহা সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদান করে। বৈরাগ্য বা উপরতি জ্ঞানের সহায়ক।২৮১। যদি কাহারও মধ্যে এই তিনটির অতিশয় পক্বতা দৃষ্ট হয়, তবে উহা মহা তপস্যার ফল। পাপের জন্য কখন কখন কোন পুরুষে কদাচিৎ ঐ তিনটির মধ্যে কোনটির প্রতিবন্ধ দৃষ্ট হয়।২৮২। যাঁহার বৈরাগ্য ও উপরতি পূর্ণভাবে আছে, কিন্তু বোধ প্রতিবদ্ধ তাঁহার মোক্ষ হয় না, (কারণ, জ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র কারণ); কিন্তু তপস্যার বলে পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয়।২৮৩। যাঁহার পূর্ণ বোধ বা জ্ঞান আছে, কিন্তু, বৈরাগ্য ও উপরতি প্রতিবদ্ধ তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত, কিন্তু তাঁহার দৃষ্ট দুঃখ নাশ হয় না।২৮৪। [জ্ঞানীর যদি নিজ দৃষ্টিতে দৃষ্ট দুঃখ থাকে, তবে উহা প্রতিবন্ধযুক্ত মন্দ জ্ঞান। যেমন অগ্নি জ্বলিলেও উহার দাহিকাশক্তি যদি মণিমন্ত্রাদির দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, তবে ঐ অগ্নি দাহকার্য্য করিতে পারে না; এইরূপ প্রতিবন্ধযুক্ত মন্দজ্ঞান জ্ঞানফল মোক্ষ প্রদান করিতে পারে না। যেমন অগ্নি হইতে মণিমন্ত্রাদির অপসারণে উহা দাহকার্য্য সম্পাদন করে, এইরূপ সম্যক্ প্রতিবন্ধক্ষয়ে (মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়পূর্বক) জ্ঞান মোক্ষফল প্রদান করে। এইজন্য যোগবাশিষ্ঠে সমকালে ঐ তিনটিরই (মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও জ্ঞানের) অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছে। এক একটির

পৃথক্ অভ্যাসে ফল হয় না, ইহাও বলা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—"দৃষ্ট দুঃখে অনুদ্বেগই বিদ্যার প্রকৃত ফল"। যাঁহারা মনে করেন, বৈরাগ্য না থাকিলেও জ্ঞান হইতে পারে, তাঁহারা মহা ভ্রান্ত। আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—"অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ, সমাহিতস্যৈব দৃঢ়প্রবোধঃ" (৩৮২ শ্লোঃ) অর্থাৎ, 'অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির সমাধি হয় এবং সমাহিত পুরুষেরই দৃঢ় জ্ঞান হয়'। আচার্য্য আরও বলিয়াছেন—"বৈরাগ্যস্য ফলং বোধঃ" (৪২৬ শ্লোঃ) অর্থাৎ, 'বৈরাগ্যের ফল বোধ বা জ্ঞান'। যাহার বৈরাগ্য নাই, তাহার বেদান্তের শ্রবণ-মননেই অধিকার নাই—জ্ঞান হওয়া তো দূরের কথা। এমন কি, বেদান্তের অধিকার লাভের প্রথম সাধন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকও তাঁহার হয় নাই। কারণ, প্রকৃত নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক হইলে, ইহামুত্রফলভোগবৈরাগ্যও আসিবেই]

(১) ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান হওয়া বৈরাগ্যের সীমা। (২) অজ্ঞ ব্যক্তির দেহে যেমন দৃঢ় আত্মবুদ্ধি থাকে, সেই-রূপ পরমাত্মাতে 'ব্রহ্মই আমি' এই প্রকার দৃঢ় আত্মবুদ্ধিই জ্ঞানের সীমা।২৮৫। (৩) সুষুপ্তিবৎ জগতের বিস্মৃতি উপরতির সীমা।২৮৬। জ্ঞানি-গণেরও নানা প্রকার প্রারব্ধ-কর্ম্মের ভেদ থাকায় নানা প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং পণ্ডিতগণ শাস্ত্রার্থে ভ্রম করিবেন না, অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্যবহার দেখিয়াই জ্ঞানী, অজ্ঞানী নির্ণয় করিবেন না।২৮৭। স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জ্ঞানিগণ যে কোন ব্যবহারে নিরত থাকুন, তাঁহাদের জ্ঞানে অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক নিশ্চয়ে কোনও ভেদ নাই। (কারণ, সত্য-বিষয়ক জ্ঞান সকলেরই এক প্রকার হয়) এবং মুক্তিও সকলের সমান।২৮৮। পটে চিত্রের ন্যায় এই জগদ্রূপ চিত্র, স্বচৈতন্যে মায়াদ্বারা কল্পিত। এই জগৎকে মিথ্যাভাবে উপেক্ষা করিয়া চৈতন্যেই

ইহার পর্য্যবসান করা কর্ত্তব্য।২৮৯। যে সকল বুধ ব্যক্তি এই চিত্রদীপের নিগূঢ় অর্থের নিত্য অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা জগচ্চিত্র দেখিয়াও আর পূর্ব্বের ন্যায় মোহপ্রাপ্ত হন না।২৯০।

সপ্তম অধ্যায়—তৃপ্তিদীপ

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"আত্মানঞ্চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ" (৪।৪।১২) অর্থাৎ, "জীব যদি বুঝিতে পারেন যে, 'আমিই পরমাত্ম-স্বরূপ,' তবে কি ইচ্ছা করিয়া, এবং কিসের কামনায় তিনি শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া পুনরায় জ্বর বা তিনদেহের দুঃখ ভোগ করিবেন"?১। এই শ্রুতির অভিপ্রায়ই এই অধ্যায়ে বিচারিত হইবে। তাহা হইলে জীবন্মুক্ত পুরুষের যে তৃপ্তি বা সুখানুভূতি হয়, তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।২। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"মায়াশক্তি আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন"। অতএব জীব ও ঈশ্বরভাব কল্পিত এবং উহাদের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ কল্পিত হইয়াছে।৩। ঈক্ষণ হইতে সৃষ্টিতে প্রবেশ পর্য্যন্ত ঈশ্বর-কল্পিত এবং জাগ্রদবস্থা হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সংসার জীব-কল্পিত।৪। দেহাদি ভ্রান্তির অধিষ্ঠান-স্বরূপ যে কূটস্থ, উহা অসঙ্গ এবং চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু, বুদ্ধির সহিত অন্যোন্যাধ্যাসবশতঃ সেই অসঙ্গ কূটস্থচৈতন্য বুদ্ধিস্থ জীবরূপে প্রতীত হন—ইনিই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত 'পুরুষ' শব্দের বাচ্য।৫। **অধিষ্ঠান-সহিত সেই জীবই বন্ধমোক্ষের অধিকারী; কেবল চিদাভাস বন্ধমোক্ষের অধিকারী হয় না।** কারণ কোথাও

অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রান্তি হয় না।৬। কূটস্থরূপ অধিষ্ঠান-অংশের সহিত সংযুক্ত জীব যখন স্থূল, সূক্ষ্ম দেহদ্বয়রূপ ভ্রমাংশকে অবলম্বন করে, তখন সে নিজেকে সংসারী মনে করে।৭। (কূটস্থচৈতন্যই অজ্ঞানবশতঃ জীবরূপে প্রতিভাত হন। জীব স্বরূপতঃ শিবই। বিচার দ্বারা জীবভাবেরই নিরাস করা হয়। জীবের সর্বতোভাবে নিরাস হইলে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই অনুভব কাহার হইবে?)। বিচার দ্বারা ভ্রমাংশের তিরস্কার করিতে পারিলে যখন অধিষ্ঠান অংশের (কূটস্থের) প্রধানতা হয়, তখন জীব বুঝিতে পারে—'আমি চৈতন্যস্বরূপ ও অসঙ্গ'।৮। যদি বল—'অসঙ্গ কূটস্থচৈতন্যে অহংকারের যোগ সম্ভব নয়, তবে জীব কিরূপে অনুভব করিবে—'আমি হইতেছি অসঙ্গ কূটস্থ চৈতন্য'? তদুত্তরে বলি—**'অহং' শব্দের তিনটি অর্থ—তন্মধ্যে একটি মুখ্য, অপর দুইটি গৌণ।**৯। কূটস্থচৈতন্য ও চিদাভাসের অন্যোন্যাধ্যাসবশতঃ অর্থাৎ পরস্পরের ধর্ম পরস্পরে আরোপিত করিয়া, উভয়কে একাকার করিয়া মূঢ়গণ যে 'অহং' শব্দের প্রয়োগ করে, উহাই 'মুখ্য অহংকার'।১০। যখন 'অহং' শব্দ দ্বারা আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য ইহাদের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বলিতে ইচ্ছা করা হয়, তখন উহা 'অহং' শব্দের অমুখ্য বা গৌণ অর্থ। তত্ত্ববিদ্‌গণ লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে পর্য্যায়ক্রমে ঐ রূপ 'অহং' শব্দের প্রয়োগ করেন। জ্ঞানিগণ লোক-ব্যবহারে 'আমি যাইতেছি' ইত্যাদি বাক্যে যে অহং শব্দের প্রয়োগ করেন, উহাতে উঁহারা কূটস্থ হইতে চিদাভাসকে পৃথক্ জানিয়াই উক্ত বাক্যের প্রয়োগ করেন।১১, ১২। [অর্থাৎ, কেহ যদি জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনি কি যাইবেন'? জ্ঞানী উত্তর দেন—'হাঁ আমি যাইতেছি'। জ্ঞানী জানেন যে, তাঁহার স্বরূপ কূটস্থ এবং উঁহার গমনাগমন নাই। জ্ঞানী যদি স্বীয় স্বরূপ কূটস্থচৈতন্যে দৃষ্টি করিয়া

এইরূপ উত্তর দেন—'আমার গমনাগমন নাই'—তবে লোক-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং জ্ঞানী স্বরূপতঃ তাঁহার গমনাগমন নাই জানিয়াও কূটস্থ হইতে চিদাভাসকে পৃথক্ করিয়া চিদাভাসে পৃথক্‌ভাবে যে অহংশব্দের প্রয়োগ করেন, উহা 'অহং' শব্দের গৌণ প্রয়োগ।] আবার সেই জ্ঞানী শাস্ত্রীয় দৃষ্টিবশতঃ (বেদান্তশ্রবণ-জনিত জ্ঞান দ্বারা) 'আমি অসঙ্গ' 'আমি চৈতন্য' এইরূপে চিদাভাস হইতে নিজেকে (কূটস্থকে) পৃথক্ করিয়া কূটস্থে যে 'অহং' শব্দের প্রয়োগ করেন, উহাও 'অহং' শব্দের গৌণ প্রয়োগ।১৩। যদি বল—'জ্ঞানিতা ও অজ্ঞানিতা তো আভাসচৈতন্যের ধর্ম, উহা কূটস্থচৈতন্যের ধর্ম নহে ; তাহা সত্ত্বেও কিরূপে আভাসচৈতন্য 'আমি কূটস্থচৈতন্য' এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারে ?১৪। তদুত্তরে বলি—'ইহাতে দোষ নাই, কারণ, চিদাভাসের স্বরূপ হইতেছে কূটস্থ চৈতন্য আভাসত্ব মিথ্যা এবং কূটস্থে উহার পর্য্যবসান।১৫। [যে কোন বস্তুর জ্ঞান, উহা চৈতন্য-স্বরূপ কূটস্থের জ্ঞানালোকেই আলোকিত। বুদ্ধিরূপ উপাধি যাহাতে পড়িয়া কূটস্থের চিদাভাস (জীব) এই নাম হয়, সেই বুদ্ধিস্থ সংস্কারজন্য কূটস্থচৈতন্যের সামান্যজ্ঞান আমাদের নিকট বিশেষাকারে প্রকাশিত ও গ্রাহ্য হয়। বস্তুতঃ কূটস্থচৈতন্যই সকল বিষয়ের জ্ঞাতা। তিনি ছাড়া অন্য কোন জ্ঞাতা, শ্রোতা, মন্তা প্রভৃতি নাই। জড় বুদ্ধির জ্ঞাতৃত্ব নাই। কূটস্থের জ্ঞাতৃত্ব চিদাভাসে আরোপিত হয় মাত্র]। যদি বল—'আমি হইতেছি কূটস্থচৈতন্য' এই প্রকার জ্ঞানও তো মিথ্যা' (কারণ, উহা বুদ্ধিবৃত্তিস্থ বিশেষ জ্ঞান) ? তবে বলি—'ঐ জ্ঞান যে মিথ্যা নয়'—ইহা কে বলিতেছে ? রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট সর্পের গমনাগমন কাহারও অভীষ্ট নয়'।১৬। পুনরায় যদি প্রশ্ন কর—'ঐ জ্ঞান যদি মিথ্যাই হইল, তবে সেই মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা সংসারের নিবৃত্তি কিরূপে হইবে' ? তবে বলি—'ঐ প্রকার বোধদ্বারা সংসারের নিবৃত্তি হয়। কারণ,

লৌকিক প্রবাদ আছে যে,—'যেমন দেবতা উপহারও তেমনি'। (সংসারও মিথ্যা বলিয়া 'আমি কূটস্থ' এইরূপ মিথ্যা বোধ উহার নিবৃত্তি করিতে পারে—যেমন স্বপ্নের মিথ্যা দারিদ্র্যের নাশ স্বপ্নের মিথ্যা ধন দ্বারাই হইয়া থাকে। যেমন ঘরে সত্য ধন থাকিলেও উহা স্বপ্নকালীন মিথ্যা দারিদ্র্যের নাশ করিতে পারে না, এইরূপ কূটস্থচৈতন্ত সত্য হইলেও কূটস্থচৈতন্তরূপ সামান্তজ্ঞান সংসার-কারণ অজ্ঞানের নাশ করিতে পারে না)।১৭। যে হেতু কূটস্থচৈতন্তই চিদাভাসের নিজ স্বরূপ, সেইজন্ত পুরুষশব্দবাচ্য কূটস্থসহিত চিদাভাস, সেই কূটস্থকে মিথ্যাভূত আপনার চিদাভাসরূপ হইতে বিবেক করিয়া লক্ষণাদ্বারা 'আমি কূটস্থ' এইপ্রকার জানিতে সমর্থ হয়। এই অভিপ্রায়েই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচনে "অয়মস্মীতি" ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে।১৮। মূঢ় ব্যক্তিগণের দেহে সংশয়-বিপর্য্যয়শূন্ত 'দেহই আমি' এই প্রকার আত্মবোধের ন্তায় প্রত্যাগাত্ম-বিষয়ক দৃঢ় আত্মজ্ঞান মুক্তির কারণ বলিয়া উহার সম্পাদনে যত্ন করা উচিত। সেই অপরোক্ষ প্রত্যাগাত্মার নিরূপণ জন্ত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "অয়ম্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।১৯। মূঢ়ব্যক্তিগণের যেমন দেহাদিতে দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তির বুদ্ধিতে দেহাত্মজ্ঞানের বাধক "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ দৃঢ়বোধ উৎপন্ন হয়, তিনি মুক্তির ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া যান।২০। যদি বল—'অয়ং' এই শব্দ দ্বারা আত্মার অপরোক্ষত্ব কথিত হইয়াছে'—তবে বলি, 'তাহাই বল, উহা আমাদেরও ইষ্ট। কারণ স্বপ্রকাশ চৈতন্ত (কোন ব্যবধান না থাকায়) নিত্য অপরোক্ষ'।২১। [আমাদের আত্মা আমাদের নিকট নিত্য অপরোক্ষ। আত্মার ঐ অপরোক্ষতা কোন বাহ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার জন্ত পূর্ব্বে আত্মার অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক। নিত্যসিদ্ধ আত্মার অপরোক্ষতা

বা প্রত্যক্ষতা অন্য বস্তুতে আরোপিত হইলে উহাদিগকে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ মনে হয়] যেমন দশম পুরুষ নিত্য অপরোক্ষ থাকিলেও দশম পুরুষ সম্বন্ধে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়প্রকার জ্ঞানই হইতে পারে, এইপ্রকার নিত্য-অপরোক্ষ আত্মার বিষয়েও পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়প্রকার জ্ঞানই হইতে পারে ।২২।

[দশজন ব্যক্তি গঙ্গা স্নান করিতে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় তাহাদের একজন বলিল—'আমরা দশজনই আছি কি না, গুণিয়া দেখা যাক্'। কিন্তু গণনা করিবার সময় সে নিজেকে বাদ দিল। সুতরাং তাহার গণনায় নয় জন হইল। অপর সকলেও সেই ভুলই করিল। সুতরাং তাহাদের নিশ্চয় হইল, তাহাদের একজন জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। তখন তাহারা তাহার জন্য দুঃখে রোদন করিতে এবং শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। সেই স্থান দিয়া এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যাইতেছিলেন, তিনি উহাদিগকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উহারা তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিল। তখন তিনি নিজে গণনা করিয়া দেখিলেন যে দশজনই আছে, এবং বুঝিতে পারিলেন যে উহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছে। তিনি উহাদের সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য বলিলেন—'দশমব্যক্তি আছে, মরে নাই।' তখন দশম ব্যক্তি আছে শুনিয়া ঐ ব্যক্তিগণ অনেকটা আশ্বস্ত হইল এবং হৃদয়ে বল পাইল। ইহাই দশম পুরুষ সম্বন্ধে উহাদের পরোক্ষ জ্ঞান। (পরোক্ষ=যাহা প্রত্যক্ষ নয়)। কিন্তু, তখনও তাহারা দশম ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারিল না। তখন সেই অভ্রান্ত ব্যক্তি উহাদের একজনকে গণনা করিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি নয় পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যেমনি থামিয়াছে, তিনি তাহার হৃদয়দেশে অঙ্গুলি ঘুরাইয়া দিয়া বলিলেন—'তুমিইতো দশম।' অমনি এক মুহূর্ত্তে তাহার ও

অন্যান্য সকলের ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাই হইল উহাদের দশম পুরুষ-সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান। তখন তাহাদের দুঃখের নিবৃত্তি হইল এবং তাহারা আনন্দিত হইল। কিন্তু, অজ্ঞানকালে শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করায় তাহাদের শিরে যে বেদনা উৎপন্ন হইয়াছিল, দশমপুরুষের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই উহার নিবৃত্তি হইল না—উহা রসায়ন সেবনদ্বারা ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইল।

[এইরূপ সংসারভ্রমে পতিত জীব বাহিরের বস্তুর গণনাতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া নিজের অপরোক্ষ আত্মার দিকে দৃষ্টি না করিয়া নানা প্রকার দুঃখ ভোগ ও বিলাপ করে। পূর্ব পুণ্যবশতঃ সদ্‌গুরুর মিলন হইলে গুরু যখন তাঁহাকে বলেন—'জগৎকারণ সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম আছেন, তখন সেই গুরুবাক্যে শ্রদ্ধালু হইলে তৎক্ষণাৎ শিষ্যের পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন সেই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাহার দুঃখ অনেকটা কমিয়া যায় এবং সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই তাহার পরম আত্মীয় জানিয়া হৃদয়ে বলও আসে। কিন্তু তখনও সে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে না পারায় সম্যক্ আশ্বস্ত হইতে পারে না, কিংবা তাহার সর্ব দুঃখও নিবৃত্ত হয় না। পরে গুরু তাহাকে মহাবাক্যের বিচার শুনাইলে সম্যক্ শুদ্ধচিত্ত শিষ্যের তৎক্ষণাৎ নিজ নিত্য অপরোক্ষ আত্মার দিকে নজর পড়ে এবং উহা যে ব্রহ্ম তাহাও বুঝিতে পারে। তখন তাহার সর্বদুঃখনিবৃত্তি ও কৃতার্থতা প্রাপ্তি হয়। কিন্তু, তাহার অজ্ঞান অবস্থার সংস্কার কিছুকাল চলিতে থাকে, যে হেতু ভোগব্যতীত প্রারব্ধকর্মের নাশ হয় না। কিন্তু, আত্মজ্ঞানজন্য আনন্দের প্রাবল্যবশতঃ সেই প্রারব্ধভোগ সেই জ্ঞানী জীবকে বিচলিত করিতে পারে না। সেই আনন্দরূপ রসায়ন পানে মগ্ন জ্ঞানীর সেই প্রারব্ধভোগ লক্ষ্যের মধ্যেই আসে না। শেষে তিনি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপই হইয়া যান]

দশম পুরুষের সাতটি অবস্থা—

(১) নব সংখ্যাদ্বারা অপহৃত-বিবেক পুরুষ সেই নয়জনকে সম্মুখে দেখিয়াও বুদ্ধির বিভ্রমবশতঃ গণনাকারী নিজেকে 'আমিই দশম পুরুষ' ইহা জানিতে পারে না—ইহাই দশম পুরুষ-বিষয়ক **অজ্ঞান**।২৩।

(২) দশম ব্যক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজেই যদিও দশম, তথাপি এইরূপ বলে—'দশম নাই,' দশম প্রকাশ পাইতেছে না'—ইহাই দশম পুরুষ সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞানকৃত **আবরণ**।২৪।

(৩) 'দশম নদীতে ডুবিয়া মারা গিয়াছে' এই ভাবিয়া শোকে তাহার যে ক্রন্দন, উহাই **বিক্ষেপ**।২৫।

(৪) যখন সে অভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট শুনিল—'দশম আছে, মরে নাই,' তখন তাহার দশম পুরুষ-সম্বন্ধে **পরোক্ষ জ্ঞান** হইল।২৬। (পরোক্ষ জ্ঞানে বস্তুর সামান্য জ্ঞান হয়, বিশেষ জ্ঞান হয় না। কোন বস্তুর বিশেষ জ্ঞানকে উহার অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে)।

(৫) যখন গণনা করিয়া তাহাকে 'তুমিই দশম' ইহা দেখান হইল, তখন তাহার দশম পুরুষ সম্বন্ধে **অপরোক্ষ জ্ঞান** হইল।২৭।

(৬) তখন তাহার **হর্ষ** উৎপন্ন হইল এবং শেষে (৭) **শোক-নিবৃত্তি** হইল।২৭। এইরূপে **ভ্রান্তব্যক্তির**—(১) **অজ্ঞান** (২) **আবরণ** (৩) **বিক্ষেপ** (৪) **পরোক্ষজ্ঞান** (৫) **অপরোক্ষ জ্ঞান** (৬) **হর্ষ** বা **তৃপ্তি** এবং (৭) **শোকনিবৃত্তি** এই সাতটি অবস্থা দেখান হইল। চিদাভাসেও ঐ সপ্তাবস্থা প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত।২৮।

চিদাভাস সংসারে আসক্তচিত্ত হইয়া কদাচ নিজের স্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ কূটস্থ চৈতন্যকে জানিতে পারে না।২৯। সেইজন্য প্রসঙ্গতঃ জীব বলে—'কূটস্থ নাই', 'কূটস্থ প্রকাশ পায় না'—ইহাই—অজ্ঞানজনিত আবরণ। সেই কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীব আপনাকে কর্ত্তা, ভোক্তা মনে করে—ইহাই বিক্ষেপ।৩০। গুরুমুখে 'কূটস্থ আছেন'

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া জীবের পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। পরে বিচারদ্বারা জীব জানিতে পারে—'আমিই কূটস্থ'—ইহাই কূটস্থ বিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান।৩১। অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হইলে 'আমি কর্ত্তা' 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদি ভাব যাহা শোকের কারণ, সে উহাকে ত্যাগ করে এবং 'আমার যাহা করিবার ছিল তাহা করা হইয়াছে, যাহা পাইবার ছিল তাহা পাওয়া হইয়াছে,' এই প্রকার কৃতকৃত্যতা ও তৃপ্তি লাভ করে।৩২। সুতরাং দেখা গেল, পূর্ব্বোক্ত সাতটি অবস্থার মধ্যেই বন্ধ ও মুক্তি অবস্থিত এবং ঐ সাতটি অবস্থা চিদাভাসেরই। ঐ সাতটি অবস্থার মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ বন্ধনের কারণ।৩৪। বিচারের পূর্বে 'আমি আমাকে জানি না' এইরূপ উদাসীন ব্যবহারের যাহা কারণ, উহাকে অজ্ঞান বলে।৩৫। ভুলপথে আপনার বুদ্ধিমত বিচার করিয়া 'কূটস্থ বলিয়া কোন বস্তু নাই, উহা প্রকাশ পায় না' এই প্রকার যে বিপরীত ব্যবহার, উহাই আবরণের কার্য্য। ৩৬। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে অভিমানী যে চিদাভাস—উহাই বিক্ষেপ। কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ভাব এবং তজ্জন্য সুখদুঃখ প্রাপ্তির নাম সংসার। উহাই জীবের বন্ধনের কারণ।৩৭। যদি বল—'বিক্ষেপ উৎপন্ন হইবার পূর্বে যখন চিদাভাসের (জীবের) অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না, তখন অজ্ঞান ও আবরণ এই দুই অবস্থা জীবের হইবে কিরূপে?৩৮। তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে—'বিক্ষেপ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অজ্ঞানে সেই বিক্ষেপের সংস্কার লুক্কায়িতভাবে থাকে এবং জীবও তজ্জন্য সূক্ষ্মভাবে থাকে। সুতরাং অজ্ঞান আবরণকে জীবের অবস্থা বলা হইয়াছে।৩৯। ব্রহ্ম অধিষ্ঠান-স্বরূপ এবং অজ্ঞানের আশ্রয়। ব্রহ্মে আরোপিত জগতের দোষগুণ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। সেইজন্য অজ্ঞান, আবরণ প্রভৃতি ব্রহ্মের অবস্থা নহে। ঐ অবস্থাগুলি অজ্ঞানাভিমানী জীবেরই— কারণ জীবই মনে করে 'আমি অজ্ঞ'। পূর্বোক্ত পরোক্ষ এবং

অপরোক্ষজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হইলে অজ্ঞানের কার্য্য যে আবরণ, যাহা 'কূটস্থ নাই, কূটস্থ প্রকাশ পায় না' এই দুইরূপে অনুভূত হয়, উহার নাশ হয়।৪০-৪৪। যে আবরণ-শক্তিদ্বারা 'আত্মা বা ব্রহ্ম নাই' এইরূপ মনে হয়,—উহা **অসত্ত্বাপাদক আবরণ**। পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা এই আবরণের নাশ হয়। যে আবরণ-শক্তিদ্বারা 'ব্রহ্ম আছেন, কিন্তু আমি উহাকে প্রত্যক্ষরূপে জানি না,' এইরূপ জ্ঞান হয়—উহাকে **অভানাপাদক আবরণ** বলে। অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা উহার নাশ হয়।৪৫। এই অভানাপাদক আবরণের নিবৃত্তি হইলে ব্রহ্মে যে জীবত্বের আরোপ হইয়াছিল, উহার সম্যক্ ক্ষয় হইয়া যায় এবং সেইজন্য কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি জন্য সংসার-নামক শোকেরও নিবৃত্তি হয়।৪৬। আর সর্বসংসার নিবৃত্ত হইলে নিজের নিত্যমুক্তস্বরূপ ভাসমান হওয়ায় জীবের নিরঙ্কুশ তৃপ্তি লাভ হয় এবং পুনরায় শোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।৪৭। পূর্বোক্ত "আত্মানঞ্চেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ ও শোকনিবৃত্তি এই দুইটিকে জীবের অবস্থা বলা হইয়াছে। ঐ শ্রুতিতে 'অয়ম্ ইতি' শব্দ দ্বারা অপরোক্ষত্বের কথা বলা হইয়াছে।৪৮।

অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ—সেই অপরোক্ষজ্ঞান দুই প্রকার:—(১) বিষয়রূপ (চৈতন্যস্বরূপ) আত্মার স্বপ্রকাশতা এবং (২) বুদ্ধি দ্বারা আত্মার সেই স্বপ্রকাশতার উপলব্ধি।৪৯ [আত্মার স্বপ্রকাশতারূপ অপরোক্ষতা সর্বদাই বিদ্যমান। উহা দ্বারা জীবের অজ্ঞান নাশ হয় না। দ্বিতীয় প্রকারের অপরোক্ষতাই জীবের অজ্ঞান নাশ করে। বৃত্তিজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইয়া আত্মার স্বয়ং-প্রকাশতার উপলব্ধি হইলে পরে নিত্য-অপরোক্ষস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাই থাকিয়া যান]। অপরোক্ষ-জ্ঞানকালের ন্যায় পরোক্ষজ্ঞান-কালেও আত্মার সেই স্বয়ংপ্রকাশতা বিদ্যমান থাকে, কেন না,

'স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আছেন' এই প্রকার শাব্দ জ্ঞান হয়।৫০। 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান না হইয়া যদি 'ব্রহ্ম আছেন' এই মাত্র জ্ঞান হয়, তবে উহাকে 'পরোক্ষ জ্ঞান' বলে। পরোক্ষজ্ঞানও ভ্রান্ত নহে, কারণ এই জ্ঞানের কোন বাধা নিরূপণ করা যায় না।৫১। [পরোক্ষ-জ্ঞানের ভ্রান্তিবিষয়ে ৪টি শঙ্কা হইতে পারে :—(১) ঐ জ্ঞান বাধ প্রাপ্ত হয় বলিয়া (২) ঐ জ্ঞানে ব্যক্তির উল্লেখ না থাকায়, বস্তুর বিশেষরূপের গ্রহণ হয় না বলিয়া (৩) অপরোক্ষরূপে গ্রহণযোগ্য বস্তুর পরোক্ষরূপে গ্রহণ হওয়ায় এবং (৪) কেবল অংশের গ্রহণ হওয়ায়—ঐ জ্ঞান ভ্রান্ত। পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে দেখান হইয়াছে যে পূর্বোক্ত কোন কারণই পরোক্ষ জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না]।

(১) যদি 'ব্রহ্ম নাই' এইরূপ কোন প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে পরোক্ষজ্ঞান বাধপ্রাপ্ত হইত। ঐ রূপ প্রবল প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই না; অতএব উহা বাধপ্রাপ্ত হয় না।৫২।

(২) যদি বল, 'পরোক্ষজ্ঞান বস্তুর বিশেষরূপ গ্রহণ করিতে না পারায়, উহা ভ্রমস্বরূপ'; তবে বলি 'তাহা হইলে শাস্ত্রসকল হইতে যে স্বর্গবুদ্ধি হয়, উহাকেও ভ্রান্তি বলিতে হয়। কারণ, ঐ প্রকার শাব্দ জ্ঞানে 'স্বর্গ আছে' এইরূপ সামান্যাকারেই স্বর্গ প্রতীত হয়; 'এই স্বর্গ' বলিয়া বিশেষাকারে প্রতীত হয় না।৫৩।

(৩) যে বস্তু অপরোক্ষ হইবার যোগ্য, তদ্বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তি নয়। কারণ, 'ব্রহ্ম কেবল পরোক্ষই, উহার অপরোক্ষ হয় না' পরোক্ষজ্ঞান-কালে এরূপ বোধ হয় না।৫৪। [পর্বতে ধূম দেখিয়া উহাতে বহ্নির অনুমান করা হয়। ঐ অনুমান-প্রমাণ হইতে বহ্নির পরোক্ষজ্ঞান হয়। এই পরোক্ষজ্ঞানে 'উহা অগ্নিমাত্র' অগ্নি বিষয়ে এইরূপ ব্যাপক সামান্যজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু, 'উহা কিরূপ অগ্নি' —অগ্নি ব্যক্তি-বিষয়ক এইরূপ বিশেষজ্ঞান হয় না। বিশেষজ্ঞান

হয় না বলিয়াই উহা পরোক্ষজ্ঞান। কিন্তু, নিকটে গিয়া যদি অগ্নি প্রত্যক্ষ না করা যায়, তবে ঐ পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্ত; কিন্তু, যদি অগ্নি দেখা যায়, তবে উহা সত্য। সুতরাং আগে যে বস্তুর পরোক্ষজ্ঞান হইয়াছে, পরে যদি উহার অপরোক্ষ হয়, তবে ঐ পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্ত নয়। এইরূপ শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান পরে অপরোক্ষ হয় বলিয়া উহা ভ্রান্ত নয়। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে জগতের ব্যাবহারিক সত্তাবাদীর প্রশ্নের উত্তরে জগতের ব্যাবহারিক সত্যত্বের স্বীকৃতি-পূর্বক এই সকল উত্তর দেওয়া হইতেছে। অদ্বৈত সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই সত্য নয়] (৪) যদি বল—'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞানস্থলে ব্রহ্মরূপ অংশের গ্রহণ হইলেও প্রত্যগাত্ম-রূপে সাক্ষী অংশের গ্রহণ না হওয়ায়, ঐ পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তি' তবে বলি, অংশের অগ্রহণ যদি ভ্রান্তি হয়, তবে ঘট জ্ঞানও ভ্রান্তি ইহা স্বীকার করিতে হয়। (কারণ, ঘটজ্ঞানস্থলেও ঘটের সর্বাংশের জ্ঞান হয় না)। যদি বল—'নিরবয়ব ব্রহ্মের অংশ কিরূপে সম্ভব'? তবে বলি 'ব্রহ্মে আরোপিত (সুতরাং নিষেধ করিবার যোগ্য) যে উপাধি, উহাকে লইয়াই কেবল বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করা হয়।৫৫। পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা 'ব্রহ্ম নাই' এইরূপ অসত্ত্বাংশের নিবৃত্তি হইয়া 'ব্রহ্ম আছেন' এই প্রকার বোধ হয় এবং অপরোক্ষজ্ঞান দ্বারা 'ব্রহ্ম থাকিলেও আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে না,—এইরূপ অভানাংশের নিবৃত্তি হইয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এই প্রকার জ্ঞান হয়।৫৬। যেমন 'দশম পুরুষ আছে' এইপ্রকার পরোক্ষজ্ঞান অভ্রান্তিরূপ, সেই প্রকার 'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপ পরোক্ষ-জ্ঞানও অভ্রান্তিরূপ। উভয় স্থলেই অজ্ঞানের আবরণ তুল্য।৫৭]

'আত্মা ব্রহ্ম' এই প্রকার বাক্য সম্যক্ বিচারিত হইলে অপরোক্ষ ব্রহ্মভাব অবগত হওয়া যায়; যেমন 'তুমিই দশম' এই

বাক্যে দশমত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।৫৮। 'দশম পুরুষ কোথায়' ?—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে 'তুমিই দশম পুরুষ' এইরূপ বলিলে আপনাকে ধরিয়া অপর নয়জনকে গুণিলে আপনাকে দশম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়।৫৯। 'তুমিই দশম' এই প্রকার বাক্য হইতে উৎপন্ন 'আমিই দশম' এইরূপ যে জ্ঞান, উহা আর বাধা প্রাপ্ত হয় না। এখন তাহাকে নয়জনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে রাখিয়া গণনা করিতে বলিলেও আপনাতে নবত্বের সংশয় হয় না।৬০। প্রথমতঃ 'সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম আছেন'—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মসত্তা পরোক্ষভাবে অবগত হইয়া পরে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ আত্মাকে "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপে সাক্ষাৎ করিলে আর আদি, মধ্যে ও অন্তে অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতেই 'আমিই ব্রহ্ম' এই প্রকার বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না। অতএব এই অপরোক্ষজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত বা দৃঢ়।৬১, ৬২। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীতে দেখা যায়, (৩।১) ভৃগুর পিতা বরুণ ভৃগুকে বলিয়া-ছিলেন—"যাঁহা হইতে এই ভূতগণ জন্মগ্রহণ করে, যাঁহা দ্বারা জীবগণ বাঁচিয়া থাকে ও মৃত্যুর পর জীবগণ যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়—উহাই ব্রহ্ম।" ভৃগু পিতার নিকট ব্রহ্মের এই সামান্য লক্ষণ পরোক্ষভাবে অবগত হইয়া পরে অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার দ্বারা স্বীয় আত্মার ব্রহ্মস্বরূপত্ব অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।৬৩। যদিও ভৃগুর পিতা ভৃগুকে "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ 'তুমি সেই ব্রহ্ম' এইপ্রকার বাক্য বলেন নাই, তথাপি ক্রমশঃ অন্নময়াদি কোষের বিচারস্থলের উল্লেখ করিয়াছিলেন।৬৪। ভৃগু ঐ পাঁচটি কোষের পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া প্রথমে আনন্দস্বরূপ নিজ আত্মার উপলব্ধি করিয়া তাহাতে 'আনন্দ হইতে ভূতগণ জাত হয়' ইত্যাদি ব্রহ্মের লক্ষণ প্রয়োগ করিয়া স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিয়াছিলেন।৬৫। উক্ত শ্রুতিতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (২।১) অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ'

—এই প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ করিয়া "যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্" অর্থাৎ 'যিনি তাঁহাকে গুহানিহিত জানিতে পারেন' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পঞ্চকোষরূপ গুহার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া তাঁহারই প্রত্যগ্রূপত্ব অভিহিত হইয়াছে।৬৬। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে (৮।৭।১)—"আত্মা পাপরহিত, মৃত্যু ও শোকরহিত" ইত্যাদি। ইন্দ্র ব্রহ্মের ঐ সকল লক্ষণ হইতে পরোক্ষভাবে ব্রহ্মকে জানিয়া উহাকে অপরোক্ষ করিবার জন্য চার বার গুরুর নিকট গমন করিয়াছিলেন।* ৬৭।

* ইন্দ্রকে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য চারিবার গুরুর নিকট গমন করিতে হইয়াছিল এবং ১০১ বৎসর তপস্যা করিয়া ইন্দ্র অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। ভৃগুকেও বরুণ পুনঃ পুনঃ তপস্যা করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় তপস্যাদি দ্বারা সম্যক্ পাপ ক্ষয় না হইলে প্রকৃত অপরোক্ষজ্ঞান হয় না। অপরোক্ষজ্ঞান লাভের প্রথম সাধন আত্মানাত্মবিবেক। এই আত্মানাত্মবিবেক সংন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়ের পক্ষেই পরম কল্যাণপ্রদ। আচার্য্য শঙ্কর 'আত্মানাত্মবিবেক' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"সাধন-সম্পত্তির অভাবেও গৃহস্থগণও আত্মানাত্মবিচার করিলে তাহাদের প্রত্যবায় তো হইবেই না, বরং পরম কল্যাণ হইবে।" অবশ্য গৃহস্থগণের পক্ষে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির পরম সহায়ক এবং উহা আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা আনিয়া দেয়। কিন্তু আত্মানাত্মবিবেক করিয়াও যদি চিত্ত অনাত্মবিষয় হইতে বিরত হইয়া একাগ্র ও সমাহিত না হয়, তবে গুরুমুখ হইতে শ্রুত মহাবাক্যবিচার প্রকৃত জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। আমরা সাধারণতঃ বিবেকদ্বারা দেহ, মন ও বুদ্ধির সাক্ষিরূপে যে স্বীয় আত্মার একটা মোটামুটি অনুভব করি, যদিও উহা কল্যাণপ্রদ তথাপি ঐ ত্রিপুটিযুক্ত সাক্ষিভাব প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান নয়। ঐ প্রকার

ঐতরেয় উপনিষদে "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" (১।১)" অর্থাৎ 'অগ্রে ইহা এক আত্মাই ছিল' ইত্যাদি বাক্যে পরোক্ষ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরে অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা জীববুদ্ধির সাক্ষী কূটস্থচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মের একত্ব দেখান হইয়াছে।৬৮। [বস্তুতে অবস্তুর আরোপ=অধ্যারোপ। অপবাদ='নেতি' 'নেতি' রীতিতে বিচার করিয়া দ্বৈতের নিষেধপূর্বক উহার ব্রহ্মমাত্রে পর্যবসান। ব্রহ্মে সত্য সৃষ্টি না থাকিলেও সৃষ্টিদর্শনকারী অজ্ঞ ব্যক্তির অনুকূল হইয়া শাস্ত্র প্রথমে সত্য ব্রহ্মে অসত্য সৃষ্টির আরোপ করিয়া সৃষ্টির বর্ণনা করেন। পরে 'নেতি' 'নেতি' রীতিতে সৃষ্টির নিষেধ করিয়া অধিষ্ঠান-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রদর্শন করেন। যে সকল শ্রুতিতে অধ্যারোপ

অনুভব কিছু চিত্তশুদ্ধি থাকিলে অল্পায়াসেই হইতে পারে। কিন্তু, স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করিয়া সর্বত্র সমদর্শন লাভ করাই কঠিন। সামান্য বিষয়কামনা থাকিলেও ভিতরে বাহিরে সর্বত্র সমদর্শন লাভ করা যায় না এবং ভয় ও দুঃখকেও অতিক্রম করা যায় না। বস্তুতঃ তীব্র বৈরাগ্য ও সমাধি-ব্যতীত দৃঢ় অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। 'অন্য বস্তু হইতে আত্মা পৃথক্'—কেবল এই প্রকার বিবিক্ত আত্মার জ্ঞানদ্বারা যে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না, ইহা আমরা আচার্য্য সুরেশ্বরকৃত 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির' বচন হইতে দেখাইতেছি। ঐ আচার্য্য বলিয়াছেন—"যো হ্যয়ম্ অন্বয়-ব্যতিরেকজো বিবেক আত্মানাত্ম-বিভাগ-লক্ষণোঽনাত্মস্থঃ স্থাণৌ সংশয়াববোধবৎ প্রতিপত্তব্যোঽযথাবস্তু-স্বাভাব্যান্মৃগতৃষ্ণিকোদক প্রবোধবদিত্যত আহ—সংসারবীজ-সংস্থোঽয়ং তদ্ধিয়া মুক্তিমিচ্ছতি। শশো নিমীলনেনেব মৃত্যুং পরিজিহীর্যতি" (নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি ৪।১৬)। অর্থাৎ 'আত্মা ও অনাত্মার বিভাগরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক-জাত যে বিবেক, উহা অনাত্মস্থ অর্থাৎ বুদ্ধিতে স্থিত। উহাকে স্থাণু-বিষয়ক সংশয় জ্ঞানের ন্যায় জানিতে হইবে। অযথার্থ-বস্তু-বিষয়ক

দ্বারা সৃষ্টির বর্ণনা করা হইয়াছে, কেবল যদি ঐগুলি গ্রহণ করা হয়, তবে জগৎ সত্য মনে হইবে। কিন্তু, পরে অপবাদ শ্রুতির সহিত উহার সামঞ্জস্য করিতে গেলে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইবে। প্রথমে অধ্যারোপ শ্রুতির প্রয়োজন। নতুবা কর্ম, উপাসনাদি দ্বারা জীবের চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং অপবাদ শ্রুতির তাৎপর্য্যও গ্রহণ করা যায় না]

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি অবান্তর বাক্য দ্বারা (যে বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রদর্শন করা হয় নাই) পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু মহাবাক্য-বিচারদ্বারা সর্বত্রই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। (যেমন কোন রাজার বহু ধন থাকিলেও উহা যদি আমার না হয়, তবে উহাতে আমার লাভ কি? এইরূপ ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান

মৃগতৃষ্ণাতে জলবুদ্ধির ন্যায় উহা ভ্রমরূপ। শশক যেমন চক্ষু বুজিয়া মৃত্যু-পরিহারের ইচ্ছা করে, সেইরূপ সংসার-বীজরূপ অজ্ঞানে অবস্থিত এই বিবেকদর্শী ব্যক্তি আত্মা ও অনাত্মার ভেদরূপ বিবেকবুদ্ধি-সাহায্যে মুক্তি লাভের ইচ্ছা করেন'। যখন আমরা বুদ্ধিদ্বারা বিবেক করিয়া অন্যবস্তু হইতে পৃথক্‌রূপে আত্মাকে জানি, তখনও অজ্ঞান থাকে। কারণ, যে সকল বস্তু হইতে নিজ আত্মাকে পৃথক্ করি, উহারাও যে ব্রহ্ম তখন এই জ্ঞান আমাদের থাকে না। বিবেক অনাত্মবস্তু ত্যাগের জন্য, নতুবা উহা ব্যর্থ। এই বিবেকবুদ্ধি বিভাগকে বিষয় করে বলিয়া উহা অখণ্ডাকারা হয় না। তবে বিবেকের ফলে চিত্ত যদি বিষয়বিরত ও সমাহিত হয়, তবেই গুরুমুখ হইতে শ্রুত মহাবাক্যবিচার অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু আত্মানাত্মবিচার দ্বারা জগৎকে মিথ্যা জানিয়া যদি চিত্ত বিষয়বিরত ও সমাহিত না হয়, তবে মহাবাক্যবিচারও প্রকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। অদ্বৈত-বেদান্তে একসঙ্গে ভোগ ও মোক্ষলাভের ব্যবস্থা নাই।

ও অনন্ত হইলেও উহাতে আমার লাভ কি? তবে মহৎ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে ও তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইলে যেমন হৃদয়ে বল আসে, এইরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয় করিলে হৃদয়ে বল আসে এবং তাঁহার কৃপায় পরমার্থধন প্রাপ্ত হওয়ার আশা করা যায়)।৬৯। অন্তঃকরণ উপাধিতে যে চৈতন্য 'আমি' রূপ প্রত্যয়ের এবং 'আমি' শব্দের আশ্রয়রূপে প্রতীত হন, তিনি মহাবাক্যস্থ 'ত্বং' পদের বাচ্য।৭১। আর যে চৈতন্য মায়া উপাধিবিশিষ্ট, যিনি জগৎকারণ, সর্বজ্ঞ, পরোক্ষত্ব ধর্মবিশিষ্ট এবং সত্যাদি স্বরূপ, তিনি মহাবাক্যস্থ 'তৎ' পদের বাচ্য।৭২। যে হেতু, একই বস্তুর একই কালে অপরোক্ষতা ও পরোক্ষতা, সদ্বি-তীয়ত্ব ও পূর্ণতা এই সকল বিরুদ্ধ ধর্ম সিদ্ধ হয় না, সেই জন্য লক্ষণাদ্বারা মহাবাক্যের অর্থ বুঝিতে হয়।৭৩। যেমন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্যের অর্থ ভাগলক্ষণা দ্বারা জানিতে হয়, এই প্রকার 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থও ভাগলক্ষণা দ্বারাই জানিতে হয়। এইস্থলে 'জহৎলক্ষণা' বা 'অজহৎলক্ষণা'দ্বারা বাক্যার্থ বোধ হইবে না।৭৪। যেমন 'গরুটি লইয়া আইস' ইত্যাদি বাক্যে পদ তিনটির অর্থ স্মরণ করিয়া পরস্পরের সংসর্গ বা সম্বন্ধ দ্বারা বাক্যার্থ বুঝিতে হয়, অথবা যেমন 'নীল উৎপল' ইত্যাদি বাক্যে নীলত্বাদিবিশিষ্ট উৎপলের বাক্যার্থ স্বীকৃত হয়, মহাবাক্যে ঐরূপ সংসর্গরূপ বা বিশিষ্ট-রূপ বাক্যার্থ স্বীকৃত হয় না। পণ্ডিতগণ স্বগতাদি-ভেদশূন্য অখণ্ডৈকরস বস্তুমাত্রেই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য স্বীকার করেন।৭৫। 'তৎ' ও ত্বং' পদার্থের শোধন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে—যে প্রত্যগাত্মা জীবের মধ্যে বুদ্ধির সাক্ষী কূটস্থ চৈতন্যরূপে অবস্থিত, তিনিই অদ্বয়ানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম, এবং যিনি অদ্বয়ানন্দরূপ ব্রহ্ম তিনিই প্রত্যগাত্মা।৭৬। এইরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার পরস্পরের যখন তাদাত্ম্য-প্রতিপত্তি হইবে অর্থাৎ উহাদের একরসত্ব হইবে তখন 'ত্বং' পদার্থের (জীবের)

অব্রহ্মত্ব এবং 'তৎ' পদার্থের (ব্রহ্মের) পরোক্ষত্ব নিবৃত্ত হইবে। ('ত্বং' পদার্থের পরিচ্ছিন্নতা-ভ্রম নিবৃত্তির অর্থ—'ত্বং' পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া 'তৎ' পদার্থতা বিধেয়। 'তৎ' পদার্থের পরোক্ষতা ভ্রম নিবৃত্তির অর্থ—'তৎ' পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া 'ত্বং' পদার্থতা বিধেয়)। তখন পূর্ণ আনন্দমাত্রস্বরূপে প্রত্যগ্বোধ অবশিষ্ট থাকিবে।৭৭। এইরূপ হইলেও যাঁহারা বলেন, মহাবাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাঁহাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত জ্ঞান অতি উজ্জ্বল।৭৮। যদি বল—'শাস্ত্রসিদ্ধান্ত থাকুক, যুক্তি দ্বারা দেখা যায় যে মহাবাক্য হইতে স্বর্গাদি বাক্যে পরোক্ষজ্ঞানের ন্যায় পরোক্ষ জ্ঞানই হয়'। 'কিন্তু, একথা বলা যায় না; কারণ দশম পুরুষের জ্ঞানে উহার ব্যভিচার দেখা যায়।৭৯। স্বভাবতঃ অপরোক্ষ জীবের ব্রহ্মত্ব লাভের কামনা করিয়া নিজের সিদ্ধ অপরোক্ষত্বেরও নাশ হইল, অহো! তোমার যুক্তি কি মহৎ! ৮০। 'মূলধন বাড়াইতে গিয়া সেই মূলধনও বিনষ্ট হইল'—এই প্রকার লোকবচন তোমার প্রসাদে সার্থক হইল।৮১। যদি বল, 'অন্তঃকরণ-অবচ্ছিন্ন যে বোধ, উহাই জীব। উপাধি থাকায় জীবের অপরোক্ষতা হইতে পারে, কিন্তু, ব্রহ্মের কোন উপাধি নাই, সুতরাং ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইতে পারেন না'।৮২।

ব্রহ্মজ্ঞান সোপাধিকঃ—পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—'ব্রহ্মবিষয়ক যে অপরোক্ষজ্ঞান, উহা সোপাধি-বিষয়ক, অর্থাৎ উহাতেও উপাধি থাকে। কারণ, যাবৎ বিদেহ-কৈবল্যলাভ না হয়, তাবৎ উপাধির নিবারণ সম্ভব নয়।৮৩। [অধিষ্ঠানের বিশেষ-জ্ঞানকে অপরোক্ষজ্ঞান বলে। সুতরাং অপরোক্ষজ্ঞান যাহা বৃত্তিতে উৎপন্ন হয়, উহা নির্বিশেষ বা নির্গুণ নয়। পূর্বে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, নির্গুণজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয় না। "আমি শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত, অসঙ্গ, অদ্বয় ব্রহ্ম" এইরূপ যে অখণ্ডাকারা বা ব্রহ্মা-

কারা বৃত্তি, যাহা অজ্ঞানের নাশক উহাও সবিশেষ, নির্বিশেষ নয়। কারণ ঐ প্রকার বৃত্তিতে ব্রহ্মরূপ বিশেষ্য শুদ্ধ, বুদ্ধ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট। কিন্তু, উহা ঘট, পটাদি-বিশিষ্ট খণ্ডাকারা বৃত্তি নয়। ঐ অখণ্ডাকারা বৃত্তিস্থ চৈতন্য ঐ বৃত্তিরূপ উপাধিতে স্থিত থাকিয়াই বাধমুখে বৃত্তি-উপলক্ষিত নির্গুণব্রহ্মকে স্বীয় স্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। বৃত্তিতে স্থিত না হইয়া জীব স্বীয় ব্রহ্ম-স্বরূপ অনুভব করিতে পারে না। সগুণের সাহায্যেই নির্গুণের জ্ঞান হয়। 'ত্বং' ও 'তৎ' পদার্থের লক্ষ্যার্থ অন্তঃকরণ-উপহিত চৈতন্য এবং মায়া-উপহিত চৈতন্য। বিশেষণের ন্যায় উপাধিদ্বারা চৈতন্য লিপ্ত হন না; অথচ চৈতন্য দুইটী পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়। ঐ ভেদ স্বীকার না করিলে 'ত্বং' ও 'তৎ' পদার্থের শোধন করিয়া 'অসি' পদদ্বারা উহাদের একত্ব করা সম্ভব হয় না। কিন্তু, ঐ উপহিত ঐ চৈতন্যদ্বয়ই শুদ্ধচৈতন্য হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন। সেই জন্যই মহাবাক্যের অভেদ-বোধকতা সম্ভব হয়। কিন্তু ঐ পদদ্বয়ের প্রত্যেকেরই লক্ষ্যার্থ শুদ্ধচৈতন্য ইহা যদি মানা হয়, তবে মহাবাক্যের এইরূপ অর্থ হইবে যে— 'শুদ্ধচৈতন্য হয় শুদ্ধচৈতন্য'। কিন্তু, ঐ প্রকার অর্থ অসঙ্গত। তবে, কাহার কাহারও মতে মীমাংসার রীতিতে দুই পদ মিলিয়া অখণ্ডব্রহ্মের লক্ষক হয়]।

যদি বল—'ব্রহ্মের যে উপাধির কথা বলা হইল, উহা কি', তদুত্তরে বলি,—'অন্তঃকরণসাহিত্য যেমন জীবের উপাধি, এইরূপ অন্তঃকরণরাহিত্যও ব্রহ্মের উপাধি। এই দুই উপাধিদ্বারাই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ।৮৪। বিধিও যেমন উপাধি, নিষেধও তেমনি উপাধি। লৌহ ও স্বর্ণের ভেদ জন্য শৃঙ্খলত্বের ভেদ হয় না।৮৫। উপনিষৎসকল 'নেতি' 'নেতি' করিয়া নিষেধমুখে এবং 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বিধিমুখে ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত—আচার্য্যগণ এই-

রূপ বলেন।৮৬। যদি বল—'অহং' শব্দের অর্থের পরিত্যাগ করিয়া 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার বুদ্ধি কিরূপে হইবে'? তবে বলি—'ভাগ-ত্যাগলক্ষণা দ্বারা 'অহং' শব্দের অর্থের একাংশের (অহং এই আকার অংশের) ত্যাগ করিতে হইবে, সর্বাংশ ত্যাগ করিতে হইবে না'।৮৭। "আমি ব্রহ্ম" এই বাক্যে 'অহং' শব্দের বাচ্যার্থ যে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য, উহা হইতে অন্তঃকরণ উপাধিকে ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যে চিদাত্মরূপ সাক্ষিচৈতন্য উহাকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করা যায়।৮৮

সাক্ষি বা ব্রহ্মে বৃত্তিব্যাপ্তি হয়, ফল-ব্যাপ্তি হয় না—যদিও সাক্ষী স্বয়ংপ্রকাশ তথাপি অন্য-বস্তুর ন্যায় উহাতে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, ঘটাদি বস্তুর জ্ঞানে যেমন ঘটাদি বস্তু বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের বিষয় হয়, সাক্ষীর জ্ঞানে এইরূপ ফলব্যাপ্তি শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়াছেন।৮৯। ('আমি স্বপ্রকাশ চৈতন্য'—এই প্রকার বুদ্ধি সম্ভব হয় বলিয়া সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় হন)। বুদ্ধি এবং উহাতে স্থিত চিদাভাস উভয়েই ঘটকে ব্যাপ্ত করে—ঘটবিষয়ক অজ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা নষ্ট হয় এবং চিদাভাস দ্বারা 'ইহা ঘট' এইরূপে ঘট প্রকাশিত হয়। (কারণ ঘট জড় বলিয়া নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না)।৯০। কিন্তু, ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান-নাশের জন্য বৃত্তিব্যাপ্তির অপেক্ষা থাকিলেও সেই ব্রহ্মবস্তুকে প্রকাশ করিবার জন্য আভাসচৈতন্যের উপযোগিতা নাই—কারণ- ব্রহ্ম প্রকাশ-স্বভাব।৯১। ঘটাদি বস্তুর দর্শনে চক্ষু ও দীপ উভয়েরই অপেক্ষা আছে, কিন্তু দীপদর্শনে অন্য দীপের অপেক্ষা নাই, কেবল চক্ষুর অপেক্ষা আছে—এই দৃষ্টান্ত হইতে পূর্বোক্ত বিষয়টি বুঝিয়া লও।৯২। সেই চিদাভাস বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞানকালে ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঘটাদি বস্তু প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মে কোন অতিশয় ফল উৎপন্ন করে না। (কারণ মূল অজ্ঞানের নাশ হইলে

চিদাভাসের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌সত্তা থাকে না)।৯৩। "অপ্রমেয় অনাদি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে (ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ) ব্রহ্মে ফলব্যাপ্তির নিষেধ করা হইয়াছে। আবার "মনের দ্বারা ইঁহাকে পাওয়া যায়" কঠোপনিষদের (৪।১১) এইবাক্যে ব্রহ্মে বৃত্তিব্যাপ্তি হয়, উহা বলা হইয়াছে।৯৪।

বিষয়জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান—[এক্ষণে কিরূপে আমাদের বিষয়জ্ঞান হয়, উহা অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর মত অনুসরণ করিয়া দেখাইতেছি এবং ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিতেছি। "অন্তঃকরণ ত্রিগুণময়ী অবিদ্যার পরিণাম হইলেও বিষয় প্রকাশ করে বলিয়া সত্ত্বপ্রধান ও স্বচ্ছ। আবার অন্তঃকরণ শব্দ, স্পর্শাদি গুণের গ্রাহক বলিয়া অন্তঃকরণকে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ-ভূতারব্ধও বলা হয়। এই অন্তঃকরণ দেহব্যাপী ও দেহপরিমাণ হইলেও তৈজসত্বহেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় পর্য্যন্ত প্রসৃত হয় এবং গলিত তাম্রকে যেমন ছাঁচে ফেলিলে উহা ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিষয়ের আকারে আকারিত হয়। যে বিষয়ে মহত্ত্ব (যাহা পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় অদৃশ্য বস্তু নয়), উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট (যাহার রূপ আছে) এবং আলোকাদি সংযোগ আছে, উহাই প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় হয়। অন্তঃকরণ ঐরূপ বিষয়েরই আকার গ্রহণ করিতে পারে। অন্তঃকরণ সঙ্কোচ ও প্রসারণশীল, সেইজন্য পরিণামকালে মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাহিরে চলিয়া যায় না। এই পরিণামশীল অন্তঃকরণের তিনটি অংশ :—(১) একটি অংশ দেহে অবস্থিত (২) অপর অংশ বিষয়স্থিত এবং (৩) অন্য অংশটি দেহ ও বিষয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উহাদের সম্বন্ধকারক। দেহস্থিত অংশের নাম 'অহংকার'। দেহ ও বিষয়ের সম্বন্ধকারক অংশকে 'বৃত্তিজ্ঞান' বলে, উহা ক্রিয়াত্মক। বিষয়গত অংশকে বিষয়ের জ্ঞানকর্ত্ত্ব-সম্পাদক

অভিব্যক্তি-যোগ্যত্ব বলে। বেদান্তমতে অজ্ঞাত ঘটাদিগত চৈতন্যই জ্ঞানের বিষয়। বৃত্তি-জ্ঞানদ্বারা সেই বিষয়চৈতন্যনিষ্ঠ অজ্ঞানাবরণ নষ্ট হইলে বিষয়চৈতন্য বৃত্তিজ্ঞানে অভিব্যক্ত হইয়া ফল নামে অভিহিত হয়। (কিন্তু, আভাসবাদে অন্তঃকরণবৃত্তির সহিত সম্বন্ধ-বশতঃ ঘটাদি বিষয়ের আবরণ ভঙ্গ হইয়া উহার স্বচ্ছতা সম্পাদিত হইলে উহাতে যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বা আভাস উৎপন্ন হয়, উহাই ফলচৈতন্য—উহা ঘটের স্ফুরণরূপ)। দেহস্থিত অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত চৈতন্যই **'প্রমাতা'**—বৃত্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্য **প্রমাণ** এবং বিষয়গত ব্রহ্মচৈতন্যই **প্রমেয়**। সেই প্রমেয় জ্ঞাত হইলে প্রমাণানুকূল ব্যাপারের যাহা ফল, উহাই **প্রমিতি**। বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই অজ্ঞাতত্ব ও জ্ঞাতত্ব-নিবন্ধন যথাক্রমে প্রমেয় ও প্রমিতি পদবাচ্য হয়। এইরূপে প্রত্যক্ষজ্ঞানকালে প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য, প্রমেয়-চৈতন্য ও প্রমিতি চৈতন্য পরস্পরে তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ, একাকারভাব প্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণবৃত্তি বিষয়ের উপর পড়িলে বিষয়-চৈতন্যের আবরণ ভঙ্গ হয় এবং উহার স্বচ্ছতা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ উহার স্বভাবগত প্রকাশশীলতা স্পষ্ট হয় এবং সেই স্বচ্ছ বিষয়চৈতন্যের আকারে অন্তঃকরণ আকারিত হইয়া অন্তঃকরণদ্বারা উপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্যকে উপরঞ্জিত করে, অর্থাৎ প্রমাতৃচৈতন্য সেই স্পষ্টীভূত বিষয়-চৈতন্যের আকার ধারণ করে। এইরূপে বিষয় দ্বারা চৈতন্যের যে উপরঞ্জন (যেমন স্ফটিক জবা পুষ্প দ্বারা উপরঞ্জিত হয়) উহাই সেই সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ। কিন্তু, অন্তঃকরণবৃত্তি ব্যতীত (১) বিষয়-চৈতন্যের আবরণভঙ্গ (২) স্বচ্ছতা সম্পাদন (৩) অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বন এবং (৪) অন্তঃকরণ-উপহিত চৈতন্যের উপরঞ্জন এই চারিটি ব্যাপার হইতে পারে না।

এ বিষয়ে শাস্ত্রে আছে—"প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব

নঃ। প্রমাঽর্থাকার-বৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥ প্রতিবিম্বিত-বৃত্তীনাং বিষয়ো মেয় উচ্যতে। বৃত্তয়ঃ সাক্ষিভাস্যাঃ স্যুঃ করণস্যান-পেক্ষণাৎ। সাক্ষাৎ দর্শনরূপঞ্চ সাক্ষিত্বং সাংখ্যসূচিতম্। অবিকারেণ দ্রষ্টৃত্বং সাক্ষিত্বং চাপরে জগুঃ"॥ অর্থাৎ 'প্রমাতা শুদ্ধ চেতন, প্রমাণ আমাদের বৃত্তিসকল। বিষয়াকারা বৃত্তিসকলের চৈতন্যে যে প্রতিবিম্বন, উহাই প্রমা (ব্যাবহারিক বস্তুবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান)। প্রতিবিম্বিত বৃত্তিসকলের যাহা বিষয়, উহাই প্রমেয়। বৃত্তিসকল সাক্ষিভাস্য, কারণ সাক্ষী কোন করণের (ইন্দ্রিয়ের) অপেক্ষা না করিয়াই উহাদিগকে প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎ দর্শন করেন বলিয়া, 'সাক্ষী' এই নাম—ইহা সাংখ্যসম্মত মত। অপরে বলেন—'অবিকারিভাবে দ্রষ্টৃত্বই সাক্ষিত্ব।'

যদিও 'সাক্ষী' শব্দে লক্ষ্যার্থে নির্গুণব্রহ্মকে বা শুদ্ধচৈতন্যকে বুঝায়, তথাপি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে উহা সাক্ষ্যবস্তুর নির্ব্বিকার প্রকাশককে বুঝায়। শুদ্ধচৈতন্যে সাক্ষী, সাক্ষ্য ভাব কল্পনার অবসর নাই। সাক্ষী বা কূটস্থ শব্দের অর্থ যে চৈতন্য কোন উপাধিতে উপহিত হইয়া খণ্ডভাবে প্রতীত হন, অথচ ঐ উপাধিদ্বারা লিপ্ত বা খণ্ড নহেন। সাক্ষী যাহা কিছু প্রকাশ করেন, উহা বৃত্তিদ্বারাই করিয়া থাকেন। বাহ্য অজ্ঞাত ঘটাদি বস্তুসকলকে জানিবার কালে সাক্ষী অন্তঃকরণ বৃত্তিদ্বারা উহাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া উহাদের আবরণ-ভঙ্গ-পূর্ব্বক উহাদিগকে জানেন। এস্থলে সাক্ষী উহাদিগকে সাক্ষাৎ প্রকাশ না করায়, উহাদিগকে প্রমাতৃভাস্য বা অন্তঃকরণভাস্য বলা হয়। কিন্তু অন্তঃকরণস্থিত ঘটাদি-আকারা বা সুখদুঃখাদি আকারা বৃত্তি-সকলে অজ্ঞানাবরণ না থাকায় সাক্ষীকে আবরণভঙ্গপূর্ব্বক উহাদিগকে জানিতে হয় না। সেইজন্য সাক্ষী উহাদিগকে সহজেই সাক্ষাৎ প্রকাশ করেন। সাক্ষী বৃত্তিসকলের মধ্যে স্থিত থাকিয়া ঐ বৃত্তি-

সকলদ্বারাই উহাদিগকে প্রকাশ করেন। সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় এবং ভ্রমস্থলেও সাক্ষী সাক্ষাৎ প্রকাশক। এরূপস্থলে সাক্ষী অবিদ্যা-বৃত্তিদ্বারা উহাদিগকে প্রকাশ করেন।

চৈতন্য একই—বিষয় প্রভৃতির প্রত্যক্ষতা বুঝাইবার জন্য উপাধি-ভেদে উহার প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য, বিষয়চৈতন্য ইত্যাদি ভাগ করা হইয়াছে। জল যেমন তরঙ্গাকারে প্রতীত হয়, এইরূপ চৈতন্যই সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রমাতারূপে, রজোগুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রমাণরূপে এবং তমোগুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিষয়রূপে প্রতিভাত হন। অখণ্ড ঈশ্বরচৈতন্যই আপনার মায়া-শক্তি-দ্বারা নানা বস্তুর মধ্যে নানাকারে যেন বিভক্ত হইয়া, ঐ সকল আকারের মধ্যে আপনার সত্তা, স্ফূর্তি ও আনন্দ প্রকটিত করিয়া আমাদিগকে উঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিস্থলে যে অজ্ঞানবশতঃ সর্প প্রতীত হয়, অদ্বৈতবেদান্তমতে উহা রজ্জুচৈতন্যনিষ্ঠ খণ্ড অজ্ঞান (অর্থাৎ রজ্জু যতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকে, ততটুকু স্থানের যে চৈতন্য, তাহাকে আবৃত করে সে তুলা বা খণ্ড অজ্ঞান) হইতে অনির্ব্বচনীয়ভাবে উৎপন্ন হয়। ঐ সর্পকে একবারে নাই বলা যায় না, যেহেতু ভ্রান্তিকালে উহা জ্ঞানের বিষয় হয়। যাহা একবারে নাই, যেমন বন্ধ্যাপুত্র, উহা কাহারও জ্ঞানের বিষয় হয় না। আবার ঐ সর্প সত্য সত্য আছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, রজ্জু জ্ঞান হইলে উহা থাকে না। সুতরাং উহাকে সৎ বা অসৎ অর্থাৎ, আছে বা নাই কিছুই বলা যায় না। সেইজন্য ঐ সর্প সৎ ও অসতের অতিরিক্ত একটা কিছু—উহাকে নির্বচন করিতে না পারায় অনির্বচনীয় বলা হয়। যাহা অনির্বচনীয় তাহা সত্য না থাকিয়াও ভ্রান্তিবশতঃ কিছুকাল প্রতীত হয়, উহাই মিথ্যা। জগতের প্রত্যেক বস্তুর মূল খুঁজিয়া বাহির করিতে গেলে আমরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এমন এক স্তরে উপনীত হইব, যেখানে 'জানি না'

বলিয়া আমাদিগকে থামিতে হইবে, উহাই মূল অজ্ঞান। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও গবেষণা করিতে করিতে এই মূল অজ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উহার রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছেন না—ইহা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিয়াছেন। জগতের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অথচ ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়—ইহাই ভগবানের মায়াশক্তির অপূর্ব ইন্দ্রজাল! যে দিন আমরা এই জগৎভ্রান্তির অধিষ্ঠান-স্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিব, সেই দিনই সকল সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইবে, নতুবা অনন্তকাল মায়ার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া এই জগদ্রহস্য ভেদ করা যাইবে না। জীব যখন ঘটাদি বস্তুকে জানেন, তখন (সবিকল্প-সমাধিকালে ধ্যাতৃভাব ও ধ্যানভাব ধ্যেয় বস্তুর মধ্যে যেন ডুবিয়া যায় এইরূপ) নিজের জ্ঞাতৃ-জ্ঞানভাব ভুলিয়া গিয়া জ্ঞেয় ঘটাদি বস্তুর সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হন। প্রমাতা ও প্রমাণ যেন প্রমেয় বস্তুতে ডুবিয়া যায়। কিন্তু ঘটাদি বস্তুর জ্ঞানে ঘটাদিচৈতন্য-নিষ্ঠ খণ্ড অজ্ঞানের নাশ হইলেও মূল অজ্ঞানের (যাহার জন্য ব্রহ্ম ঘটরূপে প্রতীত হন) নাশ না হওয়ায় সূক্ষ্মভাবে অজ্ঞানের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ থাকিয়া যায়। সুতরাং ঘটের সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হইবার পরমুহূর্ত্তেই আবার জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটী স্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন জীব বলেন—'আমি ঘট জানিলাম'। এই যে আপনা হইতে পৃথক্‌রূপে ঘটবস্তুর অনুভব, ইহাই ঘটে বৃত্তিব্যাপ্তির ফল। যদি মূল অজ্ঞানের নাশ হইত, তবে সকল বস্তুকেই আপনার চৈতন্য-স্বরূপের বিস্তার বলিয়া মনে হইত—কোন বস্তুকে আত্ম-স্বরূপ হইতে পৃথক মনে হইত না। এক্ষণে ব্রহ্মে কিরূপে বৃত্তিব্যাপ্তি হয়, দেখা যাউক।

ব্রহ্ম বৃহৎ ও ব্যাপক বস্তু। সুতরাং খণ্ড খণ্ড ঘট, পটাকারা বৃত্তির ব্রহ্মে ব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কর্ম, উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা

যতই চিত্তের রজোগুণের ও তমোগুণের হ্রাস হইয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইবে, ততই উহা ব্যাপক ভাব ধারণ করিতে চাহিবে। এই প্রকার সম্যক্ সাধনসম্পন্ন, বৈরাগ্যবান্ শুদ্ধান্তঃকরণ মুমুক্ষু শিষ্য যখন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর মুখে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের বিচার শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার বুদ্ধি খণ্ড খণ্ড বিষয়াকারা বৃত্তিসকল একবারে ত্যাগ করিয়া 'আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অসঙ্গ, অদ্বয় ব্রহ্ম' এইরূপ অখণ্ডাকার ধারণ করে। ব্রহ্ম যদিও স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বচ্ছ, তথাপি জীবের স্বীয় স্বরূপ এই ব্রহ্ম, জীবের নিকট অজ্ঞাত থাকায় আবরণ-নিবৃত্তির জন্য এই অখণ্ডাকারা বা ব্রহ্মাকারা বৃত্তির প্রয়োজন হয়। কারণ, নির্গুণ-ব্রহ্ম স্বয়ং আবরণের ভাসক হন, সেইজন্য স্বয়ং ইহার নাশক হন না। আবরণভঙ্গ না হইলে ব্রহ্ম জীবের নিকট অপরোক্ষ হইতে পারেন না। আবরণ ভঙ্গ হইলে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম ঐ অখণ্ডাকারা বৃত্তিতে নিরাবরণভাবে স্বয়ংই প্রকটিত হন। এই কথাই আচার্য্য শঙ্কর 'আত্মবোধ' নামক গ্রন্থে এইরূপে বলিয়াছেন—"অরুণেনেব বোধেন পূর্বং সংতমসে হৃতে। তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব"। অর্থাৎ 'অরুণোদয় দ্বারা রাত্রির গাঢ় অন্ধকার প্রথমে অপনীত হইলে অংশুমান্ সূর্য্যের যেমন স্বয়ং আবির্ভাব হয়, এইরূপ বৃত্তিজ্ঞানদ্বারা প্রথমে আবরণের নাশ হইলে আত্মা স্বয়ং প্রকট হন'। ঘটাদি বিষয়জ্ঞানে 'আমি ঘটকে জানিলাম' এইরূপ ফল উৎপন্ন হয়, কিন্তু, ব্রহ্মজ্ঞানে মূল অজ্ঞানের বাধ হওয়ায় জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীরও বাধ হয়। সুতরাং জীব আপনা হইতে পৃথকরূপে ও জ্ঞেয়রূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না। দর্পণ-প্রতিফলিত সূর্য্য যদি আকাশস্থ সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে যায়, তবে সে যেমন সূর্য্যতেজে অভিভূত হইয়া উহার মধ্যে বিলীন হয়, এইরূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসও ব্রহ্মকে জানিতে গিয়া ব্রহ্মতেজে অভিভূত হইয়া উহার সহিত

একাকার ভাব প্রাপ্ত হন। সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞানে 'আমি ব্রহ্মকে জানিলাম' এইরূপ ফল উৎপন্ন হয় না।

এক্ষণে শঙ্কা করা যাইতে পারে, 'ব্রহ্ম তো নির্গুণ, সেই নির্গুণ-ব্রহ্মে কি রূপে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তি সম্ভব? কারণ, অখণ্ডাকারাবৃত্তি বুদ্ধিরই হয়—ঐ বৃত্তি তো ব্রহ্ম নয়, সুতরাং উহা সগুণ ও সবিশেষ'। ইহার উত্তরে বলি—'নির্গুণ ব্রহ্মে বৃত্তি-ব্যাপ্তি হয় না। নির্গুণব্রহ্মে কোন আবরণ না থাকায় উহাতে আবরণ-ভঙ্গের জন্য বৃত্তিব্যাপ্তির প্রয়োজনও নাই। ব্রহ্মের সর্বাংশ আবৃত হয় না—কারণ, ব্রহ্মের একপাদে এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল। ব্রহ্মের যে অংশে জীব ও জগৎ ভাসমান ঐ অংশই অজ্ঞানাবৃত এবং উহা জীবের নিকট ব্রহ্মরূপে অজ্ঞাত। মহাবাক্য বিচারের ফলে উৎপন্ন পূর্বোক্ত অখণ্ডাকারা চিত্তবৃত্তি প্রত্যগভিন্ন সেই অজ্ঞাত বা অজ্ঞানবিশিষ্ট ব্রহ্মকে বিষয় করিয়া সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ অজ্ঞানের নাশ করে। এই অখণ্ডাকারা বৃত্তির অপর নাম বিদ্যাবৃত্তি। উহা অবিদ্যাবৃত্তির বিরোধী বলিয়া উহার নাশক হয়। কিন্তু, উহা স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, প্রয়োজনও নাই। অজ্ঞানাবরণের নাশ হইলেই বৃত্তির প্রয়োজন সমাপ্ত হয়'। যদি বল, 'বিদ্যাবৃত্তি দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে জ্ঞানী পুরুষের আর জগতের ভান হওয়া উচিত নয়'। তবে বলি—'বিদ্যা বা জ্ঞান সাক্ষাদ্‌ভাবে অবিদ্যার বিনাশক নয়, কিন্তু উহা অবিদ্যাকে নির্বীজ করিয়া দেয়। যেমন অগ্নিদ্বারা দগ্ধ বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ বিদ্যা বা জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ অবিদ্যা-বীজ হইতে পুনরায় সংসারের অঙ্কু-রোৎপত্তি হয় না। যেমন উৎখাতমূল বৃক্ষ ক্রমশঃ শুখাইয়া যায় এইরূপ প্রারব্ধ কর্মের সম্যক্ ক্ষয়ে সেই জ্ঞানীর নিকট আর জগৎ প্রতিভাত হয় না। স্বপ্ন হইতে জাগ্রত পুরুষের স্বপ্নের বস্তুসকলের স্মৃতি হইলেও ঐ সকলে কদাচ সত্যবুদ্ধি হয় না, এইরূপ জীবন্মুক্ত

পুরুষের নিকট ব্যুত্থানদশায় জগতের ভান হইলেও কদাচ উহাতে সত্য বুদ্ধি হয় না। সেইজন্য তিনি সামান্যভাবে সব দেখিয়া শুনিয়াও পরমার্থতঃ বিশেষভাবে কিছুই দেখেন না, শুনেন না ইত্যাদি। সেইজন্য শ্রুতিতে তাঁহাকে "তিনি সচক্ষু হইয়া অচক্ষু, সকর্ণ হইয়াও অকর্ণ, সমনা হইয়াও অমনা" ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

যদি শঙ্কা কর—'যে বিদ্যাবৃত্তি অবিদ্যার নাশ করে, উহার নাশ কে করিবে'? যদি ঐ বৃত্তি থাকিয়া যায়, তবে ব্রহ্ম ও বিদ্যাবৃত্তি দুইটি বস্তু থাকায় অদ্বৈত বস্তুর সিদ্ধি হইবে না'। তদুত্তরে বলি—'ঐ বিদ্যাবৃত্তিও প্রপঞ্চের অন্তর্গত হওয়ায় জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে উহারও বাধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহাও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বুঝিতে পারেন জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বদ্ধ, মুক্ত ইত্যাদি ভাব সমস্তই মায়ার খেলা। সেইজন্য তিনি নিজেকে জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বদ্ধ, মুক্ত, জীবন্মুক্ত, বিদেহমুক্ত, আনন্দী, নিরানন্দী কিছুই মনে করেন না। সর্বপ্রকার বিকল্পবর্জিত এক অখণ্ড সমরস গগনাকার তত্ত্বে তাঁহার স্থিতি হয়। যাঁহারা নিজেদিগকে জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বদ্ধ, মুক্ত ইত্যাদি মনে করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি তখনও জীবকোটী ছাড়িতে পারে নাই। নির্মলী ফল যেমন জলকে নির্মল করিয়া ক্রমশঃ স্বয়ং নাশ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ অখণ্ডাকারা বিদ্যাবৃত্তি অবিদ্যার নাশ করিয়া ক্রমশঃ স্বতঃই নাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উহার নাশের জন্য আর পৃথক প্রযত্নের বা অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা নাই। যেমন যেমন ঐ বৃত্তির ক্ষয় হয়, তেমনি তেমনি জীবন্মুক্ত পুরুষের ক্রমশঃ অসংসক্তি, পদার্থাভাবনী ও তুর্য্যগা প্রভৃতি ভূমিকায় স্থিতি হয়। তুর্য্যগা অবস্থায় স্থিত জীবন্মুক্ত পুরুষের নিকট জগতের ভান না থাকায়, তিনি বিদেহমুক্তসদৃশ। অবশ্য জীবন্মুক্ত পুরুষের নিকট ভূমিকা সকল মিথ্যা এবং পরমার্থতঃ নাই। যাহা

কিছু বুঝান হয়, উহা বাহ্য ব্যাবহারিক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই করা হয়। ব্রহ্মে কোন ব্যবহার নাই—সুতরাং জ্ঞানপূর্বক মৌনই ব্রহ্মের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা']

পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মাভ্যাস দ্বারা অদৃঢ় জ্ঞান দৃঢ় হয়—মহাবাক্য বিচার হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও তথাপি প্রথম প্রথম ঐ জ্ঞানের দৃঢ়তা হয় না। সেইজন্য আচার্য্য শঙ্কর এই প্রকার অদৃঢ় জ্ঞানের দৃঢ়তা-সম্পাদন জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন করিতে বলিয়াছেন।৯৬। "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বাক্যার্থের জ্ঞান যাবৎ দৃঢ় না হইবে, তাবৎ মুমুক্ষু সাধক শমদমাদি সাধনের সহিত শ্রবণমননাদির অভ্যাস করিবেন।৯৭। শ্রুতির অনেকতা থাকায় অর্থাৎ নানাশ্রুতিতে নানাপ্রকার বর্ণনা থাকায় ব্রহ্মবিষয়ে অসম্ভাবনা (সংশয়) ও বিপরীতভাবনা (বিক্ষেপ) আসিয়া থাকে।৯৮। সুতরাং পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদিদ্বারা ঐ দোষগুলির নিবৃত্তি করিবে।৯৯। সমস্ত উপনিষদেরই আদি মধ্য ও অন্তে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য নিরূপণেই তাৎপর্য্য'—এই প্রকার অবধারণকে 'শ্রবণ' বলে।১০০। বেদান্তসূত্রের সমন্বয়াধ্যায়ে ইহা উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ["তত্তু সমন্বয়াৎ" ১।১।৪)—এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন প্রকার শ্রুতিবাক্যের অর্থের সমন্বয় করিতে হইবে]। ঐ বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ে অসংভাবনা (জীব ও ব্রহ্মের একত্ব কি সম্ভব? ইত্যাদি প্রকার সংশয়ের) নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধির স্বাস্থ্য-সম্পাদক শাস্ত্রানুকূল তর্কসকল প্রদর্শিত হইয়াছে।১০১। বহু জন্মের দৃঢ় অভ্যাসবশতঃ ক্ষণকালমধ্যেই পুনঃ পুনঃ দেহাদিবিষয়ে আত্মবুদ্ধির উদয় হয় এবং জগৎও সত্য বলিয়া মনে হয়।১০২। ইহাকে বিপরীত-ভাবনা বা বিক্ষেপ বলে। চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা এই বিপরীত ভাবনার-নিবৃত্তি হয়। তত্ত্বো-পদেশের পূর্ব্বে সগুণব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা এই একাগ্রতার অভ্যাস

করিতে হয়।১০৩। যাহারা পূর্ব্বে ঐপ্রকার একাগ্রতার অভ্যাস করে নাই, বেদান্তশাস্ত্রে তাহাদের উপাসনার বিষয়ও উপদেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে একাগ্রতার অভ্যাস না করা থাকিলেও ব্রহ্মাভ্যাস দ্বারা উহা সম্পন্ন হইবে।১০৪। ব্রহ্মবিষয়ে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা, সেই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা, পরস্পর পরস্পরকে সেই তত্ত্ব বুঝান, এই সকল বিষয়ে একনিষ্ঠত্বকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাভ্যাস বলেন।১০৫। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই জানিয়া সেই বিষয়েই প্রজ্ঞা করিবেন, বহু শব্দের আর উচ্চারণ বা চিন্তা করিবেন না; কারণ উহা বাগিন্দ্রিয়ের অবসাদকর" (৪।৪।২১)॥১০৬। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—"অনন্যমনে আমাকে চিন্তা করিয়া যাহারা আমার উপাসনা করে, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই জ্ঞানী ভক্তগণের যোগক্ষেম আমিই বহন করি"। (৯।২২)।১০৭। এইপ্রকার শ্রুতি ও স্মৃতিসকল বিপরীতভাবনার নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বদা আত্মাতে বুদ্ধির একাগ্রতার বিধান করিয়াছেন।১০৮। যে বস্তুর যাহা স্বরূপ তাহাকে সেই ভাবে গ্রহণ না করিয়া অন্যপ্রকারে যে গ্রহণ করা হয়, উহাই বিপরীত-ভাবনা—যেমন পিতা প্রভৃতি হিতকারী ব্যক্তির উপর শত্রুবুদ্ধি।১০৯। এইরূপ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এই জগৎও মিথ্যা; তথাপি দেহাদিকে আত্মা মনে করা এবং জগৎকে সত্য মনে করা—ইহাই বিপরীতভাবনা।১১০। তত্ত্বভাবনার দ্বারা সেই বিপরীত-ভাবনার নিবৃত্তি হয়। সেইজন্য মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মার দেহাতিরিক্তত্ব এবং জগতের মিথ্যাত্বের বিষয় চিন্তা করিবেন।১১১। যদি প্রশ্ন কর—ঐ প্রকার ভাবনার অনুষ্ঠান কি মন্ত্রাদি জপের ন্যায় বা মূর্ত্ত্যাদি ধ্যানের ন্যায় নিয়মপূর্বক করিতে হইবে?১১২। উত্তরে বলি—'ঐ প্রকার ভাবনা মন্ত্রাদিজপের ন্যায় বা মূর্ত্ত্যাদি ধ্যানের ন্যায় নিয়ম-পূর্বক করিতে হইবে না। কেন না ভোজনে যেমন প্রতিগ্রাসে

ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, উহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, এইরূপ এই তত্ত্বভাবনার ফলও প্রত্যক্ষ। কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি জপের ন্যায় নিয়মপূর্ব্বক ভক্ষণ করে না। এইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি তত্ত্ব-ভাবনায় কোন নিয়মের অপেক্ষা রাখেন না।১১৩। ক্ষুধা যেমন দৃষ্টদুঃখদায়ক, এইরূপ বিপরীত ভাবনাও দৃষ্টদুঃখপ্রদ। অতএব যে কোন উপায়েই উহাকে জয় করা উচিত—উহাতে অনুষ্ঠানের ক্রম নাই।১১৬। একনিষ্ঠভাবে ব্রহ্মচিন্তন-বিষয়ে ধ্যানের ন্যায় কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। দেবতাদির মূর্ত্তি-বিষয়ক বুদ্ধির যে বৃত্তি—বিজাতীয় প্রত্যয় দ্বারা উহা ব্যবহিত না হইলে ঐ বৃত্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকে ধ্যান বলে। ধ্যানে চঞ্চল মনের একান্ত নিরোধ করিতে হয়।১১৮। গীতায় অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, "হে কৃষ্ণ! মন অতিশয় চঞ্চল এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির ক্ষোভকর ও প্রবল। আমি উহার নিগ্রহকে বায়ু-নিগ্রহের ন্যায় অত্যন্ত দুষ্কর মনে করি"। (৬।৩৪)॥১১৯। বশিষ্ঠদেবও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বলিয়াছেন—"হে সাধো! সমুদ্রের পান, সুমেরু পর্বতের উৎপাটন কিংবা বহ্নিপান অপেক্ষাও চিত্তনিগ্রহ করা দুষ্কর"।১২০। কিন্তু, পূর্বোক্ত কথন চিন্তনাদিরূপ ব্রহ্মাভ্যাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেহের ন্যায় মনকে নিরুদ্ধ করিতে হয় না। কিন্তু ইহাতে অভিনয়াদি দর্শনের ন্যায় অনন্ত ইতিহাসাদির শ্রবণ দ্বারা চিত্তের আনন্দ হয়।১২১। 'আত্মা চৈতন্য-স্বরূপ ও জগৎ মিথ্যা' এই তত্ত্বেই যাহাদের পর্যবসান, সেইরূপ ইতিহাসাদির (যেমন বাশিষ্ঠরামায়ণ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ প্রভৃতির) শ্রবণ দ্বারা নিদিধ্যাসনের বিক্ষেপ হয় না।১২২। কিন্তু কৃষি, বাণিজ্য, সেবাদিতে কিংবা কাব্য তর্কাদিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির বুদ্ধির বিক্ষেপ হয়, কারণ ঐ প্রকার কার্য্যে তত্ত্বস্মরণ অসম্ভব।১২৩। তত্ত্বস্মরণকারী ব্যক্তি ভোজনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, কারণ ঐ সকল কার্য্যে অত্যন্ত বিক্ষেপ হয় না। ভোজনাদি

কালে কিছু বিক্ষেপ হইলেও শীঘ্রই পুনরায় তত্ত্ব-স্মৃতির উদয় হয়।১২৪। তত্ত্ব বিস্মৃতি মাত্রেই অনর্থ হয় না; কিন্তু বিপরীত বুদ্ধি আসিলেই অনর্থ হয়। ভোজনাদিতে শীঘ্র তত্ত্বস্মরণ হয় বলিয়া বিপর্য্যয় ঘটিবার অবসর থাকে না।১২৫। ন্যায়াদি অন্য শাস্ত্রের অভ্যাসশীলগণের তত্ত্ব-স্মৃতির অপেক্ষা থাকে না। ঐ সকল শাস্ত্র তত্ত্বস্মৃতির বিরোধী বলিয়া বলপূর্ব্বক তত্ত্বস্মরণবিষয়ে উপেক্ষা আসিয়া থাকে।১২৬। আহারাদি ত্যাগ করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। তুমি কি ন্যায়াদি অন্য-শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাঁচিবে না যে, চিত্তবিক্ষেপকর ঐ সকল দ্বৈত-শাস্ত্রে দুরাগ্রহ করিতেছ?১২৮। যদি বল—'তবে জনকাদি রাজগণ জ্ঞানী হইয়াও কিরূপে রাজ্যাদি পালন করিলেন?' তদুত্তরে বলি—'জন-কাদি রাজগণের জ্ঞানের দৃঢ়তাহেতু রাজ্য-পালনাদি কার্য্য করিয়াও তাঁহাদের জ্ঞানের হানি হয় নাই। সেইরূপ দৃঢ়জ্ঞান যদি তোমার হইয়া থাকে, তবে তুমি তর্কাদি বা কৃষিকর্ম্মাদি করিতে পার।১২৯। [আজকাল অনেক কপট জ্ঞানী জনকাদির দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু জনকের অনেক তপস্যা ছিল। জনক যেমন মিথিলা দগ্ধ হইলেও অবিচলিত ছিলেন, তাঁহারা কি তাঁহাদের সর্ব্বস্বহানিতে ঐরূপ অবিচলিত থাকিতে পারেন? মহারাজ জনক বিদ্যার উৎসাহদান জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন এবং সর্ব্বদা বিদ্যার চর্চায় রত থাকিতেন। মহারাজ জনক যেমন কৃতার্থ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে সমস্ত বিদেহরাজ্য দান করিতে চাহিয়াছিলেন এবং দাস্যকর্ম্মের জন্য নিজেকেও দান করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এইরূপ সর্ব্বস্বত্যাগে কয়জন প্রস্তুত?]

জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দৃঢ় হইলে প্রারব্ধক্ষয়ের কামনায় বিনাক্লেশে জ্ঞানিগণ আপনাপন কর্ম্মানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন।১৩০। প্রারব্ধকর্ম্মের বশবর্ত্তী জ্ঞানিগণের কখনও অনাচারে প্রবৃত্তি হয় না, আর যদিই বা

উহা হয়, তবে বলি—'প্রারব্ধকর্মকে কে বাধা দিতে পারে?'১৩১। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী প্রারব্ধ কর্ম উভয়েরই সমান। কিন্তু ধৈর্য্য থাকায় জ্ঞানী প্রারব্ধকর্মের ফলভোগে ক্লেশ অনুভব করেন না; অপরপক্ষে ধৈর্য্য না থাকায় অজ্ঞানীব্যক্তি ক্লেশ অনুভব করে।১৩২। একই পথযাত্রী দুইটী পথিকের পথশ্রম সমান হইলেও, যে জানে গন্তব্যস্থান আর দূর নয়, সে ধৈর্য্যসহকারে দ্রুতপদে চলে; কিন্তু, যে গন্তব্য স্থানের দূরতা জানে না, সে অধৈর্য্যবশতঃ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পথেই দীর্ঘকাল যাপন করে।১৩৩। (জ্ঞানীর প্রারব্ধ ও লোকব্যবহার সম্বন্ধে আমরা পূর্বে চিত্রদীপে ৯৯-১০২ পৃষ্ঠায় আচার্য্য শঙ্কর, শঙ্করানন্দ প্রভৃতির মত দেখাইয়াছি। বিদ্যারণ্যমুনির মতেও জ্ঞানীর যে স্বেচ্ছাচারে কিংবা বিষয়চিন্তায় প্রবৃত্তি হয় না ইহা পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহ হইতে বুঝা যায়)।

জ্ঞানীর বুদ্ধি নিবৃত্তিমুখী হয়—

সম্যক্ প্রকারে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া যিনি বিপর্য্যয়শূন্য হইয়াছেন, কৃতকৃত্য সেই জ্ঞানী কি ইচ্ছা করিয়া, কিসের কামনায় শরীরের অনুবর্ত্তন করিয়া ত্রিবিধ সন্তাপ ভোগ করিবেন?১৩৪। জগতের মিথ্যাত্ব-বুদ্ধিহেতু কাম্য বস্তুসকল এবং কামনাকারী জীব উভয়ের অভাব হওয়ায়, তৈলশূন্য প্রদীপের ন্যায় জ্ঞানীর সন্তাপও শান্ত হইয়া যায়।১৩৫। যে ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক নির্মিত গন্ধর্ব্বনগরের স্বরূপ জানে, সে উহার কামনা করে না; কিন্তু হাসিতে হাসিতে উহা ত্যাগ করিতেই ইচ্ছা করে।১৩৬। এইরূপ বিচারবান্ জ্ঞানী আপাত-রমণীয় বস্তুসকলে অনুরক্ত হন না। কিন্তু, উহাদের দোষ দর্শন করিয়া উহাদিগকে ত্যাগ করিতেই ইচ্ছা করেন।১৩৭। জ্ঞানিগণের বিচার এইরূপ--অর্থের অর্জনে ক্লেশ,উহার রক্ষণেও ক্লেশ উহার নাশেও দুঃখ, ব্যয়েও দুঃখ—অতএব এইপ্রকার ক্লেশকর অর্থে ধিক্।১৩৮। মাংসের পুত্তলিকাস্বরূপ, যন্ত্রবৎ চলনশীল, স্নায়ু, অস্থি, গ্রন্থি

প্রভৃতিযুক্ত স্ত্রীর শরীরে সৌন্দর্য্যই বা কি আছে?১৩৯। বিষয়ের এই সমস্ত দোষ নানাশাস্ত্রে সম্যক্‌রূপে দেখান হইয়াছে, ঐগুলির সর্ব্বদা বিচার করিয়া লোকে কিরূপে দুঃখে মগ্ন হইবে?১৪০। ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও লোকে যখন বিষপান করিতে চায় না, তখন মিষ্টান্নভক্ষণদ্বারা যাহার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত এমন কোন অমূঢ় ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া বিষভক্ষণ করিতে যাইবে? (এইরূপ আনন্দ-পরিতৃপ্ত জ্ঞানী পুরুষের বিষয়ভোগে প্রবৃত্তিই হয় না)।১৪১। প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ যদি কখনও ভোগে ইচ্ছা হয়, তবে জ্ঞানী ক্লেশের সহিত উহা ভোগ করেন। যেমন কোন ব্যক্তিকে বেগার খাটাইলে সে ক্লেশের সহিত উহা খাটে, এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিও ক্লেশের সহিত প্রারব্ধকর্ম্মের বেগার খাটেন।১৪২। শ্রদ্ধাবান্ কুটুম্ব-পোষণরত গৃহস্থ জ্ঞানিগণ সেই প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে—"হায়! আমার কর্ম্ম অদ্যাপি শেষ হইল না"—এই বলিয়া চিত্তে সর্ব্বদাই ক্লেশ অনুভব করেন। (ইহা জ্ঞানাভ্যাসীর কথা)।১৪৩। এই ক্লেশ সংসারতাপ নয়; কিন্তু, ইহা সংসার-বিরক্তির লক্ষণ। কারণ, সাংসারিক তাপ ভ্রান্তিজ্ঞান হইতে আসিয়া থাকে।১৪৪। সেই জ্ঞানী বিবেকপূর্ব্বক ক্লেশ অনুভব করিতে করিতে ভোগ করেন বলিয়া অল্পভোগেই তাঁহার তৃপ্তি হয়; অন্যথা,বিবেকহীন ব্যক্তি অনন্ত ভোগেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।১৪৫ কাম্যবস্তুসকলের ভোগদ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না। বরং অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে যেমন অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, এইরূপ বিষয়-ভোগ দ্বারা কামনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।১৪৬। ভোগ্য বস্তুর স্বরূপ জানিয়া উহাদিগকে ভোগ করিলে ভোগ তুষ্টির কারণ হয়। 'এই ব্যক্তি চোর' ইহা জানিয়া তাহার সহিত সঙ্গ করিলে সেই ব্যক্তি তাহার নিকট আর চোর হয় না; কিন্তু, তাহার সহিত মিত্রতাই করে। (কারণ, চোর ব্যক্তি মনে করে, এ ব্যক্তি আমার স্বরূপ জানিতে

পারিয়াছে, সুতরাং ইহার সহিত মিত্রতা করাই ভাল)।১৪৭। নিগৃহীত মনের নিকট অল্প ভোগও বহু বলিয়া মনে হয়। কারণ, বিবেকী ব্যক্তিগণ বিষয়ভোগের ক্লেশকেও দুঃখ বলিয়া মনে করেন। সেইজন্য তাঁহাদের চিত্তে ভোগেচ্ছা বিস্তার লাভ করিতে পারে না।১৪৮। যে রাজা পূর্ব্বে শত্রুর হস্তে বদ্ধ হইয়া পরে মুক্ত হন, তিনি একখানি গ্রাম পাইলেই সন্তুষ্ট হন। কিন্তু, যে রাজা অপরের দ্বারা আক্রান্ত বা বদ্ধ হন নাই, তিনি নিজের রাজ্যকেও বহু মনে করেন না।১৪৯। যদি বল—'বিষয়ে দোষদর্শনরূপ বিবেক জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও কিরূপে প্রারব্ধকর্ম্ম জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা উৎপাদন করিতে পারে?'১৫০। তবে বলি —'ইহাতে দোষ নাই; কারণ, অনেক প্রকার প্রারব্ধ দেখা যায়। **(১) ইচ্ছা, (২) অনিচ্ছা ও (৩) পরেচ্ছা**—প্রারব্ধ এই তিন প্রকার।১৫১ (আচার্য্যশঙ্কর বলিয়াছেন, নিদিধ্যাসনক্ষেত্র পর্য্যন্ত যতক্ষণ অজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানাভ্যাসীর নিকট এই প্রারব্ধের ভান হয়—জ্ঞান হইলে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রারব্ধ থাকে না। এইস্থলে গ্রন্থকার উহা স্পষ্ট করিয়া না বলায় অনেক সাধারণ পাঠক জ্ঞানীরও সত্য সত্য প্রারব্ধ আছে'—এই ভ্রমে পতিত হন। পরে যে গীতা-বাক্যের উল্লেখ করিয়া জ্ঞানীর প্রারব্ধের কথা বলা হইয়াছে, উহাও অজ্ঞ কিংবা জ্ঞানাভ্যাসী ব্যক্তির কথা বলিয়া বুঝিতে হইবে। আরও অজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্যই জ্ঞানীর প্রারব্ধের কথা বলা হয়)। (১) **ইচ্ছা প্রারব্ধ**—কুপথ্যসেবী ব্যক্তি জানে যে, কুপথ্য সেবনে তাহার অনিষ্ট হইবে; চোরও জানে চৌর্য্যের ফল কারাদণ্ড এবং লম্পট ব্যক্তি কঠোর শাস্তি হইবে জানিয়াও রাজদারায় আসক্ত হয়। অনিষ্টপাতের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা-প্রারব্ধবশতঃ উহাদের ঐসকল কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়।১৫২। ঈশ্বরও এই প্রারব্ধকর্ম্মজন্য ইচ্ছাদির নিবারণ করিতে পারেন না, যেহেতু গীতায় ঈশ্বর বলিয়াছেন—

"জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করেন। জীবগণ নিজ নিজ প্রকৃতির অধীন ; সুতরাং, আমার বা অন্যের বিধিনিষেধ তাহাদের কি করিবে ? (৩।৩৩)।১৫৩,১৫৪। যেপ্রারব্ধকর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী তাহার যদি প্রতিকার করা সম্ভব হইত, তবে নল, রাম, যুধিষ্ঠিরাদি দুঃখে লিপ্ত হইতেন না।১৫৫। ঈশ্বরও প্রারব্ধকর্মের ফল নিবারণ করিতে পারেন না ; কিন্তু, তজ্জন্য তাঁহার ঈশ্বরত্বের হানি হয় না—কারণ, প্রারব্ধকর্মের ফলদানের অবশ্যম্ভাবিতাও ঈশ্বরকর্তৃকই নির্মিত হইয়াছে।১৫৬।

(২) অনিচ্ছা প্রারব্ধ—গীতায় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরে অনিচ্ছা প্রারব্ধের কথা জানা যায়। অর্জুন প্রশ্ন করিলেন—"হে বার্ষ্ণেয়! কাহা দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া পুরুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলদ্বারা নিয়োজিত হইয়া পাপ করে" (৩।৩৬) ১৫৮। ভগবান্ উত্তর দিলেন—"রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কামক্রোধই উহার কারণ। এই কামের ক্ষুধা কখনও পূর্ণ হয় না, ইহা মহাপাপকর, ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিবে"। (৩।৩৭)।১৫৯। আবার ভগবান্ ১৮।৬০ শ্লোকে বলিয়াছেন—"হে কৌন্তেয়! তুমি আপনার ক্ষত্রিয়স্বভাবজনিত প্রারব্ধ কর্মদ্বারা বদ্ধ আছ ; তুমি এখন যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, পরে তোমাকে অবশ হইয়া উহা করিতে হইবে"।১৬০

(৩) পরেচ্ছা প্রারব্ধ—যখন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই থাকে না, অথচ অন্যের প্রতি দাক্ষিণ্যবশতঃ কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়, উহাকে পরেচ্ছা প্রারব্ধ বলে।১৬১। 'জ্ঞানীরও যদি প্রারব্ধ থাকে তবে "কিমিচ্ছন্ কস্য কামায়" ইত্যাদি বাক্যে কেন জ্ঞানীর ইচ্ছার নিষেধ করা হইল'? এতদুত্তরে বলি—'ঐ বাক্যে জ্ঞানীর ইচ্ছার নিষেধ করা হয় নাই। কিন্তু ভর্জিত বীজের ন্যায় ইচ্ছার বাধ কথিত হইয়াছে (সুতরাং উহা প্রকৃত ইচ্ছা নহে, ইচ্ছার

একটা আভাসমাত্র), অর্থাৎ ইচ্ছা থাকিলেও উহা সমর্থ প্রবৃত্তি উৎপাদন করিতে পারে না ।১৬২। বীজসকল অগ্নিদ্বারা ভর্জিত হইলে আর অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারে না। এইরূপ ইচ্ছার বিষয়-রূপ বস্তুসকলের উপর জ্ঞানীর মিথ্যাত্ব বোধ থাকায় ঐ ইচ্ছা ব্যসনের কারণ হয় না ।১৬৩

জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর ভোগের পার্থক্য— দগ্ধ বীজসকল অঙ্কুর উৎপাদনে অসমর্থ হইলেও উহারা ভক্ষণের উপযোগী হয়, এইরূপ জ্ঞানীর ইচ্ছা অল্প ভোগের কারণ হয়, ভোগে বহু ব্যসন উৎপন্ন করে না ।১৬৪। ভোগের দ্বারা চরিতার্থ হইলে প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয়। কিন্তু, ভোক্তব্য বস্তুর উপর সত্যত্ব ভ্রান্তি থাকায় অজ্ঞানী ব্যক্তির ভোগবিষয়ে ব্যসন (বহু ভোগের ইচ্ছা) উৎপন্ন হয় ।১৬৫। অজ্ঞানী ব্যক্তির এই প্রকার ভ্রম হয়—'আমার এই ভোগের যেন বিনাশ না হয়, ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, এই ভোগ যেন বাধা প্রাপ্ত না হয় এবং এই ভোগদ্বারা আমি ধন্য' ।১৬৬। "যাহা হইবার নয়, তাহা হইবে না, এবং যাহা হইবার তাহা অন্যথা হইবে না ।"—এই প্রকার বোধ চিন্তাবিষের নাশক ও ভ্রমনিবর্ত্তক ।১৬৭। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর ভোগ সমান হইলেও অজ্ঞানীর ভোগে ব্যসন দৃষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানী ভোগে ব্যসনপ্রাপ্ত হন না। আরও অজ্ঞানী ব্যক্তির নানাপ্রকার অসম্ভব বিষয়ের সঙ্কল্পহেতু নানাপ্রকার দুঃখ হয় ।১৬৮। জ্ঞানী ভোগসকলের মায়াময়ত্ব জানিয়া উহাদের উপর আস্থা ত্যাগ করিয়া, ভোগ করিলেও ভোগের সঙ্কল্প করেন না ; সুতরাং কিরূপে ব্যসন উৎপন্ন হইবে ?১৬৯। স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালসদৃশ অচিন্ত্যরচনাত্মক দৃষ্টনষ্ট জগৎকে দেখিয়া জ্ঞানী কিরূপে আর উহাতে আসক্ত হইবেন ?১৭০। স্বীয় স্বপ্নকে অপরোক্ষভাবে দেখিয়া এবং নিজের জাগরণকেও অনুভব করিয়া জ্ঞানী প্রমাদশূন্য হইয়া জাগ্রদবস্থায় সর্বদা উহাদের সম্যক্

তুল্যতা চিন্তা করেন এবং জাগ্রৎকালীন বস্তু সকলের উপর সত্য-বুদ্ধি ত্যাগ করতঃ পূর্বের ন্যায় আর ঐ সকল বস্তুতে আসক্ত হন না।১৭১, ১৭২। এই প্রকার তত্ত্ব-বিস্মৃত না হইয়া প্রারব্ধ ভোগ করিলে হানি কি? ১৭৩। ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যাত্ব অনুসন্ধানেই তত্ত্বজ্ঞানের আগ্রহ অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞান কেবল জগতের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করে, ভোগের লোপে উহার আগ্রহ নাই এবং প্রারব্ধকর্মের আগ্রহ জীবের সুখদুঃখ প্রদানে। ভোগের সত্যত্ব প্রতিপাদনে প্রারব্ধ কর্মের আগ্রহ নাই।১৭৪। তত্ত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধকর্মের মধ্যে বিরোধী ভাব নাই, যেহেতু উভয়ের বিষয়ই ভিন্ন। যাঁহারা ইন্দ্রজালের স্বরূপ (মিথ্যাত্ব) অবগত আছেন, তাঁহারাও ইন্দ্রজাল দেখিয়া চিত্তের বিনোদ অনুভব করেন।১৭৫। প্রারব্ধকর্ম যদি জগতের সত্যত্ব আপাদন করিত, তবে উহা বিদ্যার বিরোধী হইত। কেবল ভোগ করিলেই উহা সত্য হইয়া যায় না।১৭৬। স্বপ্নের কল্পিত বস্তুর দ্বারা সম্যক্ ভোগ সম্পাদিত হয়, এইরূপ জাগ্রৎকালীন অসত্য-বস্তুর দ্বারাও ভোগ সিদ্ধ হয়, ইহা স্বীকার কর।১৭৭।* তত্ত্বজ্ঞান যদি জগতের তিরোভাব ঘটাইত, তবে উহা প্রারব্ধের বিনাশক হইত। তত্ত্ববিদ্যা কেবল জগতের মায়াময়ত্ব বুঝায়, জগতের তিরোধান ঘটায় না।১৭৮। ইন্দ্রজালের তিরোধান না ঘটাইয়াও লোকে যেমন 'ইহা ইন্দ্রজাল ও মিথ্যা' এইরূপ জানে, এইরূপ ভোগ্যবস্তুর বিনাশ না করিয়াও উহাদের মায়িকত্ব অবগত হওয়া যায়।১৭৯। যদি বল—

---

* এখানে এই প্রকার শঙ্কা উঠিতে পারে:—(১) স্বপ্নকালে স্বপ্নের বস্তু সকলের উপর সত্য বুদ্ধি থাকায় ঐ বস্তুসকলের দ্বারা স্বপ্নকালে ভোগ সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু জাগ্রত হইলে ঐ স্বাপ্ন বস্তু সকল দ্বারা জাগ্রত পুরুষের ভোগ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং জগন্নিদ্রা হইতে সম্যক্ জাগ্রত পুরুষের নিকট জাগ্রৎকালের বস্তুসকল মিথ্যা হওয়ায় কিরূপে ঐ মিথ্যা বস্তুসকল দ্বারা ভোগ সিদ্ধ হইবে? আরও (২) ইন্দ্র-

'বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"যখন সবই জ্ঞানীর নিকট আত্মাই হইয়া যায়, তখন কাহা দ্বারা কে ঘ্রাণ লইবে, কাহা দ্বারা কে দেখিবে" ইত্যাদি। (২।৪।১৪)।১৮০। অতএব দ্বৈতের বিলোপ সাধন করিয়াই তত্ত্ববিত্তার উদয় হয়, অন্য প্রকারে হয় না'। তাহা হইলে জ্ঞানীর ভোগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে'?১৮১। তাহার উত্তর শুন—'তুমি যে শ্রুতির উল্লেখ করিলে উহা সুষুপ্তি বা মুক্তিবিষয়ক শ্রুতি। অর্থাৎ, সুষুপ্তি বা মুক্তিতে জগদ্দর্শন থাকে না। (সুতরাং ঐ অবস্থাদ্বয়ে প্রারব্ধের কল্পনাও করা যায় না)। ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে "স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোঃ" (৪।৪।১৬) ইত্যাদি সূত্রে উহা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন'। (স্বাপ্যয়=সুষুপ্তি। সম্পত্তিঃ=মুক্তি)।১৮২। জ্ঞানীর প্রারব্ধভোগ স্বীকার না করিলে যাজ্ঞ

জালদর্শনকালে ইন্দ্রজালে তৎকালীন সত্য বুদ্ধি না আসিলে উহাতে বিনোদ অনুভূত হয় না। সুতরাং যাহার প্রারব্ধবুদ্ধি আছে, তাহার অজ্ঞাননিদ্রা সম্যক্ কাটে নাই বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে পূর্বে চিত্রদীপে আমরা আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতির মত দেখাইয়াছি। জ্ঞানীর প্রারব্ধবিষয়ে উহাই সুসিদ্ধান্ত। অজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্যই জ্ঞানীর প্রারব্ধের কথা বলা হয়। প্রতিবন্ধশূন্য জ্ঞানীর নিজদৃষ্টিতে প্রারব্ধ থাকে না। জ্ঞানীরও যদি সুখদুঃখের ভোগ হয়, তবে তিনি কি প্রকারে মুক্ত হইলেন? আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—"প্রারব্ধসূত্রগ্রথিতং শরীরং প্রয়াতু বা তিষ্ঠতু গোরিবাস্রক্। ন তৎ পুনঃ পশ্যতি তত্ত্ববেত্তানন্দাত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ"॥ (৪২৩ শ্লোঃ)॥ অর্থাৎ 'প্রারব্ধসূত্রে গাঁথা এই শরীর থাকুক বা যাউক, আনন্দাত্মা ব্রহ্মে লীনবৃত্তি তত্ত্ববিৎ উহাকে গোরুধিরতুল্য জ্ঞান করিয়া আর দেখিতেও ইচ্ছা করেন না। আচার্য্য আরও বলিয়াছেন—"ত তস্য মিথ্যার্থসমর্থনেচ্ছা, ন সংগ্রহস্তজ্জগতোঽপি দৃষ্টঃ। তত্রানুবৃত্তির্যদিচেন্মৃষার্থে ন নিদ্রয়া মুক্ত ইতীষ্যতে ধ্রুবম্॥" (ঐ ৪৬৪ শ্লোঃ)॥ অর্থাৎ

বস্ক্য প্রভৃতির আচার্য্যত্ব সম্ভব হয় না। কারণ, তোমার মতে দ্বৈতদৃষ্টি স্বীকার করিলে তাঁহাদিগকে অজ্ঞানী বলিতে হয়। আর যদি তাঁহারা দ্বৈতবস্তু দেখিতে না পান, তবে তাঁহাদের পক্ষে বাক্য-প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।১৮৩। যদি বল—'নির্বিকল্প-সমাধিতে দ্বৈতদর্শনের অভাববশতঃ উহাই অপরোক্ষ বিদ্যা'—তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—'সুষুপ্তি অবস্থা কি ঐ প্রকার নয়'?১৮৪। যদি বল—'সুষুপ্তিকালে আত্ম-তত্ত্বকে জানিতে পারা যায় না, এইহেতু সুষুপ্তিকে আত্মবিদ্যা বলা যায় না' —তবে বলি 'তাহা হইলে তুমি **আত্মবুদ্ধিকেই তত্ত্ববিদ্যা বল, দ্বৈতবিস্মৃতিকে তত্ত্ববিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান বলিও না।** (সুষুপ্তিতে জীবের বুদ্ধি উহার কারণ অজ্ঞানে লীন হয় বলিয়া তত্ত্বদর্শন হয় না)।১৮৫। যদি বল—'আত্মবুদ্ধি ও দ্বৈত-বিস্মৃতি এই উভয় মিলিত হইয়া তত্ত্ববিদ্যা উৎপন্ন হয়'—তবে বলি 'তাহা হইলে ঘটাদি সমস্ত জড়-বস্তুকে অর্দ্ধবিদ্যাভাজন বলিতে হয়। কারণ, উহাদের আত্মজ্ঞান না থাকিলেও দ্বৈত-বিস্মৃতি তো আছে।১৮৬। ঘটাদির যেমন দ্বৈত-বিস্মরণ দৃঢ় তোমার সমাধিতে সেইরূপ দৃঢ় দ্বৈতবিস্মরণের সম্ভাবনা নাই ; কারণ,মশক-ধ্বনি প্রভৃতি বহু বিক্ষেপ-কারণ আছে'।১৮৭। যদি বল—'আত্মজ্ঞানই বিদ্যা,

---

'সেই জাগরিত ব্যক্তির মিথ্যা বিষয়ের সমর্থনে ইচ্ছা থাকে না, এবং স্বপ্নদৃষ্ট মিথ্যা জগতের বস্তু সকল সংগ্রহের প্রবৃত্তিও দেখা যায় না। যদি মিথ্যা বস্তু সকলের অনুবৃত্তি দেখা যায়, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, তাহার নিদ্রা ঘোর কাটে নাই'। স্বাভাবিকভাবে জ্ঞানীর দেহের স্পন্দন হউক বা না হউক, জ্ঞানীর সে দিকে লক্ষ্য থাকে না। যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত কর্মে জ্ঞানীর বিনাক্লেশে স্বাভাবিকভাবে স্পন্দন হয়। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কোনটিতেই জ্ঞানীর দুরাগ্রহ থাকে না। লোকদৃষ্টিতে জ্ঞানীকে কর্মের কর্ত্তা মনে হইলেও তিনি স্বীয় পারমার্থিক দৃষ্টিতে সর্বদা অকর্ত্তা।

দ্বৈতবিস্মৃতি বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) নহে'—'তবে তুমি সুখী হও, উহা আমাদেরও ইষ্ট। কিন্তু, বিক্ষেপাদিযুক্ত চিত্তে সেই আত্মজ্ঞান স্থিরতা লাভ করে না বলিয়া যদি তুমি চিত্তের একাগ্রতার প্রয়োজন মনে কর, তবে তুমি যথাসুখে চিত্তনিরোধের অভ্যাস কর।১৮৮। ঐ প্রকার চিত্ত-নিরোধ আমাদেরও ইষ্ট। কারণ, **চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা চিত্তের দোষ সম্যক্ অপগত হইলে ভোগ্য বস্তুসকলের মায়াময়ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়।** অতএব পূর্বোক্ত "কিমিচ্ছন্" শ্রুতির তাৎপর্য্য—জ্ঞানীর ইচ্ছা উদিত হইলেও উহা অজ্ঞব্যক্তির ইচ্ছার ন্যায় নয়।১৮৯। এইরূপ হইলেই "বিষয়ে আসক্তি অজ্ঞানের চিহ্ন" এবং "জ্ঞানীর রাগদ্বেষাদি থাকুক না কেন"—এই বিরুদ্ধ শাস্ত্রবচনের সমন্বয় করা যায়।১৯০। (জ্ঞানীর যে বাহ্য রাগদ্বেষ দেখা যায়, উহা দগ্ধরজ্জুবৎ রাগদ্বেষের আভাসমাত্র)। জগতের মিথ্যাত্ববৎ আত্মার অসঙ্গত্বেরও সম্যক বোধ হওয়ায় ভোক্তৃত্বের অভাব হয়; ইহা বলিবার জন্য "কস্য কামায়" এই শ্রুতিবচন বলা হইয়াছে।১৯১। স্ত্রী ও পুরুষ যে পতিজায়াদিকে কামনা করে, উহা পতিজায়াদির ভোগের জন্য নহে, উহা উহাদের নিজ নিজ ভোগের জন্যই অর্থাৎ পতিকে ভোগ করিয়া পত্নীর নিজের প্রীতি হয় এবং পত্নীকে ভোগ করিয়া পতির নিজের প্রীতি হয় বলিয়াই পরস্পর পরস্পরকে কামনা করে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উহা বিস্তারিতভাবে দেখান হইয়াছে। (২।৪।৫)।১৯২। যদি বল—'অপরের প্রীতির জন্যও তো লোককে কর্ম করিতে দেখা যায়?' তবে বলি—'উহাও আত্মপ্রীতির জন্য; কারণ, অপরকে প্রীত করিয়া আত্মপ্রীতিই হয়।

ভোক্তা কে?—প্রশ্ন হইতে পারে:—(১) কূটস্থচৈতন্যই কি ভোক্তা? অথবা (২) চিদাভাস ভোক্তা? অথবা (৩) ভোক্তা উভয়াত্মক? ইহার উত্তর—(১) কূটস্থ অসঙ্গ বলিয়া ভোক্তা হইতে পারে না। সুখদুঃখের অভিমানরূপ যে বিকার, উহাকেই ভোগ

বলে। 'কূটস্থও বটে, আবার বিকারীও বটে'—এই বাক্য ব্যাঘাত-দোষদুষ্ট।১৯৩,১৯৪। (২) চিদাভাস বিকারী বুদ্ধির অধীন বলিয়া বিকৃত হইলেও কেবল নিরধিষ্ঠান ভ্রান্তি থাকিতে পারে না বলিয়া অধিষ্ঠানকে বাদ দিয়া কেবল চিদাভাস ভোক্তা হইতে পারে না।১৯৫। অতএব ভোক্তা (৩) উভয়াত্মক অর্থাৎ অধিষ্ঠান সহিত চিদাভাসকেই লোকে ব্যবহারদশায় ভোক্তা বলে। পরমার্থতঃ উভয়ের মিলন ঘটে না। শ্রুতিও সেই উভয়াত্মক আত্মাকে গ্রহণ করিয়া মিথ্যা চিদাভাসের নিরাস করিয়া কূটস্থে উহার পর্য্যবসান করিয়াছেন।১৯৬। বৃহদারণ্যকে দেখা যায়, রাজা জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে "ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি আত্মা ?" এইরূপ প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া কূটস্থে পর্য্যবসান করিয়া জনককে আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৭)।১৯৭। জীব অবিবেকবশতঃ কূটস্থের সত্যতা আপনাতে আরোপিত করিয়া, ভোগকে সত্য মনে করিয়া আর কখনও উহাকে ত্যাগ করিতে চায় না।১৯৯। ভোগ্য বস্তুসকল ভোক্তার নিজের ভোগের উপকরণ-স্বরূপ। অতএব ভোগ্য বস্তুসকলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া প্রধানভূত ভোক্তাতেই অনুরাগ করা কর্ত্তব্য।২০১। "অবিবেকিগণের বিষয়ে যেমন দৃঢ় প্রীতি দেখা যায়, হে লক্ষ্মীপতে ! তোমার অনুস্মরণে আমার হৃদয়ে সেই প্রকার প্রীতি সর্বদা অবস্থান করুক"—এই প্রকার পুরাণবচন দেখা যায়।২০২। পূর্বোক্ত রীতি-অনুসারে সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু হইতে বিরক্ত হইয়া, ভোক্তা আত্মাতেই সেই প্রীতির উপসংহার করিয়া আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে।২০৩। পামর ব্যক্তিগণ যেমন মাল্য, চন্দন, বধূ, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি বিষয়ে প্রমাদরহিত ও সর্বদা অবহিত থাকে, এইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিও সর্ব্বদা ভোক্তার স্বরূপবিষয়ে প্রমাদরহিত হইবেন।২০৪। যেমন কোন জয়কামী পণ্ডিত অপরকে পরাস্ত করিবার জন্য কাব্য, নাটক ও তর্কাদির

সর্বদা অভ্যাস করেন; এইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিও নিরন্তর আত্মবিচার করিবেন।২০৫। যেমন অভ্যাস দ্বারা পূর্বোক্ত বিষয়সকলে পটুতা লাভ করা যায়, এইরূপ অভ্যাসদ্বারা বিবেকের পটুতা লাভ হয়।২০৮। যিনি অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারা ভোক্তৃতত্ত্বের বিচার করেন, তিনি জাগ্রদাদি তিন অবস্থায় আত্মার অসঙ্গতা বুঝিয়া সাক্ষীতে বুদ্ধির অধ্যবসায় করেন।২০৯। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় দ্রষ্টা আত্মা যাহা যাহা দর্শন করেন বা জানেন, তাহা তাহা সেই সেই অবস্থাতেই অবস্থিত; অন্য অবস্থায় উহারা থাকে না—এইরূপ অনুভূতি সর্বসম্মত।২১০। [জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে যখন একটি অবস্থা থাকে, তখন অপর দুই অবস্থা বাদ পড়ে। কিন্তু, ঐ তিন অবস্থায় আত্মা কখনও বাদ পড়েন না]।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে (৪।৩।১৫,১৬)—"সেই স্বপ্নকালে আত্মা যাহা কিছু দেখেন, তিনি তাহার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসেন—এই পুরুষ অসঙ্গ।"২১১। অন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির প্রকাশক ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাই আমি, এই প্রকার জানিলে সর্ব বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।"২১২। (কৈবল্যোপনিষৎ ১।১৭)। "জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা একই। যিনি ঐ তিন অবস্থা হইতে আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাঁহার পুনর্জন্ম নাই।"২১৩। "জাগ্রদাদি তিনটি অবস্থায় যাহা ভোগ্য, যাহা ভোক্তা এবং যাহা ভোগ, আমি ঐ সকল হইতে বিলক্ষণ সাক্ষী, চিন্মাত্র এবং সর্বদা শিবস্বরূপ" (কৈবল্যোপনিষৎ ১।১৮)।২১৪। এই প্রকার তত্ত্বের বিচার করিলে দেখা যায়, বিজ্ঞানময়-শব্দবাচ্য বিকারী যে চিদাভাস, উহারই ভোক্তৃত্ব।২১৫। শ্রুতি-প্রমাণ ও অনুভূতি উভয় হইতেই বুঝা যায় যে, এই চিদাভাস মায়িক ও মিথ্যা; যেহেতু, জগৎকে ইন্দ্র-

জালসদৃশ বলা হয় এবং চিদাভাস তাহারই অন্তর্গত ।২১৬। সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় এই চিদাভাসের লয় সাক্ষিদ্বারা অনুভূত হয়। জীব এইরূপে পুনঃ পুনঃ আপনার এতাদৃশ স্বরূপ বিচার করেন ।২১৭। [জাগ্রৎকালে বা স্বপ্নাবস্থায় যে আমরা একটা খণ্ড 'আমি' 'আমি' ভাবের অনুভব করি, উহাই চিদাভাস, জীব। সুষুপ্তিকালে ঐ 'আমি' 'আমি' ভাবের অভাব হয়; কিন্তু আত্মার বা প্রকৃত আমির অভাব হয় না। 'আমি' 'আমি' ভাবের অভাবকে আমরা যে চৈতন্য বা জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারি, উহাই কূটস্থচৈতন্য বা সাক্ষী আত্মা]। বিচার দ্বারা আপনার (চিদাভাসের) নাশ নিশ্চয় করিয়া সেই চিদাভাস পুনরায় ভোগের কামনা করেন না—ভূমিতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত কোন পুরুষ কি বিবাহের ইচ্ছা করে ?২১৮। সেই চিদাভাস পূর্বের ন্যায় 'আমি ভোক্তা' এইরূপ ব্যবহার করিতেও লজ্জিত হন। ছিন্ননাস ব্যক্তির ন্যায় লজ্জিত হইয়া তিনি ক্লেশের সহিত প্রারব্ধকর্মের ফল ভোগ করিয়া যান ।২১৯। চিদাভাস যখন আপনার ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিতে লজ্জা পান, তখন যে তিনি সাক্ষীতে সেই ভোক্তৃত্বের আরোপ করিবেন, ইহা অসম্ভব ।২২০। পূর্বোক্ত শ্রুতিবচনের "কস্য কামায় ইতি" ইত্যাদি শব্দ নিঃশঙ্কভাবে ভোক্তার অভাব বুঝাইতেছে ।২২১।

তিন শরীরে ত্রিবিধ জ্বর—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—শরীর এই ত্রিবিধ। সেই সেই শরীরে সেই সেই শরীরের অনুরূপ ত্রিবিধ জ্বরও (সন্তাপও) অবশ্য আছে ।২২২। স্থূল শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফ জন্য বহু ব্যাধি হয়। সেইরূপ স্থূলশরীরে দুর্গন্ধত্ব, কুরূপত্ব, দাহ, ভঙ্গ প্রভৃতিও দেখা যায় ।২২৩। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি এবং শম, দম, শ্রদ্ধাদি সূক্ষ্ম শরীরের জ্বর। এই উভয় প্রকারের জ্বরই যথাক্রমে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি (সদ্ভাব ও অভাব) দ্বারা জীবের ক্লেশের কারণ হয়—

সেইজন্য উহাদিগকে জ্বর বলে।২২৪। সুষুপ্তিকালে কারণশরীরে স্থিত আত্মা নিজেকে এবং অপরকে জানিতে পারেন না; তিনি যেন কারণশরীরে বিনষ্টের ন্যায় হন। কিন্তু, 'সুষুপ্তির সেই কারণদেহ আগামী দুঃখের বীজ' (উহাই কারণদেহের জ্বর)—ইন্দ্র ইহা প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন। (ছান্দোগ্য ৮।১১।১)।২২৫। এই ত্রিবিধ জ্বর তিন শরীরে স্বাভাবিক। যেমন সূত্রকে বাদ দিলে বস্ত্র থাকে না, লোম বাদ দিলে কম্বল থাকে না, এবং মাটী বাদ দিলে ঘট থাকে না, সেইরূপ জ্বর হইতে বিযুক্ত দেহ থাকিতে পারে না।২২৬।

চিদাভাসে স্বতঃই কোন জ্বর নাই; যেহেতু চৈতন্যের প্রকাশ-স্বভাবতা ভিন্ন অন্য কোন স্বভাব দেখা যায় না।২২৮। যখন চিদাভাসেও জ্বরের সম্ভাবনা নাই, তখন সাক্ষীতে জ্বরের সম্ভাবনা কোথায়? [আকাশের সূর্য্য সাক্ষিস্থানীয় এবং জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য চিদাভাস-স্থানীয়। জল নড়িলে জলের সূর্য্য যেন নড়ে বলিয়া মনে হয়; আকাশের সূর্য্য তজ্জন্য নড়ে না। এইরূপ চিদাভাসের তিন দেহের জ্বর সাক্ষিচৈতন্যকে স্পর্শ করে না। একটু ভাল করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, যে জলসূর্য্যও নড়ে না, জলের স্পন্দন উহাতে আরোপিত হয় মাত্র। এইরূপ মন, বুদ্ধির স্পন্দন চিদাভাসে আরোপিত হয় মাত্র, চিদাভাস স্বয়ং স্পন্দিত হন না। সুতরাং চিদাভাসেও যখন জ্বর নাই, তখন সাক্ষীতে তো উহা থাকিতেই পারে না]। তথাপি চিদাভাস অবিদ্যাবশতঃ সেই শরীরত্রয়ের সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হইয়া ঐ তিন শরীরের জ্বরকে আপনার মনে করেন।২২৯। চিদাভাস নিজের সহিত যুক্ত তিন শরীরে সাক্ষীর সত্যত্বের অধ্যাস করিয়া সেই তিন শরীরকে বাস্তব সত্য মনে করেন।২৩০। লোকে যেমন স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনে অধ্যাস করিয়া উহাদের কষ্টে

আপনার কষ্ট মনে করে, সেইরূপ চিদাভাসও শরীরত্রয়ের তাপে আপনাকে সন্তপ্ত মনে করেন।২৩১

জ্ঞানী স্বাভাবিকভাবেই সাক্ষি-পরায়ণ হন—কিন্তু, বিচারদ্বারা ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া আপনাকে (চিদাভাসকে) মিথ্যা জানিয়া সর্বদা সাক্ষীর চিন্তা করিতে থাকিলে, আর কেন তিনি শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিবেন ?২৩৩। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইলে সেই মিথ্যা সর্পজ্ঞানও পলায়নের কারণ হয় ; কিন্তু রজ্জুজ্ঞানে সর্পবুদ্ধির নাশ হইলে পূর্বকৃত পলায়নের জন্য অনুশোচনা হয়।২৩৪। মিথ্যা-অপবাদরূপ দোষের প্রায়শ্চিত্তের জন্য চিদাভাস নিজেকে যেন সাক্ষিদ্বারা ক্ষমা করাইবার জন্য সাক্ষীর শরণ গ্রহণ করেন।২৩৫। পুনঃ পুনঃ কৃত পাপের নাশের জন্য লোকে যেমন পুনঃ পুনঃ গঙ্গাস্নানাদি করে, এইরূপ চিদাভাসও সংস্কারক্ষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া সর্বদা সাক্ষিপরায়ণ হন।২৩৬। যে বেশ্যার উপস্থে কোন রোগ আছে, সে যেমন যে ব্যক্তি উহা জানে, উহার নিকট বিলাসে লজ্জিত হয়, এইরূপ চিদাভাস সকল বিষয়ের জ্ঞাতা সাক্ষিচৈতন্যের সম্মুখে নিজের গুণ প্রখ্যাপন করিতে লজ্জিত হন।২৩৭। যেমন কোন ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া পরে মুক্তি পাইলে প্রায়শ্চিত্তকরতঃ পুনরায় ম্লেচ্ছগণের সহিত মিলিত হন না, এইরূপ চিদাভাসও বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর শরীরের সহিত মিলিত হন না।২৩৮। যৌবরাজ্যে স্থিত রাজপুত্র যেমন সাম্রাজ্য-লাভের ইচ্ছায় রাজার আজ্ঞানুকারী হয়, সেইরূপ সেই জ্ঞানী-চিদাভাস ব্রহ্মভাব লাভ করিবার জন্য সর্বদা সাক্ষিপরায়ণ হন।২৩৯। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন"। (মুণ্ডক—৩।২।৯)॥ শ্রুতির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি তদ্গতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকেই জানেন অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠায় লাগিয়া

থাকেন, তিনি অন্য কিছু চিন্তা করেন না।২৪০। [ব্রহ্মবিৎ=জ্ঞানী চিদাভাস। চিদাভাসের সম্যক্ মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইলে, তখন তিনি ব্রহ্মই]

যদি বল—'ব্রহ্মভাব লাভ হইলে চিদাভাসের নাশ হয়; জীব নিজের নাশ কামনা করিবে কেন?' উত্তরে বলি—'যেমন লোকে দেবত্ব কামনা করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করে, এইরূপ নিজের প্রকৃত সাক্ষিরূপে অবশিষ্ট হইবার জন্য চিদাভাস নিজের বিনাশ কামনা করেন।২৪১। (আত্মার এই চিদাভাসরূপ ভ্রান্তিজন্য আগন্তুক। ইহা সুখদুঃখাদিপ্রদ জন্মমৃত্যুপ্রবাহের অধীন। আত্মার স্বীয় স্বভাব সাক্ষিরূপে জন্ম, মৃত্যু, সুখ দুঃখাদি নাই এবং উহা আনন্দস্বরূপ। সেইজন্য চিদাভাস সুখদুঃখপ্রদ এই আগন্তুক চিদাভাসভাবের বিনাশ করিয়া স্বীয় আনন্দস্বরূপে স্থিত হইতে ইচ্ছা করেন)। যেমন অগ্নিতে প্রবিষ্ট পুরুষের যে পর্য্যন্ত না শরীর দগ্ধ হয়, সে পর্য্যন্ত উহার নরত্ব ব্যবহার থাকে, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত না প্রারব্ধ-কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া চিদাভাসের দেহপাত হয়, সে পর্য্যন্ত উহার আভাসত্বের নিবৃত্তি হয় না।২৪২। (জ্ঞান হইবার মাত্র সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষেপের নিবৃত্তি হয় না)। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিস্থলে রজ্জুজ্ঞান হইলেও হৃৎকম্পাদি ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হয়, এইরূপ প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগও ধীরে ধীরে উপশান্ত হয়। যেমন মন্দ অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত রজ্জুকে পুনরায় অনবধানতাবশতঃ সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, এইরূপ ভোগকালে কদাচিৎ 'আমি মরণশীল মনুষ্য' এই প্রকার ভ্রম হইয়া থাকে।২৪৩, ২৪৪। কিন্তু, এতটুকু অপরাধের জন্য তত্ত্বজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কারণ, জীবন্মুক্তি কোন ব্রতপালনের ন্যায় নহে, যে উহার ভঙ্গ হইলেই অনর্থ হইবে—ইহা বস্তুর স্বরূপ-স্থিতিমাত্র।২৪৫। [যদিও পূর্বসংস্কারবশতঃ জ্ঞানীর কদাচিৎ বিক্ষেপ আসে, তথাপি সঙ্গে সঙ্গে

জ্ঞানের সংস্কার উদিত হইয়া ঐ বিক্ষেপকে নাশ করে। প্রতিবন্ধ-যুক্ত মন্দজ্ঞানেই ঐপ্রকার বিক্ষেপ বা অধ্যাস আসে; দৃঢ় জ্ঞানে উহা আসে না। সেইজন্য আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে ঐ প্রকার অধ্যাসের নিবৃত্তির জন্য সর্বদা আত্মনিষ্ঠার ও নির্বিকল্প সমাধির অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন। উহাদ্বারা জ্ঞান প্রতিবন্ধশূন্য ও দৃঢ় হয়]। দশম পুরুষের দৃষ্টান্ত স্থলে 'আমিই দশম পুরুষ' এইরূপ জ্ঞান হইলেও ঐ জ্ঞানলাভের পূর্বে রোদনকালে শিরে করাঘাত করিয়া যে বেদনা উৎপন্ন হইয়াছিল, উহা দশমপুরুষের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হয় না, উহা ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হয়।২৪৬। কিন্তু, 'দশম পুরুষই আমি'—ইহা জানিলে যে হর্ষ উৎপন্ন হয়, উহা আঘাতজনিত শিরোব্যথাকে অভিভূত করে—এইরূপ মুক্তিলাভের আনন্দ প্রারব্ধজনিত দুঃখকে অভিভূত করে।২৪৭। জীবন্মুক্তি কোন ব্রত না হইলেও যেমন রসসেবী ব্যক্তি একই দিনে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ ভোজন করে, এইরূপ অধ্যাস নিবৃত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ বিচার করিবে।২৪৮। দশম পুরুষ যেমন ঔষধ সেবন করিয়া নিজের শিরো-ব্যথাকে দূর করে, এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের অবসান করিয়া পরে মুক্তি লাভ করেন।২৪৯। পূর্বোক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতির "কিমিচ্ছন্" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞানীর শোকমুক্তির কথা বলা হইয়াছে। উহা আভাসচৈতন্যের ষষ্ঠী অবস্থা; এক্ষণে সপ্তমী অবস্থা তৃপ্তির বিষয় কথিত হইতেছে।২৫০। বিষয়ে যে তৃপ্তি লাভ হয়, উহা সাঙ্কুশ; (অর্থাৎ বাধাযুক্ত) কিন্তু, জ্ঞানীর এই তৃপ্তি নিরঙ্কুশ।২৫১

জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা ও তৃপ্তি—

'যাহা করিবার ছিল তাহা করা হইয়াছে, যাহা পাইবার ছিল, তাহা পাওয়া হইয়াছে'—এই ভাবিয়া জ্ঞানী সম্যক্ তৃপ্তি লাভ করেন।২৫১। ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক ভোগসমূহের সিদ্ধির জন্য এবং মুক্তির

জন্য পূর্বে তাঁহার বহু করণীয় ছিল; এখন তাঁহার ঐসকল সবই কৃতের ন্যায় হইয়াছে, তাঁহার আর কোন কর্ত্তব্য নাই।২৫২। সেই কৃতকৃত্য জ্ঞানী অজ্ঞানাবস্থার দুঃখাদির কথা স্মরণ করিয়া প্রতিযোগি-পুরঃসর সর্বদা এইরূপ তৃপ্তি লাভ করেন।২৫৩। 'দুঃখী অজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুত্রাদিকামনায় সংসার-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হউক, পূর্ণানন্দস্বরূপ আমি আর কিসের ইচ্ছায় লৌকিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইব ?২৫৪। যাহারা পরলোকে স্বর্গাদি পাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা কর্ম করুক; কিন্তু সর্বলোক-স্বরূপ আমি কি জন্য, কি প্রকারে, কিসের অনুষ্ঠান করিব ?২৫৫। যাঁহারা লোক-সংগ্রহের অধিকারী পুরুষ, তাঁহারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করুন, কিংবা বেদসমূহের অধ্যাপনা করুন, কিন্তু আমি অক্রিয় বলিয়া আমার লোক-সংগ্রহার্থ পরার্থ কার্য্যেও অধিকার নাই।২৫৬ (এখানে গ্রন্থকার আধিকারিক পুরুষগণেরই লোক সংগ্রহের কথা বলিলেন)। আমি নিদ্রা, ভিক্ষা, স্নান, শৌচাদির ইচ্ছাও করি না এবং ঐ সকল কর্মও করি না। অজ্ঞ দ্রষ্টা ব্যক্তিগণ যদি আমাতে উহা কল্পনা করে, তবে সেই অন্যের কল্পনায় আমার ক্ষতি কি ?২৫৭। (এখানে গ্রন্থ-কারের উদ্দেশ্য ইহাই মনে হয় যে, জ্ঞানাভ্যাসী পুরুষ অপর কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্বন্ধে কি বলে, সেই দিকে দৃষ্টি না দিয়া আপনার অসঙ্গ স্বরূপের চিন্তা করিবেন। নতুবা, জ্ঞানী যদি সত্য সত্যই কাহাকেও অজ্ঞ বলিয়া দেখিতে পান, তবে তাঁহার জ্ঞান হয় নাই বুঝিতে হইবে)। কুঁচফলের গুচ্ছে যদি কেহ ভ্রমে অগ্নির কল্পনা করে, তবে সেই কল্পিত অগ্নি দগ্ধ করিতে সমর্থ-হয় না; সেইরূপ, অন্যদ্বারা আমার উপর-আরোপিত সংসারধর্মকে আমি ভজনা করি না।২৫৮। যাহারা তত্ত্ব জানে নাই, তাহারা শ্রবণ করুক; আমি তত্ত্ব জানিয়া আর কেন শ্রবণ করিব ? যাহাদের সংশয় আছে, তাহারা মনন করুক; সংশয় নাই বলিয়া আমার মননেরও প্রয়োজন নাই।২৫৯।

যাহার বিপরীতভাবনা আসে, সে নিদিধ্যাসন করুক ; আমার যখন বিপরীতভাবনা নাই, তখন আমি কেন নিদিধ্যাসন করিব? আমি কখনও দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত-ভাবনার ভজনা করি না।২৬০। 'আমি মনুষ্য' এইপ্রকার ব্যবহার বিপরীতভাবনা ব্যতীত চিরাভ্যস্ত বাসনাবশতঃও আসিতে পারে।২৬১। প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় না হইলে সহস্র সহস্র ধ্যান দ্বারাও উহার নিবৃত্তি হয় না।২৬২। তোমার যদি ব্যবহারের বিরলত্ব ইষ্ট হয় এবং ধ্যানে রুচি হয়, তবে তাহা হউক ; কিন্তু, আমি ব্যবহারকে জ্ঞানের অবিরোধী জানিয়া কেন আর ধ্যান করিব ?২৬৩ [জ্ঞানীর ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে ও স্বচ্ছন্দে হইয়া থাকে। জ্ঞানী প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশূন্য। ব্যবহার বা সমাধি জ্ঞানীর নিকট সবই ব্রহ্ম। যে কোন অবস্থায়ই আসুক না কেন, জ্ঞানী স্বভাবতঃ স্বপদে স্থিত। লোকে বলে,—'জ্ঞানীর ইহা ব্যবহার বা জ্ঞানীর ইহা সমাধি।' কিন্তু, অভেদ দর্শনকারী জ্ঞানীর নিজদৃষ্টিতে উহারা ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যায়]। যেহেতু, আমার বিক্ষেপ নাই, সেইহেতু আমার সমাধিও নাই। এই বিক্ষেপ ও সমাধি বিকারী মনের ধর্ম।২৬৪। [ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত মূঢ়, একাগ্র ও নিরুদ্ধ প্রভৃতি অবস্থা চিত্তেরই হয়—আত্মা সর্বদা একরূপ, আত্মার কোন অবস্থা সম্ভব নয়]। আমি নিত্য অনুভব-স্বরূপ ; (সুতরাং সমাধিদ্বারা উহা সম্পাদ্য নয়)—আমা হইতে পৃথক্ অনুভব কোথায়? আমার ইহাই নিশ্চয় যে,—'আমার যাহা করণীয় ছিল, তাহা করা হইয়াছে, যাহা পাইবার ছিল তাহা পাওয়া হইয়াছে।২৬৫। অকর্ত্তা ও অসঙ্গ আমার প্রারব্ধবশতঃ লৌকিক, শাস্ত্রীয়, অথবা অন্যপ্রকার যে কোন ব্যবহারই হউক না কেন, উহাতে আমার ক্ষতি নাই।২৬৬। অথবা কৃতকৃত্য হইবার পর লোক-সকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য যদি আমি শাস্ত্রীয় সদাচারের অনু-বর্ত্তন করি, উহাতেই বা আমার ক্ষতি কি ?২৬৭। আমার শরীর দেবার্চন,

স্নান, শৌচ, ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্ত হউক, বাক্ প্রণব জপ করুক্ বা উপনিষদাদি পাঠ করুক্, বুদ্ধি বিষ্ণুর ধ্যান করুক্, বা ব্রহ্মানন্দে বিলীন হউক্, আমি সাক্ষিমাত্র—আমি কিছুই করিও না বা কাহাকেও কিছু করাইও না।২৬৮, ২৬৯। যখন অবস্থা এইরূপ, তখন আমার আর কর্মিগণের সঙ্গে বিবাদ কিরূপে সম্ভব ? কারণ পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রদ্বয়ের ন্যায় আমাদের বিষয়ই বিভিন্ন।২৭০। শরীর, বাক্, বুদ্ধি প্রভৃতিতে বা উহাদের ব্যাপারে কর্মিগণের আগ্রহ, সাক্ষিবিষয়ে উহাদের আগ্রহ নাই এবং জ্ঞানীর আগ্রহ অসঙ্গ সাক্ষীতে, অন্য শরীরাদিবিষয়ে জ্ঞানীর আগ্রহ নাই।২৭১। পরস্পরের মনোভাব অবগত না হইয়া যেমন দুইজন বধির ব্যক্তি বিবাদ করে, সেইরূপ জ্ঞানী (জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি) ও কর্মী পরস্পরের মনোভাব অবগত না হইয়াই বিবাদ করে। বুদ্ধিমান্ তত্ত্ববিৎ উহাদের ঐ বিবাদ দেখিয়া হাস্য করেন।২৭২। যে সাক্ষিচৈতন্যকে কর্মিগণ জানে না, তত্ত্ববিৎ তাঁহার ব্রহ্মত্ব বুঝুন—তাহাতে কর্মিগণের হানি কি ?২৭৩। জ্ঞানিগণ মিথ্যাবুদ্ধিতে যে দেহ, বাক্, বুদ্ধি প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়াছেন, কর্মী ঐ সকল লইয়া প্রবৃত্ত হউন—উহাতে জ্ঞানীরই বা ক্ষতি কি ?২৭৪ [এক বিষয় লইয়া উভয় ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ, মারামারি প্রভৃতি দেখা যায় ; কিন্তু, জ্ঞানী ও কর্মীর বিষয়ই যখন বিভিন্ন, তখন তাহাদের বিবাদের কি কারণ আছে ?]

যদি বল—'জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানীর নিকট আর প্রবৃত্তির উপযোগিতা থাকে না'—তবে বলি, 'জ্ঞানীর নিবৃত্তিরই বা উপযোগিতা কোথায় ?' [দেহাদির প্রবৃত্তি বা চেষ্টাপূর্ব্বক উহাদের নিবৃত্তি অজ্ঞান-ক্ষেত্রে অহংকারপূর্বক হইয়া থাকে—জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় জ্ঞানী নিত্যনিবৃত্ত]। যদি বল—'নিবৃত্তি জ্ঞানের কারণ'—তবে বলি, 'শাস্ত্রোক্ত প্রবৃত্তিও স্বরূপ-জিজ্ঞাসার কারণ।২৭৫। [ধর্মজিজ্ঞাসার পর শাস্ত্রোক্ত ধর্মের আচরণ করিলে তবেই চিত্তশুদ্ধি

হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। প্রথমে শাস্ত্রোক্ত প্রবৃত্তিমার্গ, পরে নিবৃত্তিমার্গ]

যদি বল—'যিনি জ্ঞানী, তাঁহার আর জ্ঞানলাভের ইচ্ছা হয় না'— তবে বলি, 'তাঁহাকে আর পুনরায় জ্ঞানলাভও করিতে হয় না; সুতরাং তাঁহার নিবৃত্তিরও আর প্রয়োজন নাই।' একবার প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা অবাধে চলিতে থাকে, তাহার জন্য অন্য সাধনা করিতে হয় না।২৭৬। অবিদ্যা বা উহার কার্য্য জ্ঞানের বাধা ঘটাইতে পারে না, কারণ, উহারা জ্ঞানোৎপত্তিকালেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাধিত হইয়াছে।২৭৭। বাধিত বস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট হউক না কেন, তাহাতে জ্ঞানের বাধা হয় না। দেখ জীবিত মূষিক যখন বিড়ালকে হত্যা করিতে পারে না, তখন মৃত মূষিক আর কিরূপে বিড়ালকে হত্যা করিবে?২৭৮। [অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্যে কল্পিত জগৎ সত্যভাবে দৃষ্ট হইলেও যখন সাক্ষিচৈতন্যের হানি হয় না, তখন জ্ঞানের পর মিথ্যারূপে প্রতীত জগৎ আর সাক্ষিচৈতন্যের কি হানি করিবে?]। পাশুপত অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও যাহার মৃত্যু হয় নাই, ফলকরহিত বাণদ্বারা বিদ্ধ হইয়া সে যে মরিয়া যাইবে, ইহাতে প্রমাণ কি?২৭৯। বিচিত্র কার্য্যদ্বারা বিস্তৃত অবিদ্যার সহিত প্রথমে যুদ্ধ করিয়া যে বোধ জয় লাভ করিয়াছে, সেই জ্ঞান অদ্য সুদৃঢ় হইয়াছে, কিরূপে উহা বাধা প্রাপ্ত হইবে?২৮০। জ্ঞান দ্বারা নিহত সেই অবিদ্যা বা তাহার কার্য্য মৃতরূপে থাকুক্। ঐ সকলদ্বারা বোধসম্রাটের হানি হয় না; বরং উহারা তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করে।২৮১। (যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতরূপে শায়িত শত্রুপক্ষের বীর যোদ্ধৃবর্গ জয়ী রাজার কীর্ত্তি ঘোষণা করে, সেইরূপ)। যিনি এইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত জ্ঞান হইতে বিযুক্ত না হন, তাঁহার দেহাদিগত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে * কি আসে যায়?২৮২।

---

*নির্গুণব্রহ্ম বা মোক্ষে কোন কর্ম নাই, ইহা সকল অদ্বৈতবাদীই

অজ্ঞানী ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তিমার্গে আগ্রহ ন্যায্য, কেন না স্বর্গলাভের জন্য বা মুক্তিলাভের জন্য মনুষ্যগণের যত্ন করা উচিত।২৮৩। জ্ঞানী ব্যক্তি যখন ঐ প্রকার অজ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে বাস করেন, তখন তিনি লোক-সংগ্রহের জন্য কায়মনোবাক্যে সমস্ত কর্ম্ম করেন ।২৮৪। কিন্তু জ্ঞানিগণ যখন জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে অবস্থান করেন, তখন উহাদের বোধের নিমিত্ত সমস্ত কর্ম্মের দোষ দেখাইয়া নিজেও উহা ত্যাগ করেন ।২৮৫। অজ্ঞানিগণের অনুসরণে জ্ঞানিগণের ব্যবহার হইয়া থাকে—যেমন স্তন্যপায়ী শিশুর প্রবৃত্তি-অনুসারে পিতা উহার সন্তোষের জন্য তদনুরূপ ব্যবহার-পরায়ণ হন ।২৮৬। শিশু দ্বারা ক্ষিপ্ত (কর্দ্দমাদি দ্বারা লিপ্ত) হইয়া কিংবা উহা দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া পিতা যেমন ক্লেশপ্রাপ্ত হন না, বা শিশুর উপর কোপ করেন না, বরং উহাকে খেলনা প্রভৃতি দিয়া তাহার লালন করেন, এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিও অজ্ঞ ব্যক্তিগণদ্বারা নিন্দিত বা প্রশংসিত হইলেও উহাদের নিন্দা বা স্তুতি করেন না ; কিন্তু যাহাতে উহাদের বোধ হয়, সেইরূপ আচরণ করেন।২৮৭,২৮৮। যে প্রকার অভিনয়

স্বীকার করেন। সুতরাং জ্ঞানলাভের পর স্বতঃই ক্রমশঃ কর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া যতই মোক্ষের সমীপবর্ত্তী হওয়া যায়, উহা ততই জ্ঞানী জীবের উত্তম অবস্থা। সেইজন্যই যোগবাশিষ্ঠে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমভূমিকার জ্ঞানীকে যথাক্রমে ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিদ্‌বর, ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানে ভেদ না থাকিলেও মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের তারতম্যে জ্ঞানী জীবের ব্যাবহারিক ভেদ আছে। বিদ্যারণ্য মুনিও 'জীবন্মুক্তি-বিবেক' গ্রন্থে বাসনাক্ষয়রূপ জীবন্মুক্তির অনুসরণক্রমে যে মনোনাশরূপ সমাধি হয়, উহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। সম্যক্ অজ্ঞানক্ষয়ে এক সমরসতত্ত্ব ব্রহ্মই থাকেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, জনকাদি বা উহাদের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বন্ধন, মুক্তি কিছুই থাকে না—ইহাই অজাতবাদের সিদ্ধান্ত।

দ্বারা অজ্ঞানীর জ্ঞান হয়, জ্ঞানীর তাহাই করা উচিত। তত্ত্ববিদ্‌গণের অজ্ঞব্যক্তিগণকে জ্ঞান দান করা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই।২৮৯

জ্ঞানী কৃতকৃত্য হইয়া এবং সকল প্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তিহেতু তৃপ্তিলাভ করিয়া সর্ব্বদা নিজের মনে এই প্রকার তৃপ্তি অনুভব করেন।২৯০।:—'আমি সর্ব্বদা আত্মাকে সম্যক্ জানিতেছি, অতএব আমি ধন্য! ব্রহ্মানন্দ আমার নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে, অতএব আমি ধন্য! আমি ধন্য!২৯১ আমি ধন্য! এখন সাংসারিক দুঃখ আর দেখিতেছি না, আমার অজ্ঞান কোথায় পলাইয়া গিয়াছে।২৯২। আমি ধন্য! আমি ধন্য! আমার আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। যেহেতু, আমি অন্য সকল প্রাপ্তব্যই প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই হেতু আমি ধন্য!২৯৩। সংসারে আমার তৃপ্তির কোন উপমা নাই, সেই হেতু আমি ধন্য। আমি ধন্য! আমি ধন্য! ধন্য! ধন্য! পুনঃ পুনঃ ধন্য!২৯৪। অহো, আমার কি পুণ্য! অহো আমার কি পুণ্য! আমার পুণ্য অক্ষয় ফল লাভ করিয়াছে! এই পুণ্যের সম্পাদনহেতু সম্পাদনকর্ত্তা আমরা কি বিস্ময়কর! আমরা কি বিস্ময়কর!২৯৫। অহো! শাস্ত্র কি বিস্ময়কর! শাস্ত্র কি বিস্ময়কর! গুরু কি বিস্ময়কর! গুরু কি বিস্ময়কর! অহো! কি আনন্দ! অহো, কি আনন্দ'!২৯৬। এই তৃপ্তিদীপের যাঁহারা সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করেন, সেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন এবং নিরন্তর তৃপ্তিলাভ করেন *।২৯৭।

---

* জ্ঞানের প্রথমাবস্থায় এই প্রকার প্রতিযোগি-পুরঃসর আনন্দ হয়। কিন্তু, দৃঢ়জ্ঞানে অন্য কেহ প্রতিযোগী থাকে না, সুতরাং আনন্দের তীব্রতা থাকে না। এই যে জ্ঞানীর তৃপ্তি, ইহাকে পরে বিদ্যানন্দ বলা হইয়াছে এবং এই বিদ্যানন্দকে বিষয়ানন্দের অন্তর্গত করা হইয়াছে। অবধূত গীতাতে বলা হইয়াছে—"সানন্দং বা নিরানন্দমাত্মানং মন্যসে কথম্" (১।৪৭) অর্থাৎ 'তুমি আত্মাকে সানন্দ বা নিরানন্দ মনে কর কেন?

অষ্টম অধ্যায়—কূটস্থদীপ

[এই অধ্যায়ে দেহ, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি বিকারী বস্তুসকলের নির্বিকার সাক্ষিরূপে দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া প্রতীত, দেহাদির অধিষ্ঠানস্বরূপ কূটস্থচৈতন্তের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—সেইজন্য ইহার নাম 'কূটস্থদীপ']

কূটস্থ ও আভাসচৈতন্যের স্বরূপ ও পার্থক্য—একটি দৃষ্টান্তদ্বারা গ্রন্থকার কূটস্থচৈতন্য ও আভাসচৈতন্তের পার্থক্য দেখাইতেছেন :—মনে কর কোন ঘরের দেওয়ালে সামান্তভাবে অর্থাৎ সর্বত্র সমান ও ব্যাপকভাবে সূর্য্যালোক পড়িয়া রহিয়াছে। এমন সময় (সূর্য্যালোক দ্বারা সামান্যভাবে প্রকাশিত) ঐ দেওয়ালের উপর দর্পণসাহায্যে কতকগুলি দর্পণপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যালোক ফেলা হইল। সুতরাং সামান্তভাবে দেওয়ালের উপর যে সূর্য্যালোক পড়িয়া রহিয়াছে, উহার উপর অধিক আলোকিত কতকগুলি মণ্ডলাকার স্থান দেখা যাইবে। এইরূপ কূটস্থচৈতন্যদ্বারা সামান্যভাবে প্রকাশিত দেহের উপর বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্তের জ্ঞানালোক পড়িলে সেই সামান্তপ্রকাশ বিশেষ ও স্পষ্ট হইয়া উঠে।১।

[যেমন প্রকৃত সূর্য্যালোক ব্যতীত দর্পণ-প্রতিফলিত সূর্য্যালোকের পৃথক্ সত্তা নাই, এইরূপ কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ ব্যতীত আভাসচৈতন্যের পৃথক্ প্রকাশ নাই। কিন্তু, শুধু কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ কোন বস্তুকে বিশেষরূপে বা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। বুদ্ধিযন্ত্রের মধ্য দিয়া কূটস্থের ঐ সামান্য প্রকাশ খণ্ড, বিশেষাকার ও স্পষ্ট হইয়া উঠে] দেওয়ালের উপর পতিত অনেক দর্পণ-প্রতিবিম্বিত

মণ্ডলাকার আলোকের সন্ধি বা মিলনস্থলে সামান্যভাবে সূর্য্যালোক প্রকাশিত থাকে এবং দর্পণালোকের অভাব হইলে দেওয়ালে সামান্য সূর্য্যালোকই অবশিষ্ট থাকে।২। এইরূপ কূটস্থচৈতন্যের সামান্য প্রকাশকে চিদাভাসবিশিষ্ট অনেক বুদ্ধিবৃত্তির সন্ধিস্থলে ধরিতে পারা যায় এবং বুদ্ধিবৃত্তি সকলের অভাব হইলে কূটস্থচৈতন্যের সামান্য প্রকাশই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। বুদ্ধিবৃত্তিসকলের সেই সন্ধিস্থলসকল এবং বুদ্ধিবৃত্তিসকলের অভাব কূটস্থচৈতন্য দ্বারা সামান্যভাবে প্রকাশিত হয়। এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তিসকল হইতে কূটস্থকে পৃথক্ করিয়া বুঝিয়া লও।৩। [যোগবাশিষ্ঠে বলা হইয়াছে যে, মন যখন এক চিন্তা ত্যাগ করিয়া অন্য চিন্তা গ্রহণ করে, তখন উভয় চিন্তার মধ্যে যে অতি-অল্পক্ষণস্থায়ী জাড্যবর্জিত অবকাশ—উহাই আত্মা বা ব্রহ্ম]

বিষয়ের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা—

ঘটকে প্রকাশ করিতে গিয়া আমাদের বুদ্ধি ঘটের সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হয়। ঐ ঘটাকারা বৃত্তিতে স্থিত যে আভাসচৈতন্য উহা 'ইহা ঘট' এইরূপে ঘটকেই প্রকাশ করে। কিন্তু, ঘটের জ্ঞাততা ঘটের অধিষ্ঠানস্বরূপ সাক্ষিচৈতন্য হইতে অভিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়।৪। ঘটে বুদ্ধি উদয়ের পূর্বে ঐ ঘট ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা অজ্ঞাতরূপে প্রকাশিত থাকে, পরে বুদ্ধির সহিত উহার সম্পর্ক ঘটিলে উহা জ্ঞাতরূপে প্রকাশিত হয়।৫। [অজ্ঞাত ঘট=অজ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত বা আবৃত ঘট। জ্ঞাত ঘট=জ্ঞান দ্বারা (বৃত্তিজ্ঞান দ্বারা) ব্যাপ্ত ঘট। অজ্ঞাত ঘটে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তি নাই। তথাপি আমরা জানিতে পারি যে, ঘট জানিবার পূর্বে উহা আমার অজ্ঞাত ছিল। ঐ অজ্ঞাততার প্রকাশ ব্রহ্ম চৈতন্যদ্বারাই হইয়া থাকে। কারণ, সামান্যচেতন ব্রহ্ম অজ্ঞানের সাধক, বাধক নহেন। কিন্তু, চিদাভাস-সমন্বিত বুদ্ধিবৃত্তি অজ্ঞানের প্রকাশক নয়; বরং উহা অজ্ঞানের নাশক—সুতরাং

বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞানের জ্ঞান হয় না। ঘটের সহিত বুদ্ধির সম্পর্ক হইলে ঘট জ্ঞাতরূপে প্রকাশিত হয়। জড় বুদ্ধির নিজের কোন প্রকাশ-শক্তি নাই। উহা কূটস্থচৈতন্যের আলোকে আলোকিত হইয়াই (দর্পণ-প্রতিফলিত সূর্য্যের ন্যায়) যাহা কিছু প্রকাশ করে। প্রকাশধর্ম কূটস্থচৈতন্যের এবং কূটস্থচৈতন্যই স্বরূপতঃ ব্রহ্মচৈতন্য। কিন্তু, বস্তুসকলে আকারভাগ আনিয়া উহাদিগকে বিশিষ্ট বা খণ্ড করা মহামায়ার কন্যা বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধি কতক জিনিস জানে, কতক জানে না। কিন্তু বুদ্ধির ঐ 'জানা' বা 'না জানা' যাঁহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, উহা ব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্য—তিনিই জীবের মধ্যে কূটস্থচৈতন্যরূপে অবস্থিত। বুদ্ধির চক্ষুঃ আবৃত হইলেও কূটস্থের চক্ষুঃ আবৃত হয় না—তিনি বুদ্ধির জ্ঞান বা অজ্ঞানকে সহজেই স্বভাবতঃ প্রকাশ করেন]

যেমন কোন বর্শার অন্তভাগে ধারাল লৌহ থাকে, সেইরূপ যাহার অগ্রে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব আছে, এইরূপ যে বুদ্ধিবৃত্তি, উহাই জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। (ইহাই বৃত্তিজ্ঞান—অন্তঃকরণের জ্ঞানরূপ পরিণামই বৃত্তি)। আর যাহা স্বভাবতঃ প্রকাশরহিত, উহা অজ্ঞান। এই জ্ঞান ও অজ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত ঘট যথাক্রমে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বলিয়া কথিত হয়।৬। যদি বল—'অজ্ঞাত ঘট যেমন ব্রহ্মদ্বারা প্রকাশিত হয়, জ্ঞাত ঘটও সেইরূপ ব্রহ্মদ্বারা প্রকাশিত হইবে না কেন'? তদুত্তরে বলি—'জ্ঞাত ঘটও ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশিত হয়। ঘটের জ্ঞাততা উৎপাদন করিয়াই চিদাভাসের কার্য্য শেষ হইয়া যায়'।৭। যদি বল—'ঘটের জ্ঞাততা-উৎপাদন জন্য তো বুদ্ধিই যথেষ্ট, তবে চিদাভাস স্বীকারের প্রয়োজন কি'?—তবে বলি, 'আভাসহীন বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞাতত্ব উৎপন্ন হয় না। আভাসহীন বিকারী বুদ্ধির সহিত জড় বিকারী মৃত্তিকার কি পার্থক্য আছে'?৮। [অর্থাৎ মৃত্তিকা যেমন জড়, আভাস-

হীন বুদ্ধিও সেইরূপই জড় এবং মৃত্তিকা যেমন বিকারী, বুদ্ধিও সেইরূপ বিকারী। সুতরাং আভাসহীন বুদ্ধি জড় মৃত্তিকার সমান। সুতরাং মৃত্তিকা যেমন ঘটে জ্ঞাততা উৎপাদন করিতে পারে না, এইরূপ আভাসহীন বুদ্ধিও ঘটে জ্ঞাততা উৎপাদন করিতে পারে না]। মাটি দ্বারা লিপ্ত ঘটকে কেহ জ্ঞাত বলে না; এইরূপ আভাসহীন জড় বুদ্ধি দ্বারা ব্যাপ্ত ঘটকে জ্ঞাত বলা যায় না।৯। যদি বল—'ঘটের জ্ঞাতত্ব কি'? তদুত্তরে বলি—'ঘটে চিদাভাসরূপ ফলের উদয়কেই ঘটের জ্ঞাতত্ব বলে। ব্রহ্মচৈতন্য ঘটের স্ফুরণরূপ ফল নহেন। কারণ, প্রমাণ-প্রয়োগের পূর্বেও (অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি ঘটাকারা হইবার পূর্বেও) ব্রহ্মচৈতন্য ঘটের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান থাকেন।' কিন্তু সেই ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা ঘটের স্ফুরণ হয় না। ঘটের যে স্ফুরণ-রূপ ফল উহা প্রমাণ-প্রয়োগের পরেই (অর্থাৎ চিদাভাসসহিত বুদ্ধিবৃত্তি ঘটকে ব্যাপ্ত করিবার পর) উৎপন্ন হইয়া থাকে। [বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ঘটাদি বিষয়ের আবরণ ভঙ্গ হইয়া স্বচ্ছতা সম্পাদিত হইলে ঐ সকল বিষয়ে যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বা আভাস উৎপন্ন হয়, উহাই ফলচৈতন্য। ঘটাদি দ্বারা অবছিন্ন চৈতন্য ফল নহে]।১০। বাহ্য ঘটাদি প্রমেয় বিষয়সকলে যে সম্বিৎ (চিদাভাস) প্রমাণের ফল বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাই বেদান্তশাস্ত্রে প্রমেয় বিষয় বলিয়া স্বীকৃত। বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য 'সম্বিৎ' শব্দের অর্থ চৈতন্যের সদৃশ চৈতন্য বা চিদাভাস এইরূপ বলিয়াছেন। কেন না, শ্রীশ্রী-শঙ্করাচার্য্য তাঁহার "উপদেশ-সাহস্রী" নামক গ্রন্থে সম্বিৎরূপ (জ্ঞান-স্বরূপ) ব্রহ্ম ও ফলচৈতন্যের ভেদ বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।১১। সেইজন্য ঘটাদি বিষয়চৈতন্যে (বৃত্তিব্যাপ্তি দ্বারা আবরণ ভঙ্গ হইবার ফলে স্বচ্ছতা সম্পাদিত হইলে) যে চিদাভাসের উৎপত্তি হয় (যাহা ঘটের স্ফুরণরূপ) উহাই ঘটের জ্ঞাতত্ব উৎপাদন করে। ঘটের

অজ্ঞাততার ন্যায় ঘটের সেই জ্ঞাততাও ব্রহ্মদ্বারা প্রকাশিত হয়।১২। বুদ্ধিবৃত্তি, চিদাভাস ও ঘট—এই তিনটির সমষ্টি ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, কিন্তু ঘটমাত্রে প্রতিফলিত চিদাভাস এক ঘটকেই প্রকাশ করে।১৩। অতএব ঘটে জ্ঞাতত্বরূপে দ্বিগুণ চৈতন্যের (ব্রহ্মচৈতন্য ও চিদাভাসের) স্ফুরণ হয়। ঘটের জ্ঞাতত্বের অবভাসক ব্রহ্মচৈতন্যকে নৈয়ায়িকগণ অনুব্যবসায়রূপ অন্য জ্ঞান বলেন।১৪। 'এই ঘট' এই প্রকার উক্তি চিদাভাসের প্রসাদে হয়। 'ঘট জ্ঞাত হইল' এই প্রকার উক্তি ব্রহ্মের অনুগ্রহেই হইয়া থাকে।১৫। (অর্থাৎ চিদাভাসের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয় এবং ব্রহ্মদ্বারা বিষয়ের জ্ঞানের জ্ঞান হয়)।

দেহের বাহিরে যেমন আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মের ভেদ দেখান হইল, সেইরূপ দেহের ভিতরও আভাসচৈতন্য ও কূটস্থের ভেদনিরূপণ আবশ্যক।১৬। (তাহা হইলে 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থের ঐক্য অনুভব করা যাইবে)। যেমন অগ্নি তপ্ত লৌহকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, এইরূপ চিদাভাস অহংবৃত্তি এবং কামক্রোধাদি বৃত্তিসকলকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে।১৭। লাল উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের অগ্নি সেই লৌহখণ্ড-মাত্রকেই প্রকাশ করে, অন্যবস্তুকে প্রকাশ করে না; এইরূপ চিদাভাস-সমন্বিত বৃত্তিসকল কেবল নিজেদেরই প্রকাশক হয়, অন্য বস্তুর প্রকাশক হয় না।১৮। সমস্ত বৃত্তিই বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পর পর উদিত হয়, আবার সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও সমাধি অবস্থায় উহারা সকলে লয় প্রাপ্ত হয়।১৯। সেই বৃত্তিসকলের যে সন্ধি বা অবকাশ এবং বৃত্তিসকলের যে অভাব, উহা যে নির্বিকার চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়, উহাকেই কূটস্থচৈতন্য বলে।২০। যেমন বাহ্য ঘটে দ্বিগুণ চৈতন্য (আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য), এইরূপ দেহের অন্তরে বৃত্তিসকলেও দ্বিগুণচৈতন্য (আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য)। অতএব বৃত্তিসকলের সন্ধিতে (এক বৃত্তি লয় হইয়া অন্যবৃত্তির উদয়ের পূর্বে যে অতি অল্পক্ষণস্থায়ী অবকাশ থাকে উহাতে)

সামান্য-চৈতন্যের এবং বৃত্তিসকলে বিশেষচৈতন্যের প্রকাশ হয়। সেইজন্য সন্ধিসকলে চৈতন্যপ্রকাশ অস্পষ্ট এবং বৃত্তিসকলে চৈতন্যের প্রকাশ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।২১। বাহ্য ঘটাদি বস্তুর যেমন জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা সম্ভব (প্রমাণ-প্রয়োগের পূর্বে ঘটের অজ্ঞাততা এবং প্রমাণ প্রয়োগের পর উহার জ্ঞাততা), সেইরূপ বৃত্তি সকলের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা সম্ভব নয়। কারণ, বৃত্তিসকল অন্য বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু নিজেরা নিজেদিগকে গ্রহণ করিতে পারে না এবং বৃত্তিসকলের উৎপত্তিমাত্রই অজ্ঞানেরও সঙ্গে সঙ্গে নাশ হয়।২২। (জ্ঞান ও অজ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত হইলেই কোন বস্তুর জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা হইয়া থাকে। বৃত্তিসকল স্বপ্রকাশ বলিয়া বৃত্তিসকলে জ্ঞানব্যাপ্তির আবশ্যক নাই। সেই সকল বৃত্তির উৎপত্তিমাত্রই উহাদের দ্বারা স্ব-গোচর অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বলিয়া বৃত্তিসকলে অজ্ঞানেরও ব্যাপ্তি নাই —বৃত্তিসকল সাক্ষিভাস্য)। দ্বিগুণীকৃত চৈতন্য যে চিদাভাস উহার জন্ম নাশ অনুভূত হয়, সেইজন্য বিকারী বলিয়া উহাকে কূটস্থ বলা যায় না। কিন্তু অন্য যে চৈতন্য, তিনি সকল বিকারের সাক্ষী বলিয়া তাঁহার পরিণাম বা বিকার হয় না—সেইজন্য তিনি 'কূটস্থ'।২৩। পূর্বাচার্য্যগণ নানা গ্রন্থে 'অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তিসকলের সাক্ষী'—এইরূপ বাক্যসকলদ্বারা অনেকপ্রকারে কূটস্থের নির্ণয় করিয়াছেন।২৪। যেমন মুখ, দর্পণে মুখের আভাস এবং ঐ আভাসের আশ্রয়রূপ দর্পণকে পৃথকরূপে স্পষ্টই দেখা যায়, এইরূপ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা কূটস্থচৈতন্য, অন্তঃকরণে চৈতন্যের আভাস এবং সেই আভাসের আশ্রয়স্বরূপ অন্তঃকরণের পৃথকত্ব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।২৫।

এক্ষণে অবচ্ছেদবাদীর শঙ্কা এই যে—'বুদ্ধি-অবচ্ছিন্ন কূটস্থ-চৈতন্যেরই তো ঘটাকাশের ন্যায় লোকান্তরে গমনাগমন সিদ্ধ হইতে পারে, অতএব আভাস স্বীকারের প্রয়োজন কি'?২৬। এই শঙ্কার উত্তরে

আভাসবাদী বলিতেছেন—'কেবল পরিচ্ছেদমাত্র দ্বারা অসঙ্গ কূটস্থ-চৈতন্য জীব হইতে পারেন না। কারণ ঐরূপ হইলে ঘট, কুড্যাদিরও (দেওয়ালেরও) জীবত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ, ঘটাদি উপাধি দ্বারাও চৈতন্যের অবচ্ছিন্নত্ব বা খণ্ডত্বপ্রাপ্তি ঘটে'।২৭। বাদী যদি বলেন—'বুদ্ধি ঘটাদির ন্যায় নহে; কারণ, ঘটাদি বস্তু অস্বচ্ছ এবং বুদ্ধি স্বচ্ছ'—তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—'হে বাদিন্! তাহা মানিলাম; কিন্তু তাহাতে তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল? তোমার তো পরিচ্ছেদেই আগ্রহ। পরিচ্ছেদক বস্তু স্বচ্ছ হউক আর অস্বচ্ছ হউক, তাহাতে কি আসে যায়?২৮। কেন না দেখা যায়, চাউল প্রভৃতি বিক্রেতার চাউলাদি মাপিবার যে প্রস্থ (কুণিকা প্রভৃতি) উহা কাষ্ঠাদি নির্মিতই হউক বা কাংস্যাদি নির্মিতই হউক, উহা দ্বারা তণ্ডুল-বিক্রেতার তণ্ডুলাদির পরিমাণের কোন তারতম্য হয় না।২৯। যদি বল—'মাপের তারতম্য না হইলেও কাংস্যপাত্রে প্রতিবিম্বের আধিক্য রহিয়াছে'— 'তবে হে বাদিন্! তোমাকে অনিবার্য্যরূপে বুদ্ধিতেও আভাস স্বীকার করিতে হইবে'।৩০। কিঞ্চিৎ প্রকাশনের নাম আভাস; প্রতিবিম্বও ঐরূপ। বিম্বলক্ষণ শূন্য হইয়াও যাহা বিম্বের ন্যায় প্রতিভাত হয়, উহাই প্রতিবিম্ব।৩১। [আভাসবাদ, প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ প্রভৃতির পার্থক্য বুঝিতে হইলে মৎপ্রণীত 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীর' পরিশিষ্ট বা অন্য কোন অদ্বৈত-বেদান্তের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। কোন বাদই সত্য নয়; উহারা অদ্বৈততত্ত্ব বুঝাইবার সহায়ক মাত্র]

চিদাভাস সসঙ্গ ও বিকারী বলিয়া বিম্বের (কূটস্থচৈতন্যের) লক্ষণ অসঙ্গতা, নির্বিকারতা প্রভৃতি উহাতে খাটে না। কিন্তু, বিম্বের ন্যায় চিদাভাসের প্রকাশরূপতা আছে।৩২। যদি বল—'যেমন মৃত্তিকা থাকিলে তবেই ঘট থাকে, এইরূপ বুদ্ধি থাকিলেই চিদাভাস থাকে, অতএব বুদ্ধি হইতে পৃথক্ চিদাভাস নাই।' তবে বলি—

'ইহা অল্প বলিলে, কারণ দেহ হইতে বুদ্ধিকেও পৃথক দেখান যায় না। তবে কি, দেহ হইতে পৃথক বুদ্ধি নাই বলিতে হইবে' ?৩৩। যদি বল—'দেহ মৃত হইলেও বুদ্ধি থাকে, ইহা শাস্ত্র হইতে জানা যায়'—তবে বলি, 'বুদ্ধি হইতে যে পৃথক্ চিদাভাস আছে, ইহা ঐতরেয় উপনিষদের (১।৩।১২) প্রবেশ শ্রুতি (যে শ্রুতিতে চৈতন্যের দেহপ্রবেশ উক্ত হইয়াছে) হইতে জানা যায়'।৩৪। যদি বল—'উক্ত প্রবেশ শ্রুতিতে বুদ্ধিযুক্ত আভাস-চৈতন্যেরই প্রবেশ সম্ভব' ;—'তবে বলি, তাহা নহে ; কারণ ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ আত্মারই সঙ্কল্পপূর্বক দেহপ্রবেশের কথা বলা হইয়াছে।৩৫। "ইন্দ্রিয়-সহিত এই জড়দেহ আমা ছাড়া কি প্রকারে থাকিবে ? এইরূপ চিন্তা করিয়া মস্তকের সীমা বিদারণপূর্বক পরমাত্মা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সংসারী হইলেন"—উক্ত শ্রুতিতে ইহাই বলা হইয়াছে'।৩৬। যদি শঙ্কা কর—'অসঙ্গ আত্মার শরীরপ্রবেশ কিরূপে সম্ভব ?' তদুত্তরে বলি—'অসঙ্গ আত্মার সৃষ্টি, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব, তাহা বল।' পুনরায় যদি বল—'সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রবেশকর্ত্তা উভয়েরই মায়িকত্ব সমান'—তবে বলি, 'তাহাদের বিনাশও সমান, অর্থাৎ মায়ার নিবৃত্তিতে তদুভয়ের নিবৃত্তি'।৩৭। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (২।৪।১২) দেখা যায়—যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—"এই আত্মা ভূতসকল হইতে উৎপন্ন হইয়া অর্থাৎ ভূতসকলের কার্য্য দেহাদির দ্বারা জন্মলাভ করিয়া পরে সেই দেহাদির বিনাশে বিনাশ প্রাপ্ত হন"।৩৮। [আত্মা দেহাদিতে অভিমানবশতঃ দেহাদি জন্মিলে 'আমি জন্মিলাম' এবং দেহাদির নাশে 'আমি মরিলাম' এইপ্রকার মনে করেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আত্মার জন্মমৃত্যু নাই]। ঐ শ্রুতিতে ইহাও বলা হইয়াছে—"অরে মৈত্রেয়ি! এই আত্মা অবিনাশী"—এইবাক্যে কূটস্থকে পৃথক্ করিয়া দেখান হইল। কারণ, উহাতে

বলা হইয়াছে—"দেহেন্দ্রিয়াদি মাত্রার সহিত উঁহার সম্বন্ধ নাই।" এইরূপে আত্মার অসঙ্গত্বের কীর্ত্তন করা হইয়াছে।৩৯। ছান্দোগ্যেও বলা হইয়াছে—"জীবাপেতং বাব কিল ইদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে" (৬।১১।৩) অর্থাৎ 'জীব-পরিত্যক্ত-শরীরই মরে, জীব মরে না।' এই শ্রুতিতে জীবের মোক্ষ কথিত হয় নাই, কিন্তু, লোকান্তর-গতির কথাই বলা হইয়াছে।৪০। যদি বল—'জীব যদি বিনাশী হয়, তবে তাহার অবিনাশী ব্রহ্মের সহিত "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ তাদাত্ম্যজ্ঞান হইতে পারে না।' তবে বলি—'এস্থলে মুখ্য-সামানাধিকরণ্যের বাধা হইলেও বাধ-সামানাধিকরণ্যদ্বারা উভয়ের ঐক্য সম্ভব।৪১। (অর্থাৎ জীবের দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বাধযোগ্য উপাধির বাধ করিয়া জীবের স্বরূপ কূটস্থচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মের একতা হইতে পারে। এইরূপে শোধিত 'ত্বং' পদের সহিত শোধিত 'তৎ' পদের একতা দেখান হইল)। যেমন, 'এই যে স্থাণু (মুড়া গাছ), উহা প্রকৃতপক্ষে স্থাণু নয়, উহা পুরুষ'—এই প্রকার পুরুষ-বুদ্ধিদ্বারা স্থাণুবুদ্ধির বাধ হয়, এইপ্রকার "আমি হইতেছি ব্রহ্ম" এইপ্রকার ব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা অহংবুদ্ধির নিবৃত্তি হয়।৪২। [অবচ্ছেদবাদে ও প্রতিবিম্ববাদে মুখ্য-সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত। মৎপ্রণীত 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীর পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]

দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত আভাসচৈতন্যরূপ জীবভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য বেদান্তে তাহাকে কূটস্থ বলা হয়।৪৭। আর সমস্ত জগৎভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য, তিনিই বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন।৪৮। এই চৈতন্যে যখন জগৎ আরোপিত হয়, তখন তাহার একদেশে যে আভাসরূপ জীবের আরোপ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?৪৯। জগৎ ও তাহার একদেশে স্থিত জীব এই দুই আরোপিত বস্তুর ভেদবশতঃ 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের ভেদ হইয়াছে (অর্থাৎ যে চৈতন্যে জগৎ আরোপিত তাহাকে 'তৎ' পদার্থ বলে এবং যে

চৈতন্যে জীব আরোপিত তাহাকে 'ত্বং' পদার্থ বলে)। বাস্তবিক কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে চৈতন্য একই।৫০। কর্তৃত্বাদি বুদ্ধিধর্ম এবং প্রকাশরূপ আত্মরূপতা ধারণ করিয়া জীব সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। অতএব আভাসচৈতন্য ভ্রান্তিরূপ বা মিথ্যা।৫১। (আভাসত্ব মিথ্যা কিন্তু অধিষ্ঠানচৈতন্য সত্য)। বুদ্ধি কি, আভাস কি, আত্মা কি, আত্মায় এই জগৎ কি প্রকারে আসিল, এই সকল বিষয়ের নির্ণয় না থাকায় এই মোহ উৎপন্ন হইয়াছে—সেই মোহকেই সংসার বলে।৫২। বুদ্ধি প্রভৃতির স্বরূপ যিনি বিচার দ্বারা অবগত হন, তিনিই তত্ত্ববিৎ, তিনিই মুক্ত—ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের স্থির নিশ্চয়।৫৩। শিব-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"বুদ্ধিবৃত্তির উৎপত্তির পূর্বে যে উহার প্রাগভাব এবং স্বরূপ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইবার পূর্বে 'আমি অজ্ঞ' এইরূপ যে অজ্ঞানের অনুভূতি, সাক্ষি-স্বরূপ শিব উভয় অবস্থার প্রকাশক এবং সর্বদা স্থিত।৫৫। সেই সাক্ষী (১) অসত্য জগতের আশ্রয় বলিয়া সত্য (২) সকল জড় বস্তুর প্রকাশকরূপে সাধক বলিয়া তিনি চিৎস্বরূপ (৩) পরম প্রেমের আস্পদ বলিয়া তিনি আনন্দস্বরূপ এবং (৪) তিনি সকল বস্তুর সাধক এবং সর্ব্ববস্তুতে সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া তিনি সম্পূর্ণ—এইজন্য তাঁহার নাম 'শিব'।৫৬, ৫৭। এইরূপ শৈবপুরাণে জীবেশ্বরাদিরহিত কেবল স্বয়ংপ্রভ, কূটস্থ শিবের বিচার করা হইয়াছে।৫৮। মায়া আভাস দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন, সুতরাং জীব ও ঈশ্বর উভয়েই মায়িক। তাহারা কাচকুম্ভের ন্যায় স্বচ্ছ। (অর্থাৎ কাচ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন এবং ঘটও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন; কিন্তু তাহা হইলেও কাচকুম্ভ স্বচ্ছ, মৃত্তিকাকুম্ভ স্বচ্ছ নহে। এইরূপ জীব, ঈশ্বর ও জগৎ সবই মায়াদ্বারা উৎপন্ন হইলেও জীব ও ঈশ্বর স্বচ্ছ, জগৎ অস্বচ্ছ)।৫৯। কাচকুম্ভ যেমন মৃত্তিকাকুম্ভ হইতে বিলক্ষণ, এইরূপ জীব ও ঈশ্বর দেহাদি হইতে বিলক্ষণ। অন্ন হইতে উৎপন্ন মন যেমন

দেহ হইতে স্বচ্ছ, এইরূপ জীব ও ঈশ্বর মায়িক হইলেও জাগতিক অন্য সকল বস্তু হইতে স্বচ্ছ।৬০। তাহারা চৈতন্যের ন্যায় প্রকাশ করে বলিয়া তাহাদিগকে চেতন বলিয়া জানা যায়। সর্ব-সঙ্কল্প-শক্তিসম্পন্ন মায়ার কিছুই দুষ্কর কার্য্য নাই।৬১। যখন আমাদের নিদ্রা স্বপ্নে চেতন জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করে, তখন মহামায়া যে জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন, ইহা আর বিচিত্র কি ?৬২। সেই মায়া ঈশ্বরে সর্বজ্ঞত্বাদি কল্পনা করিয়া প্রদর্শন করেন। যখন তিনি ধর্মী ঈশ্বরকেই কল্পনা করেন, তখন সেই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মকল্পনায় আর মায়ার কি পরিশ্রম ?৬৩। যদি বল—'কূটস্থেও মায়িকত্বের শঙ্কা হইতে পারে'—তবে বলি, 'কূটস্থের মায়িকত্বে কোন শাস্ত্রপ্রমাণ নাই।৬৪। সকল বেদান্ত-শাস্ত্রেই কূটস্থের বাস্তবতা ঘোষিত হইয়াছে। শ্রুতি কূটস্থচৈতন্যের বিরোধী অন্য কোন বস্তু সহ্য করেন না।৬৫। আমরা কেবল শ্রুতির অর্থের স্পষ্টীকরণ করি, কেবল তর্ক করিবার জন্য কিছু বলি না। সুতরাং এখানে তার্কিকগণের কুতর্কের অবসর নাই।৬৬। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি কুতর্ক ত্যাগ করিয়া শ্রুতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। মায়া যে জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন, উহা শ্রুতিতেই প্রদর্শিত হইয়াছে।৬৭। কূটস্থ অসঙ্গই ; তাঁহার জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি কোনরূপ অতিশয় হয় না। সুতরাং মনে মনে সর্বদা কূটস্থের অসঙ্গতা বিচার করা কর্ত্তব্য।৬৯। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"কূটস্থের নাশ উৎপত্তি প্রভৃতি নাই, ইনি বদ্ধ বা সাধক নহেন, মুমুক্ষু বা মুক্তও নহেন—ইহাই পরম সত্য"।৭০। (ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ)। বাক্য ও মনের অগোচর সেই কূটস্থকে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি সর্বদা জীব, ঈশ্বর, জগৎ প্রভৃতির আশ্রয় লইয়াই তাঁহাকে বুঝাইয়া থাকেন।৭১। 'যে যে উপায়ে মুমুক্ষুদিগের প্রত্যগাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান স্পষ্ট হয়. সেই সেই উপায়ই সাধু'—ইহা সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন।৭২।

জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ শ্রুতির তাৎপর্য্য সম্যক্ না বুঝিয়া সংসারে ভ্রমণ করে। কিন্তু, বিবেকী সমস্ত শ্রুতি-তাৎপর্য্য জানিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হন।৭৩। এই মায়ারূপ মেঘ যে কোন প্রকারেই জগদ্রূপ বৃষ্টি বর্ষণ করুক না কেন, চিদাকাশের উহাতে কোন হানি নাই, লাভও নাই। সমস্ত মিথ্যা জানিয়া জ্ঞানীর এইপ্রকার স্থিতি লাভ হয়।৭৪। এই কূটস্থদীপের যিনি নিত্য বিচার করেন, তিনি স্বয়ং কূটস্থ-স্বরূপ হইয়া দীপ্তি পাইতে থাকেন।৭৫।

——০——

নবম অধ্যায়—ধ্যানদীপ

[নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকাদি-সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন অধিকারী, যিনি সম্যক্ বেদান্তের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করিয়াছেন, তাঁহার 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থের বিবেচনপূর্বক অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয় এবং উহা দ্বারা মোক্ষসিদ্ধি হয়—ইহা বেদান্তশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু, কেহ কেহ উপনিষৎ শ্রবণ করিয়াও বুদ্ধিমান্দ্যাদি কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ মহাবাক্য-বিচার-জনিত অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। এইপ্রকার অধিকারীর মোক্ষসিদ্ধির জন্য এই অধ্যায়ে নির্গুণোপাসনা উক্ত হইয়াছে—সেইজন্য ইহার নাম 'ধ্যানদীপ']

সংবাদী ভ্রমে যেমন বস্তু লাভ হয়, এইরূপ 'ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা দ্বারাও মুক্তি লাভ হয়'—ইহা নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় শ্রুতিতে অনেক প্রকারে উক্ত হইয়াছে।১।

সংবাদি-ভ্রম ও বিসংবাদিভ্রম—কোনও গৃহের মধ্যে একটি দীপ রহিয়াছে, বাহিরে তাহার প্রভাকে মণির মত দেখাইতেছে। আবার কোন মন্দিরের মধ্যে স্থিত একটি

মণির প্রভা বাহিরে পতিত হইয়াছে এবং উহাকেও মণির মত দেখাইতেছে। দূর হইতে সেই প্রভাদ্বয় দর্শন করিয়া দুইজন ব্যক্তি মণিভ্রম করিয়া উভয়ের দিকে ধাবিত হইল। প্রভায় মণিবুদ্ধি উভয়েরই ভ্রান্তি। দীপ প্রভায় মণিভ্রম করিয়া যে ব্যক্তি ধাবিত হইল, তাহার মণিলাভ হইবে না। কিন্তু, মণিপ্রভার প্রতি ধাবমান ব্যক্তির অবশ্য মণি লাভ হইবে।২-৫। দীপপ্রভায় যে মণিভ্রম, উহাতে ফলাভাব-প্রযুক্ত উহাকে **বিসংবাদিভ্রম** বলা হয় এবং মণিপ্রভাতে যে মণিভ্রম, উহা ফলপ্রদ বলিয়া উহাকে **সংবাদিভ্রম** বলে।৬। দূর হইতে কোন স্থানে বাষ্প দেখিয়া, উহাকে ধূম মনে করিয়া, ঐ স্থানে অগ্নি আছে, ইহা অনুমানকরতঃ তথায় গিয়া যদি দৈববশে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে উহাও সংবাদিভ্রমমধ্যে গণ্য।৭। গোদাবরী নদীর জলকে গঙ্গাজলবোধে যদি কেহ পুণ্যাভিলাষে উহাতে অবগাহন করে এবং তাহাতে যদি পুণ্যলাভ হয়, তবে উহাও সংবাদিভ্রম— কারণ, গোদাবরীর জলে গঙ্গাজলবুদ্ধি ভ্রান্তি।৮। জ্বর দ্বারা সান্নিপাত-প্রাপ্ত রোগী ভ্রান্তিবশতঃ 'নারায়ণ' স্মরণ করিয়া মরিলে, মৃত ব্যক্তি যে স্বর্গলাভ করে, উহাও সংবাদিভ্রমের দৃষ্টান্ত।৯। উক্ত রীতিতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা অনেকানেক সংবাদিভ্রমের বিষয় জানা যায়।১০। সংবাদিভ্রমে ফলপ্রাপ্তি না হইলে মৃত্তিকা, বৃক্ষ, পাষাণ প্রভৃতি কিরূপে দেবতা হইবে? আর স্ত্রী প্রভৃতিই বা কিরূপে অগ্ন্যাদি-বুদ্ধিতে উপাস্য হইবে?১১। [ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ (স্ত্রী) এই পাঁচটিকে অগ্নি বলা হইয়াছে। ঈশ্বর-বুদ্ধিতে মৃত্তিকা, বৃক্ষাদির উপাসনাও ফলপ্রদ হয়]। অযথার্থ বস্তুর জ্ঞান হইতে যদি দৈববশে অভীষ্ট ফল লাভ হয়—উহাকে সংবাদিভ্রম বলে।১২। সংবাদিভ্রম যেমন স্বয়ং ভ্রমরূপ হইলেও সম্যক্ ফল প্রদান করে, এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাও মুক্তিফল প্রদান করে।১৩।

বেদান্ত-শাস্ত্রসকল হইতে অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মতত্ত্ব পরোক্ষভাবে অবগত হইয়া 'সেই পরব্রহ্মই আমি'—এই প্রকারে পরব্রহ্মের উপাসনা করা যায়।১৪। শাস্ত্র হইতে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার চতুর্ভুজত্বাদির কথা শুনিলেও সাধক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার চতুর্ভুজত্বাদির প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; সুতরাং তাহার সেই বিষ্ণু প্রভৃতির জ্ঞান পরোক্ষ।১৫, ১৬। কিন্তু, পরোক্ষত্বের অপরাধজন্য ঐ জ্ঞান ভ্রান্তি নয়; কেন না, শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার চতুর্ভুজত্বাদি সত্যমূর্ত্তি সিদ্ধ।১৭। এইরূপ শাস্ত্র হইতে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের প্রতীতি হইলেও প্রত্যক্ সাক্ষীকে বিষয় না করায়, সাধক সেই ব্রহ্মকে সাক্ষাদ্‌ভাবে অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন না।১৮। যেহেতু, শাস্ত্রোক্ত মার্গদ্বারাই ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নির্ণয় হয়, সেইজন্য ঐ জ্ঞান পরোক্ষ হইলেও ঐ জ্ঞান সম্যক্—উহা ভ্রম নহে।১৯। যদিও শাস্ত্রসকলে মহাবাক্যসকল দ্বারা ব্রহ্ম আত্ম-স্বরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন, তথাপি বিচারহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা দুর্বোধ্য।২০। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি যাবৎ জাগ্রত থাকে, তাবৎ পুরুষ মন্দবুদ্ধিবশতঃ হঠাৎ ব্রহ্মকে আত্ম-স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে না।২১। (যদি বল—'দেহেন্দ্রিয়াদিগোচর দ্বৈতভ্রম বিদ্যমান থাকায় অদ্বিতীয়-ব্রহ্ম-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানও হইতে পারে না'—তদুত্তরে বলি)—'অপরোক্ষ-দ্বৈতভ্রম পরোক্ষ অদ্বৈত-বুদ্ধির বাধক হয় না। অতএব শ্রদ্ধাবান্ শাস্ত্রদর্শী পুরুষের শাস্ত্র হইতে পরোক্ষজ্ঞানলাভ অনায়াসগম্য'।২২। (অর্থাৎ জগতের অপরোক্ষজ্ঞান এবং ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান একাধারে থাকিতে পারে)। দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা পরিষ্কার করিতেছেন—শালগ্রাম শিলায় পাষাণরূপ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইলেও সেই অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) পাষাণ-জ্ঞান, পরোক্ষ বিজ্ঞানের বাধক হয় না। সেই শালগ্রামের বিষ্ণুত্ব লইয়া কোন্ আস্তিক ব্যক্তি বিবাদ করে?২৩। অশ্রদ্ধালু অবিশ্বাসী ব্যক্তির উদাহরণ উল্লেখযোগ্য নয়; কারণ,

শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণেরই বৈদিক কার্য্যে অধিকার ।২৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তি একবার মাত্র আপ্ত-পুরুষের উপদেশ শ্রবণেই পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। [যাঁহার ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (ঠকাইবার ইচ্ছা), বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণের অপটুতা নাই, এইরূপ ব্যক্তি আপ্ত]। শালগ্রামশিলাতে বিষ্ণুমূর্ত্তির উপদেশ শ্রদ্ধালু ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ পরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করে, উহাতে তর্ক-বিচারের অপেক্ষা নাই ।২৫। অনুষ্ঠানের প্রকার নির্ণয় করিতে পারা যায় না বলিয়া কর্ম ও উপাসনা শাস্ত্র দ্বারা বিচারিত হইয়াছে। বেদের নানাশাখায় নানাভাবে উপদিষ্ট কর্ম ও উপাসনার কে নির্ণয় করিতে পারে ?২৬। কর্মানুষ্ঠানবিষয়ে যে নির্নীত অর্থ, উহা কল্পসূত্র-সকলে গ্রথিত হইয়াছে। উহাদের সাহায্যে আস্তিক ব্যক্তিগণ বিচার-ব্যতিরেকেও ঐ কর্মসকলের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে পারেন ।২৭। উপাসনার অনুষ্ঠান-প্রকার সর্বজ্ঞ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থসকলে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থের বিচারে অসমর্থ ব্যক্তিগণও গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া উহাদের উপাসনা করিতে পারেন ।২৮। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ঐ সকলের অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য বিচার করুন। কিন্তু, শ্রদ্ধালু ব্যক্তির আপ্তোপদেশ শ্রবণ করিয়াই (বিচার ব্যতীতও) উপাসনার অনুষ্ঠান সম্ভব ।২৯।

কিন্তু, বিচারব্যতীত মানুষ কেবল আপ্তোপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না ।৩০। **পরোক্ষজ্ঞানের প্রতি-বন্ধক কেবল অশ্রদ্ধা** অন্য কিছু নহে। (অর্থাৎ গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অশ্রদ্ধা থাকিলে পরোক্ষজ্ঞান হয় না)। কিন্তু **অপরোক্ষ-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক অবিচার** অর্থাৎ বিচারব্যতীত অপরোক্ষজ্ঞান হয় না ।৩১। যদি বিচার করিয়াও ব্রহ্ম ও আত্মার একতাজ্ঞান লাভ না হয়, তবে যে পর্য্যন্ত না সেই অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়, সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ বিচার করা কর্ত্তব্য ।৩২। মরণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়াও যদি আত্ম-জ্ঞান লাভ না হয়, তথাপি অন্য জন্মে প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইলে উহার লাভ

হয় ।৩৩। বেদান্তসূত্রকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন—'এই জন্মে বা জন্মান্তরে জ্ঞান উৎপন্ন হয়'। আর শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—'এই জন্মে অনেকে শ্রবণাদি করিয়াও প্রতিবন্ধক থাকা হেতু আত্মাকে জানিতে পারে না'।৩৪। পূর্বাভ্যস্ত বিচার দ্বারা বামদেব মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই (প্রতিবন্ধক্ষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। যেমন দেখা যায়, পূর্বকৃত অধ্যয়নের অভ্যাসের ফলে লোকে প্রথমে যাহা বুঝে নাই, কালান্তরে উহা বুঝিতে পারে ।৩৫। ক্ষেত্ররোপিত বীজ এবং গর্ভস্থিত বীর্য্য যেমন কালক্রমে পরিপাক লাভ করে, এইরূপ আত্মবিচারও ধীরে ধীরে কালক্রমে পরিপাক লাভ করে ।৩৬। 'পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়াও ত্রিবিধ প্রতিবন্ধকবশতঃ লোকে তত্ত্ব জানিতে পারে না'—ইহা সুরেশ্বরাচার্য্য বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন ।৩৮।

ব্রহ্মজ্ঞানের ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক— পূর্বোক্ত প্রতিবন্ধক তিন প্রকার :—(১) অতীত (২) ভবিষ্যৎ (৩) বর্ত্তমান ।৩৯। বেদ ও বেদার্থের অধ্যয়ন করিলেও উহা দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায় না, ইহা হিরণ্যনিধির দৃষ্টান্তে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখান হইয়াছে ।৪০। [ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে—"যেমন অক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষগণ ভূমির উপর দিয়া পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিলেও ভূগর্ভে নিহিত হিরণ্যনিধি প্রাপ্ত হয় না, এইরূপ সমস্ত প্রজা (জীবগণ) সুষুপ্তিকালে প্রত্যহ এই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় না—যেহেতু, তাহাদের জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত থাকে" (৮।৩।২)]

অতীত প্রতিবন্ধ—'অতীতকালে (গৃহস্থাশ্রমে) একটি মহিষীর প্রতি স্নেহ থাকায়, সেই মহিষীর স্মৃতি প্রতিবন্ধক হওয়ায় একজন সংন্যাসী জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই'—এইরূপ লোকগাথা প্রসিদ্ধ আছে ।৪১। তখন গুরু তাহার সেই মহিষীর প্রতি স্নেহের

অনুসরণ করিয়া মহিষীরূপ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের তত্ত্বোপদেশ করিলেন। তখন সেই সংন্যাসী সেই মহিষীর ধ্যান ও বিচারাদি করিতে করিতে প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইলে যথাবৎ তত্ত্ব অবগত হইলেন।৪২

বর্ত্তমান প্রতিবন্ধ—বিষয়ে আসক্তি, বুদ্ধিমান্দ্য, কুতর্ক এবং বিপরীতবুদ্ধিতে দুরাগ্রহ—ইহারা বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক।৪৩। শম, দমাদি সাধনদ্বারা এবং বেদান্তের শ্রবণ, মননাদি দ্বারা এই বর্ত্তমান প্রতিবন্ধের ক্ষয় হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তি আপনার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করেন।৪৪

আগামী প্রতিবন্ধ—জন্মান্তরহেতু প্রারব্ধশেষ আগামী প্রতিবন্ধ। বামদেবের সেই আগামী বা ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ একজন্মে এবং ভরতের তিন জন্মে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।৪৫

গীতায় বহুজন্মে যোগভ্রষ্টের প্রতিবন্ধক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং পূর্বানুষ্ঠিত বিচার নিষ্ফল নহে।৪৬। গীতায় বলা হইয়াছে—"সেই যোগভ্রষ্ট সাধক আত্মতত্ত্ববিচারবশতঃ পুণ্যকারিগণের লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া ভোগাভিলাষ থাকিলে পরে শুচি ধনবান্ ব্যক্তিগণের গৃহে জন্মলাভ করেন।৪৭। ভোগস্পৃহা না থাকিলে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারহেতু বুদ্ধিমান্ যোগিগণের কুলে জন্মগ্রহণ করেন—এইপ্রকার জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ।৪৮। এই প্রকার জন্ম লাভ করিয়া তিনি পূর্বদেহে উৎপন্ন যোগ বা বিচারবুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হন এবং পুনরায় তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করেন।৪৯। পূর্বাভ্যাসবশতঃ অবশ হইয়াই তিনি যোগ বা বিচারের প্রতি আকৃষ্ট হন। এইরূপ অনেক জন্মদ্বারা সম্যক্ সিদ্ধি লাভকরতঃ তিনি পরাগতি প্রাপ্ত হন"।৫০। (গীতা ৬।৪১-৪৫)॥ [যতক্ষণ মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় না হয়, ততক্ষণ প্রতিবন্ধযুক্ত জ্ঞান মুক্তি প্রদান করিতে পারে না]। যাঁহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির দৃঢ় ইচ্ছা থাকে, এবং সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ করিয়া যদি তিনি আত্মতত্ত্বের বিচার করেন, তবে তাঁহার সাক্ষাৎকার

হয় না।৫১। কিন্তু, "বেদান্তবিজ্ঞানদ্বারা যাঁহারা সুনিশ্চিতভাবে পরমার্থ-তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন" (মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৬) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ-বশতঃ সেই পুরুষ ব্রহ্মলোকে গিয়া কল্পের অবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন।৫২। কাহারও কাহারও সেই বিচার পাপাদি কর্মদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়। কারণ কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—"বহু লোকের শ্রবণেরও সুযোগ ঘটে না" (১।২।৭)।৫৩। অত্যন্তবুদ্ধি-মান্দ্যহেতু অথবা উপযুক্ত দেশ, কাল ও আচার্য্যাদির অপ্রাপ্তিহেতু যিনি বিচার লাভ না করিতে পারেন, তিনি সর্বদা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন।৫৪।

নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা—নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা অসম্ভব নহে। সগুণব্রহ্মের উপাসনার ন্যায় ইহাতে প্রত্যয়ের আবৃত্তি বা ধ্যান সম্ভব।৫৫। যদি বল—'নির্গুণব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না;'—তবে বলি—'যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহার জ্ঞানও হইতে পারে না'।৫৬। যদি বল—'ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচর, এইরূপেই জানা যায়'—তবে বলি—'ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচররূপে উপাসনাই বা করা যাইবে না কেন'?৫৭। যদি বল—'ব্রহ্মের উপাস্যত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্ম সগুণ হইয়া পড়েন'—তবে বলি, 'ব্রহ্মের বেদ্যত্ব স্বীকার করিলেও ব্রহ্ম সগুণ হইয়া পড়েন'। আবার যদি বল—'লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্ম বেদ্য, সুতরাং তদ্দ্বারা ব্রহ্ম সগুণ হন না'; তদুত্তরে বলি—'ঐ লক্ষণাবৃত্তিদ্বারাই লক্ষ্যরূপে ব্রহ্মের উপাসনা কর'।৫৮। যদি বল—"তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, যাহাকে লোকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, উহা ব্রহ্ম নয়" (কেনোপনিষৎ ১।১।৪—৮) এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের উপাস্যত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে—তবে বলি, 'ঐ উপনিষদে তো ইহাও বলা হইয়াছে—"তিনি বিদিত ও অবিদিত বস্তু সকল হইতে পৃথক্"। সুতরাং ব্রহ্মের বেদ্যতা বা জ্ঞানের বিষয়তাও তো শ্রুতিতে

নিষিদ্ধ হইয়াছে' ।৫৯,৬০। যদি বল—'ব্রহ্মের অবাস্তবী বেদ্যতাই স্বীকার করা হয়'—'তবে ব্রহ্মের অবাস্তব উপাস্যত্বই বা হইবে না কেন'? যদি বল—'বৃত্তিব্যাপ্তিকেই (অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারা বৃত্তিকেই) ব্রহ্মের বেদ্যতা বলে'—তবে বলি, 'ব্রহ্মের উপাসনাতেও অন্তঃকরণের সেই প্রকার বৃত্তিব্যাপ্তি হইতে পারে' ।৬১। (পুনঃ পুনঃ অন্তঃকরণে ব্রহ্মাকারাবৃত্তির উৎপাদনই ব্রহ্মের উপাসনা। জ্ঞান এবং উপাসনা উভয়ই বৃত্তিদ্বারাই হইয়া থাকে)। ব্রহ্মের উপাসনাবিষয়ে বহু শ্রুতিপ্রমাণ দেখা যায় ।৬২। নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উপনিষদে, প্রশ্নোপনিষদে শৈব্যকৃত পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে, কঠোপনিষদে এবং মাণ্ডুক্যাদি উপনিষদে সর্বত্রই নির্গুণোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এই উপাসনা শাস্ত্রপ্রমাণসম্মত ।৬৩। এই নির্গুণ উপাসনার অনুষ্ঠানের প্রকার আচার্য্য সুরেশ্বর 'পঞ্চীকরণ-বার্ত্তিক নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। যদি বল—'এই নির্গুণোপাসনা কেবল জ্ঞানেরই সাধন' (মুক্তির সাধন নয়)—'তবে কে উহা না বলিতেছে' ?৬৪। (কিন্তু, জ্ঞান আবার মুক্তির সাধন বলিয়া নির্গুণোপাসনা ক্রমমুক্তির সাধন)। যদি বল—'সকলে সগুণোপাসনারই অনুষ্ঠান করে, কেহ নির্গুণোপাসনা করে না,' তবে বলি—অনুষ্ঠানকারী পুরুষের অপরাধে শাস্ত্রোক্ত নির্গুণোপাসনা কি দূষিত হয়' ?৬৫।

উপনিষদুক্ত সমস্ত বিধেয় ও নিষেধ্য বিশেষণের এক অদ্বৈত ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য—এই নির্গুণোপাসনা এক প্রকার বলিয়া বেদের সর্বশাখায় উল্লিখিত গুণসকলকে এক উপাস্যব্রহ্মে উপসংহৃত করিতে হয় ।৬৭। বেদান্তদর্শনের ৩।৩।১১ সূত্রে ব্যাসদেব আনন্দ প্রভৃতি বিধেয় গুণ (বিশেষণ) সকলের ব্রহ্মে উপসংহার করিয়াছেন ।৬৮। আবার ৩।৩।৩৩ সূত্রে অস্থূল, অনণু প্রভৃতি নিষেধ্য

গুণসকলও উপাস্য ব্রহ্মেই উপসংহৃত হইয়াছে।৬৯। [বিশেষণ দুই প্রকার :—(১) বিধেয় (২) নিষেধ্য। 'ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, নিত্যমুক্ত ও শুদ্ধ'—ইত্যাদি বাক্যে সৎ, চিৎ, আনন্দাদি ব্রহ্মের বিধেয়-বিশেষণ। অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অগ্রাহ্য, অশব্দ, অচিন্ত্য, নিরাকার ইত্যাদি নিষেধ্য-বিশেষণ। ব্রহ্মকে কোন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং শ্রুতি উক্ত উভয় বিশেষণদ্বারা দ্বৈতবস্তুর নিষেধ করিয়া ব্রহ্মবিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিধেয় বিশেষণগুলিরও নিষেধেই তাৎপর্য্য। যেমন ব্রহ্ম 'সৎ' বলিলে ব্রহ্মে অসত্তার নিষেধ বুঝায়। 'চিৎ' শব্দে জড়ত্বের নিষেধ বুঝায়। 'আনন্দ' শব্দে দুঃখের নিষেধ বুঝায় ইত্যাদি। সুতরাং সমস্ত বিশেষণের বা গুণের তাৎপর্য্য দ্বৈতাভাব-প্রতিপাদনপূর্বক দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত অদ্বৈত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করান। মায়িক এই জগৎকে মিথ্যা জানিয়া ত্যাগ করিতে পারিলে যে ব্রহ্মরূপ অধিকরণে এই জগদ্ভ্রান্তি উঠিয়াছিল, উহা আপনিই প্রকটিত হয়—যেমন ভূতলে যে অধিকরণে (স্থানে) ঘট থাকে, সেই অধিকরণে ঘটাভাব হইলে অধিকরণ ভূতল প্রকটিত হয়]। অতএব আনন্দাদি এবং অস্থূলাদি সমস্ত গুণকে অদ্বৈত-ব্রহ্মে উপসংহৃত (পর্য্যবসিত) করিয়া 'সেই অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মই আমি' এইরূপে নির্গুণ উপাসনা কর।৭৩।

জ্ঞান ও উপাসনার পার্থক্য—যদি প্রশ্ন কর—'বোধ (জ্ঞান) এবং উপাসনার পার্থক্য কি?' তাহার উত্তর শুন—'বোধ বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ বস্তুর অধীন এবং উপাসনা কর্ত্তৃতন্ত্র বা কর্ত্তার অধীন'।৭৪। [অর্থাৎ, বোধ বা জ্ঞান, কিছু করা বা না করার উপর নির্ভর করে না। প্রমেয় বস্তুর সহিত প্রমাণের সংযোগ হইলেই কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য শ্রবণমাত্রই ঐ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন ঘটাদি প্রমেয় বস্তুর সহিত অন্তঃকরণবৃত্তির (প্রমাণের)

সংযোগ হইবার পর, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি যদি বলিয়া দেন, 'এই বস্তুর নাম ঘট,' তবে তৎক্ষণাৎ ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হইবে, ইহার জন্য কিছু করিতে হইবে না—জ্ঞান প্রযত্ন সাধ্য নহে। কিন্তু, প্রমাণের দোষ থাকিলে বস্তুর যথার্থ জ্ঞান হয় না। যেমন কামলা রোগী যদি শ্রবণ করে—'ইহা শ্বেত শঙ্খ' তবে তাহার শ্বেত শঙ্খের জ্ঞান হইবে না। সুতরাং অগ্রে তাহার কামলা দোষের প্রতিকার করিতে হইবে। তবেই দোষশূন্য প্রমাণের দ্বারা তাহার শ্বেত শঙ্খের জ্ঞান হইবে। প্রমা বা প্রকৃষ্ট জ্ঞানের করণকে প্রমাণ বলে। বিষয়জ্ঞানে যেমন ইন্দ্রিয়াদি প্রমার করণ, ব্রহ্মজ্ঞানে সেইরূপ শুদ্ধ অন্তঃকরণবৃত্তিই করণ। সেই প্রমাণকে দোষমুক্ত করিবার জন্য অগ্রে শাস্ত্রোক্ত কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজন আছে। যেমন ঘটজ্ঞানে কিছু করিতে হয় না, এইরূপ সম্যক্ শুদ্ধচিত্ত বেদান্তের মুখ্য অধিকারী মুমুক্ষু শিষ্য তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর মুখে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বিচার শ্রবণ করা মাত্র, তাঁহার শুদ্ধ অন্তঃকরণরূপ প্রমাণ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ধারণ করিয়া প্রমেয় প্রত্যগভিন্ন অজ্ঞাত পরব্রহ্মকে বিষয় করিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞানের নাশ করে, এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" বা 'আমিই ব্রহ্ম' এই প্রকার প্রমা বা প্রকৃষ্ট অনুভব উৎপন্ন করে—উহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা কিছু করা বা না করার উপর নির্ভর করে না। (কোন কোন আচার্য্যের মতে মহাবাক্যই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ, মন করণ নহে। বস্তুতঃ মহাবাক্যের শ্রবণ-ব্যতীত শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষেরও অলৌকিক ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং শব্দই (মহাবাক্যই) প্রকৃত পক্ষে অপরোক্ষজ্ঞানের করণ। কিন্তু, অন্তঃকরণের সহকারী করণতারও নিবারণ করা যায় না। কারণ, অশুদ্ধচিত্তে মহাবাক্য শ্রবণও জ্ঞান-উৎপাদন করিতে পারে না)। ব্রহ্মজ্ঞান কর্ম বা উপাসনাদ্বারা উৎপন্ন হয় না, কর্মদ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, উহার

বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। উপাসনাও সূক্ষ্ম মানসকর্ম। কর্ম বা উপাসনা করা বা না করা, বা অন্য রকমে করা—ইহা পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কর্ম বা উপাসনা বিধি, পুরুষেচ্ছা, প্রযত্ন ও বিশ্বাসাদির অধীন—জ্ঞান প্রমাণের অধীন]। বিচার দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়—একবার ব্রহ্মজ্ঞান হইলে 'আমার জ্ঞান চলিয়া যাউক' এইপ্রকার অনিচ্ছাও উহাকে নিবারণ করিতে পারে না। জ্ঞানের উৎপত্তিমাত্রই উহা সমস্ত জগতের উপর সত্যত্ববুদ্ধির নাশ করে।৭৫। তাহার দ্বারাই কৃতকৃত্য হইয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি নিত্য তৃপ্তি প্রাপ্ত হন এবং জীবন্মুক্তি লাভকরতঃ প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন।৭৬। কিন্তু, গুরুর উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শ্রদ্ধালু সাধক বিচার না করিয়াও অন্য কোন বৃত্তিকে অবসর না দিয়া প্রত্যয়ের একতানতার সহিত উপাস্য বস্তুর চিন্তা করিবেন।৭৭। যে পর্য্যন্ত 'সেই উপাস্য বস্তুর স্বরূপই আমি', এইপ্রকার অভিমান না হয়, তাবৎ চিন্তা করিয়া পরে মরণপর্য্যন্ত সেই চিন্তাকে ধারণ করিয়া রাখিবেন।৭৮। যে বেদাধ্যায়ী বেদাধ্যয়নে সর্বদা লাগিয়া থাকে, প্রমাদ করে না, সে সেই অধ্যয়নের সংস্কারাপন্ন হইয়া স্বপ্নেও বেদাধ্যয়ন করে। এইরূপ অপ্রমত্ত জপকারী স্বপ্নেও জপ করে। এইরূপ ধ্যাতা ব্যক্তিও বিরোধীপ্রত্যয় ত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভাবনা করিতে করিতে সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ স্বপ্নেও ভাবনা বা ধ্যান করেন।৮১। বিষয়ব্যসনী ব্যক্তি যেমন সর্বদা বিষয়চিন্তায় লাগিয়া থাকে, এইরূপ ধ্যাতা ব্যক্তি প্রারব্ধকর্মের ভোগ করিতে করিতে অতিশয় আগ্রহবশতঃ সর্বদা ধ্যান করিতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।৮৩। পরপুরুষাসক্ত নারী গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিয়াও অন্তরে সেই পরপুরুষসঙ্গের আনন্দের আস্বাদ করিতে থাকে। পরপুরুষসঙ্গজনিত আনন্দের আস্বাদ করিতে করিতে যদিও তাহার গৃহকর্মের ভঙ্গ হয় না, তথাপি উহা সামান্যভাবে কৃত হইয়া থাকে।৮৪, ৮৫।

কিন্তু, বিবাহিত গৃহকর্মে স্পৃহাবতী নারী যেমন সম্যক্‌ভাবে গৃহকর্ম করিতে পারে (কারণ, তাহার স্বামী প্রাপ্তই আছে, হারাইবার ভয় নাই) পরপুরুষাসক্ত নারী তদ্রূপ সম্যক্‌ভাবে গৃহকর্ম করিতে পারে না।৮৬। এইরূপ ধ্যানে একনিষ্ঠ পুরুষ সামান্যই লৌকিক কার্য্য করিতে পারেন ; কিন্তু তত্ত্ববিৎ ব্যবহারকে জ্ঞানের অবিরোধী দেখিয়া সম্যক্ লোক-ব্যবহার করিতে পারেন।৮৭। এই প্রপঞ্চ মায়াময় এবং আত্মা চৈতন্যস্বরূপ এইপ্রকার জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানীর লৌকিক ব্যবহারের সহিত কি বিরোধ থাকিতে পারে ?৮৮। ব্যবহার জগৎপ্রপঞ্চের সত্যতা কিংবা আত্মার অচেতনতার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু ইহা নিজ সাধন-সামগ্রীর অপেক্ষা করে।৮৯। মন, বাক্য, শরীর এবং বাহ্য পদার্থ-সকল ব্যবহারের সাধন। তত্ত্ববিৎ ঐ সকলের উপমর্দন করেন না ; সুতরাং, তাঁহার ব্যবহার হইবে না কেন ?৯০। যিনি চিত্তের উপমর্দন বা নিরোধ করেন, তাঁহাকে ধ্যাতা বলা যায়, তিনি তত্ত্ববিৎ নহেন। দেখা যায় ঘটতত্ত্বের জ্ঞাতাকে ঘট জানিবার জন্য চিত্তকে পীড়ন বা নিরোধ করিতে হয় না।৯১। যদি বল, 'ঘট' স্থূল বস্তু এবং স্পষ্ট বলিয়া তদ্দর্শনে চিত্তপীড়ন করিতে হয় না। কিন্তু, ব্রহ্ম সেরূপ স্থূল বস্তু নহেন ; অতএব উহাতে চিত্তনিরোধ আবশ্যক,'—তবে বলি, 'আত্মা বা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া ঘটাদি হইতেও স্পষ্ট, সুতরাং ব্রহ্ম-জ্ঞানে চিত্তনিরোধের আবশ্যক নাই। একবার ঘটজ্ঞান হইলে যেমন ঘটজ্ঞান সর্বদা ভাসমান থাকে, এই প্রকার স্বয়ংপ্রকাশ এই আত্মার জ্ঞান হইলে উহা কি সর্বদা ভাসমান থাকিবে না ?৯২। যদি বল 'ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা লইয়া আপনার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? কারণ, আত্মার স্বয়ং-প্রকাশতা তো তত্ত্বজ্ঞান নয় (উহা তো অজ্ঞা-নাবস্থায়ও বিদ্যমান) ব্রহ্মবিষয়িনী বুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু, বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষণনাশ্য বলিয়া ঐ বুদ্ধিবৃত্তির ব্রহ্মে পুনঃ পুনঃ অবস্থানের অপেক্ষা

আছে।' এতদুত্তরে বলি—'ঘটাদি জ্ঞানেও তাহা হইলে বুদ্ধিবৃত্তির পুনঃ পুনঃ ঘটাদিতে অবস্থান স্বীকার করিতে হয়।৯৩। [কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে, ঘটাদিবস্তুর জ্ঞানে অজ্ঞানের নাশ না হওয়ায় দ্বৈতবস্তুসকল থাকে এবং সেইজন্য ঐসকল বস্তুতে বুদ্ধি যাইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে দ্বৈতবস্তুসকলের বাধ হওয়ায় বুদ্ধির বিহার-স্থান আর আত্মা ভিন্ন কোথায় হইবে? আচার্য্য শঙ্কর বিবেক-চূড়ামণিতে বলিয়াছেন—"রূপাদন্যদবেক্ষিতং কিমভিতশ্চক্ষুষ্মতা দৃশ্যতে। তদ্বদ্‌ব্রহ্মবিদঃ সতঃ কিমপরং বুদ্ধের্বিহারাস্পদম্" (৫৩০ শ্লোঃ) অর্থাৎ 'যেমন চক্ষুষ্মান্‌গণের নিকট সর্বত্র রূপ ভিন্ন পদার্থ দৃষ্ট হয় না, এইরূপ ব্রহ্মবিৎ সাধুগণের নিকট বুদ্ধির বিহার-স্থান ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই হয় না']। একবার ঘটাদি বস্তুর নিশ্চয় হইবার পর যখন ঘটাকারা বৃত্তির বিনাশ হয়, তখনও ইচ্ছামত ঘটকে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারা যায়; অর্থাৎ ঘট লইয়া ব্যবহার চলিতে পারে—এইরূপ তত্ত্ববিৎ একবার আত্মনিশ্চয় করিয়া পরে যখন ইচ্ছা তখনই সেই আত্মার সম্বন্ধে বলিতে, মনন করিতে বা ধ্যান করিতে পারেন।৯৪, ৯৫। যদি তিনি উপাসকের ন্যায় ধ্যান করিতে করিতে লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃত হন, তবে তাহা হউক কিন্তু, ঐ প্রকার বিস্মৃতি ধ্যান দ্বারাই হইয়া থাকে, জ্ঞানজন্য ঐ প্রকার বিস্মৃতি হয় না।৯৬। তত্ত্বজ্ঞানী যদি ধ্যান করিতে ইচ্ছুক হন, তবে তিনি উহা করিতে পারেন; কিন্তু, ধ্যান না করিলেও জ্ঞানদ্বারাই তাঁহার মুক্তি সিদ্ধ হয়। কারণ, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে,—"জ্ঞানদ্বারাই কৈবল্য হয়"।৯৭। (জ্ঞানদ্বারাই যে মুক্তি লাভ হয়, ইহা শ্বেতাশ্বতর, কৈবল্য প্রভৃতি উপনিষৎ হইতেও জানা যায়)। যদি বল—'তত্ত্ববিৎ যদি ধ্যান না করেন, তবে তিনি বাহিরের বস্তু লইয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবেন'—তবে বলি, 'তত্ত্ববিৎ সুখে লোক-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হউন, এইরূপ প্রবৃত্তিতে জ্ঞানীর বাধা কি?৯৮।

[অপরোক্ষজ্ঞান যে মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় ইহা সকল অদ্বৈত বাদী আচার্য্যের সিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান হইলেই জীবের মোক্ষের দিকে গতি অনিবার্য্য। আর মুক্তিপদ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উহাতে যে কোন কর্ম নাই ইহাও সকল অদ্বৈতবাদীর স্বীকার্য্য মত। গ্রন্থকারও তৃপ্তিদীপে (১৪৫ পৃষ্ঠায়) 'উহা সুষুপ্তি বা মুক্তি-বিষয়ক শ্রুতি' বলিয়া ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং দ্বৈতবিবেকে অশাস্ত্রীয় জীবদ্বৈতের বর্ণনা প্রসঙ্গে মনোরাজ্য থাকারও ক্ষতি বর্ণনা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও বিবেক-চূড়ামণিতে বলিয়াছেন—"ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তা-নাশোঽস্মাদ্‌বাসনাক্ষয়ঃ। বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে" (৩২৩ শ্লোঃ)॥ অর্থাৎ 'ক্রিয়ানাশে চিন্তা নাশ হয় এবং উহা হইতে বাসনাক্ষয় হয় এবং প্রকৃষ্টরূপে বাসনার ক্ষয়কে মোক্ষ বলে এবং উহাই জীবন্মুক্তি'। জ্ঞানীর আত্মধ্যান স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। আচার্য্য শঙ্কর অপরোক্ষানুভূতিগ্রন্থে বলিয়াছেন—নিমেষার্দ্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা। যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ॥ (১৩৪ শ্লোঃ) অর্থাৎ 'ব্রহ্মাদি, সনকাদি এবং শুকাদির ন্যায় জ্ঞানী ব্রহ্মাকারাবৃত্তি ব্যতীত নিমেষার্দ্ধক্ষণও অবস্থান করেন না'। স্বপ্ন হইতে জাগ্রত পুরুষ কি স্বপ্নের বস্তু সকল লইয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন? সুতরাং জ্ঞানীর কর্ম হইতে নিবৃত্তি আসা স্বাভাবিক। যদি বল—'উহাতে জাগতিক ব্যবহারের লোপ হয়',—তবে বলি—'সম্যক্ প্রবুদ্ধ জ্ঞানীর নিকট মিথ্যা জগৎ বা জাগতিক ব্যবহারের আদর নাই; এক সমরসতত্ত্ব ব্রহ্মই তাঁহার প্রিয়তম বস্তু। জাগতিক ব্যবহার ঈশ্বরের মায়াশক্তিদ্বারা চলিবে—উহার জন্য জ্ঞানীর করিবার কিছুই নাই'। যদি বল—'তবে জনক, বশিষ্ঠাদি জ্ঞানী পুরুষগণ কিরূপে এত কর্ম করিলেন'? তবে বলি, 'এ বিষয়ে চিত্রদীপ ১০০-১০২ পৃষ্ঠায় আমরা আচার্য্য শঙ্করানন্দের মত দেখাইয়াছি। আমরাও বলি, অদ্বৈতবাদের চরম-

সিদ্ধান্ত অজাতবাদে। অজাতবাদের সিদ্ধান্তে কোন জীব তত্ত্বতঃ জন্মিয়াছে বলিয়া স্বীকৃত নয়। ঐ সিদ্ধান্তানুসারে জনকাদির জন্ম ও ব্যবহার স্বপ্নকল্পিত বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। জগৎ-সত্যত্বদর্শনকারী অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বুঝাইবার জন্যই উঁহাদের তাৎকালিক সত্তা স্বীকার করিয়া বুঝান হয়। অজ্ঞাননিদ্রা হইতে সম্যক্ প্রবুদ্ধ জ্ঞানীর নিকট জনকাদি বা উঁহাদের ব্যবহার ব্রহ্মমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। জ্ঞানের পরও যদি কাহারও জনকাদি বা উঁহাদের ব্যবহারে আগ্রহ থাকে, তবে বুঝিতে হইবে এখনও তাঁহার অজ্ঞাননিদ্রা সম্যক্ কাটে নাই।

জ্ঞান হইবার পর জগতের স্বাভাবিকভাবেই বিস্মৃতি আসিবে—কারণ, জগৎ তত্ত্বতঃ কোনও কালেই নাই। আচার্য্য শঙ্কর বিবেক-চূড়ামণিতে বলিয়াছেন—"বোধস্যোপরতিঃ ফলম্" (৪২৬ শ্লোঃ) অর্থাৎ 'বোধের ফল উপরতি'। আচার্য্য ঐ গ্রন্থে আরও বলিয়াছেন—"লীনবৃত্তেরনুৎপত্তির্ম্মর্য্যাদোপরতেস্তু সা" (৪৩২ শ্লোঃ) অর্থাৎ 'ব্রহ্মে লীনবৃত্তির পুনরুদয় না হওয়াই উপরতির সীমা'। এই পঞ্চদশী গ্রন্থেও বলা হইয়াছে—"সুষুপ্তিতে বাহ্য জগতের বিস্মৃতির ন্যায়, ব্যবহারিক এই জগতের বিস্মৃতি উপরতির সীমা'। বোধের ফল যদি উপরতি হয় এবং উপরতি যদি জগতের বিস্মৃতি হয়, তবে জগতের বিস্মৃতিতে ভীতি কেন? জ্ঞানী কি মোক্ষ চাহেন না? শাস্ত্রে অজ্ঞানপূর্বক জগৎ বিস্মৃতিকে সুষুপ্তি এবং জ্ঞানপূর্বক জগৎ বিস্মৃতিকে মোক্ষ বলা হইয়াছে। জ্ঞানীর নিকট ভিতর, বাহির, আমি, তুমি, জীব, জগৎ, ঈশ্বর এই সমস্ত ভেদদৃষ্টি একাকার ভাব প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নকালের দৃষ্ট যে ভিতর বাহির ভাব, জাগিলে উহা মিথ্যা এবং নিজেরই বিস্তার বলিয়া মনে হয়। এইরূপ অজ্ঞাননিদ্রা হইতে সম্যক্ প্রবুদ্ধ জ্ঞানী এই জাগতিক ভিতর বাহির ভাব মিথ্যা এবং

উহা নিজেরই অজ্ঞানের বিস্তার বলিয়া অনুভব করেন। সুতরাং তাঁহার নিকট বাহ্য-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবার প্রসঙ্গই নাই। কিন্তু, জ্ঞান হইবার পরও লোকদৃষ্টিতে জ্ঞানীর প্রারব্ধবশতঃ দেহ কিছুকাল থাকে এবং দেহের স্পন্দনাদি ব্যবহারও জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হয় না এবং জ্ঞানীর জগদ্দর্শনাদি ক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায় না, উহাকেই অজ্ঞদৃষ্টিতে জ্ঞানীর ব্যবহার, প্রারব্ধ ইত্যাদি বলা হয়। ঐ ব্যবহার স্বভাবতঃ শাস্ত্রানুকূল হইলেও উহা শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের অধীন নয়। জ্ঞানীর নিজদৃষ্টিতে এক ব্রহ্মভিন্ন সব মিথ্যা হওয়ায় জ্ঞানী ব্যুত্থানদশায় সমস্ত দ্বৈতবস্তুর মধ্যে এক অদ্বৈতবস্তুরই স্ফুরণ দেখেন।—সুতরাং জগৎ তাঁহার নিকট সামান্যভাবে স্ফুরিত হইলেও বিশেষভাবে স্ফুরিত হয় না, অর্থাৎ, পূর্বসংস্কারবশতঃ জাগতিক বস্তুসকল দেখিয়াও ঐ সকলে দৃঢ় মিথ্যা বোধ থাকায়—সব কিছু দেখিয়াও জ্ঞানী কিছুই দেখেন না, সব কিছু করিয়াও জ্ঞানী কিছুই করেন না ইত্যাদি। শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানীর ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে, স্বচ্ছন্দে, বিনা-ক্লেশে ঈশ্বরনিয়তিবশে সম্পাদিত হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জ্ঞানীর ঐ প্রকার দেহাদির স্পন্দন বা স্থিরত্বকে কর্ম, ব্যবহার, সমাধি ইত্যাদি বলে। জ্ঞানী কিন্তু নিজ দৃষ্টিতে কর্ম, ব্যবহার, সমাধি, জ্ঞানিতা, অজ্ঞানিতা, প্রারব্ধ, জীবন্মুক্তি, বিদেহমুক্তি প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপের উপর মহামায়ার মিথ্যা নৃত্য বলিয়া মনে করেন। ক্রমশঃ আত্মরমণের দৃঢ়তাহেতু মায়ার নৃত্যও জ্ঞানীর নিকট থামিতে থাকে, এবং শেষে জ্ঞানী ব্রহ্মমাত্রেই পর্য্যবসিত হন—ইহাই বিদেহ-মুক্তি। সেই ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জ্ঞানীর দেহের ঐ স্বাভাবিক স্পন্দনকে নিজেদের কর্মের সহিত সমান ভাবিয়া উহাদিগকে পাছে অজ্ঞানী মনে করে, সেই ভ্রমের নিরসনার্থ গ্রন্থকার জ্ঞানীর ঐরূপ স্বাভাবিক-ব্যবহারে কোন হানি নাই, ইহা

দেখাইয়াছেন। অথবা এই গ্রন্থে গ্রন্থকার জ্ঞানাভ্যাসী মুমুক্ষুকে উৎসাহ দিবার জন্য কিছুটা প্রারব্ধ, ব্যবহারাদির প্রশ্রয় দিয়াছেন এবং তাঁহার জীবন্মুক্তিবিবেক নামক গ্রন্থে তাঁহার মতের উপসংহার করিয়াছেন। সুতরাং পঞ্চদশীর বাক্য উঠাইয়া, জ্ঞানের দোহাই দিয়া কপটাচারের অবসর ইহাতে নাই। শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত, যোগারূঢ়, ভক্ত প্রভৃতির যে সব লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, ঐ লক্ষণগুলি জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক নিজের সহিত মিলাইয়া লইবেন এবং যতক্ষণ ঐ প্রকার অবস্থা লাভ না হয়, ততক্ষণ আত্মচিন্তা ত্যাগ করিবেন না। প্রকৃত জ্ঞান হইলে অযত্নতঃ স্বরূপ-বিস্ফূর্ত্তি হইবে এবং অমানিত্বাদি গুণসকলও স্বসংবেদ্য লক্ষণরূপে আবির্ভূত হইবে]

[প্রঃ—জীবন্মুক্ত পুরুষ তো নির্গুণ ব্রহ্মকেই আপনার স্বরূপ বলিয়া জানেন—তাঁহার ঈশ্বরের অপেক্ষা কি ?

উঃ—জীবন্মুক্ত পুরুষ জানেন যে, নির্গুণব্রহ্মই তাঁহার স্বরূপ—তথাপি তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি ঈশ্বর-নিয়তির সম্যক্ অধীন। জীবন্মুক্ত পুরুষই সম্যক্ ঈশ্বরের প্রপন্ন ও ভক্ত। ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানী ও নিত্যমুক্ত। সেইজন্য ঈশ্বর শুদ্ধ-সাত্ত্বিক মায়াবৃত্তিদ্বারা সব কিছু করিয়াও কিছুই করেন না বা স্বীয় নির্গুণ স্বরূপ হইতে কখনও চ্যুত হন না। জীবন্মুক্ত পুরুষ বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত, তাঁহার অবিদ্যালেশ আছে, ঈশ্বরের উহা নাই। সেইজন্য যাবৎ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের বিদেহকৈবল্য লাভ না হয়, তাবৎ তিনি ঈশ্বরকে বা ঈশ্বর-বিধানকে সম্যক্ অতিক্রম করিতে পারেন না—ইহাই ঈশ্বর ও জীবন্মুক্তের পার্থক্য]

জ্ঞানী শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের অতীত—যদি বল—তাহা হইলে জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয়'—তবে বলি, 'তুমি অতিপ্রসঙ্গ

বলিতে কি বুঝ'? যদি বল, 'বিধিশাস্ত্রই প্রসঙ্গ,'—তবে বলি, 'তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি উহা খাটে না।৯৯ যাহার বর্ণ, আশ্রম, দেহের বাল্যাদি অবস্থার উপর অভিমান আছে, তাহারই পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ।১০০। বর্ণাশ্রমাদিধর্ম মায়াদ্বারা দেহের উপর কল্পিত। বোধস্বরূপ আত্মার ঐ সকল ধর্ম্ম নাই, জ্ঞানীর এইপ্রকার দৃঢ় নিশ্চয় থাকে'।১০১। "যাঁহার হৃদয় হইতে সমস্ত আস্থা অস্তমিত হইয়াছে, নির্মল জ্ঞান-পরায়ণ সেই পুরুষ সমাধি বা কর্মসকল করুন, বা নাই করুন, তিনি মুক্তই"।১০২। (যোগ-বাশিষ্ঠ স্থিতি প্রঃ ৪৭।২৬)। [প্রবৃত্তি বা চেষ্টাপূর্ব্বক নিবৃত্তি অজ্ঞানক্ষেত্রেই হইয়া থাকে; জ্ঞানীর অজ্ঞান থাকে না, সুতরাং তিনি প্রবৃত্তি- নিবৃত্তিশূন্য।] "যাঁহার মন বাসনাশূন্য হইয়াছে, তাঁহার নিকট কর্ম বা নৈষ্কর্ম্ম্য কোনটির প্রয়োজন নাই কিংবা সমাধি ও জপেরও প্রয়োজন নাই।"১০৩। আত্মা অসঙ্গ এবং তদ্ভিন্ন যে জগৎ উহা ইন্দ্রজালসদৃশ মায়িক'—এই প্রকার স্থির নিশ্চয় হইলে মনের বাসনা কিরূপে থাকিবে?১০৪। এইরূপে জ্ঞানীর যখন বিধি-নিষেধের প্রসঙ্গই নাই, তখন যথেচ্ছাচাররূপ অতিপ্রসঙ্গ কিরূপে হইবে? যাহার (যে অজ্ঞ ব্যক্তির) নিকট শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের প্রসঙ্গ আছে, উহারই অতি-প্রসঙ্গ (শাস্ত্রবিধিলঙ্ঘন) হইতে পারে।১০৫। যেমন বিধির অভাবহেতু বালকের অতিপ্রসঙ্গ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীরও অতিপ্রসঙ্গ হয় না—উভয়েরই অবস্থা সমান।১০৬। যদি বল, 'বালক কিছুই জানে না, সুতরাং তাহার আচারে বিধি নাই, কিন্তু তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি সবই জানেন, সুতরাং তাঁহার অবস্থা বালকের ন্যায় নহে;' তবে বলি, অল্পজ্ঞের জন্যই যত বিধিনিষেধ, বালক কিংবা সর্বজ্ঞ এই দুইজনের পক্ষে কোন বিধি-নিষেধ নাই।১০৭।

যদি বল—'যাঁহার শাপাদি প্রদানের সামর্থ্য আছে, তিনিই তত্ত্ববিৎ'; তাহার উত্তরে বলি, 'তাহা নহে কারণ শাপাদি-প্রদানের

সামর্থ্য তপস্যার ফল, উহা জ্ঞানের ফল নহে'।১০৮। যদি বল,—'ব্যাসাদি ঋষির তো শাপাদি-প্রদানের সামর্থ্য দেখা যায়,'—তবে বলি, 'ঐ ক্ষমতা উঁহাদের তপস্যারই ফল, উহা জ্ঞানের ফল নহে। শাপাদি প্রদানের ক্ষমতা লাভের জন্য যে তপস্যা করা হয়, ঐ তপস্যা হইতে জ্ঞানের কারণ তপস্যা ভিন্ন।১০৯। [কিন্তু মুণ্ডক, ছান্দোগ্যাদি উপনিষদে জ্ঞানী সত্যসঙ্কল্প হন, ইহা দেখা যায় (মুণ্ডক ৩।১।১০, ছান্দোগ্য ৮।২।২-৯ এবং বৃহদারণ্যক ১।৪।৮ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বিশুদ্ধ-সত্ত্ব জ্ঞানীর স্বতঃই সত্যসঙ্কল্পাদি বিভূতি আসে, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। তবে বিভূতি-সকলে মিথ্যা জ্ঞান থাকায় জ্ঞানীর উহাতে ইচ্ছা হয় না এবং জ্ঞানীর ঈশ্বরের ন্যায় সৃষ্ট্যাদি করার সামর্থ্য থাকে না, ইহা বেদান্ত-দর্শনের শাঙ্করভাষ্যে দেখান হইয়াছে]। যাঁহার দ্বিবিধ তপস্যা থাকে, তাঁহার শাপাদি-প্রদানের সামর্থ্য ও জ্ঞান উভয়ই হইয়া থাকে। এক একটির জন্য তপস্যা করিলে এক একটি ফল লাভ হয়।১১০। যদি বল, 'বিধিনিষেধবর্জিত সামর্থ্যহীন যতিকে বিহিত কর্মের অনু-ষ্ঠানকারী কর্মিগণ নিন্দা করিবে'—তবে বলি, 'অন্য ভোগলম্পট ব্যক্তিগণ কর্মিগণেরও নিন্দা করে।১১১। যদি বল, 'মূঢ় ব্যক্তিগণ বর্ণাশ্রম-পরায়ণ কর্মরত ব্যক্তিগণকে নিন্দা করুক্, উহাতে তাহাদের ক্ষতি নাই'—তবে বলি, 'ঐপ্রকার দেহাত্মবাদী কর্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণও জ্ঞানীর নিন্দা করুক্, উহাতে জ্ঞানীর ক্ষতি নাই'।১১৩। এই প্রকারে দেখা গেল যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি ব্যবহার-সাধন সামগ্রীর অভাব হয় না বলিয়া জ্ঞানী সম্যগ্‌ভাবে লৌকিক কার্য্য কিংবা রাজ্যপালনাদি করিতে পারেন।১১৪। যদি বল, 'জ্ঞানীর জগতের উপর মিথ্যাত্ববুদ্ধি থাকায় লোক-ব্যবহারে ইচ্ছা হয় না,'—তবে বলি, 'তাহা হউক—ইনি ধ্যান করিতে করিতে বা ব্যবহার করিতে করিতে নিজ প্রারব্ধকর্মের অনুবর্ত্তন করেন'।১১৫। নির্গুণ

উপাসক সর্বদা ধ্যানে তৎপর থাকিবেন ; যেহেতু, সেই উপাসকের ব্রহ্মরূপতা ধ্যান দ্বারা সম্পন্ন হয় (উহা প্রমাণদ্বারা প্রমিত হয় না) —যেমন বিষ্ণুভাবনাদ্বারা বিষ্ণুত্ব সম্পন্ন হয়। (কিন্তু সেই বিষ্ণুত্বাদি পারমার্থিক নয়)।১১৬। ধ্যান যে ব্রহ্মভাবের উপাদান, ধ্যানের অভাব হইলে সেই ব্রহ্মভাবও বিলীন হইবে। কিন্তু ব্রহ্মের বাস্তবতা বৃত্তিজ্ঞানের অভাবে বিলীন হয় না।১১৭। অতএব ব্রহ্মবস্তুর অভিজ্ঞাপক যে বৃত্তিজ্ঞান উহা নিত্য ব্রহ্মভাবকে উৎপাদন করে না। আরও সেই জ্ঞাপক জ্ঞানবৃত্তির অভাবে সত্যবস্তুর বিলয় হয় না।১১৮। যদি বল—'উপাসনাতেও তো ব্রহ্মভাব বাস্তব' ? তবে বলি—'পামর ব্যক্তিগণের এবং পশু, পক্ষী প্রভৃতির ব্রহ্মভাব কি বাস্তব নয়' ?১১৯। যদি বল—'উহারা উহা জানে না বলিয়া উহাতে তাহাদের পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না'। তবে বলি—'উপাসকেরও অজ্ঞান থাকা হেতু সমানভাবে পুরুষার্থসিদ্ধি হয় না।' উপবাস করা অপেক্ষা যেমন ভিক্ষা করা ভাল, সেইরূপ অন্য সাধনা হইতে নির্গুণ উপাসনা ভাল।১২০। যে কর্ম জ্ঞানের যত সমীপবর্ত্তী, সে কর্ম তত শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ-উপাসনা ধীরে ধীরে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হয়।১২২। যেমন সংবাদিভ্রম ফলপ্রদানকালে যথার্থ জ্ঞানের ন্যায় হয়, এইরূপ নির্গুণ উপাসনাও পরিপাকবশতঃ মুক্তিকালে তত্ত্ববিদ্যার ন্যায় হইয়া থাকে।১২৩। যদি বল—'সংবাদিভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত পুরুষের অন্য প্রমাণদ্বারা প্রমা উৎপন্ন হইবে', তবে বলি—'নির্গুণ উপাসনাও নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মপ্রমার কারণ হইবে'।১২৪। যদি বল—'তাহা হইলে মূর্ত্তিধ্যান এবং মন্ত্র জপাদিরও তো ব্রহ্মজ্ঞানের কারণতা হইতে পারে।' তবে বলি—'তাহা হউক, তথাপি এই নির্গুণোপাসনা জ্ঞানের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহার বিশিষ্টতা আছে'।১২৫। (অর্থাৎ, সমস্ত উপাসনার মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ)। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে পুরুষের অন্তরে

অসঙ্গ আত্মাই বাকী থাকিয়া যান। পুনঃ পুনঃ এই সমাধির অভ্যাস দ্বারা তাহার সংস্কার দৃঢ় হইলে মহাবাক্য দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।১২৭। শাস্ত্রে যে আত্মার নির্বিকারতা, অসঙ্গতা, নিত্যতা, স্বপ্রকাশতা, একরূপতা ও পূর্ণতা প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে, নিরোধ সমাধিদ্বারা অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত সাধকের বুদ্ধিতে ঐসকল ভাব শীঘ্রই সংশয়শূন্যভাবে আরূঢ় হয়।১২৮। এইজন্যই 'অমৃতবিন্দু' প্রভৃতি উপনিষদে যোগাভ্যাসের উপদেশ রহিয়াছে। এইপ্রকার দৃষ্ট উপায়দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের হেতু হওয়ায়, নির্গুণ উপাসনা অন্য সাধন হইতে শ্রেষ্ঠ।১২৯। এই সাধনাকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা তীর্থযাত্রা এবং জপাদি করে, তাহারা হস্তস্থিত লড্ডুক ত্যাগ করিয়া কেবল হাত চাটিতে থাকে।১৩০। 'বিচার ত্যাগ করিয়া এইরূপ নির্গুণ উপাসনাও তো হাত চাটার ন্যায় হয়'—ইহা যদি বল, 'তবে তাহা সত্য। সেইজন্য বিচারের অসম্ভাবনায় যোগের বিষয় কথিত হইয়াছে'।১৩১।

সাংখ্যজ্ঞান ও নির্গুণোপাসনার পৃথক্ পৃথক্ অধিকারী—যাহাদের চিত্ত বহু চিন্তায় ব্যাকুল, তাহাদের বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। তাহাদের পক্ষে যোগই মুখ্য সাধন; যেহেতু, উহাদ্বারা বুদ্ধির দর্প (চঞ্চলতা) নাশ প্রাপ্ত হয়।১৩২। যাহাদের বুদ্ধি অব্যাকুল; মোহমাত্রদ্বারা যাহাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন, তাহাদের পক্ষে সাংখ্যনামক বিচারই মুখ্য এবং শীঘ্র ফলপ্রদ।১৩৩। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"সাংখ্যগণ যে স্থান প্রাপ্ত হন, যোগ দ্বারাও সেই স্থান লাভ করা যায়। যিনি সাংখ্য এবং যোগকে এক বলিয়া জানেন, (অর্থাৎ উহাদের উভয়েরই ফল মোক্ষ, এইরূপ জানেন) তাঁহার দর্শনই প্রকৃত দর্শন। (গীতা ৫।৪,৫)॥১৩৪। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"সেই কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মকে সাংখ্য ও যোগদ্বারা জানা যায়" (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩)। সেই সাংখ্য ও যোগ-

শাস্ত্রের যে অংশ শ্রুতি-বিরুদ্ধ, তাহা শাস্ত্রাভাস-মাত্র অর্থাৎ, উহাতে বেদের তাৎপর্য্য নাই।১৩৫।

যাঁহার উপাসনা এই জন্মে অত্যন্ত পরিপাক লাভ করে না, তিনি মরণের পর ব্রহ্মলোকে গিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হন।১৩৬। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—"যে যে ব্যক্তি যে যে ভাব স্মরণ করিয়া অন্তে কলেবর ত্যাগ করেন, তাঁহারা সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হন"। (৮।৬)॥১৩৭। শাস্ত্রে আছে—"যিনি যে প্রকার চিন্তাযুক্ত হন, তিনি তদনুরূপ লোকে গমন করেন।" জীবের অন্তকালের ভাবনানুসারে ভাবী জন্ম হওয়া নিশ্চিত। তাহা হইলে সগুণোপাসনায় যেমন অন্তকালে সগুণ প্রত্যয় হয়, সেইরূপ নির্গুণোপাসকেরও অন্তকালে নির্গুণ প্রত্যয় হয়।১৩৮। মুক্তি এবং নির্গুণব্রহ্মপ্রাপ্তি কেবল নামমাত্রেই প্রভেদ; বস্তুতঃ মোক্ষই উভয়ের অর্থ—যেমন সংবাদিভ্রমকে নামমাত্রই ভ্রম বলা হয়; বস্তুতঃ উহা তত্ত্বজ্ঞানই।১৩৯। সেই নির্গুণোপাসনার সামর্থ্যবশতঃ অবিদ্যার নিবারক বুদ্ধির উৎপত্তি হয়—যেমন সগুণব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা তারকব্রহ্মের (সগুণব্রহ্মের) জ্ঞান উৎপন্ন হয়।১৪০। নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উপনিষদে নির্গুণ উপাসকের এইরূপ ফল কথিত হইয়াছে—"তিনি অকাম, নিষ্কাম, অশরীর, ইন্দ্রিয়রহিত, অভয় ও মুক্ত হন"।১৪১। উপাসনার সামর্থ্যে বিদ্যার বা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়; সেইজন্য, "জ্ঞান ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই" (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৮) এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হয় না।১৪২। নৃসিংহ-তাপনীয়ে নিষ্কাম উপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে শৈব্যের প্রশ্নের (পঞ্চম প্রশ্ন) উত্তরে বলা হইয়াছে—"সকাম উপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।১৪৩। যিনি সকামভাবে ওঁকারের তিন মাত্রা দ্বারা সগুণব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে নীত হন। তিনি এই জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে

শ্রেষ্ঠ পুরুষকে দর্শন করিয়া মুক্ত হন" ।১৪৪। ব্রহ্মসূত্রের (৪।৩।৬) সূত্র হইতে জানা যায়—সকাম উপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরূপ ফল হয় ।১৪৫। সেই ব্রহ্মলোকে নির্গুণ-উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ তত্ত্বদর্শন হয়—ইঁহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না, এবং কল্পান্তে মুক্তি লাভ হয় ।১৪৬। বেদে যে সকল প্রণবোপাসনা উক্ত হইয়াছে, উহারা প্রায়ই নির্গুণোপাসনা ; কোন কোন স্থলে প্রণবোপাসনার সগুণতাও উক্ত হইয়াছে ।১৪৭। প্রশ্নকারী সত্যকামকে পিপ্পলাদ মুনি, পর (নির্গুণ) এবং অপর (হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্মরূপ ওঁকারের বর্ণনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ নির্গুণ ও সগুণ এই উভয় প্রকার ব্রহ্মের বর্ণনা করিয়াছিলেন। (প্রশ্নোপনিষৎ ৫।২) ।১৪৮। কঠোপনিষদে (১।২।১৬) দেখা যায়, নচিকেতার প্রশ্নে যম বলিয়াছিলেন—"এই ওঁকাররূপ আলম্বনকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়" ।১৪৯। যিনি সম্যক্‌প্রকারে নির্গুণোপাসনা করেন, তিনি ইহলোকেই হউক, বা মরণকালেই হউক বা ব্রহ্মলোকেই হউক, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন ।১৫০। আত্মগীতাতেও ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে—"বিচার করিতে অক্ষম ব্যক্তি সর্বদা আত্মার উপাসনা করিবেন ।১৫১। আমার সাক্ষাৎকারে অক্ষম ব্যক্তি সন্দেহশূন্য হইয়া আমার চিন্তা করিবেন। তাহা হইলে কালক্রমে আমি তাঁহার অনুভবে আরূঢ় হইয়া তাঁহাকে মোক্ষফল প্রদান করিব ।১৫২। যেমন খনন বিনা গভীর মাটির নীচে অবস্থিত রত্নকে লাভ করিবার অন্য উপায় নাই, এইরূপ আত্মচিন্তাব্যতীত আমাকে লাভ করিবার অন্য উপায় নাই ।১৫৩। দেহরূপ প্রস্তরকে অপসারিত করিয়া, বুদ্ধিরূপ কোদালদ্বারা মনোভূমিকে পুনঃপুনঃ খনন করিয়া লোকে নিধিরূপ আমাকে গ্রহণ করিতে পারে" ।১৫৪। অতএব অনুভূতির অভাব হইলেও "আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার চিন্তা করিবে। অসৎ বস্তুকেও যখন ধ্যান দ্বারা পাওয়া যায়, তখন নিত্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মকে পাওয়া যাইবে না কেন ?১৫৫। ধ্যানদ্বারা দিন দিন অনাত্ম

দেহাদি বস্তুতে আত্মবুদ্ধির শৈথিল্য হয়, এইরূপ ফল দেখা যায়। ইহা দেখিয়াও যে ব্যক্তি ধ্যান করে না, তাহার অপেক্ষা আর পশু কে আছে ?১৫৬। ধ্যানদ্বারা দেহাভিমানকে বিধ্বংস করিয়া এবং অদ্বিতীয় আত্মাকে দর্শন করিয়া মানুষ অমৃতত্ব লাভ করতঃ এই লোকেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।১৫৭। যে ব্যক্তি এই ধ্যানদীপের সম্যক্ বিচার করেন, তিনি সংশয়-বিনির্মুক্ত হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মধ্যান করেন।১৫৮।

দশম অধ্যায়—নাটকদীপ

[এই অধ্যায়ে প্রধানভাবে নাটকের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবাত্মার (কূটস্থ-চৈতন্যের) স্বরূপ দেখান হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'নাটকদীপ']

অদ্বয় ও আনন্দপূর্ণ পরমাত্মা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া নিজের মায়া দ্বারা নিজেই জগৎ হইয়া উহাতে জীবরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (তৈত্তিরীয় ২।৬)।১। বিষ্ণু প্রভৃতির উত্তম দেহে প্রবেশ করিয়া তিনি দেবতা হইয়াছিলেন এবং মনুষ্য প্রভৃতি অধম দেহসকলে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি দেবতাসকলের ভজনা করিতেছেন।২। অনেক জন্ম ভজন করিবার পর তিনি স্বীয় স্বরূপ বিচার করিতে ইচ্ছুক হন এবং সেই বিচার দ্বারা মায়ার বিনাশ হইলে স্বয়ংই অবশিষ্ট থাকিয়া যান।৩। ভ্রান্তিবশতঃ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের সদ্বিতীয় ভাব প্রাপ্তি হইলে তাঁহার যে দুঃখিতা আসে, উহাকেই বন্ধন বলে এবং স্বরূপে স্থিতিকে মোক্ষ বলে।৪। এই বন্ধন অবিচারকৃত ; বিচারদ্বারা ইহার নিবৃত্তি হয়। অতএব জীব, জগৎ ও পরমাত্মার বিষয় সর্বদা বিচার করিবে।৫। যিনি 'আমি' 'আমি' এই ভাব অনুভব করেন, তিনি কর্তা জীব। তাঁহার ভোগের সাধন হইতেছে মন। সেই মনের ক্রমোৎপন্ন ক্রিয়াত্মক দুই প্রকার বৃত্তি আছে—অন্তর্বৃত্তি

ও বহির্বৃত্তি।৬। মনের অন্তর্মুখী বৃত্তি 'অহং' বা 'আমি' এই আকারে কর্ত্তাকে (চিদাভাসকে) বিষয় করে। মনের বহির্মুখী বৃত্তি 'ইদং' বা 'ইহা' এই আকারে বাহ্য বস্তুসকলকে বিষয় করে।৭। 'ইদম্' এই আকারের বৃত্তি কোন বস্তুকে 'এই একটা কিছু' এইরূপে সামান্যাকারে গ্রহণ করে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা সেই 'ইদমের' বিশেষ বিশেষ রূপ। সেই শব্দাদি বিষয়কে অবিমিশ্রিতভাবে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার সাধন হইতেছে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।৮। পূর্বোক্ত (১) কর্ত্তা জীবকে (২) ক্রিয়াত্মক মনোবৃত্তিকে এবং (৩) ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-সকলকে—যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এক প্রযত্নে প্রকাশ করেন, বেদান্তশাস্ত্রে তাঁহাকে সাক্ষিচৈতন্য বলা হয়।৯।

নৃত্যশালাস্থ দীপের দৃষ্টান্তে কূটস্থের প্রতিপাদন—যেমন নৃত্যশালাস্থ দীপ নিজে অবিকৃত থাকিয়া একসঙ্গে বহু বস্তুকে প্রকাশ করে, এইরূপ সাক্ষিচৈতন্য (কূটস্থচৈতন্য) নিজে অবিকৃত থাকিয়া 'আমি দেখিতেছি,' 'আমি শুনিতেছি,' 'আমি ঘ্রাণ লইতেছি', 'আমি আস্বাদ গ্রহণ করিতেছি,' 'আমি স্পর্শ করিতেছি'—এই প্রকারে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপ ত্রিপুটি-সমন্বিত সকল বস্তুকে একসঙ্গেই প্রকাশ করেন।১০। নৃত্যশালাস্থ দীপ যেমন নৃত্যশালার প্রভুকে, সভ্যগণকে এবং নর্ত্তকীকে অবিশেষভাবে প্রকাশ করে এবং ঐ সকলের অভাব হইলেও নিজেই প্রকাশিত থাকে, এইরূপ সাক্ষিচৈতন্য অহংকার, বুদ্ধি এবং বিষয় সকলকে নির্বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং অবিকৃত থাকেন এবং অহংকারের অভাব হইলেও (সুষুপ্তি, সমাধি প্রভৃতি অবস্থায়) পূর্ববৎ দীপ্যমান থাকেন।১১,১২। কূটস্থ-চৈতন্যের জ্ঞপ্তিরূপতা সর্বদা ভাসমান থাকায় জড়া বুদ্ধি তাঁহার জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া অনেক প্রকারে নৃত্য করে।১৩। সংসাররূপ

নৃত্যশালার প্রভু হইতেছেন অহংকার, বিষয়সকল সভ্য, বুদ্ধি নর্ত্তকী; ইন্দ্রিয়গণ তালাদি-ধারক এবং সাক্ষিচৈতন্য উহাদের সকলের প্রকাশক দীপ-স্বরূপ।১৪। [দেহরূপ নাট্যগৃহে অবস্থিত জীব অহংকারবশতঃ এই নাট্যগৃহের কর্ত্তা ও প্রভু। যেমন রাজার চারিদিকে সভ্যগণ অবস্থিত থাকে, এইরূপ দেহের চারিদিকে অবস্থিত বিষয়সকল 'অহং' প্রভুকে বেষ্টন করিয়া উহার প্রীতিবর্দ্ধন করে। বুদ্ধি এই দেহগৃহের নর্ত্তকী। সে নানাপ্রকার হাব-ভাব প্রদর্শন করিয়া নৃত্য করিয়া অহংকার-প্রভুর চিত্ত-বিনোদন করিতেছে। তাল যেমন নৃত্যের সহায়তা করে, এইরূপ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের ছাপ আনিয়া বুদ্ধির নৃত্যের সহায়তা করিতেছে। অহংকাররূপ প্রভু নিজের প্রভুত্বের অভিমানবশতঃ নাট্যশালার এই অভিনয়ের সাফল্য ও নিষ্ফলতায় হর্ষ ও বিষাদপ্রাপ্ত হন। কিন্তু, দীপদ্বারা আলোকিত গৃহেই নৃত্য দেখা যায়। এই প্রকার দেহরূপ নৃত্যশালায় কূটস্থচৈতন্য দীপ-স্বরূপ। তিনি অহংকার-রূপ প্রভু, বুদ্ধিরূপা নর্ত্তকী প্রভৃতিকে একসঙ্গে প্রকাশ করিয়াও নৃত্য-শালাস্থ দীপের ন্যায় এই অভিনয়-ব্যাপারে কোন অংশগ্রহণ না করিয়া অসঙ্গ ও নির্বিকারভাবে দীপ্তি পাইতেছেন]। যেমন নৃত্য-শালাস্থ দীপ স্বস্থানে অবস্থিত হইয়া চতুর্দিক প্রকাশিত করে, এইরূপ স্থিরস্থায়ী কূটস্থচৈতন্যও ভিতর বাহির সব প্রকাশ করেন।১৫। এই যে ভিতর বাহির বিভাগ, ইহা দেহের অপেক্ষাতেই করা হয়—সাক্ষীতে এই ভিতর বাহির ভাব নাই। দেহের বাহিরে স্থিত বস্তুসকলকে বাহ্যদেশস্থ এবং দেহের ভিতরে স্থিত বস্তুসকলকে অন্তঃস্থ বলা হয়।১৬। দেহের ভিতরে স্থিত বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের সহিত পুনঃ পুনঃ বাহ্য বিষয়ে গমন করে। সাক্ষীর দ্বারা প্রকাশ্য বুদ্ধির চাঞ্চল্য লোকে বৃথাই সাক্ষীর উপর আরোপ করে।১৭। [সাক্ষী যদি স্থির বস্তু না হইতেন, তাহা হইলে বুদ্ধির চঞ্চলতা জানা যাইত না]। যেমন গবাক্ষের মধ্য দিয়া

যে ক্ষীণ সূর্য্যালোক গৃহে প্রবেশ করে, উহাতে হাত নাচাইলে ঐ সূর্য্যালোকও নাচিতেছে মনে হয়, এইরূপ স্বস্থানস্থিত সাক্ষী বাহিরে ও ভিতরে গমনাগমন না করিয়াও বুদ্ধির চাঞ্চল্যহেতু যেন উহা করিতেছেন বলিয়া ভ্রম হয়।১৮, ১৯। সাক্ষীর ভিতর বাহির নাই, ঐ উভয় স্থান বুদ্ধির। বুদ্ধি প্রভৃতি অশেষ উপাধির সম্যক্ নিবৃত্তি হইলে তিনি যেখানে প্রকাশ পান, তাহাই তাঁহার দেশ।২০। যদি বল— 'তখন কোন দেশেরই প্রতীতি হয় না'—তবে বলি, 'তিনি কোন দেশে স্থিত নহেন। (দেশ ও কাল তাঁহার উপর কল্পিত এবং তাঁহাতে স্থিত)। সর্বদেশের কল্পনাবশতঃ তাঁহার সর্বগতত্ব সিদ্ধ হয়। তত্ত্বতঃ দেশ না থাকায় তাঁহার সর্বগতত্বও নাই।২১। ভিতর, বাহির বা যে যে দেশ বুদ্ধি কল্পনা করিবে, সাক্ষী সেই সেই দেশেই অবস্থিত থাকিবেন এবং সেই সেই বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইবেন।২২। বুদ্ধি যে যে রূপাদি বস্তুর কল্পনা করে সেই সেই বস্তুকে প্রকাশ করিয়া কুটস্থচৈতন্য সেই সেই বস্তুর সাক্ষী হন। কিন্তু, স্বরূপতঃ তিনি বাক্য ও মনের অগোচর।২৩। যদি বল—'সেইরূপ সাক্ষীকে কিরূপে গ্রহণ করিব'? তবে বলি—'তুমি গ্রহণ করিও না। সর্বপ্রকার গ্রহণ-প্রবৃত্তি শান্ত হইলে তিনি স্বয়ং অবশিষ্ট থাকিবেন।২৪। আত্ম-স্বরূপ সেই সাক্ষিচৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার অন্য প্রমাণের অপেক্ষা নাই'। যদি বল—'আমি সাক্ষী বা ব্রহ্ম' এই প্রকার বৃত্তির উৎপত্তির তো অপেক্ষা আছে'? তবে বলি—'তুমি গুরুর মুখ হইতে শ্রুতির উপদেশ শ্রবণ কর।২৫। যদি সর্ব বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিতে অসমর্থ হও, তবে বুদ্ধির শরণ গ্রহণ কর এবং বুদ্ধি-পরিকল্পিত ভিতর বাহির ভাব স্বীকার করিয়া ঐ উভয় রূপের সাক্ষিরূপে তাঁহাকে অনুভব কর'।২৬।

———o———

একাদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ

'ব্রহ্মানন্দ' শব্দের অর্থ—যিনি ব্রহ্ম এবং আনন্দস্বরূপ। গ্রন্থকার বলিতেছেন—'এই অধ্যায়ে সেই ব্রহ্মানন্দের বিষয় বলিতেছি, উহা সম্যক্ জ্ঞাত হইলে ঐহিক ও আমুষ্মিক অনর্থসমূহকে ত্যাগ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে'।১। [দেহ, পুত্র, বিত্তাদি-বিষয়ে 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান-বশতঃ যে আধ্যাত্মিক (দেহ-সম্বন্ধীয়), আধিভৌতিক (চৌর, ব্যাঘ্রাদি-ভূত হইতে জাত), আধিদৈবিক (বিদ্যুৎ, বজ্রপাতাদি দৈব-জাত) ত্রিবিধ দুঃখ হয়, উহারাই ঐহিক বা ইহলোকের অনর্থ। মৃত্যুর পর পাপাদি জন্য যে নরকাদি ভোগ, উহা আমুষ্মিক অনর্থ]। ব্রহ্মজ্ঞানে যে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, প্রথমে শ্রুতিসকল হইতে উহাই দেখাইতেছেন—"ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, আত্মবিৎ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন; ব্রহ্ম রস বা আনন্দ-স্বরূপ। রস-স্বরূপ ব্রহ্মকে পাইলে আনন্দী হওয়া যায়, অন্য প্রকারে আনন্দী হওয়া যায় না"। (তৈত্তিরীয় ২।১।১,২।৭।১)।২। "যখন মুমুক্ষু নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি নিজের সহিত ব্রহ্মের কিছুমাত্র পার্থক্য দর্শন করে, তাহার ভয় প্রাপ্তি হয়" (তৈত্তিরীয় ২।৭)।৩। "বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, যম প্রভৃতি জন্মান্তরে জ্ঞানপূর্ব্বক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াও সেই ব্রহ্মকে আপনা হইতে পৃথক্ ভাবিয়া তাঁহার ভয়ে স্ব স্ব কার্য্য করিতেছেন" (তৈত্তিরীয় ২।৮ ; কঠ ২।৩।৩)।৪। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে আর কোন স্থান হইতে ভয় প্রাপ্তি হয় না। কর্মরূপ অগ্নি হইতে সম্ভূত কোন প্রকার চিন্তা জ্ঞানীকে সন্তাপিত করে না" (তৈত্তিরীয় ২।৯।১)।৫। এই প্রকার বিদ্বান্ ব্যক্তি পাপ পুণ্য উভয়কর্মকে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আত্ম-স্মরণ করেন, তিনি

কর্ম করিলেও উহাকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন।৬। "হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিয়া জ্ঞানীর হৃদয়গ্রন্থি (অবিবেকবশতঃ বুদ্ধি ও আত্মার ঐক্যজ্ঞান) বিনষ্ট হয়, সর্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮)॥৭। "সেই পরমাত্মাকে যিনি জানেন; তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, মুক্তির অন্য পথ নাই"। "সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে জানিলেই বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। অবিদ্যাদি ক্লেশের ক্ষয় হইলে আর জন্ম, মৃত্যু হয় না"। (শ্বেতাশ্বতর ১।১১, ৩।৮)॥৮। "ধৈর্য্যবান্ জ্ঞানী পুরুষ পরমাত্মাকে জানিয়া এই লোকেই হর্ষ, শোক ত্যাগ করেন। কৃত বা অকৃত কর্ম, পুণ্য ও পাপ ইঁহাকে তাপ দেয় না" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২)।৯। এই প্রকার বহু শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণবাক্যে দেখা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব অনর্থের হানি হয় ও আনন্দ লাভ হয়।১০।

আনন্দ তিন প্রকার:—(১) ব্রহ্মানন্দ (২) বিদ্যানন্দ এবং (৩) বিষয়ানন্দ। প্রথমে ব্রহ্মানন্দের বিচার করা হইতেছে।১১। পুত্র ভৃগু, পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মলক্ষণ শুনিয়া (তপস্যা ও বিচার দ্বারা) ক্রমশঃ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষগুলিকে ত্যাগ করিয়া আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন।১২। "আনন্দ হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়, আনন্দদ্বারাই জীবগণ বাঁচিয়া থাকে এবং প্রয়াণকালে আনন্দেই লয় হয়।" (তৈত্তিরীয় ৩।৬)। অতএব আনন্দই ব্রহ্ম, ইহাতে সংশয় নাই।১৩। ভূতসকলের উৎপত্তির পূর্বে ত্রিপুটিরূপ দ্বৈত ছিল না বলিয়া একমাত্র ভূমাই (ব্রহ্মই) ছিলেন। প্রলয়কালে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটী থাকে না।১৪। বিজ্ঞানময়-কোষে অভিমানী চৈতন্যই জ্ঞাতা, চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত মনোবৃত্তিসকল জ্ঞান, এবং শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়সকল জ্ঞেয়—উৎপত্তির পূর্বে এই ত্রিপুটী থাকে

না।১৫। সমাধি, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাবস্থায় যেমন পূর্ণ দ্বৈতহীন অবস্থা অনুভূত হয়, এইরূপ সৃষ্টির পূর্বে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীর অভাব হওয়ায় পূর্ণ দ্বৈতহীন অবস্থা অনুভূত হয়।১৬। (তত্ত্বজ্ঞের অনুভূতি বুঝাইবার জন্য সুষুপ্ত্যাদি অবস্থার উল্লেখ করা হইল)। ছান্দোগ্যে দেখা যায় অতি শোক-কাতর নারদকে সনৎকুমার এই প্রকার বলিয়াছেন—"যাহা ভূমা (বৃহৎ ও অপরিচ্ছিন্ন) তাহাই সুখ; স্বগতাদি-ভেদ-বিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড বস্তুতে সুখ নাই।" (৭।২৩।১)।১৭। [মনুষ্যে মনুষ্যে যে ভেদ, এই প্রকার ভেদকে **স্বজাতীয় ভেদ** বলে। মনুষ্যের সহিত পশু প্রভৃতির যে ভেদ, এই প্রকার ভেদকে **বিজাতীয় ভেদ** বলে। বৃক্ষের সহিত উহার শাখা, পল্লব, পুষ্প প্রভৃতির যে ভেদ উহা **স্বগত ভেদ**]। পঞ্চ বেদ, পুরাণ ও বিবিধ শাস্ত্র জানিয়াও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারায় নারদ অত্যন্ত শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১৮। বেদাভ্যাসের পূর্বে নারদ আধ্যাত্মিকাদি তিনটি শোক দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু, পরে বেদের অভ্যাসজনিত দুঃখ, বিস্মরণজনিত দুঃখ, শাস্ত্রার্থবাদে পরাজয়জন্য দুঃখ, এবং গর্ব-জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া শোকগ্রস্ত হইলেন।১৯। তিনি সনৎকুমারকে বলিলেন—"আমি বহুশাস্ত্র জানিয়াও শোক পাইতেছি, আপনি আমাকে শোকপারে লইয়া যান।" ইহা শুনিয়া সনৎকুমার বলিলেন—**"ভুমাই এই সুখের পার"** (ছান্দোগ্য ৭।২৩)॥২০। বৈষয়িক সুখ সহস্র সহস্র শোকদ্বারা আবৃত থাকে, সুতরাং উহা দুঃখরূপই'—ইহা ভাবিয়া সনৎকুমার **'পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে সুখ নাই'** এইপ্রকার বলিয়াছিলেন।২১। যদি বল—'খণ্ড খণ্ড দ্বৈতবস্তুতে সুখ না থাকুক, অদ্বৈত বস্তুতেও সুখ নাই। যদি থাকে, তবে ঐ সুখের উপলব্ধি হইবে এবং তাহা হইলে ঐ সুখের জ্ঞাতা, সুখের জ্ঞান এবং জ্ঞেয়রূপ সুখ, এই ত্রিপুটী হইবে'।২২। (সুতরাং তত্ত্ব অদ্বৈত থাকিল

না)। ইহার উত্তরে বলি—'অদ্বৈতে সুখ না থাকুক; কিন্তু অদ্বৈত বস্তুই সুখস্বরূপ।' যদি বল—'প্রমাণ কি?' তবে বলি,—'স্বয়ংপ্রকাশ সুখস্বরূপ এই অদ্বৈত আত্মা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন না'।২৩। (সকলেই নিজ আত্মাকে এক ও প্রত্যক্ষ বলিয়াই অনুভব করে। নিজের অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় না থাকায় কেহ আপনাকে প্রমাণ করিতে যায় না। 'আমি আছি' ইহা ধরিয়া লইয়াই লোকে বাহ্যবস্তু-সকলকে প্রমাণ করিতে যায়। ব্রহ্ম পরোক্ষ হইলেও তিনি আমাদের আত্মরূপে সর্বদা অপরোক্ষ এবং তিনিই বুদ্ধির মধ্যে 'অহং' 'অহং'-রূপে স্ফুরিত হইতেছেন। এই আত্মা আনন্দস্বরূপ ও ব্রহ্ম, ইহা এই গ্রন্থে পূর্বে দেখান হইয়াছে। শুধু নিজ আত্মার পরিচয়ই সম্যক্ জ্ঞান নয়; উহাকে সর্বাত্মক ব্রহ্মরূপে অনুভব করাই প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞান। ভেদদৃষ্টিবর্জিত, সর্বত্র একত্বদর্শনকারী তত্ত্বদর্শী পুরুষই ভয় ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন। অন্যথা কেবল বেদান্তের বড় বড় বুলি আওড়াইয়াই ভয় ও মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না)। পুনরায় যদি বল—'অদ্বৈত বস্তু যে স্বয়ং-প্রকাশ তাহার প্রমাণ কি?' তবে বলি—'অদ্বৈতবস্তু যে স্বয়ং-প্রকাশ, তোমার বাক্যই ইহার প্রমাণ। কারণ, তুমি এই অদ্বৈতকে স্বীকার করিয়াই উহাতে সুখ নাই বলিতেছ'।২৪। যদি বল—'আমি অদ্বৈত স্বীকার করি নাই, কেবল আপনার বাক্যের অনুবাদ করিয়া উহাতে দোষ দেখাইতেছি।' ইহার উত্তরে বলি—'হে বাদিন্! তুমি আমাকে বল তো দ্বৈত-উৎপত্তির পূর্বে কি ছিল?২৫। উহা অদ্বৈত? কিংবা দ্বৈত? অথবা দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ? উহার মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ কোন বস্তু দেখা যায় না—সুতরাং উহা অপ্রসিদ্ধ; অতএব তৃতীয় পক্ষটি অসিদ্ধ।' 'দ্বৈত ছিল' এই দ্বিতীয় পক্ষটিও বলিতে পার না; কারণ দ্বৈতের তখন উৎপত্তি হয় নাই। অতএব 'অদ্বৈত ছিল, এই প্রথম পক্ষটি

থাকিয়া যায়।২৬। যদি বল—'যুক্তি দ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধ করা হইল বটে, কিন্তু অনুভূতিদ্বারা অদ্বৈত বস্তু সিদ্ধ হয় না।' তবে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—'হে বাদিন্! এই যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য, কি সদৃষ্টান্ত'?২৭। যদি বল—'এই যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য'—তবে বলি, 'যাহার পূর্বে অনুভূতি নাই, এবং দৃষ্টান্তও নাই এইরূপ যুক্তি চমৎকার'! যদি বল—'যুক্তি সদৃষ্টান্ত' তবে, 'আমার অভিমত দৃষ্টান্ত দেখাও।২৮। [যুক্তি, অনুমান প্রমাণ। কাহাকেও কোন বস্তু যুক্তিদ্বারা বুঝাইতে হইলে সেই অনুমান-প্রমাণে—প্রতিজ্ঞা, হেতু ও দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ, পঞ্চাঙ্গ-ন্যায়ের অন্ততঃ এই তিনটি অঙ্গ থাকা চাই। যেমন কোন পর্বতে ধূম দেখিয়া এক ব্যক্তি অপরকে বলিলেন—'পর্বত বহ্নিমান'। ইহা—প্রতিজ্ঞা; প্রতিজ্ঞা হইতেছে, সাধ্যবস্তুর (যাহা সিদ্ধ করিতে হইবে তাহার) নির্দেশ। কিন্তু, অপর ব্যক্তি পর্বতে অগ্নি দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'অগ্নি কোথায়? ও তো ধূম'। তখন প্রথম ব্যক্তি বলিল—'ঐ ধূম দ্বারাই জানা যাইতেছে যে, পর্বতে অগ্নি আছে'। সুতরাং ধূমই অগ্নির হেতু। এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি পূর্বে রন্ধনশালায় বা অন্য কোন স্থানে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া থাকে যে, ধূম থাকিলেই সেখানে অগ্নি থাকে, তবেই ধূমরূপ হেতু দ্বারা তাহার বহ্নিবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান হইবে। এই পরোক্ষজ্ঞানে 'ইহা অগ্নি' এইরূপ অগ্নিবিষয়ক সামান্য জ্ঞান হইবে। কিন্তু, কিরূপ অগ্নি এইরূপ বিশেষজ্ঞান হইবে না। বিশেষজ্ঞান হইতে গেলে অগ্নির (অগ্নি ব্যক্তির) প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ হওয়া চাই। (যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মবিষয়েও এইরূপ পরোক্ষ-জ্ঞানই হইয়া থাকে, অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না)। ভূয়োভূয়ঃ দর্শন দ্বারা 'ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকে'—এইরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উহাকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে। (সুতরাং দেখা যাইতেছে ব্যাবহারিক জাগতিক বস্তুর প্রমাণে প্রত্যক্ষ-প্রমাণই অন্য সকল প্রমাণের মূল।

কিন্তু অলৌকিক বস্তুর প্রমাণে যুক্তি প্রমাণ দুর্বল, বেদপ্রমাণই মুখ্য)। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির পূর্বে ঐ ব্যাপ্তি জ্ঞান না হইয়া থাকে, তবে তাহার ধূমরূপ হেতু দ্বারা বহ্নিজ্ঞান হইবে না। সুতরাং দৃষ্টান্ত উভয়সম্মত হওয়া চাই। যে পদার্থে বোদ্ধা ও বোধয়িতা এই উভয়ের বুদ্ধির সাম্য হয়, উভয়ের বিরোধ থাকে না—সেই পদার্থকে **দৃষ্টান্ত** বলে। যুক্তি করিতে গেলেই দৃষ্টান্ত চাই; দৃষ্টান্ত-হীন যুক্তি, যুক্তিই নয়। যে আশ্রয়ে কোন বস্তুর অনুমান করা হয়, উহাকে **পক্ষ** বলে—এস্থলে পর্বত পক্ষ, অগ্নি সাধ্য, ধূম হেতু বা লিঙ্গ, রন্ধনশালা দৃষ্টান্ত]। যদি বল—'যুক্তিদ্বারাই অদ্বৈতবস্তুর সিদ্ধি হইতে পারে, অতএব আত্মাকে স্বয়ংপ্রকাশ মানিবার হেতু নাই। সেই যুক্তি এইরূপ:—প্রলয় দ্বৈতহীন—প্রতিজ্ঞা। কারণ প্রলয়ে দ্বৈতের উপলব্ধি হয় না—হেতু। সুষুপ্তিবৎ—দৃষ্টান্ত। অতএব যুক্তিদ্বারাই অদ্বৈতবস্তুর সিদ্ধি হইল'।২৯। তদুত্তরে বলি—'তুমি আত্মার অদ্বৈত-সিদ্ধির জন্য যে সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিলে, ঐ দৃষ্টান্ত কি তোমার নিজ সুষুপ্তির কিংবা অপরের সুষুপ্তির? যদি তুমি নিজ সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিয়া থাক, তবে ঐ সুষুপ্তি আমার অপ্রত্যক্ষ বলিয়া উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না'—দৃষ্টান্ত উভয়-সম্মত এবং উভয়ের প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। যদি বল—'আমি অপরের সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিতেছি,'—তবে বলি, 'ইহা তোমার যুক্তির মহা কৌশল! যে ব্যক্তি নিজের সুষুপ্তি জানে না, সে অপরের সুষুপ্তি কিরূপে জানিবে'?৩০। বাদী যদি বলেন —"এইরূপ অনুমান দ্বারা অপরের সুষুপ্তি জানা যাইতে পারে, যেমন:—এই ব্যক্তি সুষুপ্ত (প্রতিজ্ঞা); কারণ সে নিশ্চেষ্ট (হেতু); যেমন আমি সুষুপ্তিকালে নিশ্চেষ্ট (দৃষ্টান্ত)। এই প্রকার বলিলে তোমার সুষুপ্তির স্ব-প্রভত্ব বলপূর্বক আসিয়া পড়ে।৩১। সুষুপ্তি-অবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল নাই, কোন দৃষ্টান্তও নাই, তথাপি সেই সুষুপ্তি অবস্থাকে

অঙ্গীকার করিতেছ। কোন প্রকার ইন্দ্রিয়াদি সাধন-ব্যতীত যে বস্তুর ভান বা প্রকাশ হয়, উহাই উহার স্বয়ং-প্রকাশতা' ।৩২। যদি বল—সুষুপ্তিতে আত্মার অদ্বৈততা ও স্বপ্রভত্ব সিদ্ধ হউক; কিন্তু তাহাতে সুখ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়'? তাহার উত্তর শ্রবণ কর—'যেহেতু, সুষুপ্তিকালে দুঃখ নাই, সেইহেতু সুখই অবশিষ্ট থাকে' ।৩৩। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"তৎকালে অন্ধ অনন্ধ হয়, বিদ্ধ অবিদ্ধ হয়, রোগী অরোগী হয়" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য ৮।৪।২)। সকল লোকে ইহা অনুভবও করিয়া থাকে ।৩৪। যদি বল—'দুঃখের অভাবমাত্রকে সুখ বলা যায় না, কারণ লোষ্ট্র, শিলাদিতেও দুঃখাভাব আছে; কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের সুখ আছে, ইহা বলা যায় না। ঐ সকল বস্তুতে সুখদুঃখ উভয়েরই অভাব দেখা যায়'। তবে বলি—'তোমার এই দৃষ্টান্ত বিষম, অর্থাৎ ইহা অনুরূপ দৃষ্টান্ত নয় ।৩৫। যেহেতু মুখের দীনতা ও প্রসন্নতা দেখিয়া অপরের দুঃখ ও সুখের অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু, দীনতা প্রভৃতি চিহ্নের অভাবহেতু লোষ্ট্রাদিতে সুখ-দুঃখের অনুমান করা যায় না ।৩৬। আপনার সুখদুঃখকে অনুমান বা তর্কাদি করিয়া জানিতে হয় না। যেহেতু, এতদুভয়কে অনুভব দ্বারাই জানা যায় এবং উহাদের অভাবকেও অনুভব দ্বারাই জানা যায়; অন্য প্রকারে জানা যায় না ।৩৭। তাহা হইলে সুষুপ্তিকালীন দুঃখাভাবকে অনুভূতিদ্বারাই জানা যায়। সুতরাং সুখের বিরোধী দুঃখ না থাকায় আত্মার নির্বিঘ্ন সুখসত্তার স্বীকার কর ।৩৮। যদি সেই সুষুপ্তিতে সুখ না হইত, তবে লোকে মহত্তর প্রয়াস দ্বারা সুষুপ্তির সাধন মৃদু শয্যাসনাদি সম্পাদন করে কেন ?৩৯। যদি বল—'দুঃখনাশাদির জন্যই লোকে ঐ প্রকার করে'—তবে বলি, 'রোগী ব্যক্তি দুঃখনাশ জন্য ঐ প্রকার করিতে পারে; কিন্তু, অরোগী ব্যক্তি সুখ-সম্পাদনের জন্যই উহা করিয়া থাকে, এইরূপ নিশ্চয় কর' ।৪০। যদি বল—'ঐ সুখ শয্যাদি-

সাধন জন্য উৎপন্ন হয় বলিয়া উহা বৈষয়িক সুখ, সুতরাং উহা নিত্য নয়' (কারণ, যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে)—তবে বলি, 'নিদ্রার (সুষুপ্তির) পূর্বাবস্থার যে সুখ, উহা শয্যাদি সাধনজন্য হইয়া থাকে ইহা সত্য; কিন্তু সুষুপ্তিকালে যে সুখের অনুভূতি হয়, তাহা কোন্ হেতু দ্বারা জন্মিবে' ?৪১, ৪২।

সুষুপ্তিতে জীবের ব্রহ্মানন্দের সহিত একতা প্রাপ্তি—নিদ্রার পূর্বে শয্যাদি-বিষয়-জনিত যে সুখাভিমুখী ধীবৃত্তি হইয়া থাকে, পশ্চাৎ উহা সুষুপ্তিকালীন পরমসুখে নিমজ্জিত হয়। জীব জাগ্রদ্ব্যাপারে পরিশ্রান্ত হইয়া শয্যাদিতে বিশ্রামপূর্বক বিষয়চিন্তা অপনীত হইলে স্বস্থচিত্ত হইয়া প্রথমে কোমল শয্যাদি বিষয়-জনিত সুখ অনুভব করে।৪৩। আত্মাভিমুখী সেই বুদ্ধিবৃত্তিতে নিজের স্বরূপভূত আনন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্বিত আনন্দের মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য এই ত্রিপুটী থাকায় জীব সেই ত্রিপুটীযুক্ত আনন্দেও শ্রান্তি অনুভব করে।৪৪। সেই শ্রান্তিরও অপনোদন জন্য জীব পরমাত্মার দিকে ধাবিত হয় এবং তাঁহার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া নিজেই সুষুপ্তিস্থ ব্রহ্মানন্দ হইয়া যায়'।৪৫।

এক্ষণে শাস্ত্রে যে সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা এই সুষুপ্তির আনন্দ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে উহা দেখাইতেছেন। শ্রুতিতে সুষুপ্তির আনন্দ বুঝাইবার জন্য শকুনি, শ্যেন, কুমার, মহানৃপ ও মহাব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।৪৬। "যেমন সূত্রবদ্ধ শকুনি (পক্ষী) চারিদিকে উড়িতে চেষ্টা করিয়া বিশ্রামলাভ না করতঃ শেষে বন্ধনস্থান শিকারীর হস্তে কিংবা স্তম্ভাদিতে আসিয়া বিশ্রাম করে, এইরূপ জীবের উপাধি মনও ধর্ম ও অধর্মের ফলপ্রাপ্তির জন্য স্বপ্ন ও জাগদবস্থায় ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া ভোগপ্রদ কর্ম ক্ষীণ হইলে সুষুপ্তির ব্রহ্মানন্দে লীন হয়" (ছান্দোগ্য ৬।৮।২)"।৪৭, ৪৮। যেমন শ্যেন পক্ষী ঘুমাইবার জন্য

আপনার নীড়ের দিকে ধাবিত হয়, এইরূপ জীবও একমাত্র ব্রহ্মানন্দলাভের কামনায় সুষুপ্তির দিকে ধাবিত হয়' (বৃহদারণ্যক, ৪।৩।১৯)।৪৯। যেমন শিশু মাতৃস্তন্য পান করিয়া, মৃদুশয্যায় শয়ন করিয়া হাসিতে হাসিতে রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি না হওয়ায় কেবল আনন্দই উপভোগ করে, কিংবা যেমন সার্বভৌম মহারাজা সর্বভোগপ্রাপ্তিবশতঃ তৃপ্ত হইয়া মানুষানন্দের সীমা লাভ করতঃ আনন্দের মূর্তিমাত্র হইয়া থাকেন, অথবা যেমন ব্রহ্মজ্ঞানী কৃতকৃত্য মহাব্রাহ্মণ বিদ্যানন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন—সুষুপ্তিকালে জীবের অবস্থাও সেইরূপ।৫০-৫২। মুগ্ধ (শিশু প্রভৃতি), বুদ্ধ (মহারাজ) এবং অতিবুদ্ধ (ব্রহ্মজ্ঞানী) ইহাদের সুখরূপতা সংসারে প্রসিদ্ধ বলিয়া ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইল। অন্য লোকসকল দুঃখী, তাহাদের সুখরূপতা নাই।৫৩। পূর্বোক্ত কুমারাদির ন্যায় জীব সুষুপ্তিকালে একমাত্র ব্রহ্মানন্দভোগে তৎপর হয় এবং স্ত্রী দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের ন্যায় তৎকালে আন্তর, বাহ্য কোন বিষয়ই জানিতে পারে না' (বৃহদারণ্যক ৪।৩।২১)।৫৪। [যেমন কোন ব্যক্তির চক্ষু বস্ত্রাদির দ্বারা আবৃত করিয়া উহাকে যদি দেবতার স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, তবে সে যেমন দেবতা-স্থানে গিয়াও দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না, এইরূপ তমঃপ্রধান সুষুপ্তিতে অজ্ঞান-দ্বারা আবৃতবুদ্ধি জীব স্বীয় স্বরূপের নিকট গমন করিয়াও উহা জানিতে পারে না। ছান্দোগ্যে হিরণ্যনিধির দৃষ্টান্তে (৮।৩।২) উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুষুপ্তিতে তত্ত্বের গ্রহণ না হওয়ায় জীবের এই ব্রহ্মানন্দের অনুভব নিরাবরণ হয় না—সমাধিতে অতিসূক্ষ্ম অন্তঃকরণদ্বারা নিরাবরণ ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—'সুষুপ্তিতে জীবের অহংকার থাকে না। কিন্তু, সাক্ষ্যাকারা, সুখাকারা এবং অজ্ঞানাকারা এই তিনটি অবিদ্যাবৃত্তি থাকে।' উহাদের মধ্যে অজ্ঞানাকারা বৃত্তির প্রাধান্য থাকে]

যেমন পথের বিষয়কে বাহ্য এবং গৃহমধ্যস্থ বিষয়কে আন্তর বলা হয়, এইরূপ জাগ্রৎকালের বিষয়সকল বাহ্য এবং জাগ্রৎকালের বাসনা দ্বারা নাড়ীমধ্যে প্রতীয়মান প্রপঞ্চ—স্বপ্নই আন্তর।৫৫। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে সুষুপ্তি বর্ণনায় বলা হইয়াছে—'এই অবস্থায় পিতা অপিতা হন,' ইত্যাদি। উক্ত শ্রুতি অনুসারে এই অবস্থায় জীবের জীবভাব নিবৃত্তর হয় বলিয়া, উহার সংসারিত্ব দেখা যায় না। সুতরাং সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়, জীব থাকে না।৫৬। (কিন্তু জাগ্রৎকালে যখন আমরা সুষুপ্তির বিচার করি, তখন সুষুপ্তির অজ্ঞানক্ষেত্রে জীবের লীন ভাবে অবস্থিতি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। নতুবা সুষুপ্তি ও তুরীয়াবস্থার পার্থক্য থাকে না—আচার্য্য গৌড়পাদ ঐ পার্থক্য দেখাইয়াছেন, ইহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। সুষুপ্তিকালে জীবের অজ্ঞানক্ষেত্রে লীনভাবে অবস্থিতি এবং জীবের অভাব এই উভয়প্রকার শ্রুতিই পাওয়া যায়)। পিতৃত্বাদি অভিমানই সুখ দুঃখের হেতু। উহা থাকে না বলিয়া জীব সুষুপ্তিকালে সর্বপ্রকার শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।৫৭। অথর্ববেদের কৈবল্যোপনিষদে দেখা যায়—'সুষুপ্তিকালে সকল বস্তু বিলীন হইলে অজ্ঞান দ্বারা আবৃত জীব সুখরূপতা প্রাপ্ত হয়'।৫৮। সুষুপ্তিকালের ঐ সুখ যে কেবল শ্রুতি-প্রমাণসিদ্ধ ইহা নহে, ইহা অনুভবসিদ্ধও বটে। কারণ, সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া লোকে বলে—'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই।' সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত পুরুষের এইপ্রকার সুখ ও অজ্ঞানের স্মৃতি হইতে দেখা যায়।৫৯। স্মৃতি পূর্বে অনুভূত বিষয়েরই হইয়া থাকে; সুতরাং বুঝা যায় সুষুপ্তিকালে সুখ ও অজ্ঞানের অনুভূতি হইয়াছিল। (প্রশ্ন হইতে পারে সুষুপ্তিকালে জীবের মন, বুদ্ধি থাকে না; তবে জীবের সুষুপ্তিকালীন সুখানুভবের সাধন কি? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে) সেই সুখ চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া স্বপ্রকাশ—উহার প্রকাশের

জন্য কোন করণের অপেক্ষা নাই এবং সেই স্বয়ং-প্রকাশ সুখদ্বারাই অজ্ঞানও প্রকাশিত হয়।৬০। 'বিজ্ঞান (জীব) আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম' —বাজসনেয়িগণ এই প্রকার পাঠ করেন। অতএব স্বপ্রকাশ সুখ ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে।৬১। সুষুপ্তির অজ্ঞানে বিজ্ঞানময় আত্মা জীব এবং মনোময় আত্মা উভয়ই বিলীন হয়। উহাদের বিলয় অবস্থাকেই নিদ্রা (সুষুপ্তি) বলে—উহাই অজ্ঞান।৬২। যেমন অগ্নিসংযোগাদি দ্বারা বিলীন ঘৃত পশ্চাৎ বায়ু প্রভৃতির সম্বন্ধবশতঃ ঘন হয়, এইরূপ জাগ্রদাদি কালের ভোগপ্রদ কর্মের ক্ষয় হইলে, নিদ্রারূপে বিলীন অন্তঃকরণ পুনরায় ভোগপ্রদ কর্মবশতঃ জাগরিত হইলে বিজ্ঞানাকারে ঘনীভূত হয়। অতএব তদুপাধিক আত্মা বিজ্ঞানময়ও যেন ঘন হন। সুষুপ্তিকালে বিলয়াবস্থারূপ অজ্ঞানোপাধিক সেই আত্মাকে আনন্দময় বলা হয়।৬৩। (সুষুপ্তিকালের আনন্দময়কোষে বিলীন জীবভাব বিজ্ঞানময় কোষে আসিয়া স্পষ্টাকার ধারণ করে)। সুষুপ্তির পূর্ব্বক্ষণে যে অন্তর্মুখ বুদ্ধিবৃত্তি, উহাতে স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে। পরে সুখ-প্রতিবিম্বিত সেই বুদ্ধিবৃত্তি নিদ্রারূপে লীন হইলে উহাকে আনন্দময় বলা হয়।৬৪। (এইরূপে আনন্দময়ের স্বরূপ দেখাইয়া তাঁহারই জাগ্রদবস্থায় বিজ্ঞানময়রূপে স্মরণ-কর্তৃত্ব সিদ্ধির জন্য সেই সুষুপ্তিকালীন সুখানুভূতির উপপাদন করিতেছেন)—সুখ-প্রতিবিম্বযুক্ত অন্তর্মুখ-বুদ্ধিবৃত্তিজনিত সংস্কারসহিত অজ্ঞানোপাধিক যে আনন্দময়, তিনি সেই সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সুখাদি-বিষয়ক সত্ত্বগুণের পরিণামবিশেষরূপ বৃত্তিসকলদ্বারা স্বরূপভূত ব্রহ্মানন্দের অনুভব করিয়া থাকেন।৬৫। (তাহা হইলে জাগরণকালের ন্যায় সুষুপ্তিকালে 'এখন আমি সুখ অনুভব করিতেছি' এই প্রকার অভিমান কেন হয় না? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন)—'অজ্ঞানবৃত্তিসকল সূক্ষ্ম বলিয়া উহাদিগকে বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিসকল স্পষ্ট বলিয়া

উহাদের অনুভূতি হয়'—বেদান্ত-সিদ্ধান্তের পারগামী ব্যক্তিগণ এই প্রকার বলেন।৬৬। (অর্থাৎ অজ্ঞানবৃত্তিতে আনন্দের অনুভব অস্পষ্ট এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে স্পষ্ট)। মাণ্ডুক্য এবং উত্তর-তাপনীয় প্রভৃতি শ্রুতিতে ইহা অতি স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, আনন্দময়-কোষে অভিমানী আত্মার ভোক্তৃত্ব এবং ব্রহ্মানন্দের ভোগ্যতা হইবার যোগ্যতা আছে।৬৭। সুষুপ্তিস্থ একরূপতা ও প্রজ্ঞানঘন-অবস্থাপ্রাপ্ত আনন্দময় যে আত্মা, তিনি চৈতন্য-প্রতিবিম্বযুক্ত বৃত্তিসকল দ্বারা ব্রহ্মানন্দের ভোগ করেন।৬৮। যে আত্মা পূর্ব্বে বিজ্ঞানময় রূপ ছিলেন, তিনি এক্ষণে বিলীন অবস্থায় বহুতণ্ডুলপিষ্টের (পিটুলির) ন্যায় একতাপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন।৬৯। বেদান্তশাস্ত্রে এই প্রজ্ঞান-ঘন অবস্থাকে সাক্ষিভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু, এই অবস্থায় সমস্ত দুঃখের লয় হয় বলিয়া সাধারণ লোকে এবং তার্কিকগণও ইহাকে দুঃখাভাব বলেন।৭১। [প্রজ্ঞানঘন=সুষুপ্তিকালে জীবের বুদ্ধি আদি উপাধির লয় হওয়ায় জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান ঘনতা বা একাকারতা প্রাপ্ত হয়। নৈয়ায়িকগণ সুষুপ্তি বা মুক্তিতে আত্মার সুখ বা আনন্দরূপতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মুক্তিতে আত্মার কেবল দুঃখাভাব হয়, সুখানুভূতি হয় না। কারণ, সুখ থাকিলেই উহার সহিত দুঃখ মিশ্রিত থাকে। নৈয়ায়িকগণের মতে আত্মা দ্রব্য পদার্থ এবং সুখদুঃখাদি আত্মার গুণ—আত্মা আনন্দ বা সুখস্বরূপ নহেন। আত্মরূপ দ্রব্যপদার্থ হইতে সুখ দুঃখের সম্যক্ উচ্ছেদই তাঁহাদের মতে আত্মার মুক্তি। কিন্তু, অদ্বৈতমতে সুখ বা আনন্দ আত্মার স্বরূপ, উহা আত্মার গুণ নহে। আনন্দ আত্মার স্বরূপ বলিয়া আত্মানন্দের কখনও অভাব হয় না—কিন্তু, অজ্ঞান-দ্বারা উহা আবৃত হয়]। অজ্ঞান-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মানন্দ ভোগের মুখস্বরূপ হয়। (প্রশ্ন হইতে পারে, সুষুপ্তিকালে

জীব যদি ব্রহ্মানন্দই ভোগ করেন, তবে উহা ত্যাগ করিয়া দুঃখের আলয়-স্বরূপ জাগরিত অবস্থায় পুনরায় আসেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন)। পুণ্যাপুণ্যরূপ কর্মপাশে বদ্ধ থাকায় পরে কর্মপ্রেরিত হইয়া জীব ভুক্ত ব্রহ্মানন্দ ত্যাগ করিয়া বাহ্য বিষয়ে গমন করে।৭২। 'জন্মান্তরে যে কর্ম ছিল, তাহারই যোগে জীব পুনরায় জাগরিত হয়'—কৈবল্যশাখায় এইরূপে জীবের জাগরণকে কর্মজনিত বলা হইয়াছে।৭৩। (সুষুপ্তিতে যে ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার হেতু কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন)। সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত পুরুষের প্রথমে কিছুক্ষণ ব্রহ্মানন্দের বাসনা বা সংস্কার থাকে। সেইজন্য জাগিবার পর প্রথমাবস্থায় জীব কিছুকাল (স্বল্পকাল) নির্বিষয় ও সুখী হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে।৭৪। (সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত পুরুষের ব্রহ্মানন্দের সংস্কার থাকে বলিয়া কেহ সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিয়াই হঠাৎ চঞ্চল ও কর্মব্যস্ত হয় না)। পরে কর্মপ্রেরিত হইয়া সমস্ত লোক নানাপ্রকার দুঃখদায়ক কর্তব্য কর্মের ভাবনা করিয়া ধীরে ধীরে ব্রহ্মানন্দকে বিস্মৃত হয়।৭৫। প্রত্যহ লোকের নিদ্রার পূর্বে ও পরে এই ব্রহ্মানন্দের প্রতি পক্ষপাত (আকর্ষণ) দেখিয়াও কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ইহা লইয়া বিবাদ করিবে?৭৬। 'তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতিই যদি ব্রহ্মানন্দ-অনুভূতির কারণ হয়, তবে সাধারণ অলস ব্যক্তিও ঐ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া কৃতার্থ হউক, শাস্ত্র ও গুরুর কি প্রয়োজন?'৭৭। ইহা যদি বল,—তবে বলি, 'ইহা সত্য যে, যদি অলস ব্যক্তিগণ 'ইহাই ব্রহ্ম এবং আমার স্বরূপ' এইরূপ অনুভব করিতে পারিত, তাহা হইলে উহাতেই (কর্মত্যাগ-রূপ আলস্য দ্বারাই) তাহাদের মুক্তি হইতে পারিত। কিন্তু, অতি গম্ভীর ব্রহ্মকে গুরু ও শাস্ত্রের সাহায্য বিনা কে জানিতে পারে?৭৮। যদি বল—'আমি অদ্য আপনার বাক্য হইতে ব্রহ্মানন্দকে জানিলাম,

তবে আমার কৃতার্থতা হইতেছে না কেন?' তবে তোমাকে এবিষয়ে কোন জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭৯। 'চারি বেদ যিনি জানেন, এরূপ ব্যক্তিকে ধন দেওয়া হইবে'—এই বাক্য শুনিয়া কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি বলিলেন—'বেদ যে চারিটি, ইহা আমি তোমার বাক্য হইতে জানিলাম, অতএব আমাকে ধন দাও'—তোমার উক্তিও তদ্রূপ।৮০। যদি বল—'পূর্বোক্ত ব্যক্তি বেদের সংখ্যামাত্র জানে, সম্পূর্ণভাবে বেদ জানে না।' তবে বলি—'তুমিও সম্যক্‌ভাবে ব্রহ্মকে জান না'।৮১। যদি শঙ্কা কর—'মায়া ও উহার কার্য্যরহিত অখণ্ডৈকরস আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে অশেষত্ব (সম্পূর্ণতা) ও সশেষত্বের (অসম্পূর্ণতার) কথাই উঠিতে পারে না'।৮২। তবে বলি—'তুমি কি কেবল 'অখণ্ডৈকরস' 'অদ্বিতীয়' ইত্যাদি শব্দগুলিই পাঠ করিতেছ, অথবা উহাদের তাৎপর্য্য যে স্বগতাদি ভেদশূন্য সমরসতত্ত্ব ব্রহ্ম উহাও বুঝিতেছ? যদি কেবল শব্দ পাঠ মাত্র করিয়া থাক, তবে তোমার অর্থবোধ-সম্পাদন এখনও বাকী আছে।৮৩। আবার ব্যাকরণাদির সাহায্যে অর্থবোধ হইলেও সাক্ষাৎকার অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যতদিন তোমার কৃতার্থতা বুদ্ধি না আসে, ততদিন তুমি গুরুর উপাসনা কর'।৮৪। এখন প্রাসঙ্গিক কথা থাকুক, যেখানে যেখানে বিষয়ব্যতীত সুখ হইতে দেখিবে, সেখানে সেখানে উহাকে ব্রহ্মানন্দের বাসনা বলিয়া জানিবে।৮৫। (এই বাসনানন্দে ব্রহ্মানন্দ সূক্ষ্ম সামান্য অহংকার দ্বারা আবৃত থাকে)। কোন বিষয়লাভের ইচ্ছায় চিত্ত চঞ্চল হইলে ঐ বিষয়প্রাপ্তিতে চিত্তের চঞ্চলতা বা ইচ্ছার তাৎকালিক নিবৃত্তি হয়। তখন সেই অন্তর্মুখী মনোবৃত্তিতে যে আত্মানন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে, উহাই বিষয়ানন্দ।৮৬।

ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ এই তিনটি আনন্দ ব্যতীত

জগতে অন্য কোন আনন্দ নাই। (১) সুষুপ্তি বা সমাধিতে স্বয়ংপ্রকাশরূপে ভাসমান যে আনন্দ, উহা **ব্রহ্মানন্দ**। (২) তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতিকালে বিষয়ানুভব-ব্যতীত সামান্য-অহংকার দ্বারা আবৃত যে আনন্দ, উহা **বাসনানন্দ** (৩) অভীষ্ট বস্তুর লাভহেতু অন্তর্মুখ মনে যে প্রতিবিম্বিত আনন্দ, উহা **বিষয়ানন্দ**। এই তিন আনন্দব্যতীত এই জগতে অন্য কোন আনন্দ নাই। [যদি বল—'পূর্বে বলা হইয়াছে যে, (১) ব্রহ্মানন্দ (২) বিদ্যানন্দ ও (৩) বিষয়ানন্দ—আনন্দ এই তিন প্রকার। এখন বলা হইতেছে, ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ ব্যতীত অন্য আনন্দ নাই। আবার এই ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থে—'মুখ্যানন্দ', 'যোগানন্দ,' 'আত্মানন্দ,' 'নিজানন্দ,' 'অদ্বৈতানন্দ' প্রভৃতি আনন্দের কথাও বলা হইয়াছে। সুতরাং, এই সকল উক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ হইতেছে'। এতদুত্তরে বলি—'উহাতে দোষ হয় নাই। কারণ, মুখ্যানন্দ, নিজানন্দ, আত্মানন্দ, যোগানন্দ ও অদ্বৈতানন্দ—ইহারা ব্রহ্মানন্দ হইতে অভিন্ন। বিদ্যানন্দ বিষয়ানন্দের ন্যায় অন্তঃকরণ বৃত্তিবিশেষ বলিয়া উহা বিষয়ানন্দেরই অন্তর্গত। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দের অতিরিক্ত আনন্দ নাই বলায় দোষ হয় নাই। বস্তুতঃ ব্রহ্মানন্দ-ব্যতীত অন্য কোন আনন্দ নাই। ব্রহ্মানন্দ বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দের জনক। সুতরাং ব্রহ্মানন্দই মুখ্য; বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ অমুখ্য। সম্যক্ বিষয়ত্যাগ হইলে যে আনন্দের স্বতঃই স্ফুরণ হয়, যাহা অপর কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখে না—স্বয়ংপ্রকাশ সেই আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। জীব সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যদ্বারা এবং নির্বিকল্প সমাধিতে শুদ্ধান্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যদ্বারা এই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। জীবের বুদ্ধি যখন কর্মসংস্কারবশে সমাধি বা সুষুপ্তি অবস্থার ব্রহ্মানন্দকে ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে উদ্যত হয়, তখন প্রথম

অবস্থায় স্পষ্ট অহংভাব ও বিষয়সকল ফুটিবার পূর্বে, সেই সমাধি বা সুষুপ্তিকালীন ব্রহ্মানন্দের সংস্কার বা বাসনা থাকে বলিয়া জীবের বুদ্ধি সহসা বিষয় গ্রহণ করিতে চায় না। বুদ্ধি ব্রহ্মানন্দ ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখনও বিষয় গ্রহণ করে নাই, এইরূপ একটা মধ্যবর্ত্তী অবস্থা আসে। এইরূপ উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় জীব যে আনন্দ পায়, উহা বাসনানন্দ। উহা ব্যাপক এবং এই আনন্দে ব্রহ্মানন্দ সামান্য অহংকার দ্বারা আচ্ছাদিত। বিষয়লাভে চিত্তের চঞ্চলতা তাৎকালিক কাটিয়া গেলে ব্রহ্মানন্দই বিষয়াকারা বৃত্তিতে খণ্ড ও স্পষ্ট বিষয়ানন্দরূপে প্রতিভাত হয়]। স্বয়ংপ্রভ ব্রহ্মানন্দ বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ এই উভয় প্রকার আনন্দকে উৎপাদন করিয়া বিদ্যমান থাকে।৮৮। শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি অনুসারে পূর্বে সুষুপ্তিকালস্থ স্বপ্রকাশ চিদাত্মার ব্রহ্মানন্দতা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে জাগ্রৎকালে সেই ব্রহ্মানন্দ অনুভবের উপায় শ্রবণ কর।৮৯। সুষুপ্তিকালে যে আত্মা আনন্দময়, তিনিই বিজ্ঞানময় কোষে আসিয়া ঐ কোষের সহিত তাদাত্ম্যাভিমানবশতঃ স্থানভেদে স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হন।৯০। জাগরণকালে আত্মা প্রধানভাবে নেত্রে অবস্থিত হন, স্বপ্নকালে আত্মার অবস্থান কণ্ঠে এবং সুষুপ্তিকালে আত্মার অবস্থান হৃদয়ে।৯১। আপাদ-মস্তক দেহকে ব্যাপ্ত করিয়া চেতন জীব জাগ্রত থাকেন। লৌহে প্রবিষ্ট অগ্নি যেমন লৌহের সহিত একাকারভাবে প্রতীত হয় (অর্থাৎ লৌহের গোল, চতুষ্কোণাদি আকার অগ্নির বলিয়া প্রতীত হয়) এইরূপ আত্মা দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া 'আমি মনুষ্য' এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া অবস্থান করেন।৯২। সেই তাদাত্ম্যাভিমান বশতঃই তাঁহার 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী', 'আমি উদাসীন' —এই তিন অবস্থা প্রাপ্তি হয়। সুখ দুঃখ তাঁহার কৃত কর্মের ফল, আর ঔদাসীন্য তাঁহার স্বাভাবিক ভাব।৯৩। বাহ্য বিষয়ভোগ-

জন্য এবং মনোরাজ্যজন্য সুখ দুঃখ দ্বিবিধ স্বীকার করা হয়। সুখ দুঃখের অন্তরালে তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি হইয়া থাকে; উহাই উদাসীন ভাব।৯৪। সকল লোকই 'আজ আমার কোন চিন্তা নাই, সুখে আছি' —এই প্রকার বলিয়া নিজ উদাসীন অবস্থার আনন্দভাব ব্যক্ত করে।৯৫। "অহমস্মি" অর্থাৎ 'আমি আছি' এইরূপ সামান্য অহংকার দ্বারা আচ্ছাদিত ঐ নিজানন্দ, উহা মুখ্যানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ নহে—কিন্তু উহা ব্রহ্মানন্দ্র বা নিজানন্দের বাসনা।৯৬। বারিপূর্ণ ভাণ্ডের বাহিরে যে শীতলতা দেখা যায়, তাহা জল নহে; কিন্তু উহা জলের গুণ। উহা হইতে ভাণ্ডের মধ্যে স্থিত জলসত্তার অনুমান করা যায়।৯৭। (এইরূপ বাসনানন্দ হইতেও ব্রহ্মানন্দের অনুমান করা যায়)।

যোগদ্বারা যে প্রকারে ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়—অভ্যাস যোগ দ্বারা যেমন যেমন অহংকারকে বিস্মৃত হওয়া যায়, তেমন তেমন সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ নিজানন্দের অনুমান করিতে পারেন।৯৮। অহংকারের সম্যক্ বিস্মৃতি ঘটিলে বুদ্ধি পরম সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। সেই বুদ্ধি (সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায়) এক-বারে লীন হয় না। (বুদ্ধির কারণাত্মভাবে অবস্থান সুষুপ্তি)। সেইজন্য এই অবস্থা সুষুপ্তি নয়; সেইজন্য দেহ পড়িয়া যায় না।৯৯। [সুষুপ্তিতে অহংকারের বিলয় হওয়ায় উহাতে দেহপাত (দেহের শুইয়া পড়া) দৃষ্ট হয়, কিন্তু সমাধিতে অন্তঃকরণের স্বরূপের বিলয় হয় না বলিয়া উহাতে দেহের পতন ঘটে না]। এই অবস্থায় দ্বৈত ভাসে না; কিন্তু, ইহা নিদ্রা (সুষুপ্তি) নয়। এই অবস্থায় সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা যে আত্যন্তিক সুখের অনুভূতি হয়, উহা ব্রহ্মানন্দ। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে ইহা বলিয়াছেন।১০০। :—"ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা মনকে ধীরে ধীরে বিষয় হইতে উপরত করিবে এবং মনকে আত্মাতে

স্থিত করিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না।১০১। স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে উহাকে নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিবে।১০২। যাহার রজোগুণ শান্ত হইয়াছে, এইরূপ প্রশান্তমনা ধর্মাধর্মাদিরূপ পাপশূন্য ব্রহ্মীভূত এই যোগী নিরতিশয় সুখ লাভ করেন।১০৩। যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপরম প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় সমাধিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা নিজের স্বরূপ দর্শন করিয়া আত্মাতেই তুষ্টি লাভ হয়, যে অবস্থায় সূক্ষ্ম শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয়, যে অবস্থায় স্থিত হইলে যোগী আর স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না, যে অবস্থার লাভ হইলে অন্য লাভ আর অধিক মনে হয় না, যে অবস্থায় স্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও যোগীকে বিচলিত করিতে পারে না—সকল দুঃখ-সংযোগের বিয়োগরূপ সেই অবস্থার নাম 'যোগ'। নির্বেদরহিত হইয়া (অর্থাৎ 'এতদিন যোগাভ্যাস করিতেছি, তথাপি কিছুই হইল না'—এই প্রকার খেদরহিত হইয়া) 'অবশ্যই সিদ্ধি হইবে' এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া সেই যোগের অভ্যাস করিতে হইবে।১০৪-১০৭। এইরূপে যোগী আত্মস্থিতি অভ্যাস করিতে করিতে বিগতপাপ হইয়া অনায়াসে ব্রহ্ম-সংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।" (গীতা ৬।২০-২৩, ২৭, ২৮)॥১০৮। টিট্টিভ পক্ষীর সমুদ্র-শোষণের দৃঢ় সঙ্কল্প যেমন শেষে সফল হইয়াছিল, এইরূপ খেদরহিত হইয়া যোগাভ্যাস করিলে মনের নিগ্রহ করা যায়।১০৯। যেমন ইন্ধনশূন্য অগ্নি নিজের তেজরূপ যোনিতে উপশান্ত হয়, সেইরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা বৃত্তি সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে চিত্ত রাজসাদি বৃত্তির নাশবশতঃ উহার নিজের যোনি সত্ত্বমাত্রে উপশান্ত হয়।১১১। সত্যকামী পুরুষের স্বযোনিতে উপশান্ত, ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণে বিরত মনের নিকট কর্মানুসারে প্রাপ্ত সুখদুঃখাদি (এমন কি সমাধি সুখও) সব মিথ্যা

হইয়া যায়।১১২।

নির্বিষয় সমাহিত শুদ্ধ মনই মোক্ষের কারণ—চিত্তই সংসার, অতএব যত্নের সহিত উহার শোধন করা কর্ত্তব্য। মানুষের চিত্ত যে বিষয়ের দৃঢ় ভাবনা করে, সেই বিষয়েই উহা তন্ময় হইয়া যায় এবং মানুষ তদ্রূপ হইয়া যায়—ইহা সনাতন গুহ্য তত্ত্ব।১১৩। চিত্তের প্রসাদেই শুভ ও অশুভ কর্মের নাশ করা যায়। প্রসন্নচিত্ত পুরুষ আত্মাতে স্থিতি লাভ করিয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন।১১৪। ইন্দ্রিয়ের প্রচারভূমি বিষয়ে জীবের চিত্ত যেমন স্বভাবতঃ আসক্ত, ব্রহ্মে চিত্ত যদি সেইরূপ আসক্ত হয়, তাহা হইলে কে না বন্ধন হইতে মুক্ত হয়?১১৫। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে:—**"মন দ্বিবিধ—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। কামনাযুক্ত মন অশুদ্ধ এবং কামনারহিত মন শুদ্ধ।১১৬। মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ—বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের এবং নির্বিষয় মন মুক্তির কারণ"** (মৈত্রায়ণী উপনিষৎ, ৪।৩।১১)।১১৭। সমাধি দ্বারা চিত্তমল নিঃশেষে ধৌত হইলে আত্মাতে নিবেশিত মনের যে সুখ হয়, বাক্য দ্বারা উহার বর্ণনা করা যায় না। আত্মভূত সেই সুখ শুদ্ধ অন্তঃকরণই গ্রহণ করিতে পারে।১১৮। যদিও মানবের পক্ষে চিরকাল এই সমাধি-স্থিতি দুর্লভ, তথাপি ক্ষণিক সমাধিও ব্রহ্মানন্দের নিশ্চায়ক হয়।১১৯। যিনি শ্রদ্ধালু ও একান্ত আগ্রহ-বান্ তাঁহার এই সমাধিতে অবশ্যই ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় হইয়া থাকে। আর একবার সেই নিশ্চয় জন্মিলে যোগী তখন অন্য সময়ও উহাতে বিশ্বাস করেন।১২০। সেই পুরুষ উদাসীন কালেও আনন্দের বাসনাকে উপেক্ষা করিয়া মুখ্যানন্দের ভাবনায় তৎপর থাকেন।১২১। এই প্রকারে যোগী শুদ্ধ পরমতত্ত্বে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া বাহ্য ব্যবহার করিলেও অন্তরে সেই পরমানন্দের আস্বাদ গ্রহণ করেন।১২৩।

তত্ত্ববিদের স্থিতি ও ব্যবহার— ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা সত্ত্বেও আনন্দ আস্বাদনের ইচ্ছাবশতঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে তিরস্কৃত (নিগৃহীত) করিয়া উহাদিগকে সেই আনন্দের চিন্তায় প্রবর্ত্তিত করাই বীরত্ব।১২৪। ভারবাহী যেমন মস্তকের ভার নামাইয়া বিশ্রাম করে, এইরূপ সংসার-ব্যাপার-ত্যাগে বুদ্ধি যে স্বচ্ছন্দতা লাভ করে, উহাই বিশ্রান্তি।১২৫। পরম বিশ্রান্তি প্রাপ্ত পুরুষ উদাসীন অবস্থায় যেমন আনন্দ আস্বাদনে তৎপর থাকেন, এইরূপ সুখদুঃখ দশাতেও একমাত্র সেই নিজানন্দ আস্বাদনেই তৎপর থাকেন।১২৬ যে নারী স্বামীর মৃত্যুতে অগ্নিপ্রবেশ করিতে একান্ত ইচ্ছুক, তাহার যেমন অলঙ্কারাদি দ্বারা দেহ সজ্জায় প্রবৃত্তি হয় না, এইরূপ বিবেকী পুরুষের বিষয়ানুসন্ধানের বিরোধী বুদ্ধির উদয় হয়।১২৭। কাকের একটি অক্ষি (চক্ষুঃ) বাম ও দক্ষিণ উভয় গোলকেই পর্য্যায়ক্রমে যাতায়াত করে, এইরূপ তত্ত্ববিদের বুদ্ধি পর্য্যায়ক্রমে আনন্দদ্বয়ে গমনাগমন করে।১২৮। তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মানন্দ ও বিষয়ানন্দ উভয়প্রকার আনন্দ ভোগ করিয়া দ্বিভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় লৌকিক ও বৈদিক উভয় আনন্দই গ্রহণ করেন।১৩০। তিনি দুঃখ-প্রাপ্ত হইয়া আর পূর্বের ন্যায় উদ্বিগ্ন হন না; যেহেতু, তিনি লৌকিক ও বৈদিক উভয়প্রকার ব্যবহারেরই বেত্তা। যেমন গঙ্গায় অর্দ্ধমগ্নদেহ পুরুষের যুগপৎ শীত ও উষ্ণতার অনুভব হয়, সেইরূপ তত্ত্ববিদের নিকট প্রারব্ধজনিত দুঃখ এবং ব্রহ্মানন্দ যুগপৎ অনুভূত হয়।১৩১। (সেইজন্য প্রারব্ধভোগ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না)। এই প্রকারে জাগরণকালে তত্ত্ববিদের নিকট সর্বদা ব্রহ্মসুখ প্রতীত হয় এবং জাগ্রৎকালের সংস্কারবশতঃ স্বপ্নকালেও তাঁহার নিকট ঐ আনন্দ প্রতিভাত হয়।১৩২। অবিদ্যার বাসনাও আছে, সেইজন্য অবিদ্যাবাসনা হইতে উদ্ভূত স্বপ্নে মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় এই জ্ঞানী পুরুষ সুখদুঃখও অনুভব করেন।১৩৩। 'ব্রহ্মানন্দ' নামক

গ্রন্থের এই প্রথমাধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দ-প্রকাশক যোগি-প্রত্যক্ষের বিষয় কথিত হইল ।১৩৪।

—•—
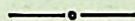
ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ

['ব্রহ্মানন্দ' নামক গ্রন্থের যোগানন্দনামক প্রথম অধ্যায়ে বিবেকী ব্যক্তির যোগের দ্বারা নিজানন্দের অনুভবপ্রকার দেখাইয়া এই অধ্যায়ে মূঢ় জিজ্ঞাসুর জন্য 'আত্মানন্দ' শব্দবাচ্য 'ত্বং' পদার্থের বিবেকমুখে ব্রহ্মানন্দের অনুভব-প্রকার দেখান হইতেছে]

'ভাল, এইপ্রকারে যোগী বাসনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ হইতে অন্য নিজানন্দের অনুভব করুন; কিন্তু, এই সংসারে মূঢ়ব্যক্তির কি গতি হইবে ?১। তদুত্তরে বলি—'ধর্মাধর্মবশতঃ মূঢ় ব্যক্তিগণ লক্ষ লক্ষ দেহ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হউক, তাহাদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের কি প্রয়েজন' ?২। যদি বল—'আপনারা সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক; সুতরাং আপনাদের দাক্ষিণ্যের প্রয়োজন আছে'—'তবে আমাকে বল, ঐ মূঢ় জিজ্ঞাসু (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক) অথবা তত্ত্বজ্ঞানে পরাঙ্মুখ ?৩। যে মূঢ় তত্ত্বজ্ঞানে পরাঙ্মুখ, তাহাকে যথোচিত উপাসনা বা কর্মের কথা বলিবে এবং মন্দপ্রজ্ঞ জিজ্ঞাসুকে আত্মানন্দের দ্বারা বুঝাইবে' ।৪।

আত্মাই পরম-প্রেমের আস্পদ— যাজ্ঞবল্ক্য নিজ প্রিয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন—"অরে মৈত্রেয়ি ! পতির সুখের জন্য পত্নী পতিকে ভালবাসে না" ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬) ।৫। পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত, পশু,

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোকসকল, দেবগণ, বেদসকল ও ভূতসকল সবই আত্মার জন্য প্রিয় হইয়া থাকে।৬। যখন পত্নীর পতির প্রতি কামনার উদয় হয়, তখন সে পতিকে প্রীতি করে। কিন্তু, সেই সময় তাহার পতি ক্ষুধার্ত্ত, কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত এবং রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত থাকিলে পতি পত্নীকে অভিলাষ করে না।৭। স্ত্রী যে পতির প্রতি প্রীতি করে, উহা পতির জন্য নয়, উহা তাহার নিজের জন্য। পতিও নিজের প্রীতির জন্যই পত্নীকে কামনা করে, উহা পত্নীর প্রীতির জন্য নয়। যখন উভয়ের পরস্পরের প্রেরণা হয়, তখনও উহা নিজ নিজ সুখেচ্ছাবশতঃই হইয়া থাকে।৮। পিতার শ্মশ্রুর (দাড়ির) কণ্টকতুল্য কেশদ্বারা বিদ্ধ হইয়া বালক রোদন করিতে থাকিলেও তাহার পিতা তাহাকে চুম্বন করিতে বিরত হয় না। সেই প্রীতি বালকের প্রীতির জন্য নয়; পিতার নিজের সুখের জন্য।৯। রত্নাদি বস্তুর নিজের কোন ইচ্ছা নাই; লোকে যত্নের সহিত রত্নকে রক্ষা করে এবং উহার উপর প্রীতি করে। রত্ন প্রভৃতিতে যে প্রীতি উহা রত্নাদির জন্য নয়; মানুষের নিজের জন্য।১০। বলদ ভার বহন করিতে অনিচ্ছুক হইলেও লোকে বলপূর্ব্বক উহাকে ভার বহন করায়। সেই বলদের উপর বণিকের যে প্রীতি, উহা বণিকের নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, বলদের উহাতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়?১১। 'আমার ব্রাহ্মণত্ব আছে, আমি পূজ্য'—এইপ্রকার অভিমানবশতঃ লোকে পূজা দ্বারা তুষ্ট হয়। ঐ যে সন্তোষ, উহা অচেতন জড় জাতির জন্য নয়—ঐ সন্তোষ পুরুষেরই হয়।১২। 'আমি ক্ষত্রিয়, সেই-হেতু রাজ্য করি'—এখানে রাজরূপতায় যে প্রীতি, উহা ক্ষত্রিয় জাতির জন্য নয়, ঐ প্রীতি পুরুষের নিজের জন্য। বৈশ্যাদি জাতিতেও ঐপ্রকার যোজনা করিয়া বুঝিয়া লইবে।১৩। 'আমার স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হউক'—এই প্রকার যে ইচ্ছা উহা ঐ সকল লোকের

উপকারের জন্য নয় ; উহা কেবল নিজের ভোগের জন্য.।১৪। লোকে পাপ নষ্ট করিবার জন্য যে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পূজা করে, উহা দেবতাগণের জন্য নয়, নিজের স্বার্থে উহা করিয়া থাকে।১৫। আবার লোকে নিজের দুর্ব্রাহ্মণতা নাশ করিবার জন্য যে ঋগাদি বেদ পড়ে. সেই ব্রাহ্মণতা প্রাপ্তি বেদের হইতে পারে না ; মনুষ্যেরই উহা সম্ভব।১৬। সকল প্রাণীর অবস্থিতি, পিপাসা-নিবারণ, পাক, শোষণ ও অবকাশ জন্য লোকে যথাক্রমে ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের কামনা করে ; ঐ সকল ভূতের উপকারার্থ উহাদিগকে কামনা করে না, নিজের উপকারের জন্যই উহা করে।১৭। আবার লোকে স্বামী, ভৃত্য প্রভৃতিকে নিজের নিজের প্রীতির জন্যই কামনা করে ; কিন্তু তত্তৎকৃত উপকার তাহাদের (স্বামী, ভৃত্য প্রভৃতির) নিজের জন্য নহে।১৮। সর্ব ব্যবহারেই এই প্রকার বিচার করিবার জন্যই বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া চিত্তে এইরূপ দৃঢ় সংস্কার উৎপন্ন করিবে যে, লোকে যাহা কিছু করে, উহা সব আত্মপ্রীতির জন্য ; অপরের প্রীতির জন্য নয়।১৯। (অতএব আত্মাই পরমপ্রীতির আস্পদ)। যদি প্রশ্ন কর—'শ্রুতিতে যে নিজ আত্মাতে প্রীতির কথা শুনা যায়, উহা কি প্রকার? কারণ, বধূ প্রভৃতিতে যে প্রীতি, উহা রাগ বা আসক্তি। যজ্ঞাদি কর্মে যে প্রীতি উহার নাম শ্রদ্ধা এবং গুরু দেবাদিতে যে প্রীতি উহার নাম ভক্তি। অপ্রাপ্ত বস্তুতে যে প্রীতি, উহার নাম ইচ্ছা। নিজ আত্মায় যে প্রীতি উহা রাগরূপা বা শ্রদ্ধারূপা বা ভক্তিরূপা বা ইচ্ছারূপা' ?২০। উত্তরে বলি—'কেবলমাত্র আত্মার স্বরূপকে অনুবর্ত্তন করে যে সাত্ত্বিকীবৃত্তি, উহাই আত্মপ্রীতি।২১।

আত্মপ্রীতির কখনও অভাব হয় না—

এই আত্মপ্রীতির কখনও অভাব হয় না এবং উহা নিরতিশয়।

আত্মপ্রীতি ইচ্ছা হইতে বিলক্ষণ। প্রাপ্তবস্তুর নাশেও আত্মপ্রীতির নাশ হয় না' ।২২। [অপ্রাপ্ত বস্তুকে সুখকর ভাবিয়া উহা পাইবার জন্য মনে যে বৃত্তির উদয় হয়, উহার নাম 'ইচ্ছা'। বস্তুর প্রাপ্তি হইলে সেই ইচ্ছার নাশ হয়। আর ভোগ্য বস্তুর ভোগ হইলেও তাৎকালিক সেই ভোগেচ্ছারও নাশ হয়। আবার একই বস্তু কখনও ইচ্ছার কখনও বা অনিচ্ছার বিষয় হয়। সকলপ্রকার বৈষয়িক ইচ্ছার উদয় অস্ত আছে—আত্মপ্রীতির উদয় ও অস্ত নাই। আত্মপ্রীতির জন্যই কোন বিষয়ে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা হইয়া থাকে]। যদি বল—'অন্নপানাদি যেমন সুখের সাধন বলিয়া প্রিয়, সেইরূপ আত্মাও সুখের সাধন বলিয়াই প্রিয়। অন্নাদির ন্যায় আত্মাও সুখের আনুকূল্য করে ; অতএব আত্মাও অন্নাদির ন্যায় সুখ-সাধন'। তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—'সেই আত্মরূপ সাধনদ্বারা কাহার আনুকূল্য করা হইবে'? যদি বল— "আত্মাই নিজের আনুকূল্য করেন'—তবে, উহাতে কর্ত্তৃকর্ম বিরোধ হয়। (অর্থাৎ একই ক্রিয়ার যিনি কর্ত্তা, তিনি উহার কর্ম হইতে পারেন না)।২২। বৈষয়িক সুখে প্রীতিমাত্র হইয়া থাকে ; কিন্তু আত্মাতে যে প্রীতি উহা নিরতিশয়। বৈষয়িক সুখে প্রীতির ব্যভিচার দেখা যায়, কিন্তু আত্মসুখের ব্যভিচার হয় না ।২৩। লোকে এক প্রকার বৈষয়িক সুখ ত্যাগ করিয়া অন্য বৈষয়িক সুখ গ্রহণ করে। কিন্তু, আত্মা ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য নহেন। সুতরাং আত্মপ্রীতির কিরূপে ব্যভিচার হইবে' ?২৪। যদি বল—'আত্মা ত্যাগ ও গ্রহণের অযোগ্য হওয়ায় আত্মাতে তৃণাদির ন্যায় উপেক্ষাবুদ্ধি হইতে পারে'—তবে বলি, 'আত্মা উপেক্ষাকারীর স্বরূপ বলিয়া আত্মা উপেক্ষণীয় হইতে পারে না' ।২৫। (আত্মা হইতে ভিন্ন তৃণাদি বস্তুরই উপেক্ষা সম্ভব)। যদি বল—'রোগ ও ক্রোধাদিতে অভিভূত কোন কোন ব্যক্তির মৃত্যু ইচ্ছা দেখা যায় (সুতরাং লোকে আত্মহত্যা করে) ; সেইহেতু দ্বেষবশতঃ আত্মা ত্যাজ্য হইতে পারেন'—

তদুত্তরে বলি, 'উহা ঠিক্ নয়। কারণ, এরূপ স্থলে ত্যাগযোগ্য দেহেরই ত্যাগ করা হয়। কিন্তু, দেহ আত্মা নহে—ত্যাগকর্ত্তাই আত্মা। ঐ দ্বেষ ত্যাগকর্ত্তা (আত্মার) প্রতি নয়। ত্যাজ্য দেহবিষয়ে দ্বেষ হইলে উহাতে আত্মার ক্ষতি কি ?২৬। আত্মারই সুখের জন্য সকল বস্তু প্রিয় হয়—সুতরাং আত্মা অতিশয় প্রিয়, ইহা সিদ্ধ হইল ; যেমন পুত্রের মিত্র হইতে পুত্র প্রিয়তর হইয়া থাকে।২৭। আমার যেন অভাব না হয়, কিন্তু আমি সর্বদা থাকি'—এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা সব জীবেরই দেখা যায়, সুতরাং আত্মাতে যে প্রীতি, উহা প্রত্যক্ষ।২৮।

আত্মার মুখ্যপ্রীতিবিষয়ে সন্দেহ— এই প্রকারে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি দ্বারা আত্মাতে পরমপ্রীতি সিদ্ধ হইলেও কেহ কেহ বলেন—'আত্মা পুত্র ভার্য্যাদির উপকারক বলিয়া আত্মাতে প্রীতি হয়। সুতরাং আত্মপ্রীতি মুখ্য নহে, উহা গৌণ—পুত্রভার্য্যাদিতে প্রীতিই মুখ্য'।২৯। তাঁহারা বলেন—'পুত্রাদির মুখ্যাত্মতা বর্ণনা করিবার জন্যই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি" (কৌষীতকি উঃ ২।১১) অর্থাৎ, 'হে পুত্র! তুমি আত্মাই, পুত্র নাম ধরিয়াছ'।৩০। এই পিতার সেই পুত্ররূপ আত্মা পুণ্যকর্মসকলের অনুষ্ঠান-জন্য তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত হয়। অনন্তর ইঁহার (পিতার) অন্য আত্মা (অমুখ্য আত্মা) কৃতকৃত্য হইয়া প্রয়াণ করেন। (ঐতরেয় ২।১।৪)।৩১। এইজন্যই স্বীয় আত্মা থাকিলেও অপুত্রক ব্যক্তির পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হয় না। পণ্ডিতগণ বলেন—'বেদাদি মন্ত্রদ্বারা শিক্ষা-প্রাপ্ত পুত্রই পুণ্যলোক প্রাপ্তির কারণ'।৩২। "মনুষ্যলোককে কেবল পুত্র দ্বারা জয় করা যায়, অন্য কিছু দ্বারা জয় করা যায় না।" (বৃহদারণ্যক ১।৫।১৬)। সেইজন্য মুমূর্ষু ব্যক্তি পুত্রকে "তুমি ব্রহ্ম বা বেদ" ইত্যাদি মন্ত্রসকল দ্বারা শিক্ষা দিবেন।৩৩। এই প্রকারে শ্রুতিসকল আত্মাকে পুত্রভার্য্যাদির উপকারক বলিয়া বর্ণনা করিতেছে ; লোকেও

পুত্রের প্রাধান্য স্বীকার করে।৩৪। নিজের মৃত্যুর পর যাহাতে পুত্রাদি ধনাদি দ্বারা জীবিত থাকিতে পারে, লোকে সেইজন্য যত্ন করে। অতএব পুত্রাদিতে প্রীতিই মুখ্য'।৩৫। উত্তরে বলি—'সত্য বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা আত্মা কাহারও উপকারক ইহা সিদ্ধ হয় না'।৩৬।

গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্যভেদে আত্মা ত্রিবিধ ব্যবহারের বিষয় হন—'এই দেবদত্ত সিংহ'—এই প্রকার বাক্যে দেবদত্তের সঙ্গে যে সিংহের ঐক্য ব্যবহার, উহা **গৌণ**। কারণ, উহাদের ভেদ স্পষ্টই প্রতীত হয়। এই প্রকার পুত্রের আত্মতাও গৌণ।৩৭। পঞ্চকোষ হইতে সাক্ষী আত্মার ভেদ আছে; কিন্তু উহা প্রতিভাত হয় না। সেইজন্য পঞ্চকোষ **মিথ্যা আত্মা**। যেমন কাহারও স্থাণুতে (শুষ্ক মুড়া গাছে) চোর বুদ্ধি মিথ্যা—ইহাও সেইরূপ।৩৮। সাক্ষিচৈতন্যের প্রতিযোগী কেহই নাই; সুতরাং সাক্ষীর ভেদ প্রতীত হয় না এবং ভেদও নাই। সেই **সাক্ষী সর্ব্বান্তরবর্ত্তী বলিয়া তাঁহার আত্মত্বই মুখ্য বলিয়া স্বীকৃত**।৩৯। ['সাক্ষী' শব্দের লক্ষ্যার্থ শুদ্ধচৈতন্য। কিন্তু, 'সাক্ষী'শব্দের বাচ্যার্থে উহা ত্রিপুটীযুক্ত সাক্ষীকে বুঝায়। শুদ্ধচৈতন্যই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অজ্ঞানবশতঃ সাক্ষী, সাক্ষ্যাদিরূপ ত্রিপুটীযুক্ত ভেদ ভাব প্রাপ্ত হন। সুতরাং যতক্ষণ এই আপেক্ষিক সাক্ষিভাব থাকে, ততক্ষণ সাক্ষীর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। প্রথমে বিবেককালে এই সাক্ষী ও সাক্ষ্যের ভেদ স্বীকার করিয়া বিবেক করা হয়। এই প্রকার বিবিক্ত আত্মার জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান নয়, ইহা আমরা ১২১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি। সাক্ষী সাক্ষ্যের বিবেক করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্যবস্তু সকলকে ত্যাগ করিয়া সাক্ষি-স্বরূপে সমাহিত হইতে পারিলে তবেই প্রকৃত সাক্ষীর জ্ঞান হয়]। এই প্রকার ব্যবহারে আত্মার গৌণত্ব, মিথ্যাত্ব ও মুখ্যত্ব থাকায় যে ব্যবহারে যাহার আত্মতা হওয়া উচিত, সেই ব্যবহারে তাহারই আত্মতা মুখ্য

এবং অন্য সকলের আত্মতা গৌণ।৪০। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির গৃহ-রক্ষণাদি কার্য্যে গৌণ আত্মা পুত্রাদিই উপযুক্ত; সাক্ষিস্বরূপ মুখ্য আত্মা উপযোগী নয়, মিথ্যাত্মাও উপযুক্ত নয়। অতএব এইস্থলে পুত্রই মুখ্য আত্মারূপে ব্যবহৃত হয়।৪১। (যেমন বিবাহের আসরে বরের পিতা অপেক্ষা বরের প্রাধান্য)। "অধ্যেতা বহ্নিঃ" অর্থাৎ 'এই অধ্যয়নকর্ত্তা বহ্নি' এই বাক্যে 'বহ্নি' শব্দ থাকিলেও উহার মুখ্যার্থ গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কারণ, অগ্নির অধ্যয়নকর্ত্তৃত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু অধ্যয়ন-কর্ত্তৃত্বের যোগ্যত্ব আছে বলিয়া এখানে 'বহ্নি' শব্দ দ্বারা বিদ্যার্থী বালককে বুঝিতে হইবে।৪২। উপরের দুইটি দৃষ্টান্তদ্বারা গৌণ আত্মার মুখ্যাত্মরূপে ব্যবহার দেখান হইল। এক্ষণে মিথ্যা আত্মার মুখ্যাত্মরূপে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে। 'আমি কৃশ, পুষ্টি লাভ করিব'—ইত্যাদি স্থলে দেহের আত্মতাই মুখ্য। এস্থলে কেহ দেহের পুষ্টির জন্য পুত্রাদিকে অন্ন-ভক্ষণে নিযুক্ত করে না।৪৩। এইরূপ 'আমি তপস্যাদ্বারা স্বর্গ লাভ করিব'—ইত্যাদি ব্যবহারে কর্ত্তারূপ জীবের আত্মতার প্রাধান্য। সেইজন্য লোকে দেহের ভোগকে উপেক্ষা করিয়া কষ্টকর তপস্যাদি করে।৪৪। এক্ষণে যে স্থলে সাক্ষীতে মুখ্য আত্মত্বের প্রয়োগ হয়, উহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন। যখন লোকে 'আমি মোক্ষ লাভ করিব'—এই প্রকার ইচ্ছা করে, তখন গুরু ও শাস্ত্রের সাহায্যে আত্মার ব্রহ্মরূপতা অবগত হয়, অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে না।৪৫। এস্থলে স্বরূপ চৈতন্যের আত্মত্বই মুখ্য। যে যে ব্যবহারে যে যে আত্মা যোগ্য সেই সেই ব্যবহারে সেই সেই আত্মাতেই অতিশয় প্রীতি হইয়া থাকে। কিন্তু, সেই প্রীতির উপকারক অনাত্মবস্তুতে প্রীতিমাত্র হইয়া থাকে। অন্য বস্তুতে অতিশয় প্রীতি বা কেবল প্রীতি কিছুই হয় না।৪৭। সেই অন্য বস্তু উপেক্ষ্য (উপেক্ষার যোগ্য) ও দ্বেষ্য (বিদ্বেষের বিষয়) এই উভয় প্রকার হয়—পথের তৃণাদি উপেক্ষ্য; ব্যাঘ্র সর্পাদি দ্বেষ্য। অতএব

পুত্রের প্রাধান্য স্বীকার করে।৩৪। নিজের মৃত্যুর পর যাহাতে পুত্রাদি ধনাদি দ্বারা জীবিত থাকিতে পারে, লোকে সেইজন্য যত্ন করে। অতএব পুত্রাদিতে প্রীতিই মুখ্য'।৩৫। উত্তরে বলি—'সত্য বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা আত্মা কাহারও উপকারক ইহা সিদ্ধ হয় না'।৩৬।

গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্যভেদে আত্মা ত্রিবিধ ব্যবহারের বিষয় হন—'এই দেবদত্ত সিংহ'—এই প্রকার বাক্যে দেবদত্তের সঙ্গে যে সিংহের ঐক্য ব্যবহার, উহা **গৌণ**। কারণ, উহাদের ভেদ স্পষ্টই প্রতীত হয়। এই প্রকার পুত্রের আত্মতাও গৌণ।৩৭। পঞ্চকোষ হইতে সাক্ষী আত্মার ভেদ আছে; কিন্তু উহা প্রতিভাত হয় না। সেইজন্য পঞ্চকোষ **মিথ্যা আত্মা**। যেমন কাহারও স্থাণুতে (শুষ্ক মুড়া গাছে) চোর বুদ্ধি মিথ্যা—ইহাও সেইরূপ।৩৮। সাক্ষিচৈতন্যের প্রতিযোগী কেহই নাই; সুতরাং সাক্ষীর ভেদ প্রতীত হয় না এবং ভেদও নাই। সেই **সাক্ষী সর্ব্বান্তরবর্ত্তী বলিয়া তাঁহার আত্মত্বই মুখ্য বলিয়া স্বীকৃত**।৩৯। ['সাক্ষী' শব্দের লক্ষ্যার্থ শুদ্ধচৈতন্য। কিন্তু, 'সাক্ষী'শব্দের বাচ্যার্থে উহা ত্রিপুটীযুক্ত সাক্ষীকে বুঝায়। শুদ্ধচৈতন্যই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অজ্ঞানবশতঃ সাক্ষী, সাক্ষ্যাদিরূপ ত্রিপুটীযুক্ত ভেদ ভাব প্রাপ্ত হন। সুতরাং যতক্ষণ এই আপেক্ষিক সাক্ষিভাব থাকে, ততক্ষণ সাক্ষীর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। প্রথমে বিবেককালে এই সাক্ষী ও সাক্ষ্যের ভেদ স্বীকার করিয়া বিবেক করা হয়। এই প্রকার বিবিক্ত আত্মার জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান নয়, ইহা আমরা ১২১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি। সাক্ষী সাক্ষ্যের বিবেক করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্যবস্তু সকলকে ত্যাগ করিয়া সাক্ষি-স্বরূপে সমাহিত হইতে পারিলে তবেই প্রকৃত সাক্ষীর জ্ঞান হয়]। এই প্রকার ব্যবহারে আত্মার গৌণত্ব, মিথ্যাত্ব ও মুখ্যত্ব থাকায় যে ব্যবহারে যাহার আত্মতা হওয়া উচিত, সেই ব্যবহারে তাহারই আত্মতা মুখ্য

এবং অন্য সকলের আত্মতা গৌণ।৪০। যেমন মুমুর্ষু ব্যক্তির গৃহ-রক্ষণাদি কার্য্যে গৌণ আত্মা পুত্রাদিই উপযুক্ত; সাক্ষিস্বরূপ মুখ্য আত্মা উপযোগী নয়, মিথ্যাত্মাও উপযুক্ত নয়। অতএব এইস্থলে পুত্রই মুখ্য আত্মারূপে ব্যবহৃত হয়।৪১। (যেমন বিবাহের আসরে বরের পিতা অপেক্ষা বরের প্রাধান্য)। "অধ্যেতা বহ্নিঃ" অর্থাৎ 'এই অধ্যয়নকর্ত্তা বহ্নি' এই বাক্যে 'বহ্নি' শব্দ থাকিলেও উহার মুখ্যার্থ গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কারণ, অগ্নির অধ্যয়নকর্ত্তৃত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু অধ্যয়ন-কর্ত্তৃত্বের যোগ্যত্ব আছে বলিয়া এখানে 'বহ্নি' শব্দ দ্বারা বিত্থার্থী বালককে বুঝিতে হইবে।৪২। উপরের দুইটি দৃষ্টান্তদ্বারা গৌণ আত্মার মুখ্যাত্মরূপে ব্যবহার দেখান হইল। এক্ষণে মিথ্যা আত্মার মুখ্যাত্মরূপে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে। 'আমি কৃশ, পুষ্টি লাভ করিব'—ইত্যাদি স্থলে দেহের আত্মতাই মুখ্য। এস্থলে কেহ দেহের পুষ্টির জন্য পুত্রাদিকে অন্ন-ভক্ষণে নিযুক্ত করে না।৪৩। এইরূপ 'আমি তপস্যাদ্বারা স্বর্গ লাভ করিব'—ইত্যাদি ব্যবহারে কর্ত্তারূপ জীবের আত্মতার প্রাধান্য। সেইজন্য লোকে দেহের ভোগকে উপেক্ষা করিয়া কষ্টকর তপস্যাদি করে।৪৪। এক্ষণে যে স্থলে সাক্ষীতে মুখ্য আত্মত্বের প্রয়োগ হয়, উহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন। যখন লোকে 'আমি মোক্ষ লাভ করিব'—এই প্রকার ইচ্ছা করে, তখন গুরু ও শাস্ত্রের সাহায্যে আত্মার ব্রহ্মরূপতা অবগত হয়, অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে না।৪৫। এস্থলে স্বরূপ চৈতন্যের আত্মত্বই মুখ্য। যে যে ব্যবহারে যে যে আত্মা যোগ্য সেই সেই ব্যবহারে সেই সেই আত্মাতেই অতিশয় প্রীতি হইয়া থাকে। কিন্তু, সেই প্রীতির উপকারক অনাত্মবস্তুতে প্রীতিমাত্র হইয়া থাকে। অন্য বস্তুতে অতিশয় প্রীতি বা কেবল প্রীতি কিছুই হয় না।৪৭। সেই অন্য বস্তু উপেক্ষ্য (উপেক্ষার যোগ্য) ও দ্বেষ্য (বিদ্বেষের বিষয়) এই উভয় প্রকার হয়—পথের তৃণাদি উপেক্ষ্য; ব্যাঘ্র সর্পাদি দ্বেষ্য। অতএব

বস্তু চারি প্রকার :—(১) প্রিয়তম (আত্মা) (২) প্রিয় (আত্মার উপকারক) (৩) উপেক্ষ্য এবং (৪) দ্বেষ্য।৪৮,৪৯।

কিন্তু ঐ চারি প্রকার বস্তুতে প্রিয়তাদির ব্যক্তিনিয়ম নাই, তাহাদের সেই সেই কর্মদ্বারা তাহারা প্রিয় দ্বেষ্যাদিরূপে ব্যবহৃত হয়।৪৯। যেমন ব্যাঘ্র সম্মুখীন হইলে উহা দ্বেষ্য হয়, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলে উহা উপেক্ষ্য হয় এবং লালনাদিদ্বারা যদি অনুকূল হয়, তবে উহা চিত্তবিনোদনের কারণ হয়।৫০। আত্মা সর্বাপেক্ষা প্রিয়, আত্মার যে বস্তু উপকারক তাহা মাত্র প্রিয়, অন্য বস্তুসকল উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য—লোকব্যবহারে ইহা দেখা যায় এবং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যেরও ইহাই মত।৫২। অন্যত্রও শ্রুতি বলিয়াছেন— "অন্তরতম এই আত্মা পুত্র, বিত্ত এবং অন্য সকল বস্তু হইতে প্রিয়" (বৃহদারণ্যক ১।৪।৮)। সুতরাং আত্মাকেই প্রিয়তম বলিয়া জান।৫৩।

শ্রুতি এবং বিচার দ্বারা সাক্ষিচৈতন্যকেই আত্মা বলিয়া জানা যায় ; অন্য কোন বস্তু আত্মা নহে। পঞ্চকোষের বিবেক করিয়া যে আন্তরবস্তুর দর্শন (সাক্ষিচৈতন্যের দর্শন) উহাই বিচার।৫৪। জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা আগমাপায়ী (আসে ও চলিয়া যায়),—তিন অবস্থার যিনি প্রকাশক,তিনিই স্বপ্রকাশ চিদাত্মা।৫৫। আত্মার উপকারক প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিত্ত পর্য্যন্ত ভোগ্য বস্তু সকল তারতম্যরূপে আত্মার সমীপ-বর্ত্তী। **আত্মার সহিত সামীপ্যের তারতম্যানুসারে সেই সকল পদার্থে প্রীতির তারতম্য হইয়া থাকে।৫৬।** [যে বস্তু আত্মার যত নিকট, সেই বস্তুতে প্রীতিরও তত আধিক্য]। বিত্ত হইতে পুত্র প্রিয়। যেহেতু, পুত্র স্বদেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিত্ত হইতে পুত্র আত্মার সমীপ-বর্ত্তী। লোকে পুত্রের কঠিন রোগ হইলে বিত্ত ব্যয় করিয়া উহার চিকিৎসা করায়। উহা হইতে বুঝা যায় যে, লোকে বিত্ত হইতে পুত্রকে অধিক প্রীতি করে)। পুত্র হইতে দেহ প্রিয় (যে হেতু পুত্র হইতে নিজের দেহ আত্মার অধিক নিকটবর্ত্তী। একসঙ্গে নিজের মস্তকে ও পুত্রের

মস্তকে অগ্নি পড়িলে লোকে আগে নিজের মস্তকের অগ্নিই ঝাড়িয়া ফেলে, পরে পুত্রের মস্তকের অগ্নি ফেলে। আরও দুর্ভিক্ষাদি সময়ে লোকে নিজের দেহের রক্ষার জন্য পুত্রাদিকে বিক্রয় করে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, পুত্র অপেক্ষা নিজের দেহ প্রিয়)। দেহ হইতে ইন্দ্রিয় প্রিয় (কারণ, লোকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের রক্ষার জন্য অস্ত্রোপচার প্রভৃতি দ্বারা দেহের পীড়ন স্বীকার করে)। ইন্দ্রিয়সকল হইতে প্রাণ প্রিয়। (কারণ, প্রাণ রক্ষার জন্য লোকে ইন্দ্রিয়াদির ছেদন করে—প্রাণ হইতে মন প্রিয়, কারণ মনের সন্তোষের জন্য স্বদেশভক্ত দেশের জন্য, মাতা পুত্রের জন্য অনেক সময় প্রাণ ত্যাগ করে)। প্রাণ হইতে আত্মা প্রিয়।৫৭। [সুষুপ্তিকালে জীবের নিকট দেহ, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি থাকে না। জীবকে সুষুপ্তি হইতে জাগাইতে গেলে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। উহা হইতে বুঝা যায় যে, সুষুপ্তিকালে জীব সংসারের ভার নামাইয়া যে বিশ্রামসুখ অনুভব করে, উহা হইতে তাহার পুনরায় ক্ষেত্র, পুত্র, বিত্ত এবং দেহাদি বিষয়ে আসিতে ভাল লাগে না। জীব সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া বলে,—'আজ বড় আরামে ঘুমাইয়াছিলাম'। উহার তাৎপর্য্য এই যে—জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে বিষয়-ভোগজনিত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ পায়, উহা অপেক্ষা স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির ত্যাগ-জনিত সুষুপ্তির এই আনন্দ বড়। জীব সুষুপ্তির এই আত্মসুখ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক—সুতরাং আত্ম-প্রীতিই শ্রেষ্ঠ] এই প্রকার হইলেও জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে 'এই প্রিয়তমতা কাহার' ইহা লইয়া বিবাদ দেখা যায়। তত্ত্ববিৎ বলেন—'অন্য সকল দৃশ্য বস্তু হইতে সাক্ষীই প্রিয়তম'। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলে—'পুত্রাদিই প্রিয়তম; পুত্রাদি-জনিত সুখভোগের নিমিত্ত সাক্ষী প্রিয় হইয়া থাকে।৫৮,৫৯। শিষ্য এবং প্রতিবাদী এই দুইজনেই অজ্ঞতাবশতঃ আত্মভিন্ন বস্তুকে প্রিয় বলে। উহাদের প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানীর বাক্য শিষ্যের পক্ষে জ্ঞানের উৎপাদক হয় এবং প্রতিবাদীর পক্ষে উহা

শাপস্বরূপ হইয়া থাকে।৬০। তত্ত্বজ্ঞানী যদি উত্তরে বলেন—"তোমার প্রিয় বস্তু তোমাকে কাঁদাইবে" (বৃহদারণ্যক ১।৪।৮) - তবে শিষ্য ঐ বাক্য বিচার করিয়া আপনার মতের দোষ বুঝিতে পারেন।৬১। [কিন্তু প্রতিবাদী উহা গ্রহণ না করায়, তাঁহার প্রিয় বস্তু নাশ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে দুঃখ প্রদান করে]। সন্তান না জন্মিলে মাতাপিতার দীর্ঘ মনঃক্লেশ হয়, আবার গর্ভস্থ সন্তান গর্ভপাত ও প্রসব-যন্ত্রণাবশতঃ ক্লেশদায়ক হয়।৬২। পুত্র জন্মিলে উহার গ্রহবৈগুণ্য, রোগাদি ও মূর্খতা মাতাপিতার দুশ্চিন্তার কারণ হয়। উপনয়নসংস্কারের পর বালকের বিদ্যাহীনতা-দর্শনে এবং পুত্র পণ্ডিত হইলেও উহার যদি বিবাহ না হয় তবে, ঐ সকল বিষয় মাতাপিতার দুঃখের কারণ হয়।৬৩। আবার বিবাহ হইলেও পুত্র যদি পরদারাদিতে রত হয়, বহু কুটুম্বযুক্ত হইয়া যদি দরিদ্র হয়, ধনী হইয়াও যদি মরিয়া যায়, তবে মাতাপিতার দুঃখের অন্ত থাকে না।৬৪। এই প্রকার বিচার করিয়া পুত্রাদিতে প্রীতি ত্যাগ করিয়া, নিজ আত্মাতেই পরম প্রীতির নিশ্চয় করিয়া সেই আত্ম-প্রীতিকেই নিরন্তর দর্শন করা উচিত।৬৫। প্রতিবাদী যদি নিজ পক্ষে আগ্রহবশতঃ অথবা ব্রহ্মবিদের প্রতি দ্বেষবশতঃ নিজ পক্ষ ত্যাগ না করেন, তবে তাঁহার নরকপ্রাপ্তি এবং বহু যোনিতে ভ্রমণরূপ বহু দোষ প্রাপ্তি ঘটে।৬৬। ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মরূপ বলিয়া ঈশ্বর-সদৃশ। সেইজন্য ব্রহ্মবিৎ শিষ্য ও প্রতিবাদী যাহাকে যাহা বলিবেন, উহাদের সেইরূপই ফলপ্রাপ্তি হইবে।৬৭। [এস্থলে গ্রন্থকার ব্রহ্মবিদের যে সত্য-সঙ্কল্পতা, বাক্‌সিদ্ধি প্রভৃতি বিভূতি স্বাভাবিকভাবে আসে, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আমরাও পূর্বে ১৯০ পৃষ্ঠায় জ্ঞানীর স্বাভাবিকভাবে বিভূতি থাকার কথা বলিয়াছি]। যে ব্যক্তি সাক্ষী আত্মাকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া উহার সেবা করেন, তাঁহার প্রিয়তম আত্মা কদাচিৎ নাশ প্রাপ্ত হয় না।৬৮। যে হেতু আত্মা পরমপ্রীতির বিষয়, সেইজন্য আত্মা যে পরমানন্দ-স্বরূপ ইহা মানিতে হইবে। সার্বভৌম মহারাজাদির সুখ হইতে

হিরণ্যগর্ভাদির সুখ পর্য্যন্ত সুখের তারতম্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। (বৃহদারণ্যক—৪।৩।৩৩)।৬৯।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা সর্বত্র সমান হইলেও সাত্ত্বিকী বৃত্তিতেই আনন্দের স্ফুরণ হয়। যদি বল—চৈতন্য বা জ্ঞানের ন্যায় সুখ বা আনন্দ যদি চিদাত্মার স্বভাব হইত, তাহা হইলে সকল প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিতে যেমন 'চিৎ'এর অনুবর্ত্তন দেখা যায়, এইরূপ আনন্দেরও অনুবর্ত্তন দেখা যাইত'।৭০। তদুত্তরে বলি—'এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে না। দীপ উষ্ণ ও প্রকাশ-স্বভাব হইলেও দীপের প্রভাই গৃহে ব্যাপ্ত হয়, দীপের উষ্ণতা ব্যাপ্ত হয় না। এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে চৈতন্যেরই অনুবর্ত্তন দেখা যায়।৭১। (আনন্দের অনুবর্ত্তন দেখা যায় না)। যেমন একই বস্তুতে গন্ধ, রূপ, রস ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ থাকিলেও এক একটি ইন্দ্রিয়দ্বারা এক একটি পৃথক্ গুণেরই গ্রহণ হয়, অন্যগুণের গ্রহণ হয় না, সেইরূপ চৈতন্য ও আনন্দের মধ্যে সকলবস্তুতে চৈতন্যেরই ভান হয়, আনন্দের ভান হয় না।৭২। চিত্তের সাত্ত্বিকী বৃত্তিতে (উহা স্বচ্ছ ও নির্মলস্বভাব বলিয়া) চৈতন্য ও সুখের ঐক্য প্রতীত হয়; কিন্তু রাজসী বৃত্তির মালিন্যবশতঃ উহাতে চৈতন্যের সুখাংশ তিরোহিত হয়।৭৫। (অর্থাৎ সাত্ত্বিকী বৃত্তিতে আত্মার 'চিৎ' ও 'আনন্দ' উভয়েরই স্ফুরণ হয়; কিন্তু রাজসীবৃত্তিতে কেবল চিদংশই প্রকাশ পায়, আনন্দাংশ প্রকাশিত হয় না)। যেমন অত্যন্ত অম্ল তিন্তিড়ী ফল (তেঁতুল) লবণের সহিত যুক্ত হইলে তাহার অম্লতার অভিভব হইয়া উহা ঈষদম্লরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ রজোবৃত্তির দ্বারা আনন্দাংশ অভিভূত হয়'।৭৬।

বিবেক ও যোগ উভয়েরই ফল এক—

যদি বল—'এইরূপে আত্মার পরমানন্দতা পরম প্রীতির বিষয় ইহা বিচার দ্বারা সিদ্ধ হইলেও যোগদ্বারা চিত্ত বৃত্তির নিরোধ-ব্যতীত

উহাতে কি ফল হইতে পারে' ?৭৭। তবে বলি—'যোগদ্বারা যে ফল সিদ্ধ হয়, বিবেকদ্বারাও উহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞানসিদ্ধির জন্য পূর্বাধ্যায়ে যোগ উক্ত হইয়াছে, বিবেকদ্বারাও কি সেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় না' ?৭৮। যোগ ও বিবেক যে তুল্যরূপে জ্ঞানের হেতু, উহা গীতা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন :—"হে অর্জ্জুন! বিবেকী সাংখ্যগণ যে অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হন, যোগিগণও সেই পদ প্রাপ্ত হন"। (গীতা ৫।৫)। এই প্রকারে গীতায় যোগিগণের ও বিবেকিগণের ফলের একত্ব কথিত হইয়াছে।৭৯। কোন অধিকারীর পক্ষে যোগ অসাধ্য, কাহারও পক্ষে জ্ঞাননিশ্চয় অসাধ্য। এই প্রকার বিচার করিয়া পরমেশ্বর যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গ এই দুইটি মার্গের উপদেশ করিয়াছেন।৮০। যোগ ও বিচার উভয়েরই ফল যখন সমান, তখন যোগের উৎকর্ষতা কোথায়? রাগদ্বেষাদির অভাব যোগী ও বিবেকী উভয়েরই তুল্য। (বিষয়ে রাগদ্বেষাদি যাহারা ছাড়িতে পারে না, তাহারা যোগীও নয়, বিবেকীও নয়)।৮১। আত্মা প্রিয়তম ইহা জানিলে আর বিষয়ে প্রীতি হইতে পারে না। আবার যিনি কাহাকেও প্রতিকূল দেখিতে পান না, তাঁহার কাহার উপর দ্বেষ হইবে ?৮২। দেহাদির প্রতিকূল বস্তুতে যে দ্বেষ তাহা যোগী ও বিবেকী উভয়েরই তুল্য'। যদি বল—'যিনি দ্বেষ করেন, তিনি যোগী নহেন'—'তবে দ্বেষকর্ত্তা বিবেকীও নহেন।৮৩। ব্যবহারকালে দ্বৈতের প্রতীতি যোগী ও বিবেকী উভয়েরই তুল্য'। যদি বল—'সমাধিকালে যোগীর দ্বৈত-প্রতীতি থাকে না'—তবে বলি, 'অদ্বৈততত্ত্ব-বিবেকীর নিকট তত্ত্ববিবেককালে দ্বৈতের প্রতীতি হয় না।৮৪। সেই দ্বৈতদর্শনের অভাবের বিষয় আমরা 'অদ্বৈতানন্দ' নামক পরের অধ্যায়ে বলিব। অতএব এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা প্রতিপাদন করিলাম, তাহা অতিশয় মঙ্গলপ্রদ'।৮৫। যদি বল,—'যিনি সর্বদা নিজানন্দ-দর্শনে মগ্ন থাকিয়া সমস্ত জগদ্দর্শন হইতে নিবৃত্ত থাকেন, তিনিই প্রকৃত যোগী'—তবে বলি—'তুমি উহাতে

সন্তুষ্ট থাকিয়া বর্দ্ধিত হও।৮৬। (ইহা আমাদেরও ইষ্ট)। [এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় প্রকৃত জ্ঞানী বা যোগী বিষয় চিন্তা হইতে বিরত হইয়া আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকেন, ইহা গ্রন্থকারেরও সিদ্ধান্ত। এই গ্রন্থের অনেকস্থানেই গ্রন্থকার উহা দেখাইয়াছেন। সুতরাং পঞ্চদশীর দুই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের বহির্মুখ ব্যবহারের সমর্থন করিতে যাওয়া মূর্খতা ও কপটতা। মোক্ষেই শাস্ত্রের পরম তাৎপর্য্য। জ্ঞান (বিবেক) বা যোগ ত্বং পদার্থের শোধক ও মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় মাত্র। "জ্ঞানং দৃগ্‌দৃশ্যয়োর্জ্ঞানং বিজ্ঞানং দৃশ্যশূন্যতা। একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"॥ অর্থাৎ 'দ্রষ্টা ও দৃশ্য যে পৃথক্ এই প্রকার জ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান বলে। কিন্তু বিজ্ঞান বা অপরোক্ষজ্ঞান হইতেছে দৃশ্যশূন্যতা। এক অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, এখানে নানা বলিয়া কিছুই নাই']। ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য আত্মানন্দের স্বরূপ বিচারিত হইল।৮৭।

——o——

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ

পূর্বে যে যোগানন্দ উক্ত হইয়াছে, তাহাকেই আত্মানন্দ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল—'দ্বৈত-সহিত আত্মানন্দের কিরূপে ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইতে পারে'?১। [সাক্ষি-স্বরূপ আত্মা পুত্রাদি গৌণ আত্মা হইতে ও দেহাদিরূপ মিথ্যা আত্মা হইতে পৃথক্ এবং বিজাতীয় আকাশাদি বস্তু হইতেও ভিন্ন। সেইজন্য আত্মানন্দ সদ্বিতীয়। সদ্বয় আত্মানন্দের অদ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দরূপতা কিরূপে সম্ভব?]। ইহার

উত্তর শ্রবণ কর—তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—"আকাশ হইতে স্বদেহ পর্য্যন্ত জগৎ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে" (২।১।১)। সেই-জন্যই আত্মানন্দের অদ্বৈত ব্রহ্মতা সিদ্ধ হয়।২। ঐ শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে—"আনন্দ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন, আনন্দেই অবস্থিত এবং আনন্দেই উহার লয় হয়" (৩।৬।১)॥ সুতরাং, উক্ত আনন্দ হইতে জগৎ কিরূপে পৃথক্ হইবে?৩। 'কুম্ভকার দ্বারা উৎপন্ন ঘট, কুম্ভকার হইতে পৃথক্; অতএব, আনন্দ হইতে উৎপন্ন জগৎ, আনন্দ হইতে ভিন্ন'—এই প্রকার শঙ্কা করিও না। কেন না, **মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদান কারণ, সেইরূপ আনন্দও জগতের উপাদান কারণ; উহা কুম্ভকারের ন্যায় জগতের নিমিত্তকারণ নয়।৪।** ঘটের স্থিতি ও লয় কখনই কুম্ভকারে দৃষ্ট হয় না—মৃত্তিকাতেই ঘটের স্থিতি ও লয় দৃষ্ট হয়। সুতরাং—"ভূতগণ আনন্দ হইতে জাত হয়, আনন্দদ্বারা জীবিত থাকে এবং আনন্দেই লয় হয়" এই শ্রুতিবচন হইতে আনন্দকে জগতের উপাদান কারণরূপে বুঝা যায়'।৫।

উপাদান ত্রিবিধঃ—(১) বিবর্ত্তী (২) পরিণামী এবং (৩) আরম্ভক—উপাদান ত্রিবিধ হইয়া থাকে—বিবর্ত্তী উপাদান, পরিণামী উপাদান ও আরম্ভক উপাদান। উহাদের মধ্যে নিরবয়ব পরব্রহ্মের পরিণামী বা আরম্ভক উপাদান হওয়া সম্ভব নয়।৬। আরম্ভবাদী ন্যায়-বৈশেষিকের মতে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর আরম্ভ বা উৎপত্তি হয়। তন্তু বা সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া তন্তু হইতে বস্ত্র ভিন্ন।৭। [আরম্ভবাদীর মতে কার্য্য কারণে থাকে না। সূত্রের মধ্যে বস্ত্র থাকে না, উহার উৎপত্তি বা আরম্ভ দেখা যায়। তন্তু হইতে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয়, উহা তন্তু হইতে ভিন্ন]। একবস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণামিতা। যেমন দুগ্ধের দধিভাব প্রাপ্তি—দধি দুগ্ধের পরিণাম। মৃত্তিকার ঘট-

রূপতাপ্রাপ্তি এবং সুবর্ণের কুণ্ডলরূপতা প্রাপ্তিও পরিণামিতার দৃষ্টান্ত।৮। [পরিণামবাদে বলা হয়, কারণের মধ্যে কার্য্য অব্যক্তভাবে থাকে, উহাই চেষ্টাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। কারণে যাহা নাই, তাহার উৎপত্তি সম্ভব নয়। তিলে তৈল থাকে বলিয়াই তিলকে পেষণ করিয়া তৈল পাওয়া যায়, বালু পেষণ করিয়া তৈল পাওয়া যায় না। নৈয়ায়িকগণ বলেন, যাহা আছে তাহার আবার উৎপত্তি কি? যাহা ছিল না, তাহারই উৎপত্তি স্বীকার করা যায়]। কিন্তু, ভ্রান্তিবশতঃ এক বস্তুর অন্যরূপে যে প্রতীতি, উহাই বিবর্ত্ত—যেমন রজ্জুতে ভ্রান্তিবশতঃ সর্পের প্রতীতি। (এখানে সর্প রজ্জুর বিবর্ত্ত)। নিরংশ বস্তুতেও এই বিবর্ত্ত হইতে পারে—যেমন নিরবয়ব (নিরংশ) আকাশে তলমালিন্যের কল্পনা করা হয়। (অর্থাৎ আকাশ অধোমুখ কটাহের ন্যায় এবং নীলবর্ণ এইরূপ ভ্রান্তি হয়)। অতএব নিরংশ আনন্দে জগৎ বিবর্ত্ত, ইহা মানিতে হইবে। ঐন্দ্র-জালিকের শক্তির ন্যায় মায়াশক্তি সেই কল্পনার হেতু।৯, ১০। শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ শক্তি নাই। আর শক্তি ও শক্তিমান্‌কে অভিন্নও বলা যায় না, কেননা সেই শক্তির প্রতিবন্ধ বা বাধা দৃষ্ট হয়। শক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, শক্তির কার্য্য দেখিয়া শক্তির অনুমান করা হয়।১১, ১২। [অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন কিছুই বলা যায় না। অগ্নিকে বাদ দিয়া উহার দাহিকা শক্তিকে দেখান যায় না; সুতরাং বলিতে হয়, দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে অভিন্ন। আবার মণি-মন্ত্রাদির প্রয়োগে অগ্নি থাকিলেও অগ্নির দাহিকাশক্তির বাধাও ঘটিতে দেখা যায়; সুতরাং দাহিকাশক্তিকে অগ্নি হইতে ভিন্নও বলিতে হয়। সুতরাং অগ্নির সহিত অগ্নির দাহিকাশক্তির সম্বন্ধ ভিন্ন কি অভিন্ন, কিছুই নির্বাচন করিতে না পারায় ঐ সম্বন্ধ **অনির্ব্বচনীয়**। ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধও এইরূপ]। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখা যায়, মুনিগণ বিচার দ্বারা জগৎ-কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, "ধ্যানকরতঃ সত্ত্বাদি

তিনগুণ দ্বারা আবৃত পরব্রহ্মের মায়াশক্তিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।" (১।৩) ॥১৩।

পরব্রহ্মের মায়াশক্তি—পরব্রহ্মের সেই পরাশক্তি বিবিধা—উহা "ক্রিয়া, জ্ঞান ও বলাত্মিকা" (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮) ॥১৩। বশিষ্ঠও শ্রীরামচন্দ্রকে ঐরূপ বলিয়াছেন—"পরব্রহ্ম নিত্য পূর্ণ, অদ্বয় এবং সর্বশক্তিমান্। যে শক্তিদ্বারা তিনি যেমন উল্লাস প্রাপ্ত হন, সেইরূপেই তিনি প্রকাশ পান।১৪। হে রাম! ব্রহ্মের চিৎশক্তি শরীরে উপলব্ধ হয়। বায়ুতে তাঁহার স্পন্দশক্তি, প্রস্তরে কাঠিন্যশক্তি, জলে দ্রবশক্তি এবং অগ্নিতে দাহশক্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে। আবার আকাশে ব্রহ্মের শূন্যশক্তির এবং বিনাশী বস্তুতে নাশশক্তির উপলব্ধি হয়।১৫, ১৬। যেমন অণ্ডের অভ্যন্তরে মহাসর্প থাকে, সেইরূপ পরমাত্মার (সগুণব্রহ্মের) অভ্যন্তরে প্রলয়কালে বীজরূপে জগৎ থাকে। যেমন ফল, পুষ্প, শাখা, পত্রাদি-সমন্বিত বৃক্ষ বীজের মধ্যে অবস্থান করে, এইরূপ বিচিত্র এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মেই বিদ্যমান থাকে।১৭। যেমন ভূতল হইতে দেশ ও কালের বিচিত্রতা হেতু কোনকালে কোন স্থানে ধান্যাদির উৎপত্তি হয়, এইরূপ ব্রহ্ম হইতে কোন কোন স্থানে কোন কোন শক্তির উৎপত্তি হয়"।১৮। "হে রাম! সর্বগত সর্বদা প্রকাশ-স্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন সেই আত্মা যখন মায়াপ্রভাবে ঈষৎ মননী-শক্তির ধারণ করেন, তখন তাঁহার সেই মননীশক্তিকে মন বলে"।১৯। (যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ)। "হে সুবুদ্ধি রাম! প্রথমে মন উৎপন্ন হয়, পরে বন্ধমোক্ষের কল্পনা হয়, উহার পর ভুবন নামক প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়। এই প্রকারে এই জগৎস্থিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।" (যোঃ বাঃ রা—১০০।৪৩)।২০।

জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন ও মায়াশক্তির অনির্বচনীয়তা—"যেমন ধাত্রী-কথিত আখ্যায়িকা বালকের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল,

এই জগতের প্রতিষ্ঠাও তদ্রূপ।২০। হে রাম! বালকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য ধাত্রী এই প্রকার আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছিলঃ— 'কোনও স্থানে তিনজন সুন্দর রাজপুত্র আছে।২১। তাহাদের মধ্যে দুইটির এখনও জন্ম হয় নাই এবং একজন এখনও গর্ভে উপস্থিত হয় নাই। সেই তিনজন রাজপুত্র ধার্মিক এবং উহারা অত্যন্ত অসৎ-নগরে বাস করে।২২। বিমলমতি সেই রাজপুত্রগণ নিজেদের শূন্য নগর হইতে নির্গত হইয়া যাইতে যাইতে গগনে ফলশালী বৃক্ষসকল দেখিতে পাইল।২৩। হে বৎস! সেই তিনজন রাজপুত্র মৃগয়াজীবি হইয়া আজও ভবিষ্যন্নগরে সুখে বাস করিতেছে'।২৪। হে রাম! ধাত্রী এই প্রকারে বালককে সুন্দর আখ্যায়িকা বলিয়াছিল এবং ঐ বালকও নির্বিচারচিত্তে উহাকে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিল।২৫। হে রাম! এইপ্রকারে এই সংসার-রচনা বিচারহীন মানবগণের নিকট ধাত্রীবর্ণিত আখ্যায়িকার ন্যায় দৃঢ়স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে"।২৬। এই প্রকার নানা উপাখ্যান দ্বারা বশিষ্ঠদেব মায়াশক্তির বিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। (এই প্রকার শাস্ত্রে যে সৃষ্টি বর্ণনা আছে, উহা ধাত্রীকথিত আখ্যায়িকার ন্যায় মিথ্যা)।২৭। এই মায়াশক্তি, উহার আশ্রয় এবং উহার কার্য্য হইতে বিলক্ষণ। কার্যরূপ স্ফোট (ফোস্কা) এবং আশ্রয়রূপ অঙ্গার এই দুইটিকে দেখা যায়, উহা হইতে অনুমান করিয়া অগ্নির দাহিকা শক্তিকে জানা যায়—শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।২৮। স্থূল বর্ত্তুলোদর ঘট মৃত্তিকার কার্য্য এবং শব্দাদি পঞ্চগুণযুক্ত মৃত্তিকা আশ্রয়। কিন্তু, এতদুভয়ের শক্তি তদ্রূপ নয়। মৃত্তিকার শক্তিতে স্থূল, বর্ত্তুলাদি ভাব নাই এবং শব্দাদি গুণও নাই; সেই শক্তির যাহা স্বভাব, তাহাই আছে। সেই জন্য এই শক্তি অচিন্ত্য; উহার নির্বচন করা যায় না।২৯, ৩০। ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্বে শক্তি মৃত্তিকাতে লুক্কায়িত থাকে, পরে উহা কুম্ভকারাদির সাহায্যে ঘটাদিরূপ বিকার প্রাপ্ত

হয়।৩১। বিচারহীন লোকেরা স্থূল, বর্ত্তুলাদি বিকারকে, স্পর্শাদিরূপ গুণ সকলকে এবং মৃত্তিকাকে এক করিয়া ঘট বলে।৩২। কুম্ভকারের চেষ্টার পূর্বে মৃত্তিকার যে সকল অংশ থাকে, তাহা ঘট নয়। পরে কুম্ভকারের চেষ্টা দ্বারা ঐ মৃত্তিকা স্থূল বর্ত্তুলাদি বিশিষ্ট হইলে উহা ঘট বলিয়া ব্যবহৃত হয়।৩৩। সেই ঘট মাটি হইতে ভিন্ন নয়, কারণ মাটি বাদ দিয়া ঘট দেখান যায় না। আবার মাটির সহিত উহা অভিন্নও নয়; কারণ, মাটির পিণ্ডদশায় ঘট দেখা যায় নাই।৩৪। (আরও মাটির দ্বারা জল আনা যায় না, ঘটে জল আনা যায়)। অতএব শক্তির ন্যায় শক্তিজাত বস্তুও অনির্বচনীয়। বস্তু সকলের অব্যক্ত অবস্থা শক্তি নামে অভিহিত হয় এবং শক্তির ব্যক্তাবস্থা ঘটাদি বস্তু নামে অভিহিত হয়।৩৫। ঐন্দ্রজালিকের মায়া পূর্বে প্রকাশ পায় না, পরে উহা গন্ধর্বসেনাদিরূপে অভিব্যক্তি লাভ করে।৩৬। এই প্রকার মায়াময়ত্বহেতু ঘটাদি বিকারের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় এবং বিকারের আধার মৃত্তিকার সত্যত্ব প্রতিপন্ন হয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"বিকার বাঙ্‌নিষ্পাদ্য নাম মাত্র (উহার সত্যতা নাই) মৃত্তিকাই সত্য" (ছান্দোগ্য উঃ—৬।১।৪)।৩৭, ৩৮। বস্তুর ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ এবং উহার আধার, এই তিনটির মধ্যে প্রথম দুইটি কালভেদে ক্রমপর্য্যায় মাত্র—তৃতীয় আধারটি ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই উভয় অবস্থায় অনুগত থাকে।৩৯। এক্ষণে তিনটি হেতুদ্বারা কার্য্যরূপ বিকারের মিথ্যাত্ব দেখাইতেছেন :—(১) ব্যক্ত ঘটাদিরূপ কার্য্য অসৎ হইয়াও ভাসমান হয়। (যাহা অসৎ হইয়াও ভাসমান হয়, উহাকেই মিথ্যা বলে)। (২) উহাদের উৎপত্তি ও নাশ হয় (সত্য বস্তুর উৎপত্তি নাশ হয় না)। (৩) উৎপত্তির পর লোকে বাক্যদ্বারা ঐ বস্তু সকলের নাম নিষ্পন্ন করে।৪০। ব্যক্ত ঘটাদি কার্য্যের নাশ হইলে উহাদের নাম লোকমুখে থাকিয়া যায়। ব্যক্ত পদার্থ নামদ্বারাই

নিরূপিত হয় বলিয়া উহাকে নামাত্মক বলা হয়।৪১। ব্যক্ত ঘটাদির যে রূপ, উহা নিস্তত্ত্ব, বিনাশী ও বাক্যদ্বারা নিষ্পাদ্য বলিয়া মাটির ন্যায় উহা সত্য নহে।৪২। ঘটাদি বস্তুর অভিব্যক্তির পূর্বে ও পরে ঘটাদির অব্যক্ত ও ব্যক্তাবস্থায় মৃত্তিকা একরূপে থাকে বলিয়া মৃত্তিকার বাস্তবসত্তা ও অবিনাশিত্ব হেতু শ্রুতিতে মৃত্তিকাকে (ব্যাবহারিক) সত্য বলা হইয়াছে।৪৩। যদি শঙ্কা কর—'ব্যক্ত, ঘট এবং বিকার, এই তিন নাম দ্বারা কথিত যে ঘট বস্তু, উহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকাজ্ঞানে উহার নিবৃত্তি হয় না কেন'?৪৪। তদুত্তরে বলি—'তাহা নিবৃত্তই হইয়াছে, যেহেতু ঘটের সত্যত্ব-বুদ্ধি অপগত হইয়াছে। জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি এই প্রকার। জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তিতে ঘটাদির অপ্রতীতি হয় না।*৪৫।

* জ্ঞানদ্বারা জাগতিক বস্তু সকলের উপর সত্যত্ববুদ্ধির বাধ হয়, অর্থাৎ স্বপ্ন হইতে জাগ্রত পুরুষের যেমন স্বপ্নকালীন বস্তুসকলের স্মৃতি হইলেও ঐ সকলে কদাচ সত্যবুদ্ধি হয় না, এইরূপ অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ পুরুষের অজ্ঞানকালীন বস্তু সকলের স্মৃতি হইলেও ঐ বস্তুসকলে কদাচ সত্যবুদ্ধি হয় না। জ্ঞানী জীবের বুদ্ধিতে জগতের মিথ্যাত্ব ও ব্রহ্মের সত্যত্ব এবং 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ প্রত্যয়ধারা স্বভাবতঃ চলিতে থাকে, উহাকে বাধিতানুবৃত্তি বলে। জীবন্মুক্ত পুরুষের ঐ প্রকার বাধিতানুবৃত্তি থাকে—ইহাকেই অবিদ্যালেশ বা বিক্ষেপ বলে। আচার্য্য শঙ্কর বিবেক-চূড়ামণিতে জ্ঞানীর পরেচ্ছা-প্রারব্ধের কথা বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন—'সমাহিত জ্ঞানীর কোন প্রারব্ধই থাকে না—তিনি নির্গুণ ব্রহ্মই'। মহর্ষি রমণ বলিয়াছেন—তিনজন স্ত্রীলোকের যদি একজন স্বামী থাকে, তবে ঐ স্বামীর মৃত্যুতে উহার তিন স্ত্রীই বিধবা হয়, এইরূপ অহংরূপ স্বামীর মৃত্যুতে ত্রিবিধ প্রারব্ধেরই নাশ হয়। যেমন কোন ঘুমন্ত বালককে তাহার মাতা ঈষৎ জাগাইয়া দুগ্ধ পান করাইলে বালক পূর্বাভ্যাসের সংস্কার-

জলে প্রতিবিম্বিত পুরুষ অধোমুখ বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ সে পুরুষ নাই। কাহারও কখনও ঐ অধোমুখ পুরুষে তীরস্থ পুরুষের ন্যায় সত্য আস্থা হয় না।।৪৬।। অদ্বৈতবাদিগণের মত এই যে—এই প্রকার জগতের মিথ্যাত্ববোধেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।।৪৭।।

বশতঃ দুগ্ধ পান করে এবং লোকেও দেখে বালক দুগ্ধ পান করিল, কিন্তু বালকের সে দিকে খেয়াল থাকে না, এইরূপ ঈশ্বর-নিয়তিবশে পূর্ব-দৃঢ় অভ্যাসের সংস্কারপ্রেরিত হইয়া সমাহিত জ্ঞানী যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত কর্মে স্পন্দিত হইয়াও তাঁহার সে দিকে দৃষ্টি বা খেয়াল থাকে না—তিনি কর্মে অকর্মদর্শী। প্রকৃত জ্ঞানীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা থাকে না। ঈশ্বর-নিয়তিবশে পরেচ্ছার দ্বারা তাঁহার জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। কিন্তু, এখন সংন্যাসী ও গৃহীগণের মধ্যে এই প্রকার উচ্চকোটীর মহাত্মা অতি বিরল। ইঁহারা লোক সংগ্রহে প্রবৃত্ত না হইলেও ইঁহাদের দর্শনে পুণ্য ও চিত্ত শুদ্ধ হয়। ইঁহাদের অবস্থিতির প্রকারই বেদান্তের মৌনব্যাখ্যা এবং সমাজের মহা কল্যাণকর হয়।

আচার্য্য মধুসূদন বলিয়াছেন—জগৎ মিথ্যাভাবে প্রতীত হওয়াও পরোক্ষ-জ্ঞান। তাঁহার মতে অধিষ্ঠান-তত্ত্বের প্রকৃত অপরোক্ষ হইলে জগতের ভানও হইবে না। মধুসূদন 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"এবং অখণ্ডব্রহ্মসাক্ষাৎকারাৎ পূর্বং পরোক্ষবোধেন প্রপঞ্চস্য ব্যাবহারিকত্বাপহারেঽপি প্রতীতিঃ অনুবর্ত্ততে এব, অধিষ্ঠানাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু ন অনুবর্ত্তিষ্যতে" (৪৬)—অর্থাৎ, 'এই প্রকারে অখণ্ড ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্বে পরোক্ষজ্ঞান দ্বারা প্রপঞ্চের ব্যাবহারিকত্বের নিবৃত্তি হইলেও উহার প্রতীতি চলিতে থাকিবে কিন্তু, অখণ্ডব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা অধিষ্ঠান-বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে প্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি হইবে, উহার প্রতীতি হইবে না।' মহর্ষি রমণেরও উহাই মত। মহর্ষি রমণের আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'মহাযোগ' নামক পুস্তকে বলা হইয়াছে—"Mere

মৃত্তিকা নিজের মৃত্তিকারূপ ত্যাগ না করিয়াই ঘটাদিরূপে প্রতীত হয়; সুতরাং (সূক্ষ্মদৃষ্টিতে) ঘট মৃত্তিকার বিবর্ত্ত, ইহা সিদ্ধ হয়। (পরিণাম-বাদিগণ ঘটাদি বস্তুকে মৃত্তিকার পরিণাম বলেন)। দুগ্ধ যেমন নিজরূপ ত্যাগ করিয়া দধিরূপ ধারণ করে, এইরূপ পরিণাম-স্থলে বস্তুর পূর্ব্বরূপ ত্যাগ হয় বুঝিতে হইবে। কিন্তু, ঘট ও কুণ্ডল-স্থলে উহাদের পূর্ব্বরূপ মাটি ও স্বর্ণের নিবৃত্তি হয় না। (সুতরাং ঘটকুণ্ডলাদি মৃত্তিকা ও স্বর্ণের বিবর্ত্ত)।৪৮। আরম্ভবাদিগণের মতেও দোষ আছে। আরম্ভবাদিগণের মতে ঘটাদিকার্য্যে মৃত্তিকার দ্বিগুণতা প্রাপ্তি আসিয়া পড়ে। কারণ, তাঁহাদের মতে কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন বস্তু এবং কার্য্য ও কারণের রূপ, স্পর্শাদি গুণও পৃথক্।৫১। [যদি ঘটাদি কার্য্য এবং মৃত্তিকারূপ কারণ ভিন্ন বস্তু হয়, তবে, মৃত্তিকার গুরুত্ব + ঘটের গুরুত্ব = ঘটের উপাদান মৃত্তিকার গুরুত্বের দ্বিগুণ হওয়া

---

theoritical knowledge does not dissolve the world appearance but only the actual experience of the Self." সকল বেদান্তের যে ইহাই চরম তাৎপর্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মত মানিলে অপরোক্ষজ্ঞানের পর জীবন্মুক্তি বা অবিদ্যালেশও স্বীকার করা যাইবে না। এই প্রকার অপরোক্ষ-জ্ঞান ও বিদেহ-মুক্তি একই কথা।. আচার্য্য সর্বজ্ঞাত্ম-মুনিও অবিদ্যালেশ বা জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে শাস্ত্রে যে জীবন্মুক্তির কথা দেখা যায়, উহা অর্থবাদমাত্র, উহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই। আচার্য্য গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য-কারিকাতে জীবন্মুক্তি, প্রারব্ধ ইত্যাদির কোন উল্লেখ না করিয়া বলিয়াছেন—"মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে" (অদ্বৈত-প্রকরণ, ৩১ শ্লোঃ) অর্থাৎ, 'মনের অমনীভাব হইলে দ্বৈত উপলব্ধ হয় না।' সুতরাং কোন কোন বেদান্তীর মতে এই প্রকার অন্তিম-সাক্ষাৎকারই প্রকৃত অপরোক্ষজ্ঞান।

উচিত (কারণ ঘটে ঘট, ও মৃত্তিকা উভয়ই দৃষ্ট হয়)—কিন্তু, তাহা হয় না]। ছান্দোগ্য উপনিষদে আরুণি মৃত্তিকা, স্বর্ণ, লৌহ এই তিনটির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অতএব উহা হইতে সর্ববস্তুতে কার্য্যের মিথ্যাত্ব সংস্কার বুদ্ধিতে দৃঢ় করিবে।৫২।

কারণজ্ঞানে কার্য্য বিজ্ঞানের অর্থ—
আরুণি আরও বলিয়াছেন, 'কারণ জ্ঞানেই কার্য্যবিজ্ঞান হয়'।৫২। 'মৃত্তিকা, সুবর্ণাদি কারণের সত্যত্ব জ্ঞানে তদ্বিলক্ষণ ঘট, অলঙ্কারাদিরূপ কার্য্যের মিথ্যাত্বজ্ঞান কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে?'৫৩। ইহার উত্তরে বলি—'কার্য্যের সত্য ও মিথ্যা এই অংশদ্বয় থাকাহেতু কারণজ্ঞান হইলে কার্য্যগত সত্যাংশের জ্ঞান হয়। মাটির সহিত ঘটাদি বিকারকে কার্য্য বলা হয়। ইহার মধ্যে মৃত্তিকা অংশ সত্য; কারণ-বোধদ্বারা এই সত্যাংশেরই (মৃত্তিকারই) জ্ঞান হয়। কার্য্যের যাহা মিথ্যা অংশ (নাম ও রূপ) উহা জানিবার যোগ্য নয়; সুতরাং উহাতে পুরুষার্থ (প্রয়োজন বা লাভ) নাই। তত্ত্বজ্ঞানেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।৫৩,৫৪। 'কারণ-বিজ্ঞানে কার্য্য-বিজ্ঞান হয়'—ইহা বলিলে 'মৃত্তিকার জ্ঞানে মৃত্তিকার জ্ঞান হয়'—ইহাই বলা হইল। ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?৫৫। সত্য বটে, 'কার্য্যের মধ্যে কারণাংশই সত্য'—ইহা যিনি জানেন, তাঁহার বিস্ময় হয় না বটে, কিন্তু অজ্ঞব্যক্তির বিস্ময় কে নিবারণ করিবে?৫৬। আরম্ভবাদী, পরিণামবাদী এবং সাধারণ লোকে, 'এক কারণজ্ঞানে সকল কার্য্য-জ্ঞান হয়'—ইহা শুনিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হন।৫৭। অদ্বৈততত্ত্বে অভিমুখী করিবার জন্যই শ্রুতিতে 'একের জ্ঞানে সকলের জ্ঞান হয়' ইহা বলা হইয়াছে; কার্য্য সকলের নানাত্ব বুঝাইবার জন্য উহা বলা হয় নাই।৫৮। [অর্থাৎ শ্রুতির ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য ইহা নয় যে, ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সব পদার্থের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান হইবে। বিশেষ জ্ঞান অজ্ঞান-প্রসূত। জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে সমস্ত

বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে এক সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মেরই স্ফুরণ দেখা যাইবে]।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং জগৎ নামরূপাত্মক। নৃসিংহ-তাপনীয়ে বলা হইয়াছে,—সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের লক্ষণ।৬০। ছান্দোগ্যে আরুণি ব্রহ্মকে 'সৎস্বরূপ' বলিয়াছেন (৬।২।১)। বহু ঋক্‌বাক্যে ব্রহ্মকে 'প্রজ্ঞানরূপ' বলা হইয়াছে (ঐতরেয় উঃ, ৫।৩)। ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার ব্রহ্মকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়াছেন (৭।২৩।১), এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদেও উহাই বলা হইয়াছে।৬১। পরমেশ্বর সকল রূপের চিন্তা করিয়া উহাদের নামকরণ করিয়া অবস্থিত আছেন। শ্রুতিতে আছে—"তিনি সঙ্কল্প করিলেন আমি নামরূপ প্রকটিত করিব" (বৃহদারণ্যক ১।৪।৭)।৬২। সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অব্যাকৃত (নামরূপ শূন্য ও অপ্রকট) ছিল, সৃষ্টির পর ইহা নাম ও রূপ দ্বারা দুইপ্রকারে প্রকটিত হইয়াছে। ব্রহ্মে যে অচিন্ত্য মায়াশক্তি আছে, উহারই নাম 'অব্যাকৃত'।৬৩। অবিক্রিয় ব্রহ্মে স্থিত সেই মায়া নানাপ্রকারে বিকার প্রাপ্ত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে—"মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।" (৪।১০)।৬৪।

প্রত্যেক বস্তুতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি রূপ সত্য; নাম ও রূপ মিথ্যা—মায়োপহিত ব্রহ্মের প্রথম কার্য্য আকাশ। সেই আকাশ অস্তি (অর্থাৎ আছে), ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে) এবং প্রিয়। অবকাশ আকাশের নিজ রূপ,—উহা মিথ্যা (ইহা ভূতবিবেকে দেখান হইয়াছে)। কিন্তু প্রথম তিনটি রূপ, (সৎ, চিৎ ও আনন্দ অথবা অস্তি, ভাতি ও প্রিয়) মিথ্যা নহে।৬৫। আকাশের নিজরূপ যে অবকাশ উহা সৃষ্টির পূর্বে থাকে না, পরেও আকাশের বিনাশ

হইলে উহা থাকিবে না। 'আদি ও অন্তে যাহা নাই, তাহা বর্ত্তমানকালে দেখা গেলেও তত্ত্বতঃ নাই' (মাণ্ডুক্যকারিকা) ৬৬। গীতাতেও ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—'ভূত সকল আদিতে অব্যক্ত ছিল, মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, আবার নিধনকালে অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।' (২।২৮)।৬৭ [রজ্জুতে ভ্রান্তিবশতঃ যে সর্প দৃষ্ট হয়, উহা আদিতে থাকে না, রজ্জুজ্ঞান হইলে পরেও থাকে না, মাঝখানে যে সর্প দেখা যায়, উহা বাস্তবে নাই। এইরূপ জাগতিক বস্তুসকল আদি ও অন্তে থাকে না, কেবল মাঝখানে (ভ্রান্তিবশতঃ) দেখা যায়। সেইজন্য উহারা তত্ত্বতঃ নাই বা মিথ্যা] ঘটে যেমন মৃত্তিকা অনুস্যূত থাকে, এইরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ আকাশে অন্বিত থাকে] আকাশ-শূন্য নিজের আত্মাতে সেই সৎ, চিৎ ও আনন্দের অনুভূতি হয়।৬৮। আকাশের নিজরূপ অবকাশকে বিস্মৃত হইলে কি থাকে বল? যদি বল—'শূন্যই থাকে', তবে বলি, 'তাহাই হউক। শব্দতঃ উহা শূন্য হইলেও অর্থতঃ উহা অবকাশাভাবরূপ বিশেষণের বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান কোন বস্তু।৬৯। (সেই শূন্য আছে ও প্রকাশ পাইতেছে, এইরূপেই শূন্যের প্রতীতি হয়)। ইহা এইরূপ বলিয়া শূন্যেরও অধিষ্ঠানস্বরূপ সত্তা স্বীকার্য্য। উদাসীনতাহেতু উহা সুখ-স্বরূপও বটে। যে সুখ আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য-বর্জিত, উহা নিজ সুখ।৭০। কোন বস্তু অনুকূল হইলে হর্ষবুদ্ধি এবং প্রতিকূল হইলে দুঃখবুদ্ধি উৎপাদন করে। ঐ আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্যবুদ্ধির অভাব হইলে যাহা থাকে—উহাই নিজানন্দ। নিজস্বরূপে কোনও দুঃখ নাই।৭১। স্থির নিজানন্দ বর্ত্তমান থাকিলেও যে ক্ষণকালমধ্যে হর্ষশোকরূপ বিপরীত ভাব দেখা যায়, উহা মনের ক্ষণিকত্বহেতুই হইয়া থাকে—অতএব হর্ষশোক মনেরই অবস্থা।৭২। আকাশে যেমন সৎ, চিৎ ও আনন্দের সিদ্ধি করা হইল, বায়ু হইতে দেহ পর্য্যন্ত এইরূপে সমস্ত বস্তুর বিচার করিয়া ঐ বস্তুসকলে সৎ,

চিৎ ও আনন্দের সিদ্ধি কর।৭৩।

বহু প্রকার ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের মধ্যে একই সচ্চিদানন্দ রহিয়াছেন, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই।৭৬। তন্মধ্যে নাম ও রূপ নিস্তত্ত্ব (মিথ্যা); কারণ; উহাদের জন্মনাশ আছে। নাম ও রূপ সকলকে সমুদ্রের বুদ্বুদাদির ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া অবধারণ কর।৭৭। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এই পূর্ণ ব্রহ্মের দর্শন লাভ হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তির স্বতঃই ধীরে ধীরে নামরূপের প্রতি অবজ্ঞা আসিয়া থাকে।৭৮। আবার যেমন যেমন নামরূপের প্রতি অবজ্ঞা হয়, সেই সেইমত ব্রহ্মদর্শনের স্ফুটতা হয়। যেমন যেমন ব্রহ্মানুভূতি বাধাশূন্য হয়, তেমনি তেমনি নামরূপেরও পরিত্যাগ হয়।৭৯। **দ্বৈতাবজ্ঞা ও ব্রহ্মদর্শনের অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান স্থিরতা লাভ করিলে পুরুষ জীবদ্দশাতেই মুক্ত হন;** তাঁহার শরীর যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, উহাতে তাঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।৮০। (এইপ্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ দৃঢ়জ্ঞানীকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত বলে)। সুতরাং সেই ব্রহ্মবিষয়েরই চিন্তা করিবে, সেই বিষয়েরই কথা বলিবে, পরস্পর বিচার করিয়া পরস্পরকে প্রবোধিত করিবে—এই বিষয়ে একপরতাকে পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাভ্যাস বলেন।৮১। অনেক জন্মের দীর্ঘকালের বাসনা নিরন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া সাদরে ব্রহ্মাভ্যাস করিলে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়।৮২।

মায়া অঘটনঘটন-পটিয়সী—মৃত্তিকার শক্তির ন্যায় ব্রহ্মশক্তি মায়া অনেক অনৃত বস্তুর সৃজন করে। জীবগত নিদ্রা ও স্বপ্ন ইহার দৃষ্টান্ত।৮৩। যেমন জীবের নিদ্রাশক্তি দুর্ঘট ও অদ্ভুত স্বপ্ন সৃষ্টি করে, এইরূপ ব্রহ্মস্থিত এই মায়া অদ্ভুত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াদি কার্য্য করিয়া থাকেন।৮৪। স্বপ্নে আকাশগমন অনুভূত হয়, নিজের মস্তকচ্ছেদন এবং মৃত পুত্রাদিকে দর্শন করা যায় এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে কয়েকটি সংবৎসরও যেন অতিবাহিত হয়।৮৫। ইহা যুক্ত, ইহা যুক্ত নয়,'—এইরূপ ব্যবস্থা স্বপ্নে

দুর্লভ। স্বপ্নে যে যে বস্তু যে যে প্রকারে দৃষ্ট হয়, সেই সেই বস্তু সেই সেই প্রকারেই সত্য বলিয়া গৃহীত হয়।৮৬। যখন নিজের নিদ্রা-শক্তিরই এই প্রকার মহিমা দেখা যায়, তখন পরব্রহ্মের মায়াশক্তির যে অচিন্ত্য মহিমা থাকিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?৮৭। শয়ান পুরুষে নিদ্রা যেমন বহুবিধ স্বপ্নের সৃষ্টি করে, এই প্রকার নির্বিকার ব্রহ্মে মায়া নানা প্রকারের বিকার কল্পনা করেন।৮৮। আকাশ, বায়ু, অগ্নি জল, পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড, চতুর্দ্দশ লোক, প্রাণিগণ এবং শিলা প্রভৃতি সবই মায়ার বিকার। তন্মধ্যে প্রাণিগণের বুদ্ধিতে চৈতন্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়।৮৯। চেতন ও অচেতন সকল বস্তুতেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম সমান; ঐ সকল বস্তুর নামরূপের পৃথক্ পৃথক্ ভেদ আছে।৯০। পটে কল্পিত চিত্রসকলের ন্যায় ব্রহ্মে এই জাগতিক নামরূপ কল্পিত-ভাবে অবস্থিত। **নাম ও রূপকে উপেক্ষা করিলে বুদ্ধি সচ্চি-দানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মে স্থিত হয়।**৯১। জলস্থিত অধোমুখ নিজের দেহকে দেখিয়াও লোকে যেমন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তীরস্থ দেহকেই সত্য বলিয়া মানে, এইরূপ মুমুক্ষু নামরূপকে উপেক্ষা করিয়া ব্রহ্ম-নিষ্ঠায় রত থাকেন।৯২। যেমন সহস্র সহস্র মনোরাজ্য থাকিলেও লোকে উহাদিগকে উপেক্ষা করে, এইরূপ নামরূপকে উপেক্ষা করিতে হয়।৯৩। মনোরাজ্য ক্ষণে ক্ষণে অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয়। যে সকল মনোরাজ্য চলিয়া যায়, উহারা ফিরিয়া আসে না—বাহ্য ব্যবহারেও ঐ প্রকার বুঝিবে।৯৪। যৌবনে বাল্যাবস্থাকে পাওয়া যায় না, বৃদ্ধাবস্থায় সেই যৌবনকে পাওয়া যায় না, মৃত পিতা আর ফিরিয়া আসে না, গত দিনও আর ফিরে না।৯৫। ক্ষণধ্বংসী লৌকিক ব্যবহারের, মনোরাজ্য হইতে কি পার্থক্য আছে? অতএব এই জগৎ ভাসমান হইলেও উহাতে সত্যবুদ্ধি ত্যাগ কর।৯৬। লৌকিক ব্যবহারকে উপেক্ষা করিলে বুদ্ধি নির্বিঘ্নে ব্রহ্মচিন্তা করিতে পারে। তখন সেই জ্ঞানীপুরুষ নটের ন্যায়

কৃত্রিম আত্মার সহিত লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন করেন।৯৭। উপরে জলস্রোত প্রবাহিত হইলেও নিম্নস্থিত বিশাল শিলা যেমন স্থিরভাবে অবস্থান করে, এইরূপ নামরূপ অন্যথাভাব প্রাপ্ত হইলেও কূটস্থ ব্রহ্মের অন্যথাভাব হয় না।৯৮। যেমন বস্তু সকলকে গর্ভে লইয়া বৃহৎ আকাশ ছিদ্ররহিত দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ সচ্চিদ্‌ঘন ব্রহ্মে নানা জগৎকে গর্ভে লইয়া এই আকাশ প্রতিভাত হইতেছে।৯৯। যেমন দর্পণকে না দেখিয়া উহার অন্তঃস্থ প্রতিবিম্বকে দেখা যায় না, এইরূপ সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মকে অগ্রে গ্রহণ না করিয়া কিরূপে নামরূপের গ্রহণ হইবে?১০০। সকল বস্তুর দর্শনকালে প্রথমেই যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ভাসমান হন, উহাতেই বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া তাহার পর বুদ্ধিতে আর নামরূপের ধারণা করিও না।১০১। এই প্রকারে দেখান হইল জগৎশূন্য ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। এই অদ্বৈতানন্দে জনগণ চিরকাল বিশ্রাম করুক্।১০২। ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের তৃতীয়াধ্যায় বর্ণিত হইল। জগতের মিথ্যাত্ব চিন্তা দ্বারা অদ্বৈতানন্দ উপলব্ধ হইয়া থাকে।১০৩।

——০——

চতুর্দশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ

যোগদ্বারা, আত্মবিচার দ্বারা এবং দ্বৈতের মিথ্যাত্ব-চিন্তনদ্বারা যিনি ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহার যে বিদ্যানন্দের অনুভব হয়, তাহা এই অধ্যায়ে নিরূপিত হইতেছে। বিষয়ানন্দের ন্যায় বিদ্যানন্দও বুদ্ধিবৃত্তিরূপ। এই বিদ্যানন্দের দুঃখাভাব প্রভৃতি চারিটি ভেদ আছে বলিয়া, ইহা চতুর্বিধ।১, ২।

বিদ্যানন্দের বিলক্ষণতা— [বিদ্যানন্দ যদিও বিষয়ানন্দের ন্যায় সবৃত্তিক, তথাপি ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ হইতে উহার বিলক্ষণতা আছে। জীব নানাশরীরে বহুজন্মে বিষয়ানন্দ প্রাপ্ত হয়। আবার জীব সুষুপ্তিতে এবং তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান কালে যথাক্রমে ব্রহ্মানন্দের ও বাসনানন্দের অনুভব করে। কিন্তু, ঐ সকল আনন্দ নিরাবরণ ও সবৃত্তিক না হওয়ায় জীব জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। ঐ সকল আনন্দে মূল অজ্ঞানের নাশ না হওয়ায় উহারা বাধাযুক্ত। অজ্ঞ ব্যক্তিগণও উহাদের অনুভব করে। কিন্তু বিদ্যানন্দ নিরাবরণ ও পূর্ণ। জ্ঞানী জীবই কেবল শুদ্ধ সাত্ত্বিকী বৃত্তি দ্বারা এই বিদ্যানন্দের অনুভব করিতে পারেন। বিদেহমুক্তিতে বৃত্তি থাকে না; সুতরাং বৃত্তি দ্বারা জীব পূর্ণানন্দ ভোগ করিতে পারে না। বিদেহমুক্তিতে পূর্ণানন্দস্বরূপে জীবের স্থিতি লাভ হয়]

বিদ্যানন্দের চারিটী প্রকার—

(১) দুঃখাভাব (২) সর্বকামাপ্তি (৩) কৃতকৃত্যতা এবং (৪) প্রাপ্য-প্রাপ্তব্যতা (১) দুঃখাভাব—দুঃখ দুই প্রকার :—(২) ঐহিক (ইহলোকের) (২) আমুষ্মিক (পরলোকের)। তন্মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের বচনের ব্যাখ্যায় ঐহিক দুঃখের নিবৃত্তির উপায় তৃপ্তিদীপে কথিত হইয়াছে।৩, ৪। ঐ শ্রুতি বচনটি এইরূপ :—"পুরুষ যদি বুঝিতে পারে, 'আমি হইতেছি ব্রহ্মস্বরূপ' তাহা হইলে সেই জ্ঞানী আর কি ইচ্ছা করিয়া, কিসের কামনায় শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিবেন" ?৫। বেদান্তশাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মার কথা বলা হইয়াছে। চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ জীবরূপ ধারণ করিয়া, ভোক্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।৬। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা নামরূপের সহিত

তাদাত্ম্যবশতঃ ভোগ্যতারূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিবেকদ্বারা জীব ও জগতের সহিত তাঁহার পার্থক্য অবগত হইতে পারিলে ভোক্তৃত্ব এবং ভোগ্যত্ব দুইটিই থাকে না।৭। ভোক্তার জন্য ভোগ্য বস্তুর কামনা করিয়া জীব শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জ্বর ভোগ করে। সেই জ্বর তিন শরীরেই স্থিত, আত্মায় জ্বর নাই।৮। বায়ু, পিত্তাদি ধাতুবৈষম্য-হেতু ব্যাধিসকল স্থূল দেহের জ্বর। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সূক্ষ্ম-দেহস্থিত জ্বর। উভয় প্রকার জ্বরের যাহা বীজরূপ সংস্কার, উহাই কারণ দেহগত জ্বর।৯। অদ্বৈতমার্গে পরমাত্মার বিচার করিয়া এবং ভোগ্যবস্তুর বাস্তবতা নাই জানিয়া পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আর কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিবেন ?১০। দ্বাদশাধ্যায়ের রীতি-অনুসারে আত্মানন্দের বিচার করিয়া জীবাত্মার কূটস্থ-স্বরূপ অবগত হইলে এই শরীরে কোনও ভোক্তাকে পাওয়া যায় না ; অতএব জ্বর কি প্রকারে থাকিবে ?১১। পুণ্য ও পাপ এই দুইটি বিষয়ের চিন্তা—আমুষ্মিক দুঃখ। ব্রহ্মানন্দ-নামক গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে (একাদশ অধ্যায়ে) দেখান হইয়াছে যে, উক্ত চিন্তা জ্ঞানীকে সন্তাপিত করে না।১২। "যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, এইরূপ জ্ঞানের পর আগামী কর্মের সহিত আর জ্ঞানীর সংশ্লেষ হয় না।" (ছান্দোগ্য ৪।১৪।৩)।১৩। "যেমন ইষীকা-তৃণ বা তুলা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়, এইরূপ জ্ঞান হইলে জ্ঞানীর সঞ্চিত কর্ম দগ্ধ হইয়া যায়।" (ছান্দোগ্য ৫।২৪।৩)।১৪। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—"যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি ইন্ধনসকলকে দগ্ধ করে, এইরূপ জ্ঞানাগ্নিও সকল কর্মকে ভস্মসাৎ করে।" (৪।৩৮)॥১৫। "যাঁহার 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, তিনি এই লোক সকলকে হনন করিলেও প্রকৃতপক্ষে হনন করেন না" (গীতা ১৮।১৭)॥১৬। "মাতৃবধ, পিতৃবধ, চৌর্য্য, ভ্রূণহত্যা অথবা এই প্রকার অন্য কোন পাপ জ্ঞানীর মুক্তিতে

বাধা দিতে পারে না; তাঁহার মুখকান্তিও বিনষ্ট হয় না।" (কৌষীতকি উঃ ৩।১)।১৭। [এই সকল শ্রুতি বিদ্বৎস্তুতিপর—ইহার তাৎপর্য্য এই নয় যে, জ্ঞানী ঐ সকল কার্য্য করেন। জ্ঞানী জ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে যে সকল শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন, জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানীর ব্যবহারে স্বতঃই সেই সকল শুভ-কর্ম্মের অনুবর্ত্তন হয়। ইহাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতির মত এবং বিদ্যারণ্যমুনিরও ইহাই মত। এই সকল শ্রুতির ইহা দেখানই তাৎপর্য্য যে, জ্ঞানী বিধিনিষেধের অতীত]।

(২) সর্ব্বকামাপ্তি—এই প্রকারে জ্ঞানীর দুঃখাভাব প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে সর্ব্বকামাপ্তির বিষয় বলিতেছেন। ঐতরেয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"জ্ঞানী সমস্ত কাম্য বস্তু পাইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।" (ঐতরেয় উঃ ৫।৪)॥১৮। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"জ্ঞানী পুরুষ ভোজন করিতে করিতে, ক্রীড়া করিতে করিতে, স্ত্রী, যান বা জ্ঞাতিসকলের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে, সন্নিহিত এই শরীরকে স্মরণ করেন না; প্রাণ তাঁহাকে প্রারব্ধ কর্ম্মদ্বারা জীবিত রাখে" (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩)॥১৯। [ব্রহ্মলোকগত জ্ঞানী বিশ্বৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরে মুক্ত হন। ঐ লোকে স্থিত সত্যসঙ্কল্প জ্ঞানী সঙ্কল্পদ্বারা রচিত মনোময় স্ত্রী যানাদিদ্বারা রতি অনুভব করেন]। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—"জ্ঞানী একসঙ্গে সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন" (২।১।১)॥ অন্য অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞানীর ভোগ, জন্ম ও কর্ম্মসকল দ্বারা হয় না। কিন্তু, সমস্ত ভোগ ক্রমবর্জ্জিত হইয়া একই কালে জ্ঞানীতে উপস্থিত হয়।২০। (জ্ঞানী সর্ব্বাত্মক হওয়ায় সকলের ভোগই তিনি নিজ আত্মাতে ক্রমবর্জ্জিতভাবে দর্শন করেন)। যুবা, রূপবান্, বিদ্বান্, নীরোগ ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণ কিংবা সৈন্য-ধনাদি-সমন্বিত পৃথিবীর পালনকর্ত্তা যে সুখ প্রাপ্ত হন জ্ঞানীও ঐ সকল সুখ প্রাপ্ত হন।২১।

সমস্ত মানুষানন্দ-প্রাপ্ত নৃপতি যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মবিৎও উহা প্রাপ্ত হন।২২। রাজচক্রবর্ত্তী ও জ্ঞানী উভয়েরই মর্ত্ত্যভোগে স্পৃহা নাই; অতএব উভয়ের তৃপ্তিই সমান। রাজার নিষ্কামতা ভোগ জন্য, জ্ঞানীর নিষ্কামতা বিবেকজন্য।২৩। জ্ঞানী বেদশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বেদশাস্ত্রের সাহায্যে ভোগ্যবস্তুতে দোষ দর্শন করেন। বৃহদ্রথ রাজা সেইসকল বিষয়গত দোষ কয়েকটি গাথা দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।২৪। তিনি দেহ-দোষ, চিত্তদোষ এবং বিষয়ভোগের দোষ অনেকপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। কুকুর যদি পায়স খাইয়া বমন করে, তবে উহা খাইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না; এইরূপ বিবেকী ব্যক্তিরও বিষয়ভোগে স্পৃহা হয় না।২৫। যদিও সার্বভৌম রাজা ও জ্ঞানীর ভোগবিষয়ে নিষ্কামতা সমান, তথাপি রাজাকে ভোগসাধন সঞ্চয়জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এবং ভবিষ্যতে ভোগের নাশভয়ও রাজার থাকে।২৬। জ্ঞানীর কিন্তু উক্ত দোষ দুইটি থাকে না; অতএব জ্ঞানীর আনন্দ রাজার আনন্দ হইতে অধিক। রাজা গন্ধর্বানন্দের আশা করেন, জ্ঞানীর উহা নাই।২৭। বর্ত্তমানকল্পে মনুষ্য হইয়া পুণ্যকর্মের পরিপাকজন্য যাঁহারা গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হন, উঁহারা মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব।২৮। পূর্বকল্পের কৃত পুণ্য হইতে কল্পের আদিতে যাঁহারা গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করেন, উঁহারা দেব-গন্ধর্ব্ব।২৯। পিতৃলোকে যাঁহারা চিরকাল বাস করেন, সেই অগ্নিষ্বাত্তা-দিকে পিতৃগণ বলে। কল্পের আদিতে যাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন উঁহাদিগকে আজান দেবতা বলে।৩০। এই কল্পে অশ্বমেধাদিকর্ম করিয়া যাঁহারা মহৎপদ প্রাপ্ত হইয়া আজানদেবগণ দ্বারা পূজিত হন, তাঁহারা কর্মদেবতা।৩১। যম অগ্নি প্রভৃতি মুখ্যদেবতা—ইন্দ্র (দেবরাজ) ও বৃহস্পতি (দেবগুরু) দুইজনে প্রসিদ্ধ দেবতা। প্রজাপতি বিরাট্ বলিয়া কথিত হন। ব্রহ্মা সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভনামে অভিহিত হন।৩২। সার্বভৌম রাজা হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর অধিক আনন্দের

প্রার্থী। কিন্তু, বাক্য ও মনের অতীত এই আত্মানন্দ ঐসকল আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ।৩৩। জ্ঞানী পূর্বোক্ত গন্ধর্ব্বাদির কাম্য সুখে নিঃস্পৃহ; সেইজন্য উহাদের সকলেরই আনন্দ জ্ঞানীর লাভ হইয়া থাকে।৩৪। এই প্রকারে জ্ঞানীর সর্বকামাপ্তির উল্লেখ করা হইল। অথবা জ্ঞানী সকলের মধ্যে সাক্ষি-চৈতন্যরূপে অবস্থিত থাকিয়া সকল দেহের ভোগকেই নিজের দেহের ভোগসকলের ন্যায় অনুভব করেন।৩৫। যদি শঙ্কা কর—'অজ্ঞ ব্যক্তির আত্মাও সাক্ষি-স্বরূপ, সেইজন্য উহারও ঐ প্রকার তৃপ্তি হওয়া উচিত।' তদুত্তরে বলি—'অজ্ঞানীর নিজ সাক্ষি-স্বরূপের জ্ঞান না থাকায় তাহার তৃপ্তি হয় না।' তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—"যিনি বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মাত্মরূপে সমস্ত কাম্য বস্তু ভোগ করেন" (২।১)॥৩৬। এইরূপে জ্ঞানীর দুঃখাভাব ও সর্বকামাপ্তি নিরূপিত হইল। (৩) (৪)—জ্ঞানীর কৃতকৃত্যত্ব এবং প্রাপ্য-প্রাপ্তব্যতার বিচার পূর্বে তৃপ্তিদীপে করা হইয়াছে।৩৮, ৩৯। [ঐগুলি তৃপ্তিদীপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া এখানে উহাদের পুনরুল্লেখ করা হইল না। পাঠক তৃপ্তিদীপের শেষদিকে, প্রতিযোগিপুরঃসর জ্ঞানীর যে কৃতকৃত্যতা ও তৃপ্তির কথা বলা হইয়াছে, উহা দেখিয়া লইবেন।] ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থের চতুর্থাধ্যায়ে এই বিদ্যানন্দ উক্ত হইল। বিদ্যানন্দের যাবৎ উৎপত্তি না হয়, তাবৎ শ্রবণ-মননাদির অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।৪০।

———०———

পঞ্চদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ

[বিষয়লাভজনিত বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখ হইলে তাহাতে যে ব্রহ্মানন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে, উহাকে 'বিষয়ানন্দ' বলে। কোন বিষয়প্রাপ্তিতে আমাদের চিত্তের চঞ্চলতা কিছুক্ষণের জন্য নিবৃত্ত হয়। তখন স্থির জলে যেমন সূর্য্য-প্রতিবিম্ব স্পষ্টভাবে ভাসে, এইরূপ ঐ স্থিরচিত্তে স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে। উহা ব্রহ্মানন্দের অংশ এবং লেশানন্দ। ঐ বিষয়ানন্দের বিচার করিলে আমরা ব্রহ্মানন্দের সন্ধান পাইতে পারি। ব্রহ্মানন্দ-ব্যতীত স্বতন্ত্র আনন্দ কোথায়ও নাই। সেই ব্রহ্মানন্দই নানা উপাধিতে নানাপ্রকার আনন্দ বলিয়া অভিহিত হয়]

অনন্তর এই অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দের অংশরূপ এবং ব্রহ্মানন্দ অনুভবের দ্বার-স্বরূপ বিষয়ানন্দের নিরূপণ করা হইতেছে। উহা যে ব্রহ্মানন্দের অংশ উহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে।১। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ইহাই ইঁহার পরম আনন্দ, অন্য প্রাণিগণ এই ব্রহ্মানন্দের মাত্রা বা অংশদ্বারা জীবিত থাকে।" (৪।৩।৩২)॥২।

মনের তিনটী বৃত্তি এবং ঐ সকলে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব—মনের তিনপ্রকার বৃত্তি:—(১) শান্ত (সাত্ত্বিক) (২) ঘোর (রাজসিক) এবং (৩) মূঢ় (তামসিক)। বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি শান্ত বৃত্তি।৩। তৃষ্ণা, স্নেহ, রাগ (আসক্তি), লোভ প্রভৃতি ঘোর বৃত্তি। মোহ, ভয় প্রভৃতি মূঢ় বৃত্তি।৪। এই সকল বৃত্তিতেই ব্রহ্মের চিদ্রূপতা প্রতিবিম্বিত হয়। শান্তবৃত্তিতে অধিকন্তু সুখও প্রতিবিম্বিত হয়।৫। "পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি-অনুসারে সেইসকল উপাধির অনুরূপ হইয়াছিলেন"

(কঠোপনিষৎ ২।২।৯ ; বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯)। বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"এইহেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির উপমা দেওয়া হইয়াছে" (৩।২।১৮)।৬। 'চন্দ্র যেমন এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের জলে বহুরূপে প্রতীত হয়, এইরূপ ভূতসকলের স্বরূপভূত একই আত্মা ভূতে ভূতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত আছেন।৭। যেমন জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র মলিন জলে অস্পষ্ট এবং নির্মল জলে স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, এইরূপে ব্রহ্মও বৃত্তি সকলে দুই প্রকারে প্রতীত হন।৮। ঘোর এবং মূঢ় বৃত্তির মালিন্যবশতঃ ব্রহ্মের আনন্দাংশ তিরোহিত হয়, কিন্তু, উহাদের ঈষৎ নির্মলতাহেতু ঐ দুইটি বৃত্তিতে চিদংশ প্রতিবিম্বিত হয়।৯। অথবা যেমন নির্মল জলে অগ্নি নিক্ষিপ্ত হইলে ঐ অগ্নির উষ্ণতা জলে সংক্রামিত হয়, কিন্তু অগ্নির প্রকাশ সংক্রামিত হয় না, এইপ্রকার ঐ বৃত্তি দুইটিতে চিদংশেরই ভান হয়, আনন্দাংশের ভান হয় না।১০। কাষ্ঠে যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ এতদুভয়েরই আবির্ভাব হয়, এইরূপ শান্তবৃত্তিসকলে চৈতন্য ও সুখ উভয়েরই আবির্ভাব হয়— এবিষয়ে নিজের, অনুভূতিই প্রমাণ।১১। ঘোরও মূঢ়বৃত্তিতে সুখের অনুভব দেখা যায় না। শান্তবৃত্তিতেও বৃত্তির শান্ততার তারতম্যানুসারে কোথাও অধিক সুখ, কোথায়ও বা তদপেক্ষা কম সুখের অনুভূতি হয়।১৩। গৃহ, ক্ষেত্রাদি বিষয়ের যখন কামনা হয়, তখন ঐ সকল কামনা ঘোরবৃত্তি বলিয়া উহাতে সুখানুভব হয় না।১৪। এই বিষয়জনিত সুখ সিদ্ধ হইবে, কি হইবে না এই প্রকারে দুঃখ হয়। ইচ্ছা সিদ্ধ না হইলে দুঃখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কেহ সুখের বাধা উৎপন্ন করিলে উহার উপর ক্রোধ হয় এবং প্রতিকূল দুঃখের প্রতি দ্বেষ উৎপন্ন হয়।১৫। সুখের বাধার প্রতিকার না করিতে পারিলে যে বিষাদ জন্মে, উহা তামস বৃত্তি। ক্রোধাদিতে অতিশয় দুঃখ ; সুখের আশা সুদূর-পরাহত।১৬। কাম্যবস্তুর লাভে শান্ত হর্ষবৃত্তির উদয় হয়, উহাতে

মহা সুখলাভ হয়; কাম্যবস্তুর ভোগে আরও অধিক সুখ হয় এবং উহার লাভ-সম্ভাবনায় অল্পসুখ হইয়া থাকে।১৭। বিষয়ে বিরক্তি হইতে যে মহত্তম সুখ লাভ হয়, উহা বিদ্যানন্দে বর্ণিত হইয়াছে। এই-রূপ ক্ষমা ও উদারতায়ও ক্রোধ ও লোভের নিবৃত্তি হেতু ঐসকল বৃত্তিতে মহত্তম সুখ হইয়া থাকে।১৮। যেখানে যেখানে যে যে সুখ অনুভূত হয়, উহা ব্রহ্মের প্রতিবিম্বনবশতঃই হইয়া থাকে। অন্তর্মুখ বৃত্তিসমূহে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বাধাশূন্য হয়।১৯। সত্তা, চৈতন্য ও সুখ —এই তিনটি ব্রহ্মের স্বভাব। উহাদের মধ্যে মৃত্তিকাদি জড়বস্তুতে ব্রহ্মের সত্তারই অভিব্যক্তি হয়। চৈতন্য ও আনন্দাংশ জড়বস্তুতে অভিব্যক্ত হয় না।২০। অমিশ্র ব্রহ্মকে জ্ঞান ও যোগদ্বারা জানিতে হয়; উহাদের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে (একাদশ অধ্যায়ে) যোগের বিচার করা হইয়াছে এবং আত্মানন্দ ও অদ্বৈতানন্দ নামক পরের দুই অধ্যায়ে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে।২২। ব্রহ্মের স্বরূপ—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। মায়ার স্বরূপ উহার বিপরীত —মায়া অসৎ জড় এবং দুঃখরূপা।২৩।

মিশ্রব্রহ্মের উপাসনা—ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিদ্বয়ে মায়া দুঃখরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শান্তাদি বৃত্তির সহিত ঐক্য-বশতঃ ব্রহ্মকে এ স্থলে মিশ্রব্রহ্ম বলা হইয়াছে।২৪। ব্রহ্ম ও মায়ার স্বরূপ যখন এইরূপ, তখন যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি ব্রহ্মের ধ্যান করিতে ইচ্ছুক, সেই ব্যক্তি একান্ত অসৎ (যাহা কোন কালে নাই) নৃশৃঙ্গাদি ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট বস্তুতে যথাযথ ব্রহ্মের ধ্যান করিবে।২৫। প্রস্তরাদি জড় বস্তুতে উহাদের নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সত্তা অংশের মাত্র ধ্যান করিতে হয়। ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে দুঃখকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সত্তা এবং চৈতন্য এই দুই অংশের ধ্যান করিতে হয়।২৬। শান্তবৃত্তিতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটির ধ্যান করিতে হয়।

ঐ তিনপ্রকার ধ্যান যথাক্রমে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম।২৭। [ব্রহ্মের সৎ অংশ কাহারও নিকট আবৃত নয়; সেইজন্য নিতান্ত অজ্ঞব্যক্তিরও আপনার সত্তা বা অস্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ নাই। 'চিৎ' অংশ কিছুটা আবৃত—সেইজন্য অজ্ঞব্যক্তিগণ আপনার স্বরূপ কূটস্থচৈতন্যকে জানে না। বিচার দ্বারা ঐ আবরণ কাটিয়া যায়। ব্রহ্মের আনন্দাংশ সর্বাপেক্ষা বেশী আবৃত। সেইজন্য যাবৎ শান্তবৃত্তিতে প্রতিবন্ধশূন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ ফুটিতে চায় না] 'স্থূলবুদ্ধি পুরুষের ব্যবহারেও মিশ্রব্রহ্মের চিন্তন উৎকৃষ্ট'—ইহা বলিবার জন্যই 'বিষয়ানন্দ' নামক প্রকরণ কথিত হইল।২৮। উক্ত মিশ্র ধ্যান দ্বারা ঔদাসীন্য জন্মিলে বুদ্ধিবৃত্তির শৈথিল্যবশতঃ বাসনানন্দ-বিষয়ক যে ধ্যান জন্মে, উহা উক্ত তিন প্রকার ধ্যান হইতে উত্তম। এই-রূপে চারিপ্রকার ধ্যানের বিষয় উক্ত হইল।২৯। এই ধ্যানে জ্ঞান ও যোগ উভয়ই থাকায়, উহা ধ্যানমাত্র নহে, উহা নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিদ্যা। কারণ, ধ্যানদ্বারা একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরতা লাভ করে।৩০। এই বিদ্যায় সৎ, চিৎ ও আনন্দ অখণ্ডৈকরসতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ভেদক উপাধির অভাবে উহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায় না।৩১। শান্ত ও ঘোরবৃত্তিদ্বয় এবং শিলাদি বস্তু, ইহারাই ভেদক উপাধি। যোগদ্বারা অথবা বিবেকদ্বারা এই সকল উপাধি দূরীভূত হয়।৩২। স্বয়ংপ্রকাশ নিরুপাধিক অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, উহাতে ত্রিপুটী থাকে না—সেইজন্য উহাকে 'ভূমানন্দ' বলা হয়।৩৩। ব্রহ্মা-নন্দ নামক গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বিষয়ানন্দ কথিত হইল। এই বিষয়ানন্দকে দ্বার করিয়া অর্থাৎ ইহার সাহায্যে ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ কর।৩৪। আমাদের এই ব্রহ্মানন্দ-নিরূপণ প্রয়াসদ্বারা অভিন্নাত্মা হরিহর সর্বদা প্রসন্ন হউন এবং আপনার আশ্রিত শুদ্ধচিত্ত জীবগণকে জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন।৩৫।

"ওঁ তৎ সৎ"

ওঁ তৎসৎ

পঞ্চদশী

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

তত্ত্ববিবেকঃ।

নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দ-গুরুপাদাম্বুজন্মনে।
সবিলাসমহামোহ-গ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মণে ॥ ১ ॥

তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্ব-সেবানির্ম্মলচেতসাম্।
সুখবোধায় তত্ত্বস্য বিবেকোঽয়ং বিধীয়তে ॥ ২ ॥

শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততো বিভক্তা তৎসংবিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে ॥ ৩ ॥

তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্।
তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সংবিদেকরূপা ন ভিদ্যতে ॥ ৪ ॥

সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্তদা তমঃ ॥ ৫ ॥

স বোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।
এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সংবিত্তদ্বদ্দিনান্তরে ॥ ৬ ॥

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥ ৭ ॥

ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ॥ ৮ ॥

তৎ প্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি।
অতস্তৎ পরমস্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ৯ ॥

ইত্থং সচ্চিৎপরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্।
পরংব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে ॥ ১০ ॥
অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়স্পৃহা।
অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ১১ ॥
অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থ-পুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ।
ভানেঽপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥ ১২ ॥
প্রতিবন্ধোঽস্তি ভাতীতি ব্যবহারার্হবস্তুনি।
তং নিরস্য বিরুদ্ধস্য তস্যোৎপাদনমুচ্যতে ॥ ১৩॥
তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ।
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ ॥ ১৪ ॥
চিদানন্দময়ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বসমন্বিতা
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥ ১৫ ॥
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াঽবিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥ ১৭ ॥
তমঃপ্রধানপ্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া।
বিয়ৎপবনতেজোঽম্বুভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে ॥ ১৮ ॥
সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
শ্রোত্রত্বগক্ষিরসন-ঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে ॥ ১৯ ॥
তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈর্বৃত্তিভেদেন তদ্ দ্বিধা।
মনো বিমর্ষরূপং স্যাৎ বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা ॥ ২০ ॥
রজোঽংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে ॥ ২১ ॥

তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ ॥ ২২ ॥
বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যষ্টিসমষ্টিতা ॥ ২৪ ॥
সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদভাবাত্ততোঽন্যে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া ॥ ২৫ ॥
তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্য-ভোগায়তনজন্মনে।
পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্ ॥ ২৬ ॥
দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে ॥ ২৭ ॥
তৈরণ্ডস্তত্র ভুবন-ভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলেঽস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ।
তৈজসা বিশ্বতাং যাতা দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥
তে পরাগ্‌দর্শিনঃ প্রত্যক্‌তত্ত্ববোধবিবর্জ্জিতাঃ।
কুর্ব্বতে কর্ম্ম ভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে ॥ ২৯ ॥
নদ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তরমাশু তে।
ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্ব্বৃতিম্ ॥ ৩০ ॥
সৎকর্ম্মপরিপাকাত্তে করুণানিধিনোদ্ধৃতাঃ।
প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্ ॥ ৩১ ॥
উপদেশমবাপ্যৈবমাচার্য্যাত্তত্ত্বদর্শিনঃ।
পঞ্চকোষবিবেকেন লভন্তে নির্ব্বৃতিং পরাম্ ॥ ৩২ ॥
অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে।
কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ ॥ ৩৩ ॥

স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতোত্থো দেহঃ স্থূলোঽন্নসংজ্ঞকঃ।
লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ॥ ৩৪ ॥
সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ।
তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়ো ধীর্নিশ্চয়াত্মিকা ॥ ৩৫ ॥
কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিবৃত্তিভিঃ।
তত্তৎকোষৈস্তু তাদাত্ম্যাদাত্মা তত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পঞ্চকোষবিবেকতঃ।
স্বাত্মানং তত উদ্ধৃত্য পরং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে ॥ ৩৭ ॥
অভানে স্থূলদেহস্য স্বপ্নে যদ্ভানমাত্মনঃ।
সোঽন্বয়ো ব্যতিরেকস্তদ্ভানেঽন্যানবভাসনম্ ॥ ৩৮ ॥
লিঙ্গাভানে সুষুপ্তৌ স্যাদাত্মনো ভানমন্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্তু তদ্ভানে লিঙ্গস্যাভানমুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥
তদ্‌বিবেকাদ্‌বিবিক্তাঃ স্যুঃ কোষাঃ প্রাণমনোধিয়ঃ।
তে হি তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ পৃথক্‌কৃতাঃ ॥ ৪০ ॥
সুষুপ্ত্যভানে ভানন্তু সমাধাবাত্মনোঽন্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্ত্বাত্মভানে সুষুপ্ত্যনবভাসনম্ ॥ ৪১ ॥
যথা মুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীরত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরং-ব্রহ্মৈব জায়তে ॥ ৪২ ॥
পরাপরাত্মনোরেবং যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ সা ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৩ ॥
জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীম্।
নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তামুচ্যতে ব্রহ্ম তদ্গিরা ॥ ৪৪ ॥
যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাম্।
আদত্তে তৎ পরং-ব্রহ্ম ত্বং-পদেন তদোচ্যতে ॥ ৪৫ ॥

ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বা পরস্পরবিরোধিনীম্ ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৬ ॥
সোঽয়মিত্যাদিবাক্যেষু বিরোধাত্তদিদন্তয়োঃ ।
ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা ॥ ৪৭ ॥
মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরংব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥ ৪৮ ॥
সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য স্যাদবস্তুতা ।
নির্ব্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি ॥ ৪৯ ॥
বিকল্পো নির্ব্বিকল্পস্য সবিকল্পস্য বা ভবেৎ ।
আদ্যে ব্যাহতিরন্যত্রানবস্থাত্মাশ্রয়াদয়ঃ ॥ ৫০ ॥
ইদং গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু ।
সমস্তেন স্বরূপস্য সর্ব্বমেতদিতীষ্যতাম্ ॥ ৫১ ॥
বিকল্পতদভাবাভ্যামসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি ।
বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্ব-সম্বন্ধাদ্যাস্তু কল্পিতাঃ ॥ ৫২ ॥
ইত্থং বাক্যৈস্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ ।
যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননন্তু তৎ ॥ ৫৩ ॥
তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ ।
একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥
ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্ ।
নির্ব্বাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৫৫ ॥
বৃত্তয়স্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ ।
স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ ॥ ৫৬ ॥
বৃত্তীনামনুবৃত্তিস্তু প্রযত্নাৎ প্রথমাদপি ।
অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাদ্ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরনেকধা।
ভগবানিমমেবার্থমর্জ্জুনায় ন্যরূপয়ৎ ॥ ৫৮ ॥
অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়ঃ।
অনেন বিলয়ং যান্তি শুদ্ধো ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে ॥ ৫৯
ধর্ম্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ।
বর্ষত্যেষ যতো ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬০ ॥
অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে।
সমূলোন্মূলিতে পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে।
বাক্যমপ্রতিবদ্ধং সৎ প্রাক্‌পরোক্ষাবভাসিতে।
করামলকবদ্‌বোধমপরোক্ষং প্রসূয়তে ॥ ৬১ ॥
পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতং পাপং কৃৎস্নং দহতি বহ্নিবৎ ॥ ৬২ ॥
অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
সংসারকারণাজ্ঞানতমসশ্চণ্ডভাস্করঃ ॥ ৬৩ ॥
ইত্থং তত্ত্ববিবেকং বিধায় বিধিবন্মনঃ সমাধায়।
বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ প্রাপ্নোতি পরং পদং নরো ন চিরাৎ ॥৬৪

ইতি তত্ত্ববিবেকঃ।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

ভূতবিবেকঃ।

সদদ্বৈতং শ্রুতং যত্তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥ ১ ॥
শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধো ভূতগুণা ইমে।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণা ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ ॥ ২ ॥
প্রতিধ্বনির্বিয়ৎশব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্।
অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ।
উষ্ণস্পর্শঃ প্রভা রূপং জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ।
শীতস্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্য্যমীরিতম্।
ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে।
নীলাদিকং চিত্ররূপং, মধুরাম্লাদিকো রসঃ।
সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্ বিবেচিতাঃ ॥ ৩ ॥
শ্রোত্রং ত্বক্চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চেন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
কর্ণাদিগোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ কার্য্যানুমেয়ং তৎ প্রায়ো ধাবেদ্বহির্মুখম্ ॥ ৪ ॥
কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রূয়তে শব্দ আন্তরঃ।
প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ জলপানেঽন্নভক্ষণে।
ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরস্পর্শা মীলনে চান্তরং তমঃ।
উদ্গারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষাণামান্তরগ্রহঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চোক্ত্যাদানগমন-বিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ।
কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চস্বন্তর্ভবন্তি হি॥ ৬॥
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈরক্ষৈস্তৎক্রিয়াজনিঃ।
মুখাদিগোলকেষ্বাস্তে তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্॥ ৭॥
মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্।
তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেষ্বস্বাতন্ত্র্যাদ্‌বিনেন্দ্রিয়ৈঃ॥ ৮॥
অক্ষেষ্বর্থার্পিতেষ্বেতদ্‌গুণদোষবিচারকম্।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ॥ ৯॥
বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্য্যমিত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ।
কামক্রোধৌ লোভযত্নাবিত্যাদ্যা রজসোত্থিতাঃ।
আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাদ্যা বিকারাস্তমসোত্থিতাঃ॥ ১০॥
সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ পাপোৎপত্তিশ্চ রাজসৈঃ।
তামসৈর্নোভয়ং কিন্তু বৃথায়ুঃক্ষপণং ভবেৎ।
অত্রাহংপ্রত্যয়ী কর্ত্তেত্যেবং লোকব্যবস্থিতিঃ॥ ১১॥
স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বমতিস্ফুটম্।
অক্ষাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিভ্যামবধার্য্যতাম্॥ ১২॥
একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্ত্যা শাস্ত্রেণাপ্যবগম্যতে।
যাবৎ কিঞ্চিদ্ভবেদেতদিদং শব্দোদিতং জগৎ॥ ১৩॥
ইদং সর্ব্বং পুরা সৃষ্টেরেকমেবাদ্বিতীয়কম্।
সদেবাসীন্নামরূপে নাস্তামিত্যারুণের্ব্বচঃ॥ ১৪॥
বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥ ১৫॥
তথা সদ্‌বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে।
ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ॥ ১৬॥

সতো নাবয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশস্যানিরূপণাৎ।
নামরূপে ন তস্যাংশৌ তয়োরদ্যাপ্যনুদ্ভবাৎ ॥ ১৭ ॥
নামরূপোদ্ভবস্যৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা।
ন তয়োরুদ্ভবস্তস্মাৎ সন্নিরংশং যথা বিয়ৎ ॥ ১৮ ॥
সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবর্জ্জনাৎ।
নামরূপোপাধিভেদং বিনা নৈব সতো ভিদা ॥ ১৯ ॥
বিজাতীয়মসত্তত্ত্ব, ন খল্বস্তীতি গম্যতে।
নাস্যাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াদ্ভিদা কুতঃ ॥ ২০ ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ সিদ্ধমত্র তু কেচন।
বিহ্বলা অসদেবেদং পুরাসীদিত্যবর্ণয়ন্ ॥ ২১ ॥
মগ্নস্যাব্ধৌ যথাক্ষাণি বিহ্বলানি তথাস্য ধীঃ।
অখণ্ডৈকরসং শ্রুত্বা নিষ্প্রচারা বিভেত্যতঃ ॥ ২২ ॥
গৌড়াচার্য্যা নির্ব্বিকল্পে সমাধাবন্যযোগিনাম্।
সাকারধ্যাননিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মূচিরে ॥ ২৩ ॥
অস্পর্শযোগো নামৈষ দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥ ২৪ ॥
ভগবৎপূজ্যপাদাশ্চ শুষ্কতর্কপটূনমূন্।
আহুর্ম্মাধ্যমিকান্ ভ্রান্তানচিন্ত্যেঽস্মিন্ সদাত্মনি ॥ ২৫ ॥
অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাদিমে বৌদ্ধাস্তপস্বিনঃ।
আপেদিরে নিরাত্মত্বমনুমানৈকচক্ষুষঃ ॥ ২৬ ॥
শূন্যমাসীদিতি ব্রূষে সদ্‌যোগং বা সদাত্মতাম্।
শূন্যস্য ন তু তদ্‌যুক্তমুভয়ং ব্যাহতত্বতঃ ॥ ২৭ ॥
ন যুক্তস্তমসা সূর্য্যো নাপি চাসৌ তমোময়ঃ।
সচ্ছূন্যয়োর্ব্বিরোধিত্বাৎ শূন্যমাসীৎ কথং বদ ॥ ২৮ ॥

বিয়দাদের্নামরূপে মায়য়া সতি কল্পিতে।
শূন্যস্য নামরূপে চ তথা চেৎ জীব্যতাং চিরম্॥ ২৯ ॥
সতোঽপি নামরূপে দ্বে কল্পিতে চেত্তদা বদ।
কুত্রেতি নিরধিষ্ঠানো ন ভ্রমঃ ক্বচিদীক্ষ্যতে ॥ ৩০ ॥
সদাসীদিতি শব্দার্থভেদে বৈগুণ্যমাপতেৎ।
অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যাৎ মৈবং লোকে তথেক্ষণাৎ॥ ৩১ ॥
কর্ত্তব্যং কুরুতে বাক্যং ব্রূতে ধার্য্যস্য ধারণম্।
ইত্যাদিবাসনাবিষ্টং প্রত্যাসীৎ সদিতীরণম্॥ ৩২ ॥
কালাভাবে পুরেত্যুক্তিঃ কালবাসনয়া যুতম্।
শিষ্যং প্রত্যেব তেনাত্র দ্বিতীয়ং ন হি শঙ্ক্যতে॥ ৩৩ ॥
চোদ্যং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া।
অদ্বৈতভাষয়া চোদ্যং নাস্তি নাপি তদুত্তরম্॥ ৩৪ ॥
তদাস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥ ৩৫ ॥
ননু ভূম্যাদিকং মাভূৎ পরমাধ্বন্তনাশতঃ।
কথন্তে বিয়তোঽসত্ত্বং বুদ্ধিমারোহতীতি চেৎ॥ ৩৬ ॥
অত্যন্তং নির্জগদ্ব্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতম্।
তথৈব সন্নিরাকাশং কুতো নাশ্রয়তে মতিম্॥ ৩৭ ॥
নির্জগদ্ব্যোম দৃষ্টঞ্চেৎ প্রকাশতমসী বিনা।
ক্ব দৃষ্টং কিঞ্চ তে পক্ষে ন প্রত্যক্ষং বিয়ৎ খলু॥ ৩৮ ॥
সদ্বস্তু সিদ্ধন্তস্মাভির্নিশ্চিতৈরনুভূয়তে।
তুষ্ণীং স্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধেস্তু বর্জনাৎ॥ ৩৯ ॥
সদ্বুদ্ধিরপি চেন্নাস্তি মাস্ত্বস্তু স্বপ্রভত্বতঃ।
নির্ম্মনস্কত্বসাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রং সুগমং নৃণাম্॥ ৪০ ॥

মনোজৃম্ভণরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ।
মায়াজৃম্ভণতঃ পূর্ব্বং সত্তথৈব নিরাকুলম্ ॥ ৪১ ॥
নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্ম্মায়াগ্নিশক্তিবৎ।
ন হি শক্তিঃ ক্বচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা ॥ ৪২ ॥
ন সদ্বস্তু সতঃ শক্তির্ন হি বহ্নেঃ স্বশক্তিতা।
সদ্বিলক্ষণতায়ান্তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বমুচ্যতাম্ ॥ ৪৩ ॥
শূন্যত্বমিতি চেৎ শূন্যং মায়াকার্য্যমিতীরিতম্।
ন শূন্যং নাপি সদযাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বমিহেষ্যতাম্ ॥ ৪৪ ॥
নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং কিন্ত্বভূত্তমঃ।
সদ্যোগাত্তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতস্তন্নিষেধনাৎ ॥ ৪৫ ॥
অতএব দ্বিতীয়ত্বং শূন্যবন্ন হি গণ্যতে।
ন লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যোর্জীবিতং গণ্যতে পৃথক্ ॥ ৪৬ ॥
শক্ত্যাধিক্যে জীবিতঞ্চেদ্বর্দ্ধতে তত্র বৃদ্ধিকৃৎ।
ন শক্তিঃ কিন্তু তৎকার্য্যং যুদ্ধকৃষ্যাদিকন্তথা।
সর্ব্বথা শক্তিমাত্রস্য ন পৃথক্ গণনা ক্বচিৎ।
শক্তিকার্য্যন্তু নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং শঙ্ক্যতে কথম্ ॥ ৪৭ ॥
ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেকদেশভাক্।
ঘটশক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদ্যেব বর্ত্ততে ॥ ৪৮ ॥
পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ।
ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৯ ॥
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।
ইতি কৃষ্ণোহর্জ্জুনায়াহ জগতস্ত্বেকদেশতাম্ ॥ ৫০ ॥
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।
বিকারাবর্ত্তি চাত্রাস্তি শ্রুতিসূত্রকৃতোর্ব্বচঃ ॥ ৫১ ॥

নিরংশেহপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেহংশে বেতি পৃচ্ছতঃ।
তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিণী ॥ ৫২ ॥
সত্তত্ত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
বর্ণা ভিত্তিগতা ভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা ॥ ৫৩ ॥
আদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽবকাশস্বভাববান্।
আকাশোঽস্তীতি সত্তত্ত্বমাকাশেঽপ্যনুগচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥
একস্বভাবং সত্তত্ত্বমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ।
নাবকাশঃ সতি ব্যোম্নি স চৈষোঽপি দ্বয়ং স্থিতম্ ॥ ৫৫
যদ্বা প্রতিধ্বনির্ব্ব্যোম্নো গুণো নাসৌ সতীক্ষ্যতে।
ব্যোম্নি দ্বৌ সদ্ধনী তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ ॥ ৫৬ ॥
যা শক্তিঃ কল্পয়েদ্ব্যোম সা সদ্ব্যোম্নোরভিন্নতাম্।
আপাদ্য ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়েনাবকল্পয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
সতো ব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোম্নঃ সত্তাস্তু লৌকিকাঃ।
তর্কিকাশ্চাবগচ্ছন্তি মায়ায়া উচিতং হি তৎ ॥ ৫৮ ॥
যদ্যথা বর্ত্ততে তস্য তথাত্বং ভাতি মানতঃ।
অন্যথাত্বং ভ্রমেণেতি ন্যায়োঽয়ং সার্ব্বলৌকিকঃ ॥ ৫৯ ॥
এবং শ্রুতিবিচারাৎ প্রাক্ যদ্যথা বস্তু ভাসতে।
বিচারেণ বিপর্য্যেতি ততস্তচ্চিন্ত্যতাং বিয়ৎ ॥ ৬০ ॥
ভিন্নে বিয়ৎসতী শব্দভেদাদ্বুদ্ধেশ্চ ভেদতঃ।
বায়্বাদিষ্বনুবৃত্তং সৎ ন তু ব্যোমেতি ভেদধীঃ ॥ ৬১ ॥
সদ্বস্ত্বধিকবৃত্তিত্বাৎ ধর্ম্মি ব্যোম্নস্তু ধর্ম্মতা।
ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ব্রূহি ব্যোম কিমাত্মকম্ ॥ ৬২ ॥
অবকাশাত্মকং তচ্চেদসত্তদিতি চিন্ত্যতাম্।
ভিন্নং সতোঽসচ্চ নেতি বক্ষি চেদ্ব্যাহতিস্তব ॥ ৬৩ ॥

ভাতীতি চেদ্ভাতু নাম ভূষণং মায়িকস্ত তৎ।
যদসদ্ভাসমানন্তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ॥ ৬৪॥
জাতিব্যক্তী দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যে যথা পৃথক্।
বিয়ৎসতোস্তথৈবাস্ত পার্থক্যং কোঽত্র বিস্ময়ঃ॥ ৬৫
বুদ্ধোঽপি ভেদো নো চিত্তে নিরূঢ়িং যাতি চেত্তদা।
অনৈকাগ্র্যাৎ সংশয়াদ্বা রূঢ্যভাবোঽস্ত তে বদ॥ ৬৬॥
অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাস্তেঽস্মিন্ বিবেচনম্।
কুরু প্রমাণযুক্তিভ্যাং ততো রূঢ়তমো ভবেৎ॥ ৬৭॥
ধ্যানান্মানাদ্যুক্তিতোঽপি রূঢ়ে ভেদে বিয়ৎসতোঃ।
ন কদাচিৎ বিয়ৎ সত্যং সদ্বস্তু ছিদ্রবন্ন চ॥ ৬৮॥
জ্ঞস্য ভাতি সদা ব্যোম নিস্তত্ত্বোল্লেখপূর্ব্বকম্।
সদ্বস্ত্বপি বিভাত্যস্য নিশ্ছিদ্রত্বপুরঃসরম্॥ ৬৯॥
বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্।
সন্মাত্রাবোধযুক্তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিস্ময়তে বুধঃ॥ ৭০॥
এবমাকাশমিথ্যাত্বে সৎসত্যত্বে চ বাসিতে।
ন্যায়েনানেন বায়্বাদেঃ সদ্বস্তু প্রবিবিচ্যতাম্॥ ৭১॥
সদ্বস্তুন্যেকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগম্।
বিয়ত্তত্রাপ্যেকদেশগতো বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ॥ ৭২॥
শোষস্পর্শৌ গতির্ব্বেগো বায়ুধর্ম্মা ইমে মতাঃ।
ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ সন্মায়াব্যোম্নাং যে তেঽপি বায়ুগাঃ॥ ৭৩॥
বায়ুরস্তীতি সদ্ভাবঃ সতো বায়ৌ পৃথক্ কৃতে।
নিস্তত্ত্বরূপতা মায়াস্বভাবো ব্যোমগো ধ্বনিঃ॥ ৭৪॥
সতোঽনুবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র ব্যোম্নো নেতি পুরোদিতম্।
ব্যোমানুবৃত্তিরধুনা কথং ন ব্যাহতং বচঃ॥ ৭৫॥

ছিদ্রানুবৃত্তির্নেতীতি পূর্ব্বোক্তিরধুনা ত্বিয়ম্।
শব্দানুবৃত্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কুতঃ ॥ ৭৬ ॥
নন্বু সদ্বস্তুপার্থক্যাদসত্ত্বঞ্চেত্তদা কথম্।
অব্যক্তমায়াবৈষম্যাদমায়াময়তাপি নো ॥ ৭৭ ॥
নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্র মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা।
সা শক্তিকার্য্যয়োস্তুল্যা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ ॥ ৭৮ ॥
সদসত্ত্ববিবেকস্য প্রস্তুতত্বাৎ স চিন্ত্যতাম্।
অসতোঽবান্তরো ভেদ আস্তাং তচ্চিন্তয়াত্র কিম্ ॥ ৭৯ ॥
সদ্বস্তু ব্রহ্মশিষ্টোঽংশো বায়ুর্মিথ্যা যথা বিয়ৎ।
বাসয়িত্বা চিরং বায়োর্ম্মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ ॥ ৮০ ॥
চিন্তয়েদ্বহ্নিমপ্যেবং মরুতো ন্যূনবর্ত্তিনম্।
ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষ্বেষা ন্যূনাধিকবিচারণা ॥ ৮১ ॥
বায়োর্দ্দশাংশতো ন্যূনো বহ্নির্ব্বায়ৌ প্রকল্পিতঃ।
পুরাণোক্তং তারতম্যং দশাংশৈর্ভূতপঞ্চকে ॥ ৮২ ॥
বহ্নিরুষ্ণপ্রকাশাত্মা পূর্ব্বানুগতিরত্র চ।
অস্তি বহ্নিঃ স নিস্তত্ত্বঃ শব্দবান্ স্পর্শবানপি ॥ ৮৩ ॥
সন্মায়াব্যোমবায়ংশৈর্যুক্তস্যাগ্নের্নিজো গুণঃ।
রূপং তত্র সতঃ সর্ব্বমন্যদ্বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্ ॥ ৮৪ ॥
সতো বিবেচিতে বহ্নৌ মিথ্যাত্বে সতি বাসিতে।
আপো দশাংশতো ন্যূনাঃ কল্পিতা ইতি চিন্তয়েৎ ॥ ৮৫ ॥
সন্ত্যাপোঽমূঃ শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ।
রূপবত্যোঽন্যধর্ম্মানুবৃত্ত্যা স্বীয়ো রসো গুণঃ ॥ ৮৬ ॥
সতো বিবেচিতাস্বপ্সু তন্মিথ্যাত্বে চ বাসিতে।
ভূমির্দ্দশাংশতো ন্যূনা কল্পিতাপ্স্বিতি চিন্তয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

অস্তি ভূস্তত্বশূন্যাস্তাং শব্দস্পর্শৌ সরূপকৌ।
রসশ্চ পরতো নৈজো গন্ধঃ সত্তা বিবিচ্যতাম্॥ ৮৮ ॥
পৃথক্কৃতায়াং সত্তায়াং ভূমির্ম্মিথ্যাবশিষ্যতে।
ভূমের্দ্দশাংশতো ন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং ভূমিমধ্যগম্॥ ৮৯ ॥
ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ভুবনেষু বসন্ত্যেষু প্রাণিদেহা যথাযথম্॥ ৯০ ॥
ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু সদ্বস্তুনি পৃথক্কৃতে।
অসন্তোঽণ্ডাদয়ো ভান্তু তদ্ভানেঽপীহ কা ক্ষতিঃ॥ ৯১ ॥
ভূতভৌতিকমায়ানামসত্ত্বেঽত্যন্তবাসিতে।
সদ্বস্ত্বদ্বৈতমিত্যেষা ধীর্ব্বিপর্য্যেতি ন ক্বচিৎ॥ ৯২ ॥
সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্ভূতে দ্বৈতে ভূম্যাদিরূপিণি।
তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথৈব সা॥ ৯৩ ॥
সাংখ্যকাণাদবৌদ্ধাদ্যৈর্জগদ্ভেদো যথা যথা।
উৎপ্রেক্ষ্যতেঽনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা॥ ৯৪ ॥
অবজ্ঞাতং সদদ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরন্যবাদিভিঃ।
এবং কা ক্ষতিরস্মাকং তদ্দ্বৈতমবজানতাম্॥ ৯৫ ॥
দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেদদ্বৈতা ধীঃ স্থিরা ভবেৎ।
স্থৈর্য্যে তস্যাঃ পুমানেষ জীবন্মুক্ত ইতীর্য্যতে॥ ৯৬ ॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ৯৭ ॥
সদদ্বৈতেঽনৃতদ্বৈতে যদন্যোন্যৈক্যবীক্ষণম্।
তস্যান্তকালস্তদ্ভেদবুদ্ধিরেব ন চেতরঃ॥ ৯৮ ॥
যদ্বান্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগোঽস্তু প্রসিদ্ধিতঃ।
তস্মিন্ কালেঽপি ন ভ্রান্তের্গতায়াঃ পুনরাগমঃ॥ ৯৯ ॥

নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা বিলুঠন্ ভুবি।
মূর্চ্ছিতো বা ত্যজত্বেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্ব্বথা ॥ ১০০ ॥
দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্ত্যোরধীতে বিস্মৃতেঽপ্যয়ম্।
পরেদ্যুর্নানধীতঃ স্যাত্তত্ত্ববিদ্যা ন নশ্যতি ॥ ১০১ ॥
প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা প্রমাণং প্রবলং বিনা।
ন নশ্যতি ন বেদান্তাৎ প্রবলং মানমীক্ষ্যতে ॥ ১০২ ॥
তস্মাদ্বেদান্তসংসিদ্ধং সদদ্বৈতং ন বাধ্যতে।
অন্তকালেঽপ্যতো ভূতবিবেকান্নির্ব্বৃতিঃ স্থিতা ॥ ১০৩।

ইতি ভূতবিবেকঃ ॥

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

পঞ্চকোষবিবেকঃ।

গুহাহিতং ব্রহ্ম যত্তৎ পঞ্চকোষবিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততঃ কোষপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥ ১ ॥
দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা ॥ ২ ॥
নত্বা শ্রীভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
পঞ্চকোষবিবেকস্য কুর্ব্বে ব্যাখ্যাং সমাসতঃ ॥
পিতৃভুক্তান্নজাদ্বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে।
দেহঃ সোঽন্নময়ো নাত্মা প্রাক্ চোর্দ্ধং তদভাবতঃ ॥ ৩ ॥

পূর্বজন্মন্যসন্নেতজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথম্ ।
ভাবিজন্মন্যসন্ কর্ম্ম ন ভুঞ্জীতেহ সঞ্চিতম্ ॥ ৪ ॥
পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জ্জনাৎ ॥ ৫ ॥
অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ ॥ ৬ ॥
লীনা সুপ্তৌ বপুর্ব্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা ।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥ ৭ ॥
কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েতান্তরিন্দ্রিয়ম্ ।
বিজ্ঞানমনসী অন্তর্ব্বহিশ্চৈতে পরস্পরম্ ॥ ৮ ॥
কাচিদন্তর্মুখাবৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্ ।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে ॥ ৯ ॥
কাদাচিৎকত্বতো নাত্মা স্যাদানন্দময়োঽপ্যয়ম্
বিম্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্বদা স্থিতেঃ ॥ ১০ ॥
নন্বু দেহমুপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবস্তুষু ।
মাভূদাত্মত্বমন্যস্তু ন কশ্চিদনুভূয়তে ॥ ১১ ॥
বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্ব্বেঽনুভূয়ন্তে ন চেতরঃ ।
তথাপ্যেতেঽনুভূয়ন্তে যেন তং কো নিবারয়েৎ ॥ ১২ ॥
স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা ।
জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাদজ্ঞেয়ো ন ত্বসত্তয়া ॥ ১৩ ॥
মাধুর্য্যাদিস্বভাবানামন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্ ।
স্বস্মিংস্তদর্পণাপেক্ষা নো ন চাস্ত্যন্যদর্পকম্ ॥ ১৪ ॥
অর্পকান্তররাহিত্যেঽপ্যস্ত্যেষাং তৎস্বভাবতা ।
মাভূত্তথানুভাব্যত্বং বোধাত্মা তু ন হীয়তে ॥ ১৫ ॥

স্বয়ংজ্যোতির্ভবত্যেষ পুরোঽস্মাৎ ভাসতেঽখিলাৎ।
তমেব ভান্তমন্বেতি তদ্ভাসা ভাস্যতে জগৎ॥ ১৬॥
যেনেদং জানতে সর্ব্বং তং কেনান্যেন জানতাম্।
বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাৎ শক্তং বেদ্যে তু সাধনম্॥ ১৭॥
স বেত্তি বেদ্যং তৎ সর্ব্বং নান্যস্তস্যাস্তি বেদিতা।
বিদিতাবিদিতাভ্যাং তৎ পৃথক্ বোধস্বরূপকম্॥ ১৮॥
বোধেঽপ্যনুভবো যস্য ন কথঞ্চন জায়তে।
তং কথং বোধয়েৎ শাস্ত্রং লোষ্টং নরসমাকৃতিম্॥ ১৯॥
জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী॥ ২০॥
যস্মিন্ যস্মিন্নস্তি লোকে বোধস্তত্তদুপেক্ষণে।
যদ্বোধমাত্রং তদ্ব্রহ্মেত্যেবং ধীর্ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ॥ ২১॥
পঞ্চকোষপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ।
স্বস্বরূপং স এব স্যাৎ শূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্॥ ২২॥
অস্তি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদাবিষয়ত্বতঃ।
স্বস্মিন্নপি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদ্যত্র কো ভবেৎ॥ ২৩॥
স্বাসত্ত্বন্তু ন কস্মৈচিদ্রোচতে বিভ্রমং বিনা।
অতএব শ্রুতির্ব্বাধং ব্রূতে চাসত্ত্ববাদিনঃ॥ ২৪॥
অসদ্ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ স্বয়মেব ভবেদসৎ।
অতোঽস্য মাভূদ্বেদ্যত্বং স্বসত্ত্বন্ত্বভ্যুপেয়তাম্॥ ২৫॥
কীদৃক্ তর্হীতি চেৎ পৃচ্ছেরীদৃক্তা নাস্তি তত্র হি।
যদনীদৃগতাদৃক্ চ তৎস্বরূপং বিনিশ্চিনু॥ ২৬॥
অক্ষাণাং বিষয়স্ত্বীদৃক্ পরোক্ষস্তাদৃগুচ্যতে।
বিষয়ী নাক্ষবিষয়ঃ স্বত্বান্নাস্য পরোক্ষতা॥ ২৭॥

অবেদ্যোঽপ্যপরোক্ষোঽতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ম্ ।
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥
সত্যত্বং বাধরাহিত্যং জগদ্‌বাধৈকসাক্ষিণঃ ।
বাধঃ কিং সাক্ষিকো ব্রূহি ন ত্বসাক্ষিক ইষ্যতে ॥ ২৯ ॥
অপনীতেষু মূর্ত্তেষু হ্যমূর্ত্তং শিষ্যতে বিয়ৎ ।
শক্যেষু বাধিতেষন্তে শিষ্যতে যত্তদেব তৎ ॥ ৩০ ॥
সর্ব্ববাধে ন কিঞ্চিচ্চেৎ যন্ন কিঞ্চিত্তদেব তৎ ।
ভাষা এবাত্র ভিদ্যন্তে নির্ব্বাধং তাবদস্তি হি ॥ ৩১ ॥
অতএব শ্রুতির্বাধ্যং বাধিত্বা শেষয়ত্যদঃ ।
স এষ নেতি নেত্যাত্মেত্যতদ্‌ব্যাবৃত্তিরূপতঃ ॥ ৩২ ॥
ইদং রূপন্তু যদ্‌যাবৎ তত্ত্যক্তুং শক্যতেঽখিলম্ ।
অশক্যো হ্যনিদং রূপং স আত্মা বাধবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৩ ॥
সিদ্ধং ব্রহ্মণি সত্যত্বং জ্ঞানত্বন্তু পুরোদিতম্ ।
স্বয়মেবানুভূতিত্বাদিত্যাদিবচনৈঃ স্ফুটম্ ॥ ৩৪ ॥
ন ব্যাপিত্বাদ্দেশতোঽন্তো নিত্যত্বান্নাপি কালতঃ ।
ন বস্তুতোঽপি সার্ব্বাত্ম্যাদানন্ত্যং ব্রহ্মণি ত্রিধা ॥ ৩৫ ॥
দেশকালান্যবস্তূনাং কল্পিতত্বাচ্চ মায়য়া ।
ন দেশাদিকৃতোঽন্তোঽস্তি ব্রহ্মানন্ত্যং স্ফুটন্ততঃ ॥ ৩৬ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্ম তদ্‌বস্তু তস্য তৎ ।
ঈশ্বরত্বন্তু জীবত্বমুপাধিদ্বয়কল্পিতম্ ॥ ৩৭ ॥
শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা ।
আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষু বস্তুষু ॥ ৩৮ ॥
বস্তুধর্ম্মা নিয়ম্যেরন্ শক্ত্যা নৈব যদা তদা ।
অন্যোন্যধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাৎ বিপ্লবেত জগৎ খলু ॥ ৩৯ ॥

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনের বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥ ৪০ ॥
কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।
পিতা পিতামহশ্চৈকঃ পুত্রপৌত্রৌ যথা প্রতি ॥ ৪১ ॥
পুত্রাদেরবিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ।
তদ্বন্নেশো নাপি জীবঃ শক্তিকোষাবিবক্ষণে ॥ ৪২ ॥
য এবং ব্রহ্ম বেদৈষ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম্।
ব্রহ্মণো নাস্তি জন্মাতঃ পুনরেষ ন জায়তে ॥ ৪৩ ॥

ইতি পঞ্চকোষবিবেকঃ।

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ

দ্বৈতবিবেকঃ।

ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে।
বিবেকে সতি জীবেন হেয়ো বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ ॥ ১ ॥
মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
স মায়ী সৃজতীত্যাহুঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ ॥ ২ ॥
আত্মা বা ইদমগ্রেঽভূৎ স ঈক্ষত সৃজা ইতি।
সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ ॥ ৩ ॥

খবায়্বগ্নিজলোর্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ ক্রমাদমী।
সম্ভূতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মনোঽখিলাঃ ॥ ৪ ॥
বহু স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ।
তপস্তপ্ত্বাস্সৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ ॥ ৫ ॥
ইদমগ্রে সদেবাসীদ্বহুত্বায় তদৈক্ষত।
তেজোঽবন্নাণ্ডজাদীনি সসর্জেতি চ সামগাঃ ॥ ৬ ॥
বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জায়ন্তেঽক্ষরতস্তথা।
বিবিধাশ্চিজ্জড়া ভাবা ইত্যাথর্ব্বণিকী শ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥
জগদব্যাকৃতং পূর্ব্বমাসীদ্ ব্যাক্রিয়তেঽধুনা।
দৃশ্যাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিরাড়াদিষু তে স্ফুটে।
বিরাণ্মনুর্নরা গাবঃ খরাশ্বাজাবয়স্তথা।
পিপীলিকাবধিদ্বন্দ্বমিতি বাজসনেয়িনঃ ॥ ৮ ॥
কৃত্বা রূপান্তরং জৈবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ।
ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুর্জীবত্বং প্রাণধারণাৎ ॥ ৯ ॥
চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ।
চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসংঘো জীব উচ্যতে ॥ ১০ ॥
মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্ম্মাণশক্তিবৎ।
বিদ্যতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ ॥ ১১ ॥
মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি।
ঈশসৃষ্টমিদং দ্বৈতং সর্ব্বমুক্তং সমাসতঃ ॥ ১২ ॥
সপ্তান্নব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবসৃষ্টং প্রপঞ্চিতম্।
অন্নানি সপ্ত জ্ঞানেন কর্ম্মণাজনয়ৎ পিতা ॥ ১৩ ॥
মর্ত্ত্যান্নমেকং, দেবান্নে দ্বে, পশ্বন্নঞ্চতুর্থকম্।
অন্নত্রিতয়মাত্মার্থমন্নানাং বিনিযোজনম্ ॥ ১৪ ॥

ব্রীহ্যাদিকং, দর্শপূর্ণমাসৌ, ক্ষীরস্তথা মনঃ।
বাক্‌প্রাণশ্চেতি সপ্তত্বমন্নানামবগম্যতাম্॥ ১৫ ॥
ঈশেন যদ্যপ্যেতানি নির্ম্মিতানি স্বরূপতঃ।
তথাপি জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জীবোঽকার্ষীত্তদন্নতাম্॥ ১৬ ॥
ঈশকার্য্যং জীবভোগ্যং জগদ্দ্বাভ্যাং সমন্বিতম্।
পিতৃজন্যা ভর্ত্তৃভোগ্যা যথা যোষিত্তথেষ্যতাম্॥ ১৭ ॥
মায়াবৃত্ত্যাত্মকো হীশসঙ্কল্পঃ সাধনং জনৌ।
মনোবৃত্ত্যাত্মকো জীবসঙ্কল্পো ভোগসাধনম্॥ ১৮ ॥
ঈশনির্ম্মিতমণ্যাদৌ বস্তুন্যেকবিধে স্থিতে।
ভোক্তৃধীবৃত্তিনানাত্বাৎ তদ্ভোগো বহুধেষ্যতে॥ ১৯ ॥
হৃষ্যত্যেকো মণিং লব্ধ্বা ক্রুধ্যত্যন্যো হ্যলাভতঃ।
পশ্যত্যেব বিরক্তোঽত্র ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি॥ ২০ ॥
প্রিয়োঽপ্রিয় উপেক্ষ্যশ্চেত্যাকারা মণিগাস্ত্রয়ঃ।
সৃষ্টা জীবৈরীশসৃষ্টং রূপং সাধারণং ত্রিষু॥ ২১ ॥
ভার্য্যা স্নুষা ননন্দা চ যাতা মাতেত্যনেকধা।
প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্ভিদ্যতে ন স্বরূপতঃ॥ ২২ ॥
নন্বু জ্ঞানানি ভিদ্যন্তামাকারস্তু ন ভিদ্যতে।
যোষিদ্বপুষ্যতিশয়ো ন দৃষ্টো জীবনির্ম্মিতঃ॥ ২৩ ॥
মৈবং মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী।
মাংসময্যা অভেদেঽপি ভিদ্যতেঽত্র মনোময়ী॥ ২৪ ॥
ভ্রান্তিস্বপ্নমনোরাজ্যস্মৃতিষ্বস্তু মনোময়ম্।
জাগ্রন্মানেন মেয়স্য ন মনোময়তেতি চেৎ॥ ২৫ ॥
বাঢ়ং মানে তু মেয়েন যোগাৎ স্যাৎ বিষয়াকৃতিঃ।
ভাষ্যবার্ত্তিককারাভ্যাময়মর্থ উদাহৃতঃ॥ ২৬ ॥

মূষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে তথা।
রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবচ্চিত্তং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্॥ ২৭॥
ব্যঞ্জকো বা যথালোকো ব্যঙ্গ্যস্যাকারতামিয়াৎ।
সর্ব্বার্থব্যঞ্জকত্বাদ্ধীরর্থাকারা প্রদৃশ্যতে॥ ২৮॥
মাতুর্ম্মানাভিনিষ্পত্তির্নিষ্পন্নং মেয়মেতি তৎ।
মেয়াভিসঙ্গতং তচ্চ মেয়াভত্বং প্রপদ্যতে॥ ২৯॥
সত্যেবং বিষয়ৌ দ্বৌ স্তো ঘটৌ মৃন্ময়ধীময়ৌ।
মৃন্ময়ো মানমেয়ঃ স্যাৎ সাক্ষিভাস্যস্তু ধীময়ঃ॥ ৩০॥
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ধীময়ো জীববন্ধকৃৎ।
সত্যস্মিন্ সুখদুঃখে স্তস্তস্মিন্নসতি ন দ্বয়ম্॥ ৩১॥
অসত্যপি চ বাহ্যার্থে স্বপ্নাদৌ বধ্যতে নরঃ।
সমাধিসুপ্তমূর্চ্ছাসু সত্যপ্যস্মিন্ন বধ্যতে॥ ৩২॥
দূরদেশং গতে পুত্রে জীবত্যেবাত্র তৎপিতা।
বিপ্রলম্ভকবাক্যেন মৃতং মত্বা প্ররোদিতি॥ ৩৩॥
মৃতেঽপি তস্মিন্ বার্ত্তায়ামশ্রুতায়াং ন রোদিতি।
অতঃ সর্ব্বস্য জীবস্য বন্ধকৃন্মানসং জগৎ॥ ৩৪॥
বিজ্ঞানবাদো বাহ্যার্থ-বৈয়র্থ্যাৎ স্যাদিহেতি চেৎ।
ন হৃদ্যাকারমাধাতুং বাহ্যস্যাপেক্ষিতত্বতঃ॥ ৩৫॥
বৈয়র্থ্যমস্তু বা বাহ্যং ন বারয়িতুমীশ্মহে।
প্রয়োজনমপেক্ষন্তে ন মানানীতি হি স্থিতিঃ॥ ৩৬॥
বন্ধশ্চেন্মানসং দ্বৈতং তদ্ধীরোধেন শাম্যতি।
অভ্যসেদ্যোগমেবাতো ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং বদ॥ ৩৭॥
তাৎকালিকদ্বৈতশান্তাবপ্যাগামিজনিক্ষয়ঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা ন স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৩৮॥

অনিবৃত্তেঽপীশসৃষ্টে দ্বৈতে তস্য মৃষাত্মতাম্ ।
বুদ্ধা ব্রহ্মাদ্বয়ং বোদ্ধুং শক্যং বস্ত্বৈক্যবাদিনা ॥ ৩৯ ॥
প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ ।
বিরোধিদ্বৈতাভাবেঽপি ন শক্যং বোদ্ধুমদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥
অবাধকং সাধকঞ্চ দ্বৈতমীশ্বরনির্ম্মিতম্ ।
অপনেতুমশক্যঞ্চেত্যাস্তাং তদ্দ্বিষ্যতে কুতঃ ॥ ৪১ ॥
জীবদ্বৈতন্তু শাস্ত্রীয়মশাস্ত্রীয়মিতি দ্বিধা ।
উপাদদীত শাস্ত্রীয়মাতত্ত্বস্যাববোধনাৎ ॥ ৪২ ॥
আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যং শাস্ত্রীয়ং মানসং জগৎ ।
বুদ্ধে তত্ত্বে তচ্চ হেয়মিতি শ্রুত্যনুশাসনম্ ॥ ৪৩ ॥
শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ ।
পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উল্কাবত্তান্যথোৎসৃজেৎ ॥ ৪৪ ॥
গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ ॥ ৪৫ ॥
তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ ।
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ ৪৬ ॥
তমেবৈকং বিজানীথ হ্যন্যা বাচো বিমুঞ্চথ ।
যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞ ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্ফুটাঃ ॥ ৪৭ ॥
অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রং মন্দমিতি দ্বিধা ।
কামক্রোধাদিকং তীব্রং মনোরাজ্যং তথেতরৎ ॥ ৪৮ ॥
উভয়ং তত্ত্ববোধাৎ প্রাঙ্ নিবার্য্যং বোধসিদ্ধয়ে ।
শমঃ সমাহিতত্বঞ্চ সাধনেষু শ্রুতং যতঃ ॥ ৪৯ ॥
বোধাদূর্দ্ধঞ্চ তদ্ধেয়ং জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে ।
কামাদিক্লেশবন্ধেন যুক্তস্য ন হি মুক্ততা ॥ ৫০ ॥

জীবন্মুক্তিরিয়ং মাভূৎ জন্মাভাবে ত্বহং কৃতী।
তর্হি জন্মাপি তেঽস্ত্যেব স্বর্গমাত্রাৎ কৃতী ভবান্ ॥ ৫১ ॥
ক্ষয়াতিশয়দোষেণ স্বর্গো হেয়ো যদা তদা।
স্বয়ং দোষতমাত্মায়ং কামাদিঃ কিং ন হীয়তে ॥ ৫২ ॥
তত্ত্বং বুদ্ধাপি কামাদীন্ নিঃশেষং ন জহাসি চেৎ।
যথেষ্টাচরণং তে স্যাৎ কর্ম্মশাস্ত্রাতিলঙ্ঘিনঃ ॥ ৫৩ ॥
বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।
শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে ॥ ৫৪ ॥
বোধাৎ পুরা মনোদোষমাত্রাৎ ক্লিষ্টোঽস্যথাধুনা।
অশেষলোকনিন্দা চেত্যহো তে বোধবৈভবম্ ॥ ৫৫ ॥
বিড্‌বরাহাদিতুল্যত্বং মা কাঙ্ক্ষীস্তত্ত্ববিদ্ভবান্।
সর্ব্বধীদোষসংত্যাগাৎ লোকৈঃ পূজ্যস্ব দেববৎ ॥ ৫৬ ॥
কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ।
প্রসিদ্ধা মোক্ষশাস্ত্রেষু তানন্বিষ্য সুখী ভব ॥ ৫৭ ॥
ত্যজ্যতামেষ কামাদির্ম্মনোরাজ্যে তু কা ক্ষতিঃ।
অশেষদোষবীজত্বাৎ ক্ষতির্ভগবতেরিতা ॥ ৫৮ ॥
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৫৯ ॥
শক্যং জেতুং মনোরাজ্যং নির্ব্বিকল্পসমাধিতঃ।
সুসম্পাদঃ ক্রমাৎ সোঽপি সবিকল্পসমাধিনা ॥ ৬০ ॥
বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা।
দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে ॥ ৬১ ॥

জিতে তস্মিন্ বৃত্তিশূন্যং মনস্তিষ্ঠতি মূকবৎ।
এতৎ পদং বশিষ্ঠেন রামায় বহুধেরিতম্॥ ৬২ ॥
দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্।
সম্পন্নঞ্চেত্তদোৎপন্না পরা নির্ব্বাণনির্বৃতিঃ।
বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদ্গ্রাহিতং মিথঃ।
সন্ত্যক্তবাসনান্মৌনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্॥ ৬৩ ॥
বিক্ষিপ্যতে কদাচিদ্ধীঃ কর্ম্মণা ভোগদায়িনা।
পুনঃ সমাহিতা সা স্যাত্তদৈবাভ্যাসপাটবাৎ॥ ৬৪ ॥
বিক্ষেপো যস্য নাস্ত্যস্য ব্রহ্মবিত্ত্বং ন মন্যতে।
ব্রহ্মৈবায়মিতি প্রাহুর্ম্মুনয়ঃ পারদর্শিনঃ॥ ৬৫ ॥
দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ।
যস্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্ম ন চৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্॥ ৬৬ ॥
জীবন্মুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা জীবদ্বৈতবিবর্জনাৎ।
লভ্যতেঽসাবতোঽত্রেদমীশদ্বৈতাদ্বিবেচিতম্॥ ৬৭ ॥

ইতি দ্বৈতবিবেকঃ

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ

মহাবাক্যবিবেকঃ।

যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ।
স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্॥ ১॥
চতুর্ম্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু।
চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম মষ্যপি॥ ২॥
পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি।
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে॥ ৩॥
স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ।
অস্মীত্যৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্॥ ৪॥
একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥ ৫॥
শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র তংপদোরতম্।
একতা গৃহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্॥ ৬॥
স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো মতম্।
অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে॥ ৭॥
দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্য্যতে।
ব্রহ্মশব্দেন তদ্‌ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্॥ ৮॥

ইতি মহাবাক্যবিবেকঃ।

ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ

চিত্রদীপঃ।

যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ন্তথাবস্থাচতুষ্টয়ম্ ॥ ১ ॥
যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্য্যামিসূত্রাণি বিরাট্ চাত্মা তথের্য্যতে ॥ ২ ॥
স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ ॥ ৩ ॥
স্বতশ্চিদন্তর্য্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ।
সূত্রাত্মা স্থূলসৃষ্ট্যৈব বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনোঽত্র জড়া অপি।
উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পটচিত্রবৎ ॥ ৫ ॥
চিত্রার্পিতমনুষ্যাণাং বস্ত্রাভাসাঃ পৃথক্ পৃথক্।
চিত্রাধারেণ বস্ত্রেণ সদৃশা ইব কল্পিতাঃ ॥ ৬ ॥
পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাসাশ্চৈতন্যাধ্যস্তদেহিনাম্।
কল্প্যন্তে জীবনামানো বহুধা সংসরন্ত্যমী ॥ ৭ ॥
বস্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ যদ্বদাধারবস্ত্রগান্।
বদন্ত্যজ্ঞাস্তথা জীবসংসারং চিদ্গতং বিদুঃ ॥ ৮ ॥
চিত্রস্থপর্ব্বতাদীনাং বস্ত্রাভাসো ন লিখ্যতে।
সৃষ্টিস্থমৃত্তিকাদীনাং চিদাভাসাস্তথা ন হি ॥ ৯ ॥

সংসারঃ পরমার্থোঽয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্তুনি।
ইতি ভ্রান্তিরবিদ্যা স্যাৎ বিদ্যয়ৈষা নিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥
আত্মাভাসস্য জীবস্য সংসারো নাত্মবস্তুনঃ।
ইতি বোধো ভবেদ্‌বিদ্যা লভ্যতেঽসৌ বিচারণাৎ ॥ ১১ ॥
সদা বিচারয়েত্তস্মাজ্জগজ্জীবপরাত্মনঃ।
জীবভাবজগদ্ভাববাধে স্বাত্মৈব শিষ্যতে ॥ ১২ ॥
নাপ্রতীতিস্তয়োর্ব্বাধঃ কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ।
নো চেৎ সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ মুচ্যেতাযত্নতো জনঃ ॥ ১৩ ॥
পরমাত্মাবশেষোঽপি তৎসত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ।
ন জগদ্‌বিস্মৃতির্নো চেৎ জীবন্মুক্তির্ন সম্ভবেৎ ॥ ১৪ ॥
পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজা।
তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোঽয়ং সমাপ্যতে ॥ ১৫ ॥
অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ।
অহং ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে ॥ ১৬ ॥
তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থমাত্মতত্ত্বং বিবিচ্যতে।
যেনায়ং সর্ব্বসংসারাৎ সদ্য এব বিমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥
কূটস্থো ব্রহ্মজীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্ব্বিধা।
ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখে যথা ॥ ১৮ ॥
ঘটাবচ্ছিন্নখে নীরং যত্তত্র প্রতিবিম্বিতঃ।
সাভ্রনক্ষত্র আকাশো জলাকাশ উদীর্য্যতে ॥ ১৯ ॥
মহাকাশস্য মধ্যে যন্মেঘমণ্ডলমীক্ষ্যতে।
প্রতিবিম্বতয়া তত্র মেঘাকাশো জলে স্থিতঃ ॥ ২০ ॥
মেঘাংশরূপমুদকং তুষারাকারসংস্থিতম্।
তত্র খপ্রতিবিম্বোঽয়ং নীরত্বাদনুমীয়তে ॥ ২১ ॥

অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ।
কূটবন্নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে ॥ ২২ ॥
কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিৎপ্রতিবিম্বকঃ।
প্রাণানাং ধারণাজ্জীবঃ সংসারেণ স যুজ্যতে ॥ ২৩ ॥
জলব্যোম্না ঘটাকাশো যথা সর্ব্বস্তিরোহিতঃ।
তথা জীবেন কূটস্থঃ সোঽন্যোন্যাধ্যাস উচ্যতে ॥ ২৪ ॥
অয়ং জীবো ন কূটস্থং বিবিনক্তি কদাচন।
অনাদিরবিবেকোঽয়ং মূলাবিদ্যেতি গম্যতাম্ ॥ ২৫ ॥
বিক্ষেপাবৃতিরূপাভ্যাং দ্বিধাবিদ্যা প্রকল্পিতা।
ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইত্যাপাদনমাবৃতিঃ ॥ ২৬ ॥
অজ্ঞানী বিদুষা পৃষ্টঃ কূটস্থং ন প্রবুদ্ধ্যতে।
ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বুদ্ধ্বা বদত্যপি ॥ ২৭ ॥
স্বপ্রকাশে কুতোঽবিদ্যা তাং বিনা কথমাবৃতিঃ।
ইত্যাদিতর্কজালানি স্বানুভূতির্গ্রসত্যসৌ ॥ ২৮ ॥
স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতেঃ।
কথং বা তার্কিকম্মন্যস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯ ॥
বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি।
স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাম্ ॥ ৩০ ॥
স্বানুভূতিরবিদ্যায়ামাবৃতৌ চ প্রদর্শিতা।
অতঃ কূটস্থচৈতন্যমবিরোধীতি তর্ক্যতাম্ ॥ ৩১ ॥
তচ্চেদ্‌বিরোধি কেনেয়মাবৃতির্হ্যনুভূয়তাম্।
বিবেকস্তু বিরোধ্যস্যাস্তত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্ ॥ ৩২ ॥
অবিদ্যাবৃতকূটস্থে দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ।
শুক্তৌ রূপ্যবদধ্যস্তা বিক্ষেপাধ্যাস এব হি ॥ ৩৩ ॥

ইদমংশস্য সত্যত্বং শুক্তিগং রূপ্য ঈক্ষ্যতে।
স্বয়ন্ত্বং বস্তুতা চৈবং বিক্ষেপে বীক্ষ্যতেঽন্যগম্ ॥ ৩৪ ॥
নীলপৃষ্ঠত্রিকোণত্বং যথা শুক্তৌ তিরোহিতম্।
অসঙ্গানন্দতাদ্যেবং কূটস্থেঽপি তিরোহিতম্ ॥ ৩৫ ॥
আরোপিতস্য দৃষ্টান্তে রূপং নাম যথা তথা।
কূটস্থাধ্যস্তবিক্ষেপনামাহমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
ইদমংশং স্বতঃ পশ্যন্ রূপ্যমিত্যভিমন্যতে।
তথা স্বঞ্চ স্বতঃ পশ্যন্নহমিত্যভিমন্যতে ॥ ৩৭ ॥
ইদন্ত্বরূপ্যতে ভিন্নে স্বত্বাহন্তে তথেক্ষতাম্।
সামান্যঞ্চ বিশেষশ্চেত্যুভয়ত্রাপি গম্যতে ॥ ৩৮ ॥
দেবদত্তঃ স্বয়ং গচ্ছেত্বং বীক্ষস্ব স্বয়ন্তথা।
অহং স্বয়ং ন শক্নোমীত্যেবং লোকে প্রযুজ্যতে ॥ ৩৯ ॥
ইদং রূপ্যমিদং বস্ত্রমিতি যদ্বদিদন্তথা।
অসৌ ত্বমহমিত্যেষু স্বয়মিত্যভিমন্যতে ॥ ৪০ ॥
অহন্ত্বাৎ ভিদ্যতাং স্বত্বং কূটস্থে তেন কিং তব।
স্বয়ং শব্দার্থ এবৈষ কূটস্থ ইতি মে ভবেৎ ॥ ৪১ ॥
অন্যত্ববারকং স্বত্বমিতি চেদন্যবারণম্।
কূটস্থস্যাত্মতাং বক্তুরিষ্টমেব হি তদ্ভবেৎ ॥ ৪২ ॥
স্বয়মাত্মেতি পর্য্যায়স্তেন লোকে তয়োঃ সহ।
প্রয়োগো নাস্ত্যতঃ স্বত্বমাত্মত্বঞ্চান্যবারকম্ ॥ ৪৩ ॥
ঘটঃ স্বয়ং ন জানাতীত্যেবং স্বত্বং ঘটাদিষু।
অচেতনেষু দৃষ্টঞ্চেদ্দৃশ্যতামাত্মসত্ত্বতঃ ॥ ৪৪ ॥
চেতনাচেতনভিদা কূটস্থাত্মকৃতা ন হি।
কিন্তু বুদ্ধিকৃতাভাসকৃতৈবেত্যবগম্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥

যথা চেতন আভাসঃ কূটস্থে ভ্রান্তিকল্পিতঃ।
অচেতনো ঘটাদিশ্চ তথা তত্রৈব কল্পিতঃ ॥ ৪৬ ॥
তত্ত্বেদন্তে অপি স্বত্বমিব ত্বমহমাদিষু।
সর্ব্বত্রানুগতে তেন তয়োরপ্যাত্মতেতি চেৎ ॥ ৪৭ ॥
তে আত্মত্বেঽপ্যনুগতে তত্ত্বেদন্তে ততস্তয়োঃ।
আত্মত্বং নৈব সম্ভাব্যং সম্যক্‌ত্বাদের্যথা তথা ॥ ৪৮ ॥
তত্ত্বেদন্তে স্বতান্যত্বে ত্বন্তাহন্তে পরস্পরম্।
প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া লোকে প্রসিদ্ধে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥
অন্যতায়াঃ প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং কূটস্থ ইষ্যতাম্।
ত্বন্তায়াঃ প্রতিযোগ্যেষোঽহমিত্যাত্মনি কল্পিতঃ ॥ ৫০ ॥
অহন্তাস্বত্বয়োর্ভেদে রূপ্যতেদন্তয়োরিব।
স্পষ্টেঽপি মোহমাপন্না একত্বং প্রতিপেদিরে ॥ ৫১ ॥
তাদাত্ম্যাধ্যাস এবাত্র পূর্ব্বোক্তাবিদ্যয়া কৃতঃ।
অবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং তৎকার্য্যং বিনিবর্ত্ততে ॥ ৫২ ॥
অবিদ্যাবৃতিতাদাত্ম্যে বিদ্যয়ৈব বিনশ্যতঃ।
বিক্ষেপস্য স্বরূপস্তু প্রারব্ধক্ষয়মীক্ষতে ॥ ৫৩ ॥
উপাদানে বিনষ্টেঽপি ক্ষণং কার্য্যং প্রতীক্ষতে।
ইত্যাহুস্তার্কিকাস্তদ্বদস্মাকং কিং ন সম্ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥
তন্তূনাং দিনসংখ্যানাং তৈস্তাদৃক্‌ক্ষণ ঈরিতঃ।
ভ্রমস্যাসংখ্যকল্পস্য যোগ্যঃ ক্ষণ ইহেষ্যতাম্ ॥ ৫৫ ॥
বিনা ক্ষোদক্ষমং মানং তৈর্বৃথা পরিকল্প্যতে।
শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যো বদতাং কিন্নু দুঃশকম্ ॥ ৫৬ ॥
আস্তাং দুস্তার্কিকৈঃ সার্দ্ধং বিবাদঃ প্রকৃতং ব্রুবে।
স্বাহমোঃ সিদ্ধমেকত্বং কূটস্থপরিণামিনোঃ ॥ ৫৭ ॥

ভ্রাম্যন্তে পণ্ডিতম্মন্যাঃ সর্ব্বে লৌকিকতার্কিকাঃ।
অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাৎ কেবলাং যুক্তিমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৮ ॥
পূর্ব্বাপরপরামর্শবিকলাস্তত্র কেচন।
বাক্যাভাসান্ স্বস্বপক্ষে যোজয়ন্ত্যপ্যলজ্জয়া ॥ ৫৯ ॥
কূটস্থাদিশরীরান্তসংঘাতস্যাত্মতাং জগুঃ।
লোকায়তাঃ পামরাশ্চ প্রত্যক্ষাভাসমাশ্রিতাঃ ॥ ৬০ ॥
শ্রৌতীকর্ত্তুং স্বপক্ষন্তে কোষমন্নময়ন্তথা।
বিরোচনস্য সিদ্ধান্তং প্রমাণং প্রতিজজ্ঞিরে ॥ ৬১ ॥
জীবাত্মনির্গমে দেহমরণস্যাত্র দর্শনাৎ।
দেহাতিরিক্ত এবাত্মেত্যাহুর্লোকায়তাঃ পরে ॥ ৬২ ॥
প্রত্যক্ষত্বেনাভিমতাহন্ধীর্দেহাতিরেকিণম্।
গময়েদিন্দ্রিয়াত্মানং বচ্মীত্যাদিপ্রয়োগতঃ ॥ ৬৩ ॥
বাগাদীনামিন্দ্রিয়াণাং কলহঃ শ্রুতিষু শ্রুতঃ।
তেন চৈতন্যমেতেষামাত্মত্বং তত এব হি ॥ ৬৪ ॥
হৈরণ্যগর্ভাঃ প্রাণাত্মবাদিনস্ত্বেবমূচিরে।
চক্ষুরাদ্যক্ষলোপেঽপি প্রাণসত্ত্বে তু জীবতি ॥ ৬৫ ॥
প্রাণো জাগর্ত্তি সুপ্তেষু প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাদিকং শ্রুতম্।
কোষঃ প্রাণময়ঃ সম্যক্ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ ॥ ৬৬ ॥
মন আত্মেতি মন্যন্ত উপাসনপরা জনাঃ।
প্রাণস্যাভোক্তৃতা স্পষ্টা ভোক্তৃত্বং মনসস্ততঃ ॥ ৬৭ ॥
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
শ্রুতো মনোময়ঃ কোষস্তেনাত্মেতীরিতং মনঃ ॥ ৬৮ ॥
বিজ্ঞানমাত্মেতি পর আহুঃ ক্ষণিকবাদিনঃ।
যতো বিজ্ঞানমূলত্বং মনসো গম্যতে স্ফুটম্ ॥ ৬৯ ॥

অহংবৃত্তিরিদংবৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহংবৃত্তিরিদংবৃত্তির্ম্মনো ভবেৎ। ৭০ ॥
অহংপ্রত্যয়বীজত্বমিদংবৃত্তেরতি স্ফুটম্।
অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ ন তু ক্বচিৎ ॥ ৭১ ॥
ক্ষণে ক্ষণে জন্মনাশাবহং বৃত্তের্মিতৌ যতঃ।
বিজ্ঞানং ক্ষণিকং তেন স্বপ্রকাশং স্বতো মিতেঃ ॥ ৭২ ॥
বিজ্ঞানময়কোষোঽয়ং জীব ইত্যাগমা জগুঃ।
সর্ব্বসংসার এতস্য জন্মনাশসুখাদিকঃ ॥ ৭৩ ॥
বিজ্ঞানং ক্ষণিকং নাত্মা বিদ্যুদভ্রনিমেষবৎ।
অন্যস্যানুপলব্ধত্বাৎ শূন্যং মাধ্যমিকা জগুঃ ॥ ৭৪ ॥
অসদেবেদমিত্যাদাবিদমেবশ্রুতন্ততঃ।
জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকং সর্ব্বং জগদ্ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্ ॥ ৭৫ ॥
নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেরভাবাদাত্মনোঽস্তিতা।
শূন্যস্যাপি সসাক্ষিত্বাদন্যথা নোক্তিরস্য তে ॥ ৭৬ ॥
অন্যো বিজ্ঞানময়ত আনন্দময় আন্তরঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি বৈদিকদর্শনম্ ॥ ৭৭ ॥
অণুর্ম্মহান্ মধ্যমো বেত্যেবং তত্রাপি বাদিনঃ।
বহুধা বিবদন্তে হি শ্রুতিযুক্তিসমাশ্রয়াৎ ॥ ৭৮ ॥
অণুং বদন্ত্যন্তরালাঃ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারতঃ।
রোম্নঃ সহস্রভাগেন তুল্যাসু প্রচরত্যয়ম্ ॥ ৭৯ ॥
অণোরণীয়ানেষোঽণুঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরস্ত্বিতি।
অণুত্বমাহুঃ শ্রুতয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৮০ ॥
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ ॥ ৮১ ॥

দিগম্বরামধ্যমত্বমাহুরাপাদমস্তকম্।
চৈতন্যব্যাপ্তিসংদৃষ্টেরানখাগ্রশ্রুতেরপি॥ ৮২॥
সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারস্তু সূক্ষ্মৈরবয়বৈর্ভবেৎ।
স্থূলদেহস্য হস্তাভ্যাং কঞ্চুকপ্রতিমোকবৎ॥ ৮৩॥
ন্যূনাধিকশরীরেষু প্রবেশোঽপি গমাগমৈঃ।
আত্মাংশানাং ভবেত্তেন মধ্যমত্বং সুনিশ্চিতম্॥ ৮৪॥
সাংশস্য ঘটবন্নাশো ভবত্যেব তথা সতি।
কৃতনাশাকৃতাভ্যাগময়োঃ কো বারকো ভবেৎ॥ ৮৫॥
তস্মাদাত্মা মহানেব নৈবাণুর্নাপি মধ্যমঃ।
আকাশবৎ সর্ব্বগতো নিরংশঃ শ্রুতিসম্মতঃ॥ ৮৬॥
ইত্যুক্ত্বা তদ্বিশেষেঽপি বহুধা কলহং যযুঃ।
অচিদ্রূপোঽথ চিদ্রূপশ্চিদচিদ্রূপ ইত্যপি॥ ৮৭॥
প্রাভাকরাস্তার্কিকাশ্চ প্রাহুরস্যাচিদাত্মতাম্।
আকাশবৎ দ্রব্যমাত্মা শব্দবত্তদ্গুণশ্চিতিঃ॥ ৮৮॥
ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখাসুখে।
তৎসংস্কারাশ্চ তস্যৈতে গুণাশ্চিতিবদীরিতাঃ॥ ৮৯॥
আত্মনো মনসো যোগে স্বাদৃষ্টবশতো গুণাঃ।
জায়ন্তেঽথ প্রলীয়ন্তে সুষুপ্তেঽদৃষ্টসংক্ষয়াৎ॥ ৯০॥
চিতিমত্ত্বাচ্চেতনোঽয়মিচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নবান্।
স্যাদ্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কর্ত্তা ভোক্তা দুঃখাদিমত্ত্বতঃ॥ ৯১॥
যথাত্র কর্ম্মবশতঃ কদাচিৎকং সুখাদিকম্।
তথা লোকান্তরে দেহে কর্ম্মণেচ্ছাদি জন্যতে॥ ৯২॥
এবঞ্চ সর্ব্বগতস্যাপি সম্ভবেতাং গমাগমৌ।
কর্ম্মকাণ্ডঃ সমগ্রোঽত্র প্রমাণমিতি তেঽবদন্॥ ৯৩॥

আনন্দময়কোষো যঃ সুষুপ্তৌ পরিশিষ্যতে।
অস্পষ্টচিৎ স আত্মৈষাং পূর্ব্বকোষোঽস্য তে গুণাঃ ॥ ৯৪ ॥
গূঢ়ং চৈতন্যমুৎপ্রেক্ষ্য বোধাবোধস্বরূপতাম্।
আত্মনো ব্রুবতে ভাট্টাশ্চিদুৎপ্রেক্ষোত্থিতস্মৃতেঃ ॥ ৯৫ ॥
জড়ো ভূত্বা তদাস্বাপ্সমিতি জাড্যস্মৃতিস্তদা।
বিনা জাড্যানুভূতিং ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে ॥ ৯৬ ॥
দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরলোপশ্চ শ্রুতঃ সুপ্তৌ ততস্ত্বয়ম্।
অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যামাত্মা খদ্যোতবদ্যুতঃ ॥ ৯৭ ॥
নিরংশস্যোভয়াত্মত্বং ন কথঞ্চিদ্ঘটিষ্যতে।
তেন চিদ্রূপ এবাত্মেত্যাহুঃ সাংখ্যা বিবেকিনঃ ॥ ৯৮ ॥
জাড্যাংশঃ প্রকৃতে রূপং বিকারি ত্রিগুণঞ্চ তৎ।
চিতো ভোগাপবর্গার্থং প্রকৃতিঃ সা প্রবর্ত্ততে ॥ ৯৯ ॥
অসঙ্গায়াশ্চিতের্ব্বন্ধমোক্ষৌ ভেদাগ্রহান্মতৌ।
বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থং পূর্ব্বেষামিব চিদ্ভিদা ॥ ১০০ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমিতি প্রকৃতিরুচ্যতে।
শ্রুতাবসঙ্গতা তদ্বদসঙ্গো হীত্যতঃ স্ফুটা ॥ ১০১ ॥
চিৎসন্নিধৌ প্রবৃত্তায়াঃ প্রকৃতের্হি নিয়ামকম্।
ঈশ্বরং ব্রুবতে যোগাঃ স জীবেভ্যঃ পরঃ শ্রুতঃ ॥ ১০২ ॥
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ ইতি হি শ্রুতিঃ।
আরণ্যকে সম্ভ্রমেণ হ্যন্তর্য্যাম্যুপপাদিতঃ ॥ ১০৩ ॥
অত্রাপি কলহায়ন্তে বাদিনঃ স্বস্বযুক্তিভিঃ।
বাক্যান্যপি যথাপ্রজ্ঞং দার্ঢ্যায়োদাহরন্তি হি ॥ ১০৪ ॥
ক্লেশকর্ম্মবিপাকৈস্তদাশয়ৈরপ্যসংযুতঃ।
পুংবিশেষো ভবেদীশো জীববৎ সোঽপ্যসঙ্গচিৎ ॥ ১০৫ ॥

তথাপি পুংবিশেষত্বাৎ ঘটতেঽস্য নিয়ন্তৃতা।
অব্যবস্থৌ বন্ধমোক্ষাবাপতেতামিহান্যথা ॥ ১০৬ ॥
ভীষাস্মাদিত্যেবমাদাবসঙ্গস্য পরাত্মনঃ।
শ্রুতং তদ্‌যুক্তমপ্যস্য ক্লেশকর্ম্মাদ্যসঙ্গমাৎ ॥ ১০৭ ॥
জীবানামপ্যসঙ্গত্বাৎ ক্লেশাদি র্ন হ্যথাপি চ।
বিবেকাগ্রহতঃ ক্লেশকর্ম্মাদি প্রাগুদীরিতম্ ॥ ১০৮ ॥
নিত্যজ্ঞান-প্রযত্নেচ্ছাগুণানীশস্য মন্বতে।
অসঙ্গস্য নিয়ন্তৃত্বমযুক্তমিতি তার্কিকাঃ ॥ ১০৯ ॥
পুংবিশেষত্বমপ্যস্য গুণৈরেব ন চান্যথা।
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি শ্রুতির্জগৌ ॥ ১১০ ॥
নিত্যজ্ঞানাদিমত্ত্বেঽস্য সৃষ্টিরেব সদা ভবেৎ।
হিরণ্যগর্ভ ঈশোঽতো লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ ॥ ১১১ ॥
উদ্গীথব্রাহ্মণে তস্য মাহাত্ম্যমতিবিস্তৃতম্।
লিঙ্গসত্ত্বেঽপি জীবত্বং নাস্য কর্ম্মাদ্যভাবতঃ ॥ ১১২ ॥
স্থূলদেহং বিনা লিঙ্গদেহো ন ক্বাপি দৃশ্যতে।
বৈরাজো দেহ ঈশোঽতঃ সর্ব্বতো মস্তকাদিমান্ ॥ ১১৩ ॥
সহস্রশীর্ষেত্যেবং হি বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যপি।
শ্রুতমিত্যাহুরনিশং বিশ্বরূপস্য চিন্তকাঃ ॥ ১১৪ ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদত্বে ক্রিম্যাদেরপি চেশতা।
ততশ্চতুর্ম্মুখো দেব এবেশো নেতরঃ পুমান্ ॥ ১১৫ ॥
পুত্রার্থং তমুপাসীনা এবমাহুঃ প্রজাপতিঃ।
প্রজা অসৃজতেত্যাদি শ্রুতিংচোদাহরন্ত্যমী ॥ ১১৬ ॥
বিষ্ণোর্নাভেঃ সমুদ্ভূতো বেধাঃ কমলজস্ততঃ।
বিষ্ণুরেবেশ ইত্যাহুর্লোকে ভাগবতা জনাঃ। ১১৭ ॥

শিবস্য পাদাবন্বেষ্টুং শার্ঙ্গ্যশক্তস্ততঃ শিবঃ।
ঈশো ন বিষ্ণুরিত্যাহুঃ শৈবা আগমমানিনঃ ॥ ১১৮ ॥
পুরত্রয়ং সাদয়িতুং বিঘ্নেশং সোঽপ্যপূজয়ৎ।
বিনায়কং প্রাহুরীশং গাণপত্যমতে রতাঃ ॥ ১১৯ ॥
এবমন্যে স্বস্বপক্ষাভিমানেনান্যথান্যথা।
মন্ত্রার্থবাদকল্পাদীনাশ্রিত্য প্রতিপেদিরে ॥ ১২০ ॥
অন্তর্য্যামিণমারভ্য স্থাবরান্তেশবাদিনঃ।
সন্ত্যশ্বত্থার্কবংশাদেঃ কুলদৈবত্বদর্শনাৎ ॥ ১২১ ॥
তত্ত্বনিশ্চয়কামেন ন্যায়াগমবিচারিণাম্।
একৈব প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ সাপ্যত্র স্ফুটমুচ্যতে ॥ ১২২ ॥
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১২৩ ॥
ইতি শ্রুত্যনুসারেণ ন্যায্যো নির্ণয় ঈশ্বরে।
তথা সত্যবিরোধঃ স্যাৎ স্থাবরান্তেশবাদিনাম্ ॥ ১২৪ ॥
মায়া চেয়ং তমোরূপা তাপনীয়ে তদীরণাৎ।
অনুভূতিং তত্র মানং প্রতিজজ্ঞে শ্রুতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১২৫ ॥
জড়ং মোহাত্মকং তচ্চেত্যনুভাবয়তি শ্রুতিঃ।
আবালগোপং স্পষ্টত্বাদানন্ত্যং তস্য সাব্রবীৎ ॥ ১২৬ ॥
অচিদাত্মঘটাদীনাং যৎ স্বরূপং জড়ং হি তৎ।
যত্র কুণ্ঠীভবেৎ বুদ্ধিঃ স মোহ ইতি লৌকিকাঃ ॥ ১২৭ ॥
ইত্থং লৌকিকদৃষ্ট্যৈতৎ সর্ব্বৈরপ্যনুভূয়তে।
যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্ব্বাচ্যং নাসদাসীদিতি শ্রুতেঃ ॥ ১২৮ ॥
নাসদাসীদ্বিভাতত্বান্নো সদাসীচ্চ বাধনাৎ।
বিদ্যাদৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ ॥ ১২৯ ॥

তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেতসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্ব্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ ॥ ১৩০ ।
অস্য সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ জগতো দর্শয়ত্যসৌ।
প্রসারণাচ্চ সঙ্কোচাৎ যথা চিত্রপটস্তথা ॥ ১৩১ ॥
অস্বতন্ত্রা হি মায়া স্যাদপ্রতীতের্ব্বিনা চিতিম্।
স্বতন্ত্রাপি তথৈব স্যাদসঙ্গস্যান্যথাকৃতেঃ ॥ ১৩২ ॥
কূটস্থাসঙ্গমাত্মানং জড়ত্বেন করোতি সা।
চিদাভাসস্বরূপেণ জীবেশাবপি নির্ম্মমে ॥ ১৩৩ ॥
কূটস্থমনপাকৃত্য করোতি জগদাদিকম্।
দুর্ঘটৈকবিধায়িন্যাং মায়ায়াং কা চমৎকৃতিঃ ॥ ১৩৪ ॥
দ্রবত্বমুদকে বহ্নাবৌষ্ণ্যং কাঠিন্যমশ্মনি।
মায়ায়া দুর্ঘটত্বঞ্চ স্বতঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥ ১৩৫ ॥
ন বেত্তি মায়িনং লোকো যাবত্তাবচ্চমৎকৃতিম্।
ধত্তে মনসি পশ্চাত্তু মায়ৈবেত্যুপশাম্যতি ॥ ১৩৬ ॥
প্রসরন্তি হি চোদ্যানি জগদ্বস্তুত্ববাদিষু।
ন চোদনীয়ং মায়ায়াং তস্যাশ্চোদ্যৈকরূপতঃ ॥ ১৩৭ ॥
চোদ্যেঽপি যদি চোদ্যং স্যাত্ত্বচ্চোদ্যে চোদ্যতে ময়া।
পরিহার্য্যং ততশ্চোদ্যং ন পুনঃ প্রতিচোদ্যতাম্ ॥ ১৩৮ ॥
বিস্ময়ৈকশরীরায়া মায়ায়াশ্চোদ্যরূপতঃ।
অন্বেষ্যঃ পরিহারোঽস্যা বুদ্ধিমদ্ভিঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৩৯ ॥
মায়াত্বমেব নিশ্চেয়মিতি চেত্তর্হি নিশ্চিনু।
লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়া লক্ষণং যত্তদীক্ষ্যতাম্ ॥ ১৪০ ॥
ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা।
সা মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সংপ্রতিপেদিরে ॥ ১৪১ ॥

স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণম্।
মায়াময়ং জগত্তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ ॥ ১৪২ ॥
নিরূপয়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ।
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ ॥ ১৪৩ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা বীর্য্যেণোৎপাদিতাঃ কথম্।
কথং বা তত্র চৈতন্যমিত্যুক্তে তে কিমুত্তরম্ ॥ ১৪৪ ॥
বীর্য্যস্যৈব স্বভাবশ্চেৎ কথং তদ্‌বিদিতং ত্বয়া।
অন্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ ভগ্নৌ তৌ বন্ধ্যবীর্য্যতঃ ॥ ১৪৫ ॥
ন জানামি কিমপ্যেতদিত্যন্তে শরণং তব।
অতএব মহান্তোঽস্য প্রবদন্তীন্দ্রজালতাম্ ॥ ১৪৬ ॥
এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যদ্গর্ভবাসস্থিতং,
রেতশ্চেততি হস্তমস্তকপদপ্রোদ্ভূতনানাঙ্কুরম্।
পর্য্যায়েণ শিশুত্বযৌবনজরাবেষৈরনেকৈর্বৃতং,
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথাগচ্ছত্যথাগচ্ছতি ॥ ১৪৭ ॥
দেহবদ্‌বটধানাদৌ সুবিচার্য্যাবলোক্যতাম্।
ক্ব ধানাঃ কুত্র বা বৃক্ষস্তস্মান্মায়েতি নিশ্চিনু ॥ ১৪৮ ॥
নিরুক্তাবভিমানং যে দধতে তার্কিকাদয়ঃ।
হর্ষমিশ্রাদিভিস্তে তু খণ্ডনাদৌ সুশিক্ষিতাঃ ॥ ১৪৯ ॥
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ।
অচিন্ত্যরচনারূপং মনসাপি জগৎ খলু ॥ ১৫০ ॥
অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজং মায়েতি নিশ্চিনু।
মায়াবীজং তদেবৈকং সুষুপ্তাবনুভূয়তে ॥ ১৫১ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নজগত্তত্র লীনং বীজ ইব দ্রুমঃ।
তস্মাদশেষজগতো বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ১৫২ ॥

যা বুদ্ধিবাসনাস্তাসু চৈতন্যং প্রতিবিম্বতি।
মেঘাকাশবদস্পষ্টশ্চিদাভাসোঽনুমীয়তাম্॥ ১৫৩ ॥
সাভাসমেব তদ্‌বীজং ধীরূপেণ প্ররোহতি।
অতো বুদ্ধৌ চিদাভাসো বিস্পষ্টং প্রতিভাসতে॥ ১৫৪ ॥
মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্।
মেঘাকাশজলাকাশাবিব তৌ সুব্যবস্থিতৌ॥ ১৫৫ ॥
মেঘবদ্‌বর্ত্ততে মায়া মেঘস্থিততুষারবৎ।
ধীবাসনাশ্চিদাভাসস্তুষারস্থখবৎ স্থিতঃ॥ ১৫৬ ॥
মায়াধীনশ্চিদাভাসঃ শ্রুতো মায়ী মহেশ্বরঃ।
অন্তর্য্যামী চ সর্ব্বজ্ঞো জগদ্যোনিঃ স এব হি॥ ১৫৭ ॥
সৌষুপ্তমানন্দময়ং প্রক্রম্যৈবং শ্রুতির্জগৌ।
এষ সর্ব্বেশ্বর ইতি সোঽয়ং বেদোক্ত ঈশ্বরঃ॥ ১৫৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকে তস্য নৈব বিপ্রতিপদ্যতাম্।
শ্রৌতার্থস্যাবিতর্ক্যত্বান্মায়ায়াং সর্ব্বসম্ভবাৎ॥ ১৫৯ ॥
অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্।
ন কোঽপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বেশ্বর ইতি শ্রুতঃ॥ ১৬০ ॥
অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ।
তাভিঃ ক্রোড়ীকৃতং সর্ব্বং তেন সর্ব্বজ্ঞ ঈরিতঃ॥ ১৬১ ॥
বাসনানাং পরোক্ষত্বাৎ সর্বজ্ঞত্বং ন হীক্ষ্যতে।
সর্ব্ববুদ্ধিষু তদ্দৃষ্ট্বা বাসনাস্বনুমীয়তাম্॥ ১৬২ ॥
বিজ্ঞানময়মুখ্যেষু কোষেষ্বন্যত্র চৈব হি।
অন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তি তেনান্তর্য্যামিতাং ব্রজেৎ॥ ১৬৩ ॥
বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্নান্তরোঽস্যা ধিয়ানীক্ষ্যশ্চ ধীবপুঃ।
ধিয়মন্তর্যময়তীত্যেবং বেদেন ঘোষিতম্॥ ১৬৪ ॥

তন্তুঃ পটে স্থিতো যদ্বদুপাদানতয়া তথা।
সর্ব্বোপাদানরূপত্বাৎ সর্ব্বত্রায়মবস্থিতঃ ॥ ১৬৫ ॥
পটাদপ্যান্তরস্তন্তুস্তন্তোরপ্যংশুরান্তরঃ।
আন্তরত্বস্থ বিশ্রান্তির্যত্রাসাবনুমীয়তাম্ ॥ ১৬৬ ॥
দ্বিত্র্যান্তরত্বকক্ষাণাং দর্শনেঽপ্যয়মান্তরঃ।
ন বীক্ষ্যতে ততো যুক্তিশ্রুতিভ্যামেব নির্ণয়ঃ ॥ ১৬৭ ॥
পটরূপেণ সংস্থানাৎ পটস্তন্তোর্ব্বপুর্যথা।
সর্ব্বরূপেণ সংস্থানাৎ সর্ব্বমস্থ বপুস্তথা ॥ ১৬৮ ॥
তন্তোঃ সঙ্কোচবিস্তারচলনাদৌ পটস্তথা।
অবশ্যমেব ভবতি ন স্বাতন্ত্র্যং পটে মনাক্ ॥ ১৬৯ ॥
তথান্তর্য্যাম্যয়ং যত্র যয়া বাসনয়া যথা।
বিক্রিয়েত তথাবশ্যং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৭০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৭১ ॥
সর্ব্বভূতানি বিজ্ঞানময়াস্তে হৃদয়ে স্থিতাঃ।
তদুপাদানভূতেশস্তত্র বিক্রিয়তে খলু ॥ ১৭২ ॥
দেহাদিপঞ্জরং যন্ত্রং তদারোহোঽভিমানিতা।
বিহিতপ্রতিষিদ্ধেষু প্রবৃত্তির্ভ্রমণং ভবেৎ ॥ ১৭৩ ॥
বিজ্ঞানময়রূপেণ তৎপ্রবৃত্তিস্বরূপতঃ।
স্বশক্ত্যেশো বিক্রিয়তে মায়য়া ভ্রামণং হি তৎ ॥ ১৭৪ ॥
অন্তর্যময়তীত্যুক্ত্যায়মেবার্থঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
পৃথিব্যাদিষু সর্ব্বত্র ন্যায়োঽয়ং যোজ্যতাং ধিয়া ॥ ১৭৫ ॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা
করোমি ॥ ১৭৬ ॥

নার্থঃ পুরুষকারেণেত্যেবং মা শঙ্ক্যতাং যতঃ।
ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততে ॥ ১৭৭ ॥
ঈদৃগ্‌বোধেনেশ্বরস্য প্রবৃত্তির্নৈব বার্য্যতাম্‌।
তথাপীশস্য বোধেন স্বাত্মাসঙ্গত্বধীজনিঃ ॥ ১৭৮ ॥
তাবতা মুক্তিরিত্যাহুঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়স্তথা।
শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইত্যপীশ্বরভাষিতম্‌ ॥ ১৭৯ ॥
আজ্ঞায়া ভীতিহেতুত্বং ভীষাস্মাদিতি হি শ্রুতম্‌।
সর্ব্বেশ্বরত্বমেতৎ স্যাদন্তর্য্যামিত্বতঃ পৃথক্‌ ॥ ১৮০ ॥
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসন ইতি শ্রুতিঃ।
অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তায়ং জনানামিতি চ শ্রুতিঃ ॥ ১৮১ ॥
জগদ্‌যোনির্ভবেদেষ প্রভবাপ্যয়কৃৎ যতঃ।
আবির্ভাবতিরোভাবাবুৎপত্তিপ্রলয়ৌ মতৌ ॥ ১৮২ ॥
আবির্ভাবয়তি স্বস্মিন্‌ বিলীনং সকলং জগৎ।
প্রাণিকর্ম্মবশাদেষ পটো যদ্বৎ প্রসারিতঃ ॥ ১৮৩ ॥
পুনস্তিরোভাবয়তি স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
প্রাণিকর্ম্মক্ষয়বশাৎ সঙ্কোচিতপটো যথা ॥ ১৮৪ ॥
রাত্রিঘস্রৌ সুপ্তিবোধাবুন্মীলননিমীলনে।
তুষ্ণীম্ভাবমনোরাজ্যে ইব সৃষ্টিলয়াবিমৌ ॥ ১৮৫ ॥
আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমত্ত্বেন হেতুনা।
আরম্ভপরিণামাদিচোদ্যানাং নাত্র সম্ভবঃ ॥ ১৮৬ ॥
অচেতনানাং হেতুঃ স্যাজ্জাড্যাংশেনেশ্বরস্তথা।
চিদাভাসাংশতস্ত্বেষ জীবানাং কারণং ভবেৎ। ১৮৭ ॥
তমঃপ্রধানঃ ক্ষেত্রাণাং চিৎপ্রধানশ্চিদাত্মনাম্‌।
পরঃ কারণতামেতি ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ ॥ ১৮৮ ॥

ইতি বার্ত্তিককারেণ জড়চেতনহেতুতা ।
পরমাত্মন এবোক্তা নেশ্বরস্যেতি চেচ্ছৃণু ॥ ১৮৯ ॥

অন্যোন্যাধ্যাসমত্রাপি জীবকূটস্থয়োরিব ।
ঈশ্বরব্রহ্মণোঃ সিদ্ধং কৃত্বা ব্রূতে সুরেশ্বরঃ ॥ ১৯০ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম তস্মাৎ সমুত্থিতাঃ ।
খং বায়্বগ্নিজলোর্ব্ব্যোষধ্যন্নদেহা ইতি শ্রুতিঃ ॥ ১৯১ ॥

আপাতদৃষ্টিতস্তত্র ব্রহ্মণো ভাতি হেতুতা ।
হেতোশ্চ সত্যতা তস্মাদন্যোন্যাধ্যাস ইষ্যতে ॥ ১৯২ ॥

অন্যোন্যাধ্যাসরূপোঽসাবন্নলিপ্তপটো যথা ।
ঘট্টিতেনৈকতামেতি তদ্বদ্ভ্রান্ত্যৈকতাং গতঃ ॥ ১৯৩ ॥

মেঘাকাশমহাকাশৌ বিবিচ্যেতে ন পামরৈঃ ।
তদ্বদ্ব্রহ্মেশয়োরৈক্যং পশ্যন্ত্যাপাতদর্শিনঃ ॥ ১৯৪ ॥

উপক্রমাদিভির্লিঙ্গৈস্তাৎপর্য্যস্য বিচারণাৎ ।
অসঙ্গং ব্রহ্ম মায়াবী সৃজত্যেষ মহেশ্বরঃ ॥ ১৯৫ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যুপক্রম্যোপসংহৃতম্ ।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইত্যসঙ্গত্বনির্ণয়ঃ ॥ ১৯৬ ॥

মায়ী সৃজতি বিশ্বং সন্নিরুদ্ধস্তত্র মায়য়া ।
অন্য ইত্যপরা ব্রূতে শ্রুতিস্তেনেশ্বরঃ সৃজেৎ ॥ ১৯৭ ॥

আনন্দময় ঈশোঽয়ং বহু স্যামিত্যবৈক্ষত ।
হিরণ্যগর্ভরূপোঽভূৎ সুপ্তিঃ স্বপ্নো যথা ভবেৎ ॥ ১৯৮ ॥

ক্রমেণ যুগপদ্বৈষা সৃষ্টির্জ্ঞেয়া যথাশ্রুতিঃ ।
দ্বিবিধশ্রুতিসদ্ভাবাৎ দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ ॥ ১৯৯ ॥

সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্ব্বজীবঘনাত্মকঃ ।
সর্ব্বাহংমানধারিত্বাৎ ক্রিয়াজ্ঞানাদিশক্তিমান্ ॥ ২০০ ॥

প্রত্যূষে বা প্রদোষে বা মগ্নো মন্দে তমস্ত্যয়ম্ ।
লোকো ভাতি যথা তদ্বদস্পষ্টং জগদীক্ষ্যতে ॥ ২০১ ॥
সর্ব্বতো লাঞ্ছিতো মস্যা যথা স্যাদ্ঘট্টিতঃ পটঃ ।
সূক্ষ্মাকারৈস্তথেশস্য বপুঃ সর্ব্বত্র লাঞ্ছিতম্ ॥ ২০২ ॥
শস্যং বা শাকজাতং বা সর্ব্বতোঽঙ্কুরিতং যথা ।
কোমলং তদ্বদেবৈষ পেলবো জগদঙ্কুরঃ । ২০৩ ॥
আতপাভাতলোকো বা পটো বা বর্ণপূরিতঃ ।
শস্যং বা ফলিতং যদ্বৎ তথা স্পষ্টবপুর্ব্বিরাট্ ॥ ২০৪ ॥
বিশ্বরূপাধ্যায় এষ উক্তঃ সূক্তেঽপি পৌরুষে ।
ধাত্রাদিস্তম্বপর্য্যন্তানেতস্যাবয়বান্ বিদুঃ ॥ ২০৫ ॥
ঈশসূত্রবিরাট্‌বেধো বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ ।
বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকাযক্ষরাক্ষসাঃ ॥ ২০৬ ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ ।
অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ ॥ ২০৭ ॥
জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যাকুদ্দালকাদয়ঃ ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ ॥ ২০৮ ॥
যথা যথোপাসতে তং ফলমীয়ুস্তথা তথা ।
ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ ॥ ২০৯ ॥
মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা ।
স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নো হীয়তে যথা ॥ ২১০ ॥
অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়মখিলং জগৎ ।
ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥ ২১১ ॥
আনন্দময়বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ ।
মায়য়া কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাং সর্ব্বং প্রকল্পিতম্ ॥ ২১২ ॥

ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥ ২১৩ ॥

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বমসঙ্গং তন্ন জানতে।
জীবেশয়োর্মায়িকয়োর্বৃথৈব কলহং যযুঃ ॥ ২১৪ ॥

জ্ঞাত্বা সদা তত্ত্বনিষ্ঠাননুমোদামহে বয়ম্।
অনুশোচাম এবান্যান্ন ভ্রান্তৈর্বিবদামহে ॥ ২১৫ ॥

তৃণার্চ্চকাদিযোগান্তা ঈশ্বরে ভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ।
লোকায়তাদিসাংখ্যান্তা জীবে বিভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ ॥ ২১৬ ॥

অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা।
ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক মুক্তিঃ কেহ বা সুখম্ ॥ ২১৭ ॥

উত্তমাধমভাবশ্চেত্তেষাং স্যাদস্তু তেন কিম্।
স্বপ্নস্থরাজ্যভিক্ষাভ্যাং ন বুদ্ধঃ স্পৃশ্যতে খলু ॥ ২১৮ ।

তস্মান্মুমুক্ষুভির্নৈব মতির্জীবেশবাদয়োঃ।
কার্য্যা কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বং বিচার্য্য বুধ্যতাঞ্চ তৎ ॥ ২১৯ ॥

পূর্ব্বপক্ষতয়া তৌ চেত্তত্ত্বনিশ্চয়হেতুতাম্।
প্রাপ্নুতোঽস্তু নিমজ্জস্ব তয়োর্নৈতাবতাবশঃ ॥ ২২০ ॥

অসঙ্গচিদ্বিভুর্জীবঃ সাংখ্যোক্তস্তাদৃগীশ্বরঃ।
যোগোক্তস্তত্ত্বমোরর্থৌ শুদ্ধৌ তাবিতি চেচ্ছৃণু ॥ ২২১ ॥

ন তত্ত্বমোরুভাবর্থাবস্মৎসিদ্ধান্ততাং গতৌ।
অদ্বৈতবোধনায়ৈব সা কক্ষা কাচিদিষ্যতে ॥ ২২২ ॥

অনাদিমায়য়া ভ্রান্তা জীবেশৌ সুবিলক্ষণৌ।
মন্যন্তে তদ্ব্যুদাসায় কেবলং শোধনং তয়োঃ ॥ ২২৩ ॥

অত এবাত্র দৃষ্টান্তো যোগ্যঃ প্রাক্ সম্যগীরিতঃ।
ঘটাকাশমহাকাশজলাকাশাভ্রখাত্মকঃ ॥ ২২৪ ॥

জলাভ্রোপাধ্যধীনে তে জলাকাশাভ্রখে তয়োঃ।
আধারৌ তু ঘটকাশমহাকাশৌ সুনির্ম্মলৌ ॥ ২২৫ ॥
এবমানন্দবিজ্ঞানময়ৌ মায়াধিয়োর্ব্বশৌ।
তদধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মণী তু সুনির্ম্মলে ॥ ২২৬ ॥
এতৎকক্ষোপযোগেন সাংখ্যযোগৌ মতৌ যদি।
দেহোঽন্নময়কক্ষত্বাদাত্মত্বেনাভ্যুপেয়তাম্ ॥ ২২৭ ॥
আত্মভেদো জগৎ সত্যমীশোঽন্য ইতি চেৎ ত্রয়ম্।
ত্যজ্যতে তৈস্তদা সাংখ্যযোগবেদান্তসম্মতিঃ ॥ ২২৮ ॥
জীবোঽসঙ্গত্বমাত্রেণ কৃতার্থ ইতি চেত্তদা।
স্রক্‌চন্দনাদিনিত্যত্বমাত্রেণাপি কৃতার্থতা ॥ ২২৯ ॥
যথা স্রগাদিনিত্যত্বং দুঃসম্পাদ্যং তথাত্মনঃ।
অসঙ্গত্বং ন সম্ভাব্যং জীবতোর্জগদীশয়োঃ ॥ ২৩০ ॥
অবশ্যং প্রকৃতিঃ সঙ্গং পুরেবাপাদয়েত্তথা।
নিযচ্ছত্যেতমীশোঽপি কোঽস্য মোক্ষস্তথা সতি ॥ ২৩১ ॥
অবিবেককৃতঃ সঙ্গো নিয়মশ্চেতি চেত্তদা।
বলাদাপতিতো মায়াবাদঃ সাংখ্যস্য দুর্ম্মতেঃ ॥ ২৩২ ॥
বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থমাত্মনানাত্বমিষ্যতাম্।
ইতি চেন্ন যতো মায়া ব্যবস্থাপয়িতুং ক্ষমা ॥ ২৩৩ ॥
দুর্ঘটং ঘটয়ামীতি বিরুদ্ধং কিং ন পশ্যসি।
বাস্তবৌ বন্ধমাক্ষৌ তু শ্রুতির্ন সহতেতরাম্ ॥ ২৩৪ ॥
ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ২৩৫ ॥
মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্ব্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।
যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বস্ত্বদ্বৈতমেব হি ॥ ২৩৬ ॥

কূটস্থব্রহ্মণোর্ভেদো নামমাত্রাদৃতে ন হি।
ঘটাকাশমহাকাশৌ বিযুজ্যেতে ন হি ক্বচিৎ ॥ ২৩৭ ॥

যদদ্বৈতং শ্রুতং সৃষ্টেঃ প্রাক্ তদেবাদ্য চোপরি।
মুক্তাবপি বৃথা মায়া ভ্রাময়ত্যখিলান্ জনান্ ॥ ২৩৮ ॥

যে বদন্তীত্থমেতেঽপি ভ্রাম্যন্তে বিদ্যয়াত্র কিম্।
ন যথা পূর্ব্বমেতেষামত্র ভ্রান্তেরদর্শনাৎ ॥ ২৩৯ ॥

ঐহিকামুষ্মিকঃ সর্ব্বঃ সংসারো বাস্তবস্ততঃ।
ন ভাতি নাস্তি চাদ্বৈতমিত্যজ্ঞানিবিনিশ্চয়ঃ ॥ ২৪০ ॥

জ্ঞানিনাং বিপরীতোঽস্মান্নিশ্চয়ঃ সম্যগীক্ষ্যতে।
স্বস্বনিশ্চয়তো বদ্ধো মুক্তোঽহং বেতি মন্যতে ॥ ২৪১ ॥

নাদ্বৈতমপরোক্ষঞ্চেন্ন চিদ্রূপেণ ভাসনাৎ।
অশেষেণ ন ভাতঞ্চেদ্দ্বৈতং কিং ভাসতেঽখিলম্ ॥ ২৪২ ॥

দিঙ্মাত্রেণ বিভানন্তু দ্বয়োরপি সমং খলু।
দ্বৈতসিদ্ধিবদদ্বৈতসিদ্ধিস্তে তাবতা ন কিম্ ॥ ২৪৩ ॥

দ্বৈতেন হীনমদ্বৈতং দ্বৈতজ্ঞানে কথং ত্বিদম্।
চিদ্ভানন্ত্ববিরোধ্যস্য দ্বৈতস্যাতোঽসমে উভে ॥ ২৪৪ ॥

এবং তর্হি শৃণু দ্বৈতমসন্মায়াময়ত্বতঃ।
তেন বাস্তবমদ্বৈতং পরিশেষাদ্বিভাসতে ॥ ২৪৫ ॥

অচিন্ত্যরচনারূপং মায়ৈব সকলং জগৎ।
ইতি নিশ্চিত্য বস্তুত্বমদ্বৈতে পরিশেষ্যতাম্ ॥ ২৪৬ ॥

পুনর্দ্বৈতস্য বস্তুত্বং ভাতি চেত্ত্বং তথা পুনঃ।
পরিশীলয় কো বাত্র প্রয়াসস্তেন তে বদ ॥ ২৪৭ ॥

কিয়ন্তং কালমিতি চেৎ খেদোঽয়ং দ্বৈত ইষ্যতাম্।
অদ্বৈতে তু ন যুক্তোঽয়ং সর্ব্বানর্থনিবারণাৎ ॥ ২৪৮ ॥

ক্ষুৎপিপাসাদয়ো দৃষ্টা যথা পূর্ব্বং ময়ীতি চেৎ।
মচ্ছব্দবাচ্যেঽহঙ্কারে দৃশ্যতাং নেতি কো বদেৎ ॥ ২৪৯ ॥
চিদ্রূপেঽপি প্রসজ্যেরন্ তাদাত্ম্যাধ্যাসতো যদি।
মাধ্যাসং কুরু কিন্তু ত্বং বিবেকং কুরু সর্ব্বদা ॥ ২৫০ ॥
ঝটিত্যধ্যাস আয়াতি দৃঢ়বাসনয়েতি চেৎ।
আবর্ত্তয়েদ্বিবেকঞ্চ দৃঢ়ং বাসয়িতুং সদা ॥ ২৫১ ॥
বিবেকে দ্বৈতমিথ্যাত্বং যুক্ত্যৈবেতি ন ভণ্যতাম্।
অচিন্ত্যরচনাত্বস্যানুভূতির্হি স্বসাক্ষিকী ॥ ২৫২ ॥
চিদপ্যচিন্ত্যরচনা যদি তর্হ্যস্তু নো বয়ম্।
চিতিং সুচিন্ত্যরচনাং ব্রূমো নিত্যত্বকারণাৎ ॥ ২৫৩ ॥
প্রাগভাবো নানুভূতশ্চিতের্নিত্যা ততশ্চিতিঃ।
দ্বৈতস্য প্রাগভাবস্তু চৈতন্যেনানুভূয়তে ॥ ২৫৪ ॥
প্রাগভাবযুতং দ্বৈতং রচ্যতে হি ঘটাদিবৎ।
তথাপি রচনাচিন্ত্যা মিথ্যা তেনেন্দ্রজালবৎ ॥ ২৫৫ ॥
চিৎ প্রত্যক্ষা ততোঽন্যস্য মিথ্যাত্বং চানুভূয়তে।
নাদ্বৈতমপরোক্ষঞ্চেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্ ॥ ২৫৬ ॥
ইত্থং জ্ঞাত্বাপ্যসন্তুষ্টাঃ কেচিৎ কুত ইতীর্য্যতাম্।
চার্ব্বাকাদেঃ প্রবুদ্ধস্যাপ্যাত্মা দেহঃ কুতো বদ ॥ ২৫৭ ॥
সম্যগ্‌বিচারো নাস্ত্যস্য ধীদোষাদিতি চেত্তথা।
অসন্তুষ্টাশ্চ শাস্ত্রার্থং ন ত্বীক্ষন্তে বিশেষতঃ ॥ ২৫৮ ॥
যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
ইতি শ্রৌতং ফলং দৃষ্টং নেতি চেদ্দৃষ্টমেব তৎ ॥ ২৫৯ ॥
যথা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থয়স্ত্বিতি।
কামা গ্রন্থিস্বরূপেণ ব্যাখ্যাতা বাক্যশেষতঃ ॥ ২৬০ ॥

অহঙ্কারচিদাত্মানাবেকীকৃত্যাবিবেকতঃ।
ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতীচ্ছাঃ কামশব্দিতাঃ ॥ ২৬১ ॥
অপ্রবেশ্য চিদাত্মানং পৃথক্ পশ্যন্নহঙ্কৃতিম্।
ইচ্ছংস্তু কোটিবস্তূনি ন বাধো গ্রন্থিভেদতঃ ॥ ২৬২ ॥
গ্রন্থিভেদেঽপি সংভাব্যা ইচ্ছাঃ প্রারব্ধদোষতঃ।
বুদ্ধাপি পাপবাহুল্যাদসন্তোষো যথা তব ॥ ২৬৩ ॥
অহঙ্কারগতেচ্ছাদ্যৈর্দেহব্যাধ্যাদিভিস্তথা।
বৃক্ষাদিজন্মনাশৈর্বা চিদ্রূপাত্মনি কিং ভবেৎ ॥ ২৬৪ ॥
গ্রন্থিভেদাৎ পুরাপ্যেবমিতি চেত্তন্ন বিস্মর।
অয়মেব গ্রন্থিভেদস্তব তেন কৃতী ভবান্ ॥ ২৬৫ ॥
নৈবং জানন্তি মূঢ়াশ্চেৎ সোঽয়ং গ্রন্থির্ন চাপরঃ।
গ্রন্থিতদ্ভেদমাত্রেণ বৈষম্যং মূঢ়বুদ্ধয়োঃ ॥ ২৬৬ ॥
প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
ন কিঞ্চিদপি বৈষম্যমস্ত্যজ্ঞানিবিবুদ্ধয়োঃ ॥ ২৬৭ ॥
ব্রাত্যশ্রোত্রিয়য়োর্ব্বেদপাঠাপাঠকৃতা ভিদা।
নাহারাদাবস্তি ভেদঃ সোঽয়ং ন্যায়োঽত্র যোজ্যতাম্ ॥ ২৬৮ ॥
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।
উদাসীনবদাসীন ইতি গ্রন্থিভিদোচ্যতে ॥ ২৬৯ ॥
ঔদাসীন্যং বিধেয়ঞ্চেদ্বচ্ছব্দব্যর্থতা তদা।
ন শক্তা হ্যস্য দেহাদ্যা ইতি চেদ্রোগ এব সঃ ॥ ২৭০ ॥
তত্ত্ববোধং ক্ষয়ব্যাধিং মন্যন্তে যে মহাধিয়ঃ।
তেষাং প্রজ্ঞাতিবিশদা কিং তেষাং দুঃশকং বদ ॥ ২৭১ ॥
ভরতাদেরপ্রবৃত্তিঃ পুরাণোক্তেতি চেত্তদা।
জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রতিং বিন্দন্নিত্যশ্রৌষীর্ন কিং শ্রুতিম্ ॥ ২৭২ ॥

ন হ্যাহারাদি সংত্যজ্য ভরতাছ্যাঃ স্থিতাঃ ক্বচিৎ।
কাষ্ঠপাষাণবৎ কিন্তু সঙ্গভীতা উদাসতে ॥ ২৭৩ ॥
সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকে নিঃসঙ্গঃ সুখমশ্নুতে।
তেন সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ সর্ব্বদা সুখমিচ্ছতা ॥ ২৭৪ ॥
অজ্ঞাত্বা শাস্ত্রহৃদয়ং মূঢ়ো বক্ত্যন্যথান্যথা।
মূর্খাণাং নির্ণয়স্ত্বাস্তামস্মৎসিদ্ধান্ত উচ্যতে ॥ ২৭৫ ॥
বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ সহায়াস্তে পরস্পরম্।
প্রায়েণ সহ বর্ত্তন্তে বিযুজ্যন্তে ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ২৭৬ ॥
হেতুস্বরূপকার্য্যাণি ভিন্নান্যেষামসঙ্করঃ।
যথাবদবগন্তব্যঃ শাস্ত্রার্থং প্রবিবিচ্যতা ॥ ২৭৭ ॥
দোষদৃষ্টির্জিহাসা চ পুনর্ভোগেষ্বদীনতা।
অসাধারণহেত্বাদ্যা বৈরাগ্যস্য ত্রয়োঽপ্যমী ॥ ২৭৮ ॥
শ্রবণাদিত্রয়ং তদ্বত্তত্ত্বমিথ্যাবিবেচনম্।
পুনর্গ্রন্থেরনুদয়ো বোধস্যৈতে ত্রয়ো মতাঃ ॥ ২৭৯ ॥
যমাদির্ধীনিরোধশ্চ ব্যবহারস্য সংক্ষয়ঃ।
স্যুর্হেত্বাদ্যা উপরতেরিত্যসঙ্কর ঈরিতঃ ॥ ২৮০ ॥
তত্ত্ববোধঃ প্রধানং স্যাৎ সাক্ষান্মোক্ষপ্রদত্বতঃ।
বোধোপকারিণাবেতৌ বৈরাগ্যোপরমাবুভৌ ॥ ২৮১ ॥
ত্রয়োঽপ্যত্যন্তপক্কাশ্চেন্মহতস্তপসঃ ফলম্।
দুরিতেন ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে ॥ ২৮২
বৈরাগ্যোপরতী পূর্ণে বোধস্তু প্রতিবধ্যতে।
যস্য তস্য ন মোক্ষোঽস্তি পুণ্যলোকস্তপোবলাৎ ॥ ২৮৩ ॥
পূর্ণে বোধে তদন্যৌ দ্বৌ প্রতিবদ্ধৌ যদা তদা।
মোক্ষো বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টদুঃখং ন নশ্যতি ॥ ২৮৪ ॥

ব্রহ্মলোকতৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্ম্মতঃ।
দেহাত্মবৎ পরাত্মত্বদার্ঢ্যে বোধঃ সমাপ্যতে॥ ২৮৫ ॥
সুপ্তিবৎ বিস্মৃতিঃ সীমা ভবেদুপরমস্য হি।
দিশানয়া বিনিশ্চেয়ং তারতম্যমবান্তরম্॥ ২৮৬ ॥
আরব্ধকর্ম্মনানাত্বাৎ বুদ্ধানামন্যথান্যথা।
বর্ত্তনন্তেন শাস্ত্রার্থে ভ্রমিতব্যং ন পণ্ডিতৈঃ॥ ২৮৭ ॥
স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ বর্ত্তন্তাং তে যথা তথা।
অবিশিষ্টঃ সর্ব্ববোধঃ সমা মুক্তিরিতি স্থিতিঃ॥ ২৮৮ ॥
জগচ্চিত্রং স্বচৈতন্যে পটে চিত্রমিবার্পিতম্।
মায়য়া তদুপেক্ষ্যৈব চৈতন্যে পরিশিষ্যতাম্॥ ২৮৯ ॥
চিত্রদীপমিমং নিত্যং যেঽনুসন্দধতে বুধাঃ।
পশ্যন্তোঽপি জগচ্চিত্রং তে ন মুহ্যন্তি পূর্ব্ববৎ॥ ২৯০ ॥

ইতি চিত্রদীপঃ সমাপ্তঃ।

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃপ্তিদীপঃ।

আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ॥ ১ ॥
অস্যাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ সম্যগত্র বিচার্য্যতে।
জীবন্মুক্তস্য যা তৃপ্তিঃ সা তেন বিশদায়তে॥ ২ ॥

মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ।
কল্পিতাবেব জীবেশৌ তাভ্যাং সর্ব্বং প্রকল্পিতম্ ॥ ৩ ॥
ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥ ৪ ॥
ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা কূটস্থাসঙ্গচিদ্বপুঃ।
অন্যোন্যাধ্যাসতোঽসঙ্গধীস্থজীবোঽত্র পূরুষঃ ॥ ৫ ॥
সাধিষ্ঠানো বিমোক্ষাদৌ জীবোঽধিক্রিয়তে ন তু।
কেবলো নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেঃ ক্বাপ্যসিদ্ধিতঃ ॥ ৬ ॥
অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তং ভ্রমাংশমবলম্বতে।
যদা তদাহং সংসারীত্যেবং জীবোঽভিমন্যতে ॥ ৭ ॥
ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাদধিষ্ঠানপ্রধানতা।
যদা তদা চিদাত্মাহমসঙ্গোঽস্মীতি বুধ্যতে ॥ ৮ ॥
নাসঙ্গেঽহঙ্কৃতির্যুক্তা কথমস্মীতি চেচ্ছৃণু।
একো মুখ্যো দ্বাবমুখ্যাবিত্যর্থস্ত্রিবিধোঽহমঃ ॥ ৯ ॥
অন্যোন্যাধ্যাসরূপেণ কূটস্থাভাসয়োর্ব্বপুঃ।
একীভূয় ভবেন্মুখ্যস্তত্র মূঢ়ৈঃ প্রযুজ্যতে ॥ ১০ ॥
পৃথগাভাসকূটস্থাবমুখ্যৌ তত্র তত্ত্ববিৎ।
পর্য্যায়েণ প্রযুঙ্‌ক্তেঽহংশব্দং লোকে চ বৈদিকে ॥ ১১ ॥
লৌকিকব্যবহারেঽহঙ্গচ্ছামীত্যাদিকে বুধঃ।
বিবিচ্যৈব চিদাভাসং কূটস্থাত্তং বিবক্ষতি ॥ ১২ ॥
অসঙ্গোঽহং চিদাত্মাহমিতি শাস্ত্রীয়দৃষ্টিতঃ।
অহংশব্দঃ প্রযুঙ্‌ক্তেঽয়ং কূটস্থে কেবলে বুধঃ ॥ ১৩ ॥
জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে ত্বাত্মাভাসস্যৈব ন চাত্মনঃ।
তথা চ কথমাভাসঃ কূটস্থোঽস্মীতি বুধ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥

নায়ং দোষশ্চিদাভাসঃ কূটস্থৈকস্বভাববান্ ।
আভাসত্বস্য মিথ্যাত্বাৎ কূটস্থত্বাবশেষণাৎ ॥ ১৫ ॥

কূটস্থোঽস্মীতি বোধোঽপি মিথ্যা চেন্নেতি কো বদেৎ ।
ন হি সত্যতয়াভীষ্টং রজ্জুসর্পবিসর্পণম্ ॥ ১৬ ॥

তাদৃশেনাপি বোধেন সংসারো বিনিবর্ত্ততে ।
যক্ষানুরূপো হি বলিরিত্যাহুর্লৌকিকা জনাঃ ॥ ১৭ ॥

তস্মাদাভাসপুরুষঃ সকূটস্থো বিবিচ্য তম্ ।
কূটস্থোঽস্মীতি বিজ্ঞাতুমর্হতীত্যভ্যধাৎ শ্রুতিঃ ॥ ১৮ ॥

অসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তবোধো দেহাত্মনীক্ষ্যতে ।
তদ্বদত্রেতি নির্ণেতুময়মিত্যভিধীয়তে ॥ ১৯ ॥

দেহাত্মজ্ঞানবজ্‌জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাধকম্ ।
আত্মন্যেব ভবেদ্‌যস্য স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে ॥ ২০ ॥

অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুচ্যতে চেত্তদুচ্যতাম্ ।
স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যমপরোক্ষং সদা যতঃ ॥ ২১ ॥

পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যদঃ ।
নিত্যাপরোক্ষরূপেঽপি দ্বয়ং স্যাদ্দশমে যথা ॥ ২২ ॥

নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানো দশমো বিভ্রমাত্তদা ।
ন বেত্তি দশমোঽস্মীতি বীক্ষ্যমাণোঽপি তান্নব ॥ ২৩ ॥

ন ভাতি নাস্তি দশম ইতি স্বং দশমং তদা ।
মত্বা বক্তি তদজ্ঞানকৃতমাবরণং বিদুঃ ॥ ২৪ ॥

নদ্যাং মমার দশম ইতি শোচন্ প্ররোদিতি ।
অজ্ঞানকৃতবিক্ষেপং রোদনাদিং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ২৫ ॥

ন মৃতো দশমোঽস্তীতি শ্রুত্বাপ্তবচনং তদা ।
পরোক্ষত্বেন দশমং বেত্তি স্বর্গাদিলোকবৎ ॥ ২৬ ॥

ত্বমেব দশমোঽসীতি গণয়িত্বা প্রদর্শিতঃ
অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃষ্যত্যেব ন রোদিতি ॥ ২৭ ॥
অজ্ঞানাবৃতিবিক্ষেপদ্বিবিধজ্ঞানহৃষ্টয়ঃ
শোকাপগম ইত্যেতে যোজনীয়াশ্চিদাত্মনি ॥ ২৮ ॥
সংসারাসক্তচিত্তঃ সংশ্চিদাভাসঃ কদাচন।
স্বয়ংপ্রকাশ কূটস্থং স্বতত্ত্বং নৈব বেত্ত্যয়ম্ ॥ ২৯ ॥
ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বক্তি প্রসঙ্গতঃ।
কর্ত্তা ভোক্তাহমস্মীতি বিক্ষেপং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০ ॥
অতি কূটস্থ ইত্যাদৌ পরোক্ষং বেত্তি বার্ত্তয়া।
পশ্চাৎ কূটস্থ এবাস্মীত্যেবং বেত্তি বিচারতঃ ॥ ৩১ ॥
কর্ত্তা ভোক্তেত্যেবমাদি শোকজাতং প্রমুঞ্চতি।
কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তুষ্যতি ॥ ৩২ ॥
অজ্ঞানমাবৃতিস্তদ্বদ্বিক্ষেপশ্চ পরোক্ষধীঃ।
অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষস্তৃপ্তির্নিরঙ্কুশা ॥ ৩৩ ॥
সপ্তাবস্থা ইমাঃ সন্তি চিদাভাসস্য তাস্বিমৌ।
বন্ধমোক্ষৌ স্থিতৌ তত্র তিস্রো বন্ধকৃতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪ ॥
ন জানামীত্যুদাসীনব্যবহারস্য কারণম্।
বিচারপ্রাগভাবেন যুক্তমজ্ঞানমীরিতম্ ॥ ৩৫ ॥
অমার্গেণ বিচার্য্যাথ নাস্তি নো ভাতি চেত্যসৌ।
বিপরীতব্যবহৃতিরাবৃতেঃ কার্য্যমিষ্যতে ॥ ৩৬ ॥
দেহদ্বয়চিদাভাসরূপো বিক্ষেপ ঈরিতঃ।
কর্ত্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোকঃ সংসারাখ্যোঽস্য বন্ধকঃ ॥ ৩৭ ॥
অজ্ঞানমাবৃতিশ্চৈতে বিক্ষেপাৎ প্রাক্প্রসিধ্যতঃ।
যদ্যপ্যথাপ্যবস্থে তে বিক্ষেপস্যৈব নাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥

বিক্ষেপোৎপত্তিতঃ পূর্ব্বমপি বিক্ষেপসংস্কৃতিঃ।
অস্ত্যেব তদবস্থাত্বমবিরুদ্ধং ততস্তয়োঃ ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মণ্যারোপিতত্বেন ব্রহ্মাবস্থে ইমে ইতি।
ন শঙ্কনীয়ং সর্ব্বাসাং ব্রহ্মণ্যেবাধিরোপণাৎ ॥ ৪০ ॥
সংসার্য্যহং বিবুদ্ধোঽহং নিঃশোকস্তুষ্ট ইত্যপি।
জীবগা উত্তরাবস্থা ভান্তি ন ব্রহ্মগা যদি ॥ ৪১ ॥
তর্হ্যজ্ঞোঽহং ব্রহ্মসত্ত্বভানে মদ্দৃষ্টিতো ন হি।
ইতি পূর্ব্বে অবস্থে চ ভাসেতে জীবগে খলু ॥ ৪২ ॥
অজ্ঞানস্যাশ্রয়ো ব্রহ্মেত্যধিষ্ঠানতয়া জগুঃ।
জীবাবস্থাত্বমজ্ঞানাভিমানিত্বাদবাদিষম্ ॥ ৪৩ ॥
জ্ঞানদ্বয়েননষ্টেঽস্মিন্নজ্ঞানে তৎকৃতাবৃতিঃ।
ন ভাতি নাস্তি চেত্যেষা দ্বিবিধাপি বিনশ্যতি ॥ ৪৪ ॥
পরোক্ষজ্ঞানতো নশ্যেদসত্ত্বাবৃতিহেতুতা।
অপরোক্ষজ্ঞাননাশ্যা হ্যভানাবৃতিহেতুতা ॥ ৪৫ ॥
অভানাবরণে নষ্টে জীবত্বারোপসংক্ষয়াৎ।
কর্ত্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোকঃ সংসারাখ্যো নিবর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥
নিবৃত্তে সর্ব্বসংসারে নিত্যমুক্তত্বভাসনাৎ।
নিরঙ্কুশা ভবেত্তৃপ্তিঃ পুনঃ শোকাসমুদ্ভবাৎ ॥ ৪৭ ॥
অপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ত্যাখ্যে উভে ইমে।
অবস্থে জীবগে ব্রূতে আত্মানঞ্চেদিতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৮ ॥
অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুক্তং তদ্দ্বিবিধং ভবেৎ।
বিষয়স্বপ্রকাশত্বাদ্ধিয়াপ্যেবং তদীক্ষণাৎ ॥ ৪৯ ॥
পরোক্ষজ্ঞানকালেঽপি বিষয়স্বপ্রকাশতা।
সমা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশমস্তীত্যেবং বিবোধনাৎ ॥ ৫০ ॥

অহং ব্রহ্মেত্যনুল্লিখ্য ব্রহ্মাস্তীত্যেবমুল্লিখন্।
পরোক্ষজ্ঞানমেতন্ন ভ্রান্তং বাধানিরূপণাৎ ॥ ৫১ ॥
ব্রহ্ম নাস্তীতি মানঞ্চেৎ স্যাদ্‌বাধ্যেত তদা ধ্রুবম্।
ন চৈবং প্রবলং মানং পশ্যামোহতো ন বাধ্যতে ॥ ৫২ ॥
ব্যক্ত্যনুল্লেখমাত্রেণ ভ্রমত্বে স্বর্গধীরপি।
ভ্রান্তিঃ স্যাদ্‌ব্যক্ত্যনুল্লেখাৎ সামান্যোল্লেখদর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥
অপরোক্ষত্বযোগ্যস্য ন পরোক্ষমতির্ভ্রমঃ।
পরোক্ষমিত্যনুল্লেখাদর্থাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ ॥ ৫৪ ॥
অংশাগৃহীতির্ভ্রান্তিশ্চেৎ ঘটজ্ঞানং ভ্রমো ভবেৎ।
নিরংশস্যাপি সাংশত্বং ব্যাবর্ত্ত্যাংশবিভেদতঃ ॥ ৫৫ ॥
অসত্ত্বাংশো নিবর্ত্তেত পরোক্ষজ্ঞানতস্তথা।
অভানাংশনিবৃত্তিঃ স্যাদপরোক্ষধিয়া কৃতা ॥ ৫৬ ॥
দশমোহস্তীত্যবিভ্রান্তং পরোক্ষজ্ঞানমীক্ষ্যতে।
ব্রহ্মাস্তীত্যপি তদ্বৎ স্যাদজ্ঞানাবরণং সমম্ ॥ ৫৭ ॥
আত্মা ব্রহ্মেতি বাক্যার্থে নিঃশেষেণ বিচারিতে।
ব্যক্তিরুল্লিখ্যতে যদ্‌বদ্দশমস্ত্বমসীত্যতঃ ॥ ৫৮ ॥
দশমঃ ক ইতি প্রশ্নে ত্বমেবেতি নিরাকৃতে।
গণয়িত্বা স্বেন সহ স্বমেব দশমং স্মরেৎ ॥ ৫৯ ॥
দশমোহস্মীতি বাক্যোত্থা ন ধীরস্য বিহন্যতে।
আদিমধ্যাবসানেষু ন নবত্বস্য সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥
সদেবেত্যাদিবাক্যেন ব্রহ্মসত্ত্বং পরোক্ষতঃ।
গৃহীত্বা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যাদ্‌ব্যক্তিং সমুল্লিখেৎ ॥ ৬১ ॥
আদিমধ্যাবসানেষু স্বস্য ব্রহ্মত্বধীরিয়ম্।
নৈব ব্যভিচরেত্তস্মাদাপরোক্ষ্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৬২ ॥

জন্মাদিকারণত্বাখ্যলক্ষণেন ভৃগুঃ পুরা।
পারোক্ষ্যেণ গৃহীত্বাথ বিচারাৎ ব্যক্তিমৈক্ষত ॥ ৬৩ ॥
যদ্যপি ত্বমসীত্যত্র বাক্যং নোচে ভৃগোঃ পিতা।
তথাপ্যন্নং প্রাণমিতি বিচার্য্যস্থলমুক্তবান্ ॥ ৬৪ ॥
অন্নপ্রাণাদিকোষেষু সুবিচার্য্য পুনঃ পুনঃ।
আনন্দব্যক্তিমীক্ষিত্বা ব্রহ্মলক্ষ্মাপ্যযুযুজৎ ॥ ৬৫ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যেবং ব্রহ্মস্বলক্ষণম্।
উক্ত্বা গুহাহিতত্বেন কোশেষ্বেতৎ প্রদর্শিতম্ ॥ ৬৬ ॥
পারোক্ষ্যেণ বিবুধ্যেন্দ্রো য আত্মেত্যাদিলক্ষণাৎ।
অপরোক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছংশ্চতুর্ব্বারং গুরুং যযৌ ॥ ৬৭ ॥
আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ পরোক্ষং ব্রহ্ম লক্ষিতম্।
অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম দর্শিতম্ ॥ ৬৮ ॥
অবান্তরেণ বাক্যেন পরোক্ষা ব্রহ্মধীর্ভবেৎ।
সর্ব্বত্রৈব মহাবাক্যবিচারাত্তপরোক্ষধীঃ ॥ ৬৯ ॥
ব্রহ্মাপারোক্ষ্যসিদ্ধ্যর্থং মহাবাক্যমিতীরিতম্।
বাক্যবৃত্তাবতো ব্রহ্মাপরোক্ষে বিমতির্ন হি ॥ ৭০ ॥
আলম্বনতয়া ভাতি যোঽস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ।
অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ স ত্বম্পদাভিধঃ ॥ ৭১ ॥
মায়োপাধির্জগদ্‌যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ।
পারোক্ষ্যশবলঃ সত্যাদ্যাত্মকস্তৎপদাভিধঃ ॥ ৭২ ॥
প্রত্যক্‌পরোক্ষতৈকস্য সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা।
বিরুধ্যেতে যতস্তস্মাল্লক্ষণা সংপ্রবর্ত্ততে ॥ ৭৩ ॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা।
সোঽয়মিত্যাদিবাক্যস্থপদয়োরিব নাপরা। ৭৪ ॥

সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ।
অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ॥ ৭৫ ॥

প্রত্যগ্‌বোধো য আভাতি সোঽদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ।
অদ্বয়ানন্দরূপশ্চ প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ॥ ৭৬ ॥

ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্য প্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ।
অব্রহ্মত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্ত্তেত তদৈব হি।
তদর্থস্য চ পারোক্ষ্যং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু।
পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্‌বোধোঽবশিষ্যতে॥ ৭৭ ॥

এবং সতি মহাবাক্যাৎ পরোক্ষজ্ঞানমীর্যতে।
যৈস্তেষাং শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিজ্ঞানং শোভতেতরাম্॥ ৭৮ ॥

আস্তাং শাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তো যুক্ত্যা বাক্যাৎ পরোক্ষধীঃ।
স্বর্গাদিবাক্যবন্নৈবং দশমে ব্যভিচারতঃ॥ ৭৯ ॥

স্বতোঽপরোক্ষজীবস্য ব্রহ্মত্বমভিবাঞ্ছতঃ।
নশ্যেৎ সিদ্ধাপরোক্ষত্বমিতি যুক্তির্মহত্যহো॥ ৮০ ॥

বৃদ্ধিমিষ্টবতো মূলমপি নষ্টমিতীদৃশম্।
লৌকিকং বচনং সার্থং সম্পন্নং ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ৮১ ॥

অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধো জীবোঽপরোক্ষতাম্।
অর্হত্যুপাধিসদ্ভাবান্ন তু ব্রহ্মানুপাধিতঃ॥ ৮২ ॥

নৈবং ব্রহ্মত্ববোধস্য সোপাধিবিষয়ত্বতঃ।
যাবদ্‌বিদেহকৈবল্যমুপাধেরনিবারণাৎ॥ ৮৩ ॥

অন্তঃকরণসাহিত্যরাহিত্যাভ্যাং বিশিষ্যতে।
উপাধির্জীবভাবস্য ব্রহ্মতায়াশ্চ নান্যথা॥ ৮৪ ॥

যথা বিধিরুপাধিঃ স্যাৎ প্রতিষেধস্তথা ন কিম্।
সুবর্ণলোহভেদেন শৃঙ্খলত্বং ন ভিদ্যতে॥ ৮৫ ॥

অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাদ্বিধিমুখেন চ।
বেদান্তানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ দ্বিধেত্যাচার্য্যভাষিতম্ ॥ ৮৬ ॥
অহমর্থপরিত্যাগাদহং ব্রহ্মেতি ধীঃ কুতঃ।
নৈবমংশস্য হি ত্যাগো ভাগলক্ষণয়োদিতঃ ॥ ৮৭ ॥
অন্তঃকরণসন্ত্যাগাদবশিষ্টে চিদাত্মনি।
অহং ব্রহ্মেতি বাক্যেন ব্রহ্মত্বং সাক্ষিণীক্ষ্যতে ॥ ৮৮ ॥
স্বপ্রকাশোঽপি সাক্ষ্যেষ ধীবৃত্ত্যা ব্যাপ্যতেঽন্যবৎ।
ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিবারিতম্ ॥ ৮৯ ॥
বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্।
তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ ॥ ৯০ ॥
ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।
স্বয়ং স্ফুরণরূপত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে ॥ ৯১ ॥
চক্ষুর্দীপাবপেক্ষ্যেতে ঘটাদের্দর্শনে যথা।
ন দীপদর্শনে কিন্তু চক্ষুরেকমপেক্ষ্যতে ॥ ৯২ ॥
স্থিতোঽপ্যসৌ চিদাভাসো ব্রহ্মণ্যেকীভবেৎ পরম্।
ন তু ব্রহ্মণ্যতিশয়ং ফলং কুর্য্যাৎ ঘটাদিবৎ ॥ ৯৩ ॥
অপ্রমেয়মনাদিঞ্চেত্তত্র শ্রুত্যেদমীরিতম্।
মনসৈবেদমাপ্তব্যমিতি ধীব্যাপ্যতা শ্রুতা ॥ ৯৪ ॥
আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি বাক্যতঃ।
ব্রহ্মাত্মব্যক্তিমুল্লিখ্য যো বোধঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৯৫ ॥
অস্তু বোধোঽপরোক্ষোঽত্র মহাবাক্যাৎ তথাপ্যসৌ।
ন দৃঢ়ঃ শ্রবণাদীনামাচার্য্যৈঃ পুনরীরণাৎ ॥ ৯৬ ॥
অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবদ্দৃঢ়ীভবেৎ।
শমাদিসহিতস্তাবদভ্যসেৎ শ্রবণাদিকম্ ॥ ৯৭ ॥

বাঢ়ং সন্তি হৃদার্ঢ্যস্য হেতবঃ শ্রুত্যনেকতা।
অসম্ভাব্যত্বমর্থস্য বিপরীতা চ ভাবনা ॥ ৯৮ ॥
শাখাভেদাৎ কামভেদাৎ শ্রুতং কর্ম্মান্যথান্যথা।
এবমত্রাপি মা শঙ্কীত্যতঃ শ্রবণমাচরেৎ ॥ ৯৯ ॥
বেদান্তানামশেষাণামাদিমধ্যাবসানতঃ।
ব্রহ্মাত্মন্যেব তাৎপর্য্যমিতি ধীঃ শ্রবণং ভবেৎ ॥ ১০০ ॥
সমন্বয়াধ্যায় এতৎ সূক্তং ধীস্বাস্থ্যকারিভিঃ।
তর্কৈঃ সম্ভাবনার্থস্য দ্বিতীয়াধ্যায় ঈরিতা ॥ ১০১ ॥
বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদ্দেহাদিষ্বাত্মধীঃ ক্ষণাৎ।
পুনঃ পুনরুদেত্যেবং জগৎসত্যত্বধীরপি ॥ ১০২ ॥
বিপরীতা ভাবনেয়মৈকাগ্র্যাৎ সা নিবর্ত্ততে।
তত্ত্বোপদেশাৎ প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাৎ ॥ ১০৩ ॥
উপাস্তয়োঽত এবাত্র ব্রহ্মশাস্ত্রেঽপি চিন্তিতাঃ।
প্রাগনভ্যাসিনঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মাভ্যাসেন তদ্ভবেৎ ॥ ১০৪ ॥
তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ১০৫ ॥
তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্‌বহূঞ্শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ ১০৬ ॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ১০৭ ॥
ইতি শ্রুতিস্মৃতী নিত্যমাত্মন্যেকাগ্রতাং ধিয়ঃ।
বিধত্তো বিপরীতায়া ভাবনায়াঃ ক্ষয়ায় হি ॥ ১০৮ ॥
যদ্‌যথা বর্ত্ততে তস্য তত্ত্বং হিত্বান্যথাত্বধীঃ।
বিপরীতা ভাবনা স্যাৎ পিত্রাদাবরিধীর্যথা ॥ ১ ৯ ॥

আত্মা দেহাদিভিন্নোঽয়ং মিথ্যা চেদং জগত্তয়োঃ।
দেহাত্ত্বাত্মত্বসত্যত্বধীর্বিপর্য্যয়ভাবনা ॥ ১১০ ॥
তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাতো দেহাতিরিক্ততাম্।
আত্মনো ভাবয়েত্তদ্বন্মিথ্যাত্বং জগতোঽনিশম্॥ ১১১ ॥
কিং মন্ত্রজপবন্মূর্ত্তিধ্যানবচ্চাত্মভেদধীঃ।
জগন্মিথ্যাত্বধীশ্চাত্র হ্যাবর্ত্ত্যা স্যাদুতান্যথা ॥ ১১২ ॥
অন্যথেতি বিজানীহি দৃষ্টার্থত্বেন ভুক্তিবৎ।
বুভুক্ষুর্জপবৎ ভুঙ্‌ক্তে ন কশ্চিৎ নিয়তঃ ক্বচিৎ॥ ১১৩ ॥
অশ্নাতি বা ন বাশ্নাতি ভুঙ্‌ক্তে বা স্বেচ্ছয়ান্যথা।
যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধামপনিনীষতি ॥ ১১৪ ॥
নিয়মেন জপং কুর্য্যাদকৃতৌ প্রত্যবায়তঃ।
অন্যথাকরণেঽনর্থঃ স্বরবর্ণবিপর্য্যয়াৎ ॥ ১১৫ ॥
ক্ষুধেব দৃষ্টবাধাকৃদ্বিপরীতা চ ভাবনা।
জেয়া কেনাপ্যুপায়েন নাস্ত্যত্রানুষ্ঠিতেঃ ক্রমঃ ॥ ১১৬ ॥
উপায়ঃ পূর্ব্বমেবোক্তস্তচ্চিন্তাকথনাদিকঃ।
এতদেকপরত্বেঽপি নির্ব্বন্ধো ধ্যানবন্ন হি ॥ ১১৭ ॥
মূর্ত্তিপ্রত্যয়সান্তত্যমন্যানন্তরিতং ধিয়ঃ।
ধ্যানং তত্রাতিনির্ব্বন্ধো মনসশ্চঞ্চলাত্মনঃ ॥ ১১৮ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ১১৯ ॥
অপ্যব্ধিপানান্মহতঃ সুমেরূন্মূলনাদপি।
অপি বহ্ন্যশনাৎ সাধো বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ ॥ ১২০ ॥
কথনাদৌ ন নির্ব্বন্ধঃ শৃঙ্খলাবদ্ধদেহবৎ।
কিন্ত্বনন্তেতিহাসাদ্যৈর্বিনোদো নাট্যবদ্ধিয়ঃ ॥ ১২১ ॥

চিদেবাত্মা জগন্মিথ্যেত্যত্র পর্য্যবসানতঃ।
নিদিধ্যাসনবিক্ষেপো নেতিহাসাদিভির্ভবেৎ ॥ ১২২ ॥
কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ।
বিক্ষিপ্যতে প্রবৃত্ত্যা ধীস্তৈস্তত্ত্বস্মৃত্যসম্ভবাৎ ॥ ১২৩ ॥
অনুসন্দধতৈবাত্র ভোজনাদৌ প্রবর্ত্তিতুম্।
শক্যতেঽত্যন্তবিক্ষেপাভাবাদাশু পুনঃ স্মৃতেঃ ॥ ১২৪ ॥
তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রান্নানর্থঃ কিন্তু বিপর্য্যয়াৎ।
বিপর্য্যেতুং ন কালোঽস্তি ঝটিতি স্মরতঃ ক্বচিৎ ॥ ১২৫ ॥
তত্ত্বস্মৃতেরবসরো নাস্ত্যন্যাভ্যাসশালিনঃ।
প্রত্যুতাভ্যাসঘাতিত্বাদ্ বলাত্তত্ত্বমুপেক্ষ্যতে ॥ ১২৬ ॥
তমেবৈকং বিজানীথ হ্যন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।
ইতি শ্রুতং তথান্যত্র বাচো বিগ্লাপনন্ত্বিতি ॥ ১২৭ ॥
আহারাদি ত্যজন্নৈব জীবেচ্ছাস্ত্রান্তরং ত্যজন্।
কিং ন জীবসি যেনৈবং করোষ্যত্র দুরাগ্রহম্ ॥ ১২৮ ॥
জনকাদেঃ কথং রাজ্যমিতি চেদ্দৃঢ়বোধতঃ।
তথা তবাপি চেত্তর্কং পঠ যদ্বা কৃষিং কুরু ॥ ১২৯ ॥
মিথ্যাত্ববাসনাদার্ঢ্যে প্রারব্ধক্ষয়কাঙ্ক্ষয়া।
অক্লিশ্যন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে স্বস্বকর্ম্মানুসারতঃ ॥ ১৩০ ॥
অতিপ্রসঙ্গো মা শঙ্ক্যঃ স্বকর্ম্মবশবর্ত্তিনাম্।
অস্তু বা কেন শক্যেত কর্ম্ম বারয়িতুং বদ ॥ ১৩১ ॥
জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনশ্চাত্র সমেঽপ্যারব্ধকর্ম্মণি।
ন ক্লেশো জ্ঞানিনো ধৈর্য্যান্মূঢ়ঃ ক্লিশ্যত্যধৈর্য্যতঃ ॥ ১৩২ ॥
মার্গে গন্ত্রোর্দ্বয়োঃ শ্রান্তৌ সমায়ামপ্যদূরতাম্।
জানন্ ধৈর্য্যাৎ দ্রুতং গচ্ছেদন্যস্তিষ্ঠতি দীনধীঃ ॥ ১৩৩ ॥

সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ সম্যগবিপর্য্যয়বাধিতঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥ ১৩৪ ॥
জগন্মিথ্যাত্বধীভাবাদাক্ষিপ্তৌ কাম্যকামুকৌ।
তয়োরভাবে সন্তাপঃ শাম্যেন্নিঃস্নেহদীপবৎ॥ ১৩৫ ॥
গন্ধর্ব্বপত্তনে কিঞ্চিন্নৈন্দ্রজালিকনির্ম্মিতে।
জানন্ কাময়তে কিন্তু জিহাসতি হসন্নিদম্॥ ১৩৬ ॥
আপাতরমণীয়েষু ভোগেষ্বেবং বিচারবান্।
নানুরজ্যতি কিন্ত্বেতান্ দোষদৃষ্ট্যা জিহাসতি॥ ১৩৭ ॥
অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥ ১৩৮ ॥
মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেঽঙ্গপঞ্জরে।
স্নায্বস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্॥ ১৩৯ ॥
এবমাদিষু শাস্ত্রেষু দোষাঃ সম্যক্ প্রপঞ্চিতাঃ।
বিমৃশন্ননিশন্তানি কথং দুঃখেষু মজ্জতি॥ ১৪০ ॥
ক্ষুধায়া পীড্যমানোঽপি ন বিষং হ্যত্তুমিচ্ছতি।
মিষ্টান্নধ্বস্ততৃড় জানন্নামূঢ়স্তজ্জিঘৎসতি॥ ১৪১ ॥
প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাদ্ভোগেম্বিচ্ছা ভবেদ্যদি।
ক্লিশ্যন্নেব তদাপ্যেষ ভুঙ্‌ক্তে বিষ্টিগৃহীতবৎ॥ ১৪২ ॥
ভুঞ্জানাস্তানপি বুধাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুম্বিনঃ।
নাদ্যাপি কর্ম্ম নশ্ছিন্নমিতি ক্লিশ্যন্তি সন্ততম্॥ ১৪৩ ॥
নায়ং ক্লেশোঽত্র সংসারতাপঃ কিন্তু বিরক্ততা।
ভ্রান্তিজ্ঞাননিদানো হি তাপঃ সাংসারিকঃ স্মৃতঃ॥ ১৪৪ ॥
বিবেকেন পরিক্লিশ্যন্নল্পভোগেন তৃপ্যতি।
অন্যথানন্তভোগেঽপি নৈব তৃপ্যতি কর্হিচিৎ॥ ১৪৫ ॥

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ১৪৬ ॥
পরিজ্ঞায়োপভুক্তো হি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে।
বিজ্ঞায় সেবিতশ্চৌরো মৈত্রীমেতি ন চৌরতাম্ ॥ ১৪৭ ॥
মনসো নিগৃহীতস্য লীলাভোগোঽল্পকোঽপি যঃ।
তমেবালব্ধবিস্তারং ক্লিষ্টত্বাদ্বহু মন্যতে ॥ ১৪৮ ॥
বদ্ধমুক্তো মহীপালো গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি।
পরৈর্ন বদ্ধো নাক্রান্তো ন রাষ্ট্রং বহু মন্যতে ॥ ১৪৯ ॥
বিবেকে জাগ্রতি সতি দোষদর্শনলক্ষণে।
কথমারব্ধকর্ম্মাপি ভোগেচ্ছাং জনয়িষ্যতি ॥ ১৫০ ॥
নৈষ দোষো যতোঽনেকবিধং প্রারব্ধমীক্ষ্যতে।
ইচ্ছানিচ্ছা পরেচ্ছা চ প্রারব্ধং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ১৫১ ॥
অপথ্যসেবিনশ্চৌরা রাজদাররতা অপি।
জানন্ত এব স্বানর্থমিচ্ছন্ত্যারব্ধকর্ম্মতঃ ॥ ১৫২ ॥
ন চাত্রৈতদ্বারয়িতুমীশ্বরেণাপি শক্যতে।
যত ঈশ্বর এবাহ গীতায়ামর্জ্জুনং প্রতি ॥ ১৫৩ ॥
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ১৫৪ ॥
অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্যদি।
তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ ॥ ১৫৫ ॥
ন চেশ্বরত্বমীশস্য হীয়তে তাবতা যতঃ।
অবশ্যম্ভাবিতাপ্যেষামীশ্বরেণৈব নির্ম্মিতা ॥ ১৫৬ ॥
প্রশ্নোত্তরাভ্যামেবৈতদ্গম্যতেঽর্জ্জুনকৃষ্ণয়োঃ।
অনিচ্ছাপূর্ব্বকঞ্চাস্তি প্রারব্ধমিতি তচ্ছৃণু ॥ ১৫৭ ॥

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ১৫৮॥
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ১৫৯॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ১৬০॥
নানিচ্ছন্তো ন চেচ্ছন্তঃ পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ।
সুখদুঃখে ভজন্ত্যেতৎ পরেচ্ছাপূর্ব্বকর্ম্ম হি॥ ১৬১॥
কথং তর্হি কিমিচ্ছন্নিত্যেবমিচ্ছা নিষিধ্যতে।
নেচ্ছানিষেধঃ কিন্ত্বিচ্ছাবাধো ভর্জ্জিতবীজবৎ॥ ১৬২॥
ভর্জিতানি তু বীজানি সন্ত্যকার্য্যকরাণি চ।
বিদ্বদিচ্ছা তথেষ্টব্যাসত্ত্ববোধাৎ ন কার্য্যকৃৎ॥ ১৬৩॥
দগ্ধবীজমরোহেঽপি ভক্ষণায়োপযুজ্যতে।
বিদ্বদিচ্ছাপ্যল্পভোগং কুর্য্যান্নব্যসনং বহু॥ ১৬৪॥
ভোগেন চরিতার্থত্বাৎ প্রারব্ধং কর্ম্ম হীয়তে।
ভোক্তব্যসত্যতাভ্রান্ত্যা ব্যসনং তত্র জায়তে॥ ১৬৫॥
মা বিনশ্যত্বয়ং ভোগো বর্দ্ধতামুত্তরোত্তরম্।
মা বিঘ্নাঃ প্রতিবধ্নন্তু ধন্যোঽস্ম্যস্মাদিতি ভ্রমঃ॥ ১৬৬॥
যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়ং বোধো ভ্রমনিবর্ত্তকঃ॥ ১৬৭॥
সমেঽপি ভোগে ব্যসনং ভ্রান্তো গচ্ছেন্ন বুদ্ধিমান্।
অশক্যার্থস্য সঙ্কল্পাদ্ভ্রান্তস্য ব্যসনং বহু॥ ১৬৮॥
মায়াময়ত্বং ভোগস্য বুদ্ধাস্থামুপসংহরন্।
ভুঞ্জোনোঽপি ন সঙ্কল্পং কুরুতে ব্যসনং কুতঃ॥ ১৬৯॥

স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশমচিন্ত্যরচনাত্মকম্।
দৃষ্টনষ্টং জগৎ পশ্যন্ কথং তত্রানুরজ্যতি ॥ ১৭০ ॥
স্বস্বপ্নমাপরোক্ষ্যেণ দৃষ্ট্বা পশ্যন্ স্বজাগরম্।
চিন্তয়েদপ্রমত্তঃ সন্নুভাবনুদিনং মুহুঃ ॥ ১৭১ ॥
চিরন্তয়োঃ সর্ব্বসাম্যমনুসন্ধায় জাগরে।
সত্যত্ববুদ্ধিং সংত্যজ্য নানুরজ্যতি পূর্ব্ববৎ ॥ ১৭২ ॥
ইন্দ্রজালমিদং দ্বৈতমচিন্ত্যরচনাত্বতঃ।
ইত্যবিস্মরতো হানিঃ কা বা প্রারব্ধভোগতঃ ॥ ১৭৩ ॥
নির্ব্বন্ধস্তত্ত্ববিদ্যায়া ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ।
প্রারব্ধস্যাগ্রহো ভোগে জীবস্য সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১৭৪ ॥
বিদ্যারব্ধে বিরুধ্যেতে ন ভিন্নবিষয়ত্বতঃ।
জানদ্ভিরপ্যৈন্দ্রজালবিনোদো দৃশ্যতে খলু ॥ ১৭৫ ॥
জগৎসত্যত্বমাপাদ্য প্রারব্ধং ভোজয়েদ্যদি।
তদা বিরোধি বিদ্যায়া ভোগমাত্রান্ন সত্যতা ॥ ১৭৬ ॥
অনূনো জায়তে ভোগঃ কল্পিতৈঃ স্বাপ্নবস্তুভিঃ।
জাগ্রৎবস্তুভিরপ্যেবমসত্যৈর্ভোগ ইষ্যতাম্ ॥ ১৭৭ ॥
যদি বিদ্যাপহ্নুবীত জগৎ প্রারব্ধঘাতিনী।
তদা স্যান্ন তু মায়াত্ববোধেন তদপহ্নবঃ ॥ ১৭৮ ॥
অনপহ্নুত্য লোকাস্তদিন্দ্রাজালমিদস্ত্বিতি।
জানন্ত্যেবানপহ্নুত্য ভোগং মায়াত্বধীস্তথা ॥ ১৭৯ ॥
যত্র ত্বস্য জগৎ স্বাত্মা পশ্যেৎ কস্তত্র কেন কিম্।
কিং জিঘ্রেৎ কিং বদেদ্বেতি শ্রুতৌ তু বহু ঘোষিতম্ ॥ ১৮০ ॥
তেন দ্বৈতমপহ্নুত্য বিদ্যোদেতি ন চান্যথা।
তথা চ বিদুষো ভোগঃ কথং স্যাদিতি চেৎ শৃণু ॥ ১৮১ ॥

সুষুপ্তিবিষয়া মুক্তিবিষয়া বা শ্রুতিস্থিতি।
উক্তং স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরিতি সূত্রে হ্যতিস্ফুটম্॥ ১৮২ ॥
অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেরাচার্য্যত্বং ন সম্ভবেৎ।
দ্বৈতদৃষ্টাববিদ্বত্তা দ্বৈতাদৃষ্টৌ ন বাগ্ বদেৎ॥ ১৮৩ ॥
নির্ব্বিকল্পসমাধৌ তু দ্বৈতাদর্শনহেতুতঃ।
সৈবাপরোক্ষবিদ্যেতি চেৎ সুষুপ্তিস্তথা ন কিম্॥ ১৮৪ ॥
আত্মতত্ত্বং ন জানাতি সুপ্তৌ যদি তদা ত্বয়া।
আত্মধীরেব বিদ্যেতি বাচ্যং ন দ্বৈতবিস্মৃতিঃ॥ ১৮৫ ॥
উভয়ং মিলিতং বিদ্যা যদি তর্হি ঘটাদয়ঃ।
অর্দ্ধবিদ্যাভাজিনঃ স্যুঃ সকলদ্বৈতবিস্মৃতেঃ॥ ১৮৬ ॥
মশকধ্বনিমুখ্যানাং বিক্ষেপাণাং বহুত্বতঃ।
তব বিদ্যা তথা ন স্যাৎ ঘটাদীনাং যথা দৃঢ়া॥ ১৮৭ ॥
আত্মধীরেব বিদ্যেতি যদি তর্হি সুখী ভব।
দুষ্টচিত্তং নিরুন্ধ্যাচ্চেন্নিরুন্ধি ত্বং যথাসুখম্॥ ১৮৮ ॥
তদিষ্টমেষ্টব্যমায়াময়ত্বস্য সমীক্ষণাৎ।
ইচ্ছন্নপ্যজ্ঞবন্নেচ্ছেৎ কিমিচ্ছন্নিতি হি শ্রুতম্॥ ১৮৯ ॥
রাগো লিঙ্গমবোধস্য সন্তু রাগাদয়ো বুধে।
ইতি শাস্ত্রদ্বয়ং সার্থমেবং সত্যবিরোধতঃ॥ ১৯০ ॥
জগন্মিথ্যাত্ববৎ স্বাত্মাসঙ্গত্বস্য সমীক্ষণাৎ।
কস্য কামায়েতি বচো ভোক্ত্রভাববিবক্ষয়া॥ ১৯১ ॥
পতিজায়াদিকং সর্ব্বং তত্তদ্ভোগায় নেচ্ছতি।
কিন্ত্বাত্মভোগার্থমিতি শ্রুতাবুদ্‌ঘোষিতং বহু॥ ১৯২ ॥
কিং কূটস্থশ্চিদাভাসোঽথবা কিমুভয়াত্মকঃ।
ভোক্তা তত্র ন কূটস্থোঽসঙ্গত্বাৎ ভোক্তৃতাং ব্রজেৎ॥ ১৯৩ ॥

সুখদুঃখাভিমানাখ্যো বিকারো ভোগ উচ্যতে।
কূটস্থশ্চ বিকারী চেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্॥ ১৯৪ ॥
বিকারিবুদ্ধ্যধীনত্বাদাভাসো বিকৃতাবপি।
নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তিঃ কেবলা ন হি তিষ্ঠতি॥ ১৯৫ ॥
উভয়াত্মক এবাতো লোকে ভোক্তা নিগদ্যতে।
তাদৃগাত্মানমারভ্য কূটস্থঃ শেষিতঃ শ্রুতৌ॥ ১৯৬ ॥
আত্মা কতম ইত্যুক্তে যাজ্ঞবল্ক্যো বিবোধয়ন্।
বিজ্ঞানময়মারভ্যাসঙ্গং তং পর্য্যশেষয়ৎ॥ ১৯৭ ॥
কোঽয়মাত্মেত্যেবমাদৌ সর্ব্বত্রাত্মবিচারতঃ।
উভয়াত্মকমারভ্য কূটস্থঃ শেষ্যতে শ্রুতৌ॥ ১৯৮ ॥
কূটস্থসত্যতাং স্বস্মিন্নধ্যস্যাত্মাবিবেকতঃ।
তাত্ত্বিকীং ভোক্তৃতাং মত্বা ন কদাচিজ্জিহাসতি॥ ১৯৯ ।
ভোক্তা স্বস্যৈব ভোগায় পতিজায়াদিমিচ্ছতি।
এষ লৌকিকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যগনূদিতঃ॥ ২০০ ॥
ভোগ্যানাং ভোক্তৃশেষত্বান্মা ভোগ্যেষ্বনুরজ্যতাম্।
ভোক্তর্য্যেব প্রধানেঽতোঽনুরাগস্তং বিধিৎসতি॥ ২০১ ॥
যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥ ২০২ ॥
ইতি ন্যায়েন সর্ব্বস্মাৎ ভোগ্যজাতাদ্বিরক্তধীঃ।
উপসংহৃত্য তাং প্রীতিং ভোক্তর্য্যেনং বুভুৎসতে॥ ২০৩ ॥
স্রক্চন্দনবধূবস্ত্রসুবর্ণাদিষু পামরঃ।
অপ্রমত্তো যথা তদ্বন্ন প্রমাদ্যতি ভোক্তরি॥ ২০৪ ॥
কাব্যনাটকতর্কাদিমভ্যস্যতি নিরন্তরম্।
বিজগীষুর্যথা তদ্বন্মুমুক্ষুঃ স্বং বিচারয়েৎ॥ ২০৫ ॥

জপযাগোপাসনাদি কুরুতে শ্রদ্ধয়া যথা।
স্বর্গাদিবাঞ্ছয়া তদ্বৎ শ্রদ্দধ্যাৎ স্বে মুমুক্ষয়া ॥ ২০৬ ॥
চিত্তৈকাগ্র্যং যথা যোগী মহায়াসেন সাধয়েৎ।
অণিমাদিপ্রেপ্সয়ৈবং বিবিচ্যাৎ স্বং মুমুক্ষয়া ॥ ২০৭ ॥
কৌশলানি বিবর্দ্ধন্তে তেষামভ্যাসপাটবাৎ।
যথা তদ্বদ্বিবেকোঽস্যাপ্যভ্যাসাদ্বিশদায়তে ॥ ২০৮ ॥
বিবিঞ্চতা ভোক্তৃতত্ত্বং জাগ্রদাদিষ্বসঙ্গতা।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সাক্ষিণ্যধ্যবসীয়তে ॥ ২০৯ ॥
যত্র যদ্দৃশ্যতে দ্রষ্টা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
তত্রৈব তন্নেতরত্রেত্যনুভূতির্হি সম্মতা ॥ ২১০ ॥
স যত্তত্রেক্ষতে কিঞ্চিত্তেনানন্বাগতো ভবেৎ।
দৃষ্টৈব পুণ্যং পাপঞ্চেত্যেবং শ্রুতিষু ডিণ্ডিমঃ ॥ ২১১ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২১২ ॥
এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়ব্যতীতস্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২১৩ ॥
ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ ॥ ২১৪ ॥
এবং বিবেচিতে তত্ত্বে বিজ্ঞানময়শব্দিতঃ।
চিদাভাসো বিকারী যো ভোক্তৃত্বস্তস্য শিষ্যতে ॥ ২১৫ ॥
মায়িকোঽয়ং চিদাভাসঃ শ্রুতেরনুভবাদপি।
ইন্দ্রজালং জগৎ প্রোক্তং তদন্তঃপাত্যয়ং যতঃ ॥ ২১৬ ॥
বিলয়োঽস্য সুষুপ্ত্যাদৌ সাক্ষিণা হ্যনুভূয়তে।
এতাদৃশং স্বস্বভাবং বিবিনক্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ২১৭ ॥

বিবিচ্য নাশং নিশ্চিত্য পুনর্ভোগং ন বাঞ্ছতি।
মুমূর্ষুঃ শায়িতো ভূমৌ বিবাহং কোঽভিবাঞ্ছতি॥ ২১৮॥
জিহ্রেতি ব্যবহর্ত্তুঞ্চ ভোক্তাহমিতি পূর্ব্ববৎ।
ছিন্ননাস ইব হ্রীতঃ ক্লিশ্যন্নারব্ধমশ্নুতে॥ ২১৯॥
যদা স্বস্যাপি ভোক্তৃত্বং মন্তুং জিহ্রেত্যয়ং তদা।
সাক্ষিণ্যারোপয়েদেতদিতি কৈব কথা বৃথা॥ ২২০॥
ইত্যভিপ্রেত্য ভোক্তারমাক্ষিপত্যবিশঙ্কয়া।
কস্য কামায়েতি ততঃ শরীরানুজ্বরো ন হি॥ ২২১॥
স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্।
অবশ্যং ত্রিবিধোঽস্ত্যেব তত্রতত্রোচিতো জ্বরঃ॥ ২২২॥
বাতপিত্তশ্লেষ্মজন্যব্যাধয়ঃ কোটিশস্তনৌ।
দুর্গন্ধত্বং কুরূপত্বং দাহভঙ্গাদয়স্তথা॥ ২২৩॥
কামক্রোধাদয়ঃ শান্তিদান্ত্যাদ্যা লিঙ্গদেহগাঃ।
জ্বরাদ্বয়েঽপি বাধন্তে প্রাপ্ত্যাপ্রাপ্ত্যা নরং ক্রমাৎ॥ ২২৪॥
স্বং পরঞ্চ ন বেত্ত্যাত্মা বিনষ্ট ইব কারণে।
আগামিদুঃখবীজঞ্চেত্যেতদিন্দ্রেণ দর্শিতম্॥ ২২৫॥
এতে জ্বরাঃ শরীরেষু ত্রিষু স্বাভাবিকা মতাঃ।
বিয়োগে তু জ্বরৈস্তানি শরীরাণ্যেব নাসতে॥ ২২৬॥
তন্তোর্ব্বিযুজ্যেন্ন পটো বালেভ্যঃ কম্বলো যথা।
মৃদো ঘটস্তথা দেহোজ্বরেভ্যোঽপীতি দৃশ্যতাম্॥ ২২৭॥
চিদাভাসে স্বতঃ কোঽপি জ্বরো নাস্তি যতশ্চিতঃ।
প্রকাশৈকস্বভাবত্বমেব দৃষ্টং ন চেতরৎ॥ ২২৮॥
চিদাভাসেঽপ্যসম্ভাব্যা জ্বরাঃ সাক্ষিণি কা কথা।
এবমপ্যেকতাং মেনে চিদাভাসো হ্যবিদ্যয়া॥ ২২৯॥

সাক্ষিসত্যত্বমধ্যস্য স্বেনোপেতে বপুস্ত্রয়ে।
তৎসর্ব্বং বাস্তবং স্বস্য স্বরূপমিতি মন্যতে ॥ ২৩০ ॥
এতস্মিন্ ভ্রান্তিকালেঽয়ং শরীরেষু জ্বরৎস্বথ।
স্বয়মেব জ্বরামীতি মন্যতে হি কুটুম্বিবৎ ॥ ২৩১ ॥
পুত্রদারেষু তপ্যৎসু তপামীতি যথা বৃথা।
মন্যতে পুরুষস্তদ্বদাভাসোঽপ্যভিমন্যতে ॥ ২৩২ ॥
বিবিচ্য ভ্রান্তিমুজ্‌ঝিত্বা স্বমপ্যগণয়ন্ সদা।
চিন্তয়ন্ সাক্ষিণং কস্মাৎ শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥ ২৩৩ ॥
অযথাবস্তুসর্পাদিজ্ঞানং হেতুঃ পলায়নে।
রজ্জুজ্ঞানেঽহিধীধ্বস্তৌ কৃতমপ্যনুশোচতি ॥ ২৩৪ ॥
মিথ্যাভিযোগদোষস্য প্রায়শ্চিত্তত্বসিদ্ধয়ে।
ক্ষমাপয়ন্নিবাত্মানং সাক্ষিণং শরণং গতঃ ॥ ২৩৫ ॥
আবৃত্তপাপনুত্ত্যর্থং স্নানাদ্যাবর্ত্ত্যতে যথা।
আবর্ত্তয়ন্নিবধ্যানং সদা সাক্ষিপরায়ণঃ ॥ ২৩৬ ॥
উপস্থকুষ্ঠিনী বেশ্যা বিলাসেষু বিলজ্জতে।
জানতোঽগ্রে তথাভাসঃ স্বপ্রখ্যাতৌ বিলজ্জতে ॥ ২৩৭ ॥
গৃহীতো ব্রাহ্মণো ম্লেচ্ছৈঃ প্রায়শ্চিত্তং চরন্ পুনঃ।
ম্লেচ্ছৈঃ সংকীর্য্যতে নৈব তথাভাসঃ শরীরকৈঃ ॥ ২৩৮ ॥
যৌবরাজ্যে স্থিতো রাজপুত্রঃ সাম্রাজ্যবাঞ্ছয়া।
রাজানুকারী ভবতি তথা সাক্ষ্যনুকার্য্যয়ম্ ॥ ২৩৯ ॥
যো ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবত্যেব ইতি শ্রুতিঃ।
শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ন চেতরৎ ॥ ২৪০ ॥
দেবত্বকামা হ্যগ্ন্যাদৌ প্রবিশন্তি যথা তথা।
সাক্ষিত্বেনাবশেষায় স্ববিনাশং স বাঞ্ছতি ॥ ২৪১ ॥

যাবৎ স্বদেহদাহং স নরত্বং নৈব মুঞ্চতি।
যাবদারব্ধদেহং স্যান্নাভাসত্ববিমোচনম্ ॥ ২৪২ ॥
রজ্জুজ্ঞানেঽপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি।
পুনর্ম্মন্দান্ধকারে সা রজ্জুঃ ক্ষিপ্তোরগীভবেৎ ॥ ২৪৩ ॥
এবমারব্ধভোগোঽপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ।
ভোগকালে কদাচিত্তু মর্ত্ত্যোঽহমিতি ভাসতে ॥ ২৪৪ ॥
নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি।
জীবন্মুক্তিব্রতং নেদং কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু ॥ ২৪৫ ॥
দশমোঽপি শিরস্তাড়ং রুদন্ বুদ্ধা ন রোদিতি।
শিরোব্রণস্তু মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদা ॥ ২৪৬ ॥
দশমামৃতিলাভেন জাতো হর্ষো ব্রণব্যথাম্।
তিরোধত্তে মুক্তিলাভস্তথা প্রারব্ধদুঃখিতাম্ ॥ ২৪৭ ॥
ব্রতাভাবাৎ যদাধ্যাসস্তদা ভূয়ো বিবিচ্যতাম্।
রসসেবী দিনে ভুঙ্‌ক্তে ভূয়োভূয়ো যথা তথা ॥ ২৪৮ ॥
শময়ত্যৌষধেনায়ং দশমঃ স্বব্রণং যথা।
ভোগেন শময়িত্বৈতৎ প্রারব্ধং মুচ্যতে তথা ॥ ২৪৯ ॥
কিমিচ্ছন্নিতি বাক্যোক্তঃ শোকমোক্ষ উদীরিতঃ।
আভাসস্য হ্যবস্থৈষা ষষ্ঠী তৃপ্তিস্তু সপ্তমী ॥ ২৫০ ॥
সাঙ্কুশা বিষয়ৈস্তৃপ্তিরিয়ং তৃপ্তির্নিরঙ্কুশা।
কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তৃপ্যতি ॥ ২৫১ ॥
ঐহিকামুষ্মিকব্রাতসিদ্ধ্যৈ মুক্তেশ্চ সিদ্ধয়ে।
বহুকৃত্যং পুরাস্যাভূত্তৎ সর্ব্বমধুনা কৃতম্ ॥ ২৫২ ॥
তদেতৎ কৃতকৃত্যত্বং প্রতিযোগিপুরঃসরম্।
অনুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ ॥ ২৫৩ ॥

দুঃখিনোঽজ্ঞাঃ সংসরন্তু কামং পুত্রাদ্যপেক্ষয়া ।
পরমানন্দপূর্ণোঽহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া ॥ ২৫৪ ॥
অনুতিষ্ঠন্তু কর্ম্মাণি পরলোকযিযাসবঃ ।
সর্ব্বলোকাত্মকঃ কস্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্ ॥ ২৫৫ ॥
ব্যাচক্ষতাম্তে শাস্ত্রাণি বেদানধ্যাপয়ন্তু বা ।
যেঽত্রাধিকারিণো মে তু নাধিকারোঽক্রিয়ত্বতঃ ॥ ২৫৬ ॥
নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে নেচ্ছামি ন করোমি চ ।
দ্রষ্টারশ্চেৎ কল্পয়ন্তি কিং মে স্যাদন্যকল্পনাৎ ॥ ২৫৭ ॥
গুঞ্জাপুঞ্জাদি দহ্যেত নান্যারোপিতবহ্নিনা ।
নান্যারোপিতসংসারধর্ম্মানেবমহং ভজে ॥ ২৫৮ ॥
শৃণ্বন্ত্বজ্ঞাততত্ত্বাস্তে জানন্ কস্মাৎ শৃণোম্যহম্ ।
মন্যন্তাং সংশয়াপন্নাঃ ন মন্যেঽহমসংশয়ঃ ॥ ২৫৯ ॥
বিপর্য্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্য্যয়াৎ ।
দেহাত্মত্ববিপর্য্যাসং ন কদাচিদ্ভজাম্যহম্ ॥ ২৬০ ॥
অহং মনুষ্য ইত্যাদি ব্যবহারো বিনাপ্যমুম্ ।
বিপর্য্যাসং চিরাভ্যস্তবাসনাতোঽবকল্প্যতে ॥ ২৬১ ॥
প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবর্ত্ততে ।
কর্ম্মাক্ষয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যেৎ ধ্যানসহস্রতঃ ॥ ২৬২ ॥
বিরলত্বং ব্যবহৃতেরিষ্টঞ্চেৎ ধ্যানমস্তু তে ।
অবাধিকাং ব্যবহৃতিং পশ্যন্ ধ্যায়াম্যহং কুতঃ ॥ ২৬৩ ॥
বিক্ষেপো নাস্তি যস্মান্মে ন সমাধিস্ততো মম ।
বিক্ষেপো বা সমাধির্ব্বা মনসঃ স্যাদ্‌বিকারিণঃ ॥ ২৬৪ ॥
নিত্যানুভবরূপস্য কো মেঽত্রানুভবঃ পৃথক্ ।
কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ২৬৫ ॥

ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়োঽপ্যন্যথাপি বা।
মমাকর্ত্তুরলেপস্য যথারব্ধং প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ২৬৬ ॥

অথবা কৃতকৃত্যোঽপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
শাস্ত্রীয়েণৈব মার্গেণ বর্ত্তেঽহং কা মম ক্ষতিঃ ॥ ২৬৭ ॥

দেবার্চ্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাং বপুঃ।
তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বাম্নায়মস্তকম্ ॥ ২৬৮ ॥

বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্।
সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্ব্বে নাপি কারয়ে ॥ ২৬৯ ॥

এবঞ্চ কলহঃ কুত্র সম্ভবেৎ কর্ম্মিণো মম।
বিভিন্নবিষয়ত্বেন পূর্ব্বাপরসমুদ্রবৎ ॥ ২৭০ ॥

বপুর্ব্বাগ্ধীষু নির্ব্বন্ধঃ কর্ম্মিণো ন তু সাক্ষিণি।
জ্ঞানিনঃ সাক্ষ্যলেপত্বে নির্ব্বন্ধো নেতরত্র হি ॥ ২৭১ ॥

এবঞ্চান্যোন্যবৃত্তান্তানভিজ্ঞৌ বধিরাবিব।
বিবদেতাং বুদ্ধিমন্তো হসন্ত্যেব বিলোক্য তৌ ॥ ২৭২ ॥

যং কর্ম্মী ন বিজানাতি সাক্ষিণং তস্য তত্ত্ববিৎ।
ব্রহ্মত্বং বুধ্যতাং তত্র কর্ম্মিণঃ কিং বিহীয়তে ॥ ২৭৩ ॥

দেহবাগ্বুদ্ধয়স্ত্যক্তা জ্ঞানিনানৃতবুদ্ধিতঃ।
কর্ম্মী প্রবর্ত্তয়ত্বাভির্জ্ঞানিনো হীয়তেঽত্র কিম্ ॥ ২৭৪ ॥

প্রবৃত্তির্নোপযুক্তা চেন্নিবৃত্তিঃ কোপযুজ্যতে।
বোধে হেতুর্নিবৃত্তিশ্চেদ্বুভুৎসায়াং তথেতরা ॥ ২৭৫ ॥

বুদ্ধশ্চেন্ন বুভুৎসেত নাপ্যসৌ বুধ্যতে পুনঃ।
অবাধাদনুবর্ত্তেত বোধো ন ত্বন্যসাধনাৎ ॥ ২৭৬ ॥

নাবিদ্যা নাপি তৎকার্য্যং বোধং বাধিতুমর্হতি।
পুরৈব তত্ত্ববোধেন বাধিতে তে উভে যতঃ ॥ ২৭৭ ॥

বাধিতং দৃশ্যতামক্ষৈস্তেন বাধো ন শক্যতে।
জীবন্নাখুর্ন মার্জ্জারং হন্তি হন্যাৎ কথং মৃতঃ॥ ২৭৮ ॥
অপি পাশুপতাস্ত্রেণ বিদ্ধশ্চেন্ন মমার যঃ।
নিষ্ফলেষু বিতুন্নাঙ্গো নঙ্ক্ষ্যতীত্যত্র কা প্রমা ॥ ২৭৯ ॥
আদাববিদ্যয়া চিত্রৈঃ স্বকার্য্যৈর্জৃম্ভমানয়া।
যুদ্ধা বোধোঽজয়ৎ সোঽস্য সুদৃঢ়ো বাধ্যতাং কথম্ ॥ ২৮০ ॥
তিষ্ঠন্ত্বজ্ঞানতৎকার্য্যশবা বোধেন মারিতাঃ।
ন হানির্ব্বোধসম্রাজঃ কীর্ত্তিঃ প্রত্যুত তস্য তৈঃ ॥ ২৮১ ॥
য এবমতিশূরেণ বোধেন ন বিযুজ্যতে।
নিবৃত্ত্যা বা প্রবৃত্ত্যা বা দেহাদিগতয়াস্য কিম্ ॥ ২৮২ ॥
প্রবৃত্তাবাগ্রহো ন্যায্যো বোধহীনস্য সর্ব্বথা।
স্বর্গায় বাপবর্গায় যজিতব্যং যতো নৃভিঃ ॥ ২৮৩ ॥
বিদ্বাংশ্চেত্তাদৃশাং মধ্যে তিষ্ঠেত্তদনুরোধতঃ।
কায়েন মনসা বাচা করোত্যেবাখিলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৮৪ ॥
এষ মধ্যে বুভুৎসূনাং যদা তিষ্ঠেত্তদা পুনঃ।
বোধায়ৈষাং ক্রিয়াঃ সর্ব্বা দূষয়ন্ ত্যজতু স্বয়ম্ ॥২৮৫॥
অবিদ্বদনুসারেণ বৃত্তির্ব্বুদ্ধস্য যুজ্যতে।
স্তনন্ধয়ানুসারেণ বর্ত্ততে তৎপিতা যতঃ ॥ ২৮৬ ॥
অধিক্ষিপ্তস্তাড়িতো বা বালেন স্বপিতা তদা।
ন ক্লিশ্নাতি ন কুপ্যেত বালং প্রত্যুত লালয়েৎ ॥ ২৮৭ ॥
নিন্দিতঃ স্তূয়মানো বা বিদ্বানজ্ঞৈর্ন নিন্দতি।
ন স্তৌতি কিন্তু তেষাং স্যাদ্‌যথা বোধস্তথাচরেৎ ॥ ২৮৮ ॥
যেনায়ং নটনেনাত্র বুধ্যতে কার্য্যমেব তৎ।
অজ্ঞপ্রবোধান্নৈবান্যৎ কার্য্যমস্ত্যত্র তদ্‌বিদঃ ॥ ২৮৯ ॥

কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ।
তৃপ্যন্নেবং স্বমনসা মন্যতেঽসৌ নিরন্তরম্॥ ২৯০ ॥

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্মি।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে ॥ ২৯১ ॥

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষ্যেঽদ্য।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি ॥ ২৯২ ॥

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্ত্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্ব্বমদ্য সম্পন্নম্॥ ২৯৩ ॥

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং তৃপ্তের্ম্মে কোপমা ভবেল্লোকে।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৯৪ ॥

অহো পুণ্যমহো পুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ম্।
অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তেরহো বয়মহো বয়ম্ ॥ ২৯৫ ॥

অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ।
অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখম্ ॥ ২৯৬ ॥

তৃপ্তিদীপমিমং নিত্যং যেঽনুসন্দধতে বুধাঃ।
ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জন্তস্তে তৃপ্যন্তি নিরন্তরম্ ॥ ২৯৭ ॥

ইতি তৃপ্তিদীপঃ সমাপ্তঃ।

অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

কূটস্থদীপঃ।

খাদিত্যদীপিতে কুড্যে দর্পণাদিত্যদীপ্তিবৎ।
কূটস্থভাসিতো দেহো ধীস্থজীবেন ভাস্যতে ॥ ১ ॥
অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাং বহুসন্ধিষু।
ইতরা ব্যজ্যতে তাসামভাবেঽপি প্রকাশতে ॥ ২ ॥
চিদাভাসবিশিষ্টানাং তথানেকধিয়ামসৌ।
সন্ধিং ধিয়ামভাবঞ্চ ভাসয়ন্ প্রবিবিচ্যতাম্ ॥ ৩ ॥
ঘটৈকাকারধীস্থা চিৎ ঘটমেবাবভাসয়েৎ।
ঘটস্য জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যেনাবভাসতে ॥ ৪ ॥
অজ্ঞাতত্বেন জ্ঞাতোঽয়ং ঘটো বুদ্ধ্যুদয়াৎ পুরা।
ব্রহ্মণৈবোপরিষ্টাত্তু জ্ঞাতত্বেনেত্যসৌ ভিদা ॥ ৫ ॥
চিদাভাসান্তধীবৃত্তির্জ্ঞানং লোহান্তকুন্তবৎ।
জাড্যমজ্ঞানমেতাভ্যাং ব্যাপ্তঃ কুম্ভো দ্বিধোচ্যতে ॥ ৬ ॥
অজ্ঞাতো ব্রহ্মণা ভাস্যো জ্ঞাতঃ কুম্ভস্তথা ন কিম্।
জ্ঞাতত্বজননেনৈব চিদাভাসপরিক্ষয়ঃ ॥ ৭ ॥
আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞাতত্বং নৈব জন্যতে।
তাদৃগবুদ্ধের্বিশেষঃ কো মৃদাদেঃ স্যাদবিকারিণঃ ॥ ৮ ॥
জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে কুম্ভো মৃদালিপ্তো ন কুত্রচিৎ।
ধীমাত্রব্যাপ্তকুম্ভস্য জ্ঞাতত্বং নেষ্যতে তথা ॥ ৯ ॥
জ্ঞাতত্বং নাম কুম্ভেঽতশ্চিদাভাসফলোদয়ঃ।
ন ফলং ব্রহ্মচৈতন্যং মানাৎ প্রাগপি সত্ত্বতঃ ॥ ১০ ॥

পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সম্মতা।
সংবিৎ সৈবেহ মেয়োঽর্থো বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ॥
ইতি বার্ত্তিককারেণ চিৎসাদৃশ্যং বিবক্ষিতম্।
ব্রহ্মচিৎফলয়োর্ভেদঃ সাহস্র্যাং বিশ্রুতো যতঃ॥ ১১॥
আভাস উদিতস্তস্মাৎ জ্ঞাতত্বং জনয়েদ্‌ঘটে।
তৎ পুনর্ব্রহ্মণা ভাস্যমজ্ঞাতত্ববদেব হি॥ ১২॥
ধীবৃত্ত্যাভাসকুম্ভানাং সমূহো ভাস্যতে চিতা।
কুম্ভমাত্রফলত্বাৎ স এক আভাসতঃ স্ফুরেৎ॥ ১৩॥
চৈতন্যং দ্বিগুণং কুম্ভে জ্ঞাতত্বেন স্ফুরত্যতঃ।
অন্যোঽনুব্যবসায়াখ্যমাহুরেতদ্‌যথোদিতম্॥ ১৪॥
ঘটোঽয়মিত্যসাবুক্তিরাভাসস্য প্রসাদতঃ।
বিজ্ঞাতো ঘট ইত্যুক্তির্ব্রহ্মানুগ্রহতো ভবেৎ॥ ১৫॥
আভাসব্রহ্মণী দেহাৎ বহির্যদ্বদ্‌বিবেচিতে।
তদ্‌বদাভাসকূটস্থৌ বিবিচ্যেতাং বপুষ্যপি॥ ১৬॥
অহংবৃত্তৌ চিদাভাসঃ কামক্রোধাদিকেষু চ।
সংব্যাপ্য বর্ত্ততে তপ্তে লোহে বহ্নির্যথা তথা॥ ১৭॥
স্বমাত্রং ভাসয়েত্তপ্তং লোহং নান্যৎ কদাচন।
এবমাভাসসহিতা বৃত্তয়ঃ স্বস্বভাসিকাঃ॥ ১৮॥
ক্রমাদ্‌বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য জায়ন্তে বৃত্তয়োঽখিলাঃ।
সর্ব্বা অপি বিলীয়ন্তে সুপ্তিমূর্চ্ছাসমাধিষু॥ ১৯॥
সন্ধয়োঽখিলবৃত্তীনামভাবাশ্চাবভাসিতাঃ।
নির্ব্বিকারেণ যেনাসৌ কূটস্থ ইতি গীয়তে॥ ২০॥
ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যং যথা বাহ্যে তথান্তরে।
বৃত্তিষ্বপি ততস্তত্র বৈশদ্যং সন্ধিতোঽধিকম্॥ ২১॥

জ্ঞাততাজ্ঞাততে ন স্তো ঘটবদ্বৃত্তিষু কচিৎ।
স্বস্য স্বেনাগৃহীতত্বাত্তাভিশ্চাজ্ঞাননাশনাৎ ॥ ২২ ॥
দ্বিগুণীকৃতচৈতন্যে জন্মনাশানুভূতিতঃ।
অকূটস্থস্তদন্যত্তু কূটস্থমবিকারতঃ ॥ ২৩ ॥
অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষীত্যাদাবনেকধা।
কূটস্থ এব সর্ব্বত্র পূর্ব্বাচার্য্যৈর্ব্বিনিশ্চিতঃ ॥ ২৪ ॥
আত্মাভাসাশ্রয়াশ্চৈবং মুখাভাসাশ্রয়া যথা।
গম্যন্তে শাস্ত্রযুক্তিভ্যামিত্যাভাসশ্চ বর্ণিতঃ ॥ ২৫ ॥
বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নকূটস্থো লোকান্তরগমাগমৌ।
কর্ত্তুং শক্তো ঘটাকাশ ইবাভাসেন কিং বদ ॥ ২৬ ॥
শৃণ্বসঙ্গঃ পরিচ্ছেদমাত্রাজ্জীবো ভবেন্ন হি।
অন্যথা ঘটকুড্যাদ্যৈরবচ্ছিন্নস্য জীবতা ॥ ২৭ ॥
ন কুড্যসদৃশী বুদ্ধিঃ স্বচ্ছত্বাদিতি চেত্তথা।
অস্তু নাম পরিচ্ছেদে কিং স্বাচ্ছ্যেন ভবেত্তব ॥ ২৮ ॥
প্রস্থেন দারুজন্যেন কাংস্যজন্যেন বা ন হি।
বিক্রেতুস্তণ্ডুলাদীনাং পরিমাণং বিশিষ্যতে ॥ ২৯ ॥
পরিমাণাবিশেষেঽপি প্রতিবিম্বো বিশিষ্যতে।
কাংস্যে যদি তদা বুদ্ধাবপ্যাভাসো ভবেদ্বলাৎ ॥ ৩০ ॥
ঈষদ্ভাসনমাভাসঃ প্রতিবিম্বস্তথাবিধঃ।
বিম্বলক্ষণহীনঃ সন্ বিম্ববদ্ভাসতে স হি ॥ ৩১ ॥
সসঙ্গত্ববিকারাভ্যাং বিম্বলক্ষণহীনতা।
স্ফূর্ত্তিরূপত্বমেতস্য বিম্ববদ্ভাসনং বিদুঃ ॥ ৩২ ॥
ন হি ধীভাবভাবিত্বাদাভাসোঽস্তি ধিয়ঃ পৃথক্।
ইতি চেদল্পমেবোক্তং ধীরপ্যেবং স্বদেহতঃ ॥ ৩৩ ॥

দেহে মৃতেঽপি বুদ্ধিশ্চেৎ শাস্ত্রাদস্তি তথা সতি।
বুদ্ধেরন্যশ্চিদাভাসঃ প্রবেশশ্রুতিষু শ্রুতঃ ॥ ৩৪ ॥

ধীযুক্তস্য প্রবেশশ্চেন্নৈতরেয়ে ধিয়ঃ পৃথক্।
আত্মা প্রবেশং সঙ্কল্প্য প্রবিষ্ট ইতি গীয়তে ॥ ৩৫ ॥

কথং ন্বিদং সাক্ষদেহং মদৃতে স্যাদিতীরণাৎ।
বিদার্য্য মূর্দ্ধসীমানং প্রবিষ্টঃ সংসরত্যয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

কথং প্রবিষ্টোঽসঙ্গশ্চেৎ সৃষ্টির্ব্বাস্য কথং বদ।
মায়িকত্বস্তয়োস্তুল্যং বিনাশশ্চ সমস্তয়োঃ ॥ ৩৭ ॥

সমুত্থায়ৈষ ভূতেভ্যস্তান্যেবানুবিনশ্যতি।
বিস্পষ্টমিতি মৈত্রেয়ৈ্য যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হি ॥ ৩৮ ॥

অবিনাশ্যয়মাত্মেতি কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।
মাত্রাসংসর্গ ইত্যেবমসঙ্গত্বস্য কীর্ত্তনাৎ ॥ ৩৯ ॥

জীবাপেতং বাব কিল শরীরং ম্রিয়তে ন সঃ।
ইত্যত্র ন বিমোক্ষোঽর্থঃ কিন্তু লোকান্তরে গতিঃ ॥ ৪০ ॥

নাহং ব্রহ্মেতি বুধ্যেত স বিনাশীতি চেন্ন তৎ।
সামানাধিকরণ্যস্য বাধায়ামপি সম্ভবাৎ ॥ ৪১ ॥

যোঽয়ং স্থাণুঃ পুমানেষ পুংধিয়া স্থাণুধীরিব।
ব্রহ্মাস্মীতি ধিয়াপ্যেষা হ্যহংবুদ্ধির্নিবর্ত্ত্যতে ॥ ৪২ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধাবপ্যেবমাচার্য্যৈঃ স্পষ্টমীরিতম্।
সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্থত্বং ততোঽস্তু তৎ ॥ ৪৩ ॥

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জগতা সামানাধিকরণ্যবৎ।
অহং ব্রহ্মেতি জীবেন সামানাধিকৃতির্ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্থত্বং নিরাকৃতম্।
প্রযত্নতো বিবরণে কূটস্থত্ববিবক্ষয়া ॥ ৪৫ ॥

শোধিতত্ত্বংপদার্থো যঃ কূটস্থো ব্রহ্মরূপতাম্।
তস্য বক্তুং বিবরণে তথোক্তমিতরত্র চ ॥ ৪৬ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তস্য জীবাভাসভ্রমস্য যা।
অধিষ্ঠানচিতিঃ সৈষা কূটস্থাত্র বিবক্ষিতা ॥ ৪৭ ॥
জগদ্ভ্রমস্য সর্ব্বস্য যদধিষ্ঠানমীরিতম্।
ত্রয্যন্তেষু তদত্র স্যাৎ ব্রহ্মশব্দবিবক্ষিতম্ ॥ ৪৮ ॥
এতস্মিন্নেব চৈতন্যে জগদারোপ্যতে যদা।
তদা তদেকদেশস্য জীবাভাসস্য কা কথা ॥ ৪৯ ॥
জগত্তদেকদেশাখ্যসমারোপ্যস্য ভেদতঃ।
তত্ত্বম্পদার্থৌ ভিন্নৌ স্তো বস্তুতস্ত্বেকতা চিতেঃ ॥ ৫০ ॥
কর্ত্তৃত্বাদীন্ বুদ্ধিধর্ম্মান্ স্ফূর্ত্ত্যাখ্যাঞ্চাত্মরূপতাম্।
দধদ্বিভাতি পুরত আভাসহতো ভ্রমো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥
কা বুদ্ধিঃ কোঽয়মাভাসঃ কো বাত্মাত্র জগৎ কথম্।
ইত্যনির্ণয়তো মোহঃ সোঽয়ং সংসার ইষ্যতে ॥ ৫২ ॥
বুদ্ধ্যাদীনাং স্বরূপং যো বিবিনক্তি স তত্ত্ববিৎ।
স এব মুক্ত ইত্যেবং বেদান্তেষু বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
এবঞ্চ সতি বন্ধঃ স্যাৎ কস্যেত্যাদিকুতর্কজাঃ।
বিড়ম্বনা দৃঢ়ং খণ্ড্যাঃ খণ্ডনোক্তিপ্রকারতঃ ॥ ৫৪ ॥
বৃত্তেঃ সাক্ষিতয়া বৃত্তিপ্রাগভাবস্য চ স্থিতঃ।
বুভুৎসায়াস্তথাজ্ঞোঽস্মীত্যাভাসাজ্ঞানবস্তুনঃ ॥ ৫৫ ॥
অসত্যালম্বনত্বেন সত্যঃ, সর্ব্বজড়স্য তু।
সাধকত্বেন চিদ্রূপঃ, সদা প্রেমাস্পদত্বতঃ ॥ ৫৬ ॥
আনন্দরূপঃ, সর্ব্বার্থসাধকত্বেন হেতুনা।
সর্ব্বসম্বন্ধবত্ত্বেন সংপূর্ণঃ, শিবসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শৈবপুরাণেষু কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।
জীবেশত্বাদিরহিতঃ কেবলঃ স্বপ্রভঃ শিবঃ ॥ ৫৮ ॥
মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ।
মায়িকাবেব জীবেশৌ স্বচ্ছৌ তৌ কাচকুম্ভবৎ ॥ ৫৯ ॥
অন্নজন্যং মনো দেহাৎ স্বচ্ছং যদ্বত্তথৈব তৌ।
মায়িকাবপি সর্ব্বস্মাদন্যস্মাৎ স্বচ্ছতাং গতৌ ॥ ৬০ ॥
চিদ্রূপত্বঞ্চ সম্ভাব্যং চিত্ত্বেনৈব প্রকাশনাৎ।
সর্ব্বকল্পনশক্তায়া মায়ায়া দুষ্করং ন হি ॥ ৬১ ॥
অস্মন্নিদ্রাপি জীবেশৌ চেতনৌ স্বপ্নগৌ সৃজেৎ।
মহামায়া সৃজত্যেতাবিত্যাশ্চর্য্যং কিমত্র তে ॥ ৬২ ॥
সর্ব্বজ্ঞতাদিকঞ্চেশে কল্পয়িত্বা প্রদর্শয়েৎ।
ধর্ম্মিণং কল্পয়েদ্যাঽস্যাঃ কো ভারো ধর্ম্মকল্পনে ॥ ৬৩ ॥
কূটস্থেঽপ্যতিশঙ্কা স্যাদিতি চেন্মাতিশঙ্ক্যতাম্।
কূটস্থমায়িকত্বে তু প্রমাণং ন হি বিদ্যতে ॥ ৬৪ ॥
বস্তুত্বং ঘোষয়ন্ত্যস্য বেদান্তাঃ সকলা অপি।
স্বপত্নরূপং বস্ত্বন্যন্ন সহস্তেঽত্র কিঞ্চন ॥ ৬৫ ॥
শ্রুত্যর্থং বিশদীকুর্ম্মো ন তর্কাৎ বচ্মি কিঞ্চন।
তেন তার্কিকশঙ্কানামত্র কোঽবসরো বদ ॥ ৬৬ ॥
তস্মাৎ কুতর্কং সন্ত্যজ্য মুমুক্ষুঃ শ্রুতিমাশ্রয়েৎ।
শ্রুতৌ তু মায়াজীবেশৌ করোতীতি প্রদর্শিতম্ ॥ ৬৭ ॥
ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশকৃতা ভবেৎ।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকর্ত্তৃকঃ ॥ ৬৮ ॥
অসঙ্গ এব কূটস্থঃ, সর্ব্বদা নাস্য কশ্চন।
ভবত্যতিশয়স্তেন মনস্যেবং বিচার্য্যতাম্ ॥ ৬৯ ॥

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৭০ ॥
অবাঙ্মনসগম্যন্তং শ্রুতির্বোধয়িতুং সদা ।
জীবমীশং জগদ্বাপি সমাশ্রিত্যাববোধয়েৎ ॥ ৭১ ॥
যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি ।
সা সৈব প্রক্রিয়েহ স্যাৎ সাধ্বীত্যাচার্যভাষিতম্ ॥ ৭২ ॥
শ্রুতিতাৎপর্যমখিলমবুদ্ধা ভ্রাম্যতে জড়ঃ ।
বিবেকী ত্বখিলং বুদ্ধা তিষ্ঠত্যানন্দবারিধৌ ॥ ৭৩ ॥
মায়ামেঘো জগন্নীরং বর্ষত্বেষ যথা তথা ।
চিদাকাশস্য নো হানির্ন বা লাভ ইতি স্থিতিঃ ॥ ৭৪ ॥
ইমং কূটস্থদীপং যোঽনুসন্ধত্তে নিরন্তরম্ ।
স্বয়ং কূটস্থরূপেণ দীপ্যতেঽসৌ নিরন্তরম্ ॥ ৭৫ ॥

ইতি কূটস্থদীপঃ সমাপ্তঃ

নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ধ্যানদীপঃ।

সংবাদিভ্রমবদ্‌ব্রহ্মতত্ত্বোপাস্ত্যাপি মুচ্যতে।
উত্তরে তাপনীয়েঽতঃ শ্রুতোপাস্তিরনেকধা ॥ ১ ॥
মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্ম্মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেঽপি বিশেষোঽর্থক্রিয়াং প্রতি ॥ ২ ॥
দীপোঽপবরকস্যান্তর্ব্বর্ত্ততে তৎপ্রভা বহিঃ।
দৃশ্যতে দ্বার্যথান্যত্র তদ্‌বৎ দৃষ্টা মণেঃ প্রভা ॥ ৩ ॥
দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্ট্বা মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
প্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি ॥ ৪ ॥
ন লভ্যতে মণির্দীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা।
প্রভায়াং ধাবতাবশ্যং লভ্যেতৈব মণির্ম্মণেঃ ॥ ৫ ॥
দীপপ্রভামণিভ্রান্তির্বিসংবাদিভ্রমঃ স্মৃতঃ।
মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ সংবাদিভ্রমঃ উচ্যতে ॥ ৬ ॥
বাষ্পং ধূমতয়া বুদ্ধা তত্রাঙ্গারানুমানতঃ।
বহ্নির্যদৃচ্ছয়া লব্ধঃ স সংবাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৭ ॥
গোদাবর্য্যুদকং গঙ্গোদকং মত্বা বিশুদ্ধয়ে।
সংপ্রোক্ষ্য শুদ্ধিমাপ্নোতি স সংবাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৮ ॥
জ্বরেণাপ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রান্ত্যা নারায়ণং স্মরন্।
মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি স সংবাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৯ ॥
প্রত্যক্ষস্যানুমানস্য তথা শাস্ত্রস্য গোচরে।
উক্তন্যায়েন সংবাদিভ্রমাঃ সন্তি হি কোটিশঃ ॥ ১০ ॥

অন্যথা মৃত্তিকাদারুশিলাঃ স্যুর্দেবতাঃ কথম্।
অগ্নিত্বাদিধিয়োপাস্যাঃ কথং বা যোষিদাদয়ঃ ॥ ১১ ॥
অযথাবস্তুবিজ্ঞানাৎ ফলং লভ্যত ঈপ্সিতম্।
কাকতালীয়তঃ সোঽয়ং সংবাদিভ্রম উচ্যতে ॥ ১২
স্বয়ং ভ্রমোঽপি সংবাদী যথা সম্যক্ ফলপ্রদঃ ॥
ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তিফলপ্রদা ॥ ১৩ ॥
বেদান্তেভ্যো ব্রহ্মতত্ত্বমখণ্ডৈকরসাত্মকম্।
পরোক্ষমবগম্যৈতদহমস্মীত্যুপাসতে ॥ ১৪ ॥
প্রত্যগ্ব্যক্তিমনুল্লিখ্য শাস্ত্রাদ্বিষ্ণ্বাদিমূর্ত্তিবৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি সামান্যজ্ঞানমত্র পরোক্ষধীঃ ॥ ১৫ ॥
চতুর্ভুজাদ্যবগতাবপি মূর্ত্তিমনুল্লিখন্।
অক্ষৈঃ পরোক্ষজ্ঞান্যেব ন তদা বিষ্ণুমীক্ষতে ॥ ১৬ ॥
পরোক্ষত্বাপরাধেন ভবেন্নাতত্ত্ববেদনম্।
প্রমাণেনৈব শাস্ত্রেণ সত্যমূর্ত্তের্ব্বিভাসনাৎ ॥ ১৭ ॥
সচ্চিদানন্দরূপস্য শাস্ত্রাদ্ভানেঽপ্যনুল্লিখন্।
প্রত্যঞ্চং সাক্ষিণং তত্ত্ব্ ব্রহ্ম সাক্ষান্ন বীক্ষতে ॥ ১৮ ॥
শাস্ত্রোক্তেনৈব মার্গেণ সচ্চিদানন্দনিশ্চয়াৎ।
পরোক্ষমপি তজ্জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ন তু ভ্রমঃ ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্ম যদ্যপি শাস্ত্রেষু প্রত্যক্ত্বেনৈব বর্ণিতম্।
মহাবাক্যৈস্তথাপ্যেতৎ দুর্ব্বোধমবিচারিণঃ ॥ ২০ ॥
দেহাদ্যাত্মত্ববিভ্রান্তৌ জাগ্রত্যাং ন হঠাৎ পুমান্।
ব্রহ্মাত্মত্বেন বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে মন্দধীত্বতঃ ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মমাত্রং সুবিজ্ঞেয়ং শ্রদ্ধালোঃ শাস্ত্রদর্শিনঃ।
অপরোক্ষদ্বৈতবুদ্ধিঃ পরোক্ষাদ্বৈতবুদ্ধ্যনুৎ ॥ ২২ ॥

অপরোক্ষশিলাবুদ্ধির্ন পরোক্ষেশতাং নুদেৎ।
প্রতিমাদিষু বিষ্ণুত্বে কো বা বিপ্রতিপদ্যতে ॥ ২৩ ॥
অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণমর্হতি।
শ্রদ্ধালোরেব সর্ব্বত্র বৈদিকেষ্বধিকারতঃ ॥ ২৪ ॥
সকৃদাপ্তোপদেশেন পরোক্ষজ্ঞানমুদ্ভবেৎ।
বিষ্ণুমূর্ত্ত্যুপদেশো হি ন মীমাংসামপেক্ষতে ॥ ২৫ ॥
কর্ম্মোপাস্তী বিচার্য্যেতে অনুষ্ঠেয়াবিনির্ণয়াৎ।
বহুশাখাবিপ্রকীর্ণং নির্ণেতুং কঃ প্রভুর্নরঃ ॥ ২৬ ॥
নির্ণীতোঽর্থঃ কল্পসূত্রৈর্গ্রথিতস্তাবতাস্তিকঃ।
বিচারমন্তরেণাপি শক্তোঽনুষ্ঠাতুমঞ্জসা ॥ ২৭ ॥
উপাস্তীনামনুষ্ঠানমার্ষগ্রন্থেষু বর্ণিতম্।
বিচারাক্ষমমর্ত্ত্যাশ্চ তৎ শ্রুত্বোপাসতে গুরোঃ ॥ ২৮ ॥
বেদবাক্যানি নির্ণেতুমিচ্ছন্মীমাংসতাং জনঃ।
আপ্তোপদেশমাত্রেণ হ্যনুষ্ঠানস্ত সম্ভবেৎ ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিস্ত্বেবং বিচারেণ বিনা নৃণাম্।
আপ্তোপদেশমাত্রেণ ন সম্ভবতি কুত্রচিৎ ॥ ৩০ ॥
পরোক্ষজ্ঞানমশ্রদ্ধা প্রতিবধ্নাতি নেতরৎ।
অবিচারোঽপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকঃ ॥ ৩১ ।
বিচার্য্যাপ্যাপরোক্ষ্যেণ ব্রহ্মাত্মানং ন বেত্তি চেৎ।
আপরোক্ষ্যাবসানত্বাৎ ভূয়ো ভূয়ো বিচারয়েৎ ॥ ৩২ ॥
বিচারয়ন্নামরণং নৈবাত্মানং লভেত চেৎ।
জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি ॥ ৩৩ ॥
ইহ বামুত্র বা বিদ্যেত্যেবং সূত্রকৃতোদিতম্।
শৃণ্বন্তোঽপ্যত্র বহবো যন্ন বিদুরিতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৪ ॥

গর্ভ এব শয়ানঃ সন্ বামদেবোঽববুদ্ধবান্ ।
পূর্ব্বাভ্যস্তবিচারেণ যদ্বদধ্যয়নাদিষু ।। ৩৫ ।।
বহুবারমধীতেঽপি তদা নায়াতি চেৎ পুনঃ ।
দিনান্তরেঽনধীত্যৈব পূর্ব্বাধীতং স্মরেৎ পুমান্ ।। ৩৬ ।।
কালেন পরিপচ্যন্তে কৃষিগর্ভাদয়ো যথা ।
তদ্বদাত্মবিচারোঽপি শনৈঃ কালেন পচ্যতে ।। ৩৭ ।।
পুনঃ পুনর্ব্বিচারেঽপি ত্রিবিধ প্রতিবন্ধতঃ ।
ন বেত্তি তত্ত্বমিত্যেতদ্বার্ত্তিকে সম্যগীরিতম্ ।। ৩৮ ।।
কুতস্তজ্জ্ঞানমিতি চেৎ তদ্ধি বন্ধপরিক্ষয়াৎ ।
অসাবপি চ ভূতো বা ভাবী বা বর্ত্ততেঽথবা ।। ৩৯ ।।
অধীতবেদবেদার্থোঽপ্যত এব ন মুচ্যতে ।
হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তাদিদমেব চ দর্শিতম্ ।। ৪০ ।।
অতীতেনাপি মহিষীস্নেহেন প্রতিবন্ধতঃ ।
ভিক্ষুস্তত্ত্বং ন বেদেতি গাথা লোকে প্রগীয়তে ।। ৪১ ।।
অনুসৃত্য গুরুঃ স্নেহং মহিষ্যাং তত্ত্বমুক্তবান্ ।
ততো যথাবদ্বেদৈষ প্রতিবন্ধস্য সংক্ষয়াৎ ॥ ৪২ ॥
প্রতিবন্ধো বর্ত্তমানো বিষয়াসক্তিলক্ষণঃ ।
প্রজ্ঞামান্দ্যং কুতর্কশ্চ বিপর্য্যয়দুরাগ্রহঃ ।। ৪৩ ।।
শমাদ্যৈঃ শ্রবণাদ্যৈশ্চ তত্র তত্রোচিতৈঃ ক্ষয়ম্ ।
নীতেঽস্মিন্ প্রতিবন্ধেঽতঃ স্বস্য ব্রহ্মত্বমশ্নুতে ।। ৪৪ ।।
আগামিপ্রতিবন্ধশ্চ বামদেবে সমীরিতঃ ।
একেন জন্মনা ক্ষীণো ভরতস্য ত্রিজন্মভিঃ ।। ৪৫ ।।
যোগভ্রষ্টস্য গীতায়ামতীতে বহুজন্মনি ।
প্রতিবন্ধক্ষয়ঃ প্রোক্তো ন বিচারোঽপ্যনর্থকঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানাত্মতত্ত্ববিচারতঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ।। ৪৭ ।।
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
নিস্পৃহো ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিচারাত্তদ্ধি দুর্লভম্ ।। ৪৮ ।।
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়স্তস্মাদেতদ্ধি দুর্লভম্ ।। ৪৯ ।।
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ।। ৫০ ।।
ব্রহ্মলোকাভিবাঞ্ছায়াং সম্যক্ সত্যাং নিরুধ্য তাম্।
বিচারয়েৎ য আত্মানং ন তু সাক্ষাৎ করোত্যয়ম্ ।। ৫১ ।।
"বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা" ইতি শাস্ত্রতঃ।
ব্রহ্মলোকে স কল্পান্তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে ।। ৫২ ।।
কেষাঞ্চিৎ স বিচারোঽপি কর্ম্মণা প্রতিবধ্যতে।
"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্য" ইতি শ্রুতেঃ ।। ৫৩ ।।
অত্যন্তবুদ্ধিমান্দ্যাদ্বা সামগ্র্যাবাপ্যসম্ভবাৎ।
যো বিচারং ন লভতে ব্রহ্মোপাসীত সোঽনিশম্ ।। ৫৪ ।।
নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য ন হ্যুপাস্তেরসম্ভবঃ।
সগুণব্রহ্মণীবাত্র প্রত্যয়াবৃত্তিসম্ভবাৎ ।। ৫৫ ।।
অবাঙ্‌মনসগম্যন্তন্নোপাস্যমিতি চেত্তদা।
অবাঙ্‌মনসগম্যস্য বেদনঞ্চ ন সম্ভবেৎ ।। ৫৬ ।।
বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যেবং যদি বেত্ত্যসৌ।
বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যুপাসীত নো কুতঃ ।। ৫৭ ।।
সগুণত্বমুপাস্যত্বাদ্‌যদি বেদ্যত্বতোঽপি তৎ।
বেদ্যঞ্চেৎ লক্ষণাবৃত্ত্যা লক্ষিতং সমুপাস্যতাম্ ।। ৫৮ ।।

ব্রহ্ম বিদ্ধি তদেব ত্বং ন ত্বিদং যদুপাসতে।
ইতি শ্রুতেরুপাস্যত্বং নিষিদ্ধং ব্রহ্মণো যদি।। ৫৯ ।।
বিদিতাদন্যদেবেতি শ্রুতের্বেদ্যত্বমস্য ন।
যথা শ্রুত্যৈব বেদ্যংচেত্তথা শ্রুত্যাপ্যুপাস্যতাম্।। ৬০ ।।
অবাস্তবী বেদ্যতা চেদুপাস্যত্বং তথা ন কিম্।
বৃত্তিব্যাপ্তির্বেদ্যতা চেদুপাস্যত্বেঽপি তৎ সমম্।। ৬১ ।।
কা তে ভক্তিরুপাস্তৌ চেৎ কস্তে দ্বেষস্তদীরয়।
মানাভাবো ন বাচ্যোঽস্যাং বহুশ্রুতিষু দর্শনাৎ।। ৬২ ।।
উত্তরস্মিংস্তাপনীয়ে শৈব্যপ্রশ্নেঽথ কাঠকে।
মাণ্ডুক্যাদৌ চ সর্ব্বত্র নির্গুণোপাস্তিরীরিতা ॥ ৬৩ ॥
অনুষ্ঠানপ্রকারোঽস্যাঃ পঞ্চীকরণ ঈরিতঃ।
জ্ঞানসাধনমেতচ্চেৎ, নেতি কেনাত্র বারিতম্।। ৬৪ ।।
নানুতিষ্ঠতি কোঽপ্যেতদিতি চেন্নানুতিষ্ঠতু।
পুরুষস্যাপরাধেন কিমুপাস্তিঃ প্রদুষ্যতি ॥ ৬৫ ॥
ইতোঽপ্যতিশয়ং মত্বা মন্ত্রান্ বশ্যাদিকারিণঃ।
মূঢ়া জপন্তু তেভ্যোঽতিমূঢ়াঃ কৃষিমুপাসতাম্ ॥ ৬৬ ॥
তিষ্ঠন্তু মূঢ়াঃ প্রকৃতা নির্গুণোপাস্তিরীর্য্যতে।
বিদ্যৈক্যাৎ সর্ব্বশাখাস্থান্ গুণানত্রোপসংহরেৎ ॥ ৬৭ ॥
আনন্দাদের্ব্বিধেয়স্য গুণসংঘস্য সংহৃতিঃ।
আনন্দাদয় ইত্যস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন বর্ণিতা ॥ ৬৮ ॥
অস্থূলাদের্নিষেধ্যস্য গুণসংঘস্য সংহৃতিঃ।
তথা ব্যাসেন সূত্রেঽস্মিন্নুক্তাক্ষরধিয়াস্ত্বিতি।। ৬৯ ।।
নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য বিদ্যায়াং গুণসংহৃতিঃ।
ন যুজ্যেতেত্যুপালম্ভো ব্যাসং প্রত্যেব মাস্তু ন ॥ ৭০ ॥

হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদিমূর্ত্তীনামনুদাহৃতেঃ।
অবিরুদ্ধং নির্গুণত্বমিতি চেত্তূষ্যতাং ত্বয়া ॥ ৭১ ॥
গুণানাং লক্ষকত্বেন ন তত্ত্বেঽন্তঃপ্রবেশনম্।
ইতি চেদস্ত্বেবমেব ব্রহ্মতত্ত্বমুপাস্যতাম্ ॥ ৭২ ॥
আনন্দাদিভিরস্থূলাদিভিশ্চাত্মাত্র লক্ষিতঃ।
অখণ্ডৈকরসঃ সোঽহমস্মীত্যেবমুপাসতে ॥ ৭৩ ॥
বোধোপাস্ত্যোর্বিশেষঃ ক ইতি চেদুচ্যতে শৃণু।
বস্তুতন্ত্রো ভবেদ্‌বোধঃ কর্তৃতন্ত্রমুপাসনম্ ॥ ৭৪ ॥
বিচারাজ্জায়তে বোধোঽনিচ্ছা যং ন নিবর্ত্তয়েৎ।
স্বোৎপত্তিমাত্রাৎ সংসারে দহত্যখিলসত্যতাম্ ॥ ৭৫ ॥
তাবতা কৃত্যকৃত্যঃ সন্নিত্যতৃপ্তিমুপাগতঃ।
জীবন্মুক্তিমনুপ্রাপ্য প্রারব্ধক্ষয়মীক্ষতে ॥ ৭৬ ॥
আপ্তোপদেশং বিশ্বস্য শ্রদ্ধালুরবিচারয়ন্।
চিন্তয়েৎ প্রত্যয়ৈরন্যৈরনন্তরিতবৃত্তিভিঃ ॥ ৭৭ ॥
যাবচ্চিন্ত্যস্বরূপত্বাভিমানঃ স্বস্য জায়তে।
তাবদ্‌বিচিন্ত্য পশ্চাচ্চ তথৈবামৃতি ধারয়েৎ ॥ ৭৮ ॥
ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাণো যুতঃ সংবর্গবিদ্যয়া।
সংবর্গরূপতাং চিত্তে ধারয়িত্বা হ্যভিক্ষত ॥ ৭৯ ॥
পুরুষস্যেচ্ছয়া কর্ত্তুমকর্ত্তুং কর্ত্তুমন্যথা।
শক্যোপাস্তিরতো নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রত্যয়সন্ততিম্ ॥ ৮০ ॥
বেদাধ্যায়ী হ্যপ্রমত্তোঽধীতে স্বপ্নেঽধিবাসিতঃ।
জপিতা তু জপত্যেব তথা ধ্যাত্বাপি বাসয়েৎ ॥ ৮১ ॥
বিরোধিপ্রত্যয়ং ত্যক্ত্বা নৈরন্তর্য্যেণ ভাবয়ন্।
লভতে বাসনাবেশাৎ স্বপ্নাদাবপি ভাবনাম্ ॥ ৮২ ॥

ভুঞ্জানোঽপি নিজারব্ধমাস্থাতিশয়তোঽনিশম্ ।
ধ্যাতুং শক্তো ন সন্দেহো বিষয়ব্যসনী যথা ॥ ৮৩ ॥
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ৮৪ ॥
পরসঙ্গং স্বাদয়ন্ত্যা অপি নো গৃহকর্ম্ম তৎ ।
কুণ্ঠীভবেদপি ত্বেতদাপাতেনৈব বর্ত্ততে ॥ ৮৫ ॥
গৃহকৃত্যব্যসনিনী যথা সম্যক্ করোতি তৎ ।
পরব্যসনিনী তদ্বৎ ন করোত্যেব সর্ব্বথা ॥ ৮৬ ॥
এবং ধ্যানৈকনিষ্ঠোঽপি লেশাল্লৌকিকমাচরেৎ ।
তত্ত্ববিত্ত্ববিরোধিত্বাল্লৌকিকং সম্যগাচরেৎ ॥ ৮৭ ॥
মায়াময়ঃ প্রপঞ্চোঽয়মাত্মা চৈতন্যরূপধৃক্ ।
ইতি বোধে বিরোধঃ কো লৌকিকব্যবহারিণঃ ॥ ৮৮ ॥
অপেক্ষতে ব্যবহৃতির্ন প্রপঞ্চস্য বস্তুতাম্ ।
নাপ্যাত্মজাড্যং কিন্ত্বেষা সাধনান্যেব কাঙ্ক্ষতি ॥ ৮৯ ॥
মনোবাক্‌কায়তদ্বাহ্যপদার্থাঃ সাধনানি তান্ ।
তত্ত্ববিন্নোপমৃদ্নাতি ব্যবহারোঽস্য নো কুতঃ ॥ ৯০ ॥
উপমৃদ্নাতি চিত্তং চেদ্ধ্যাতাসৌ ন তু তত্ত্ববিৎ ।
ন বুদ্ধিমর্দ্দয়ন্ দৃষ্টো ঘটতত্ত্বস্য বেদিতা ॥ ৯১ ॥
সকৃৎ প্রত্যয়মাত্রেণ ঘটশ্চেদ্ভাসতে সদা ।
স্বপ্রকাশোঽয়মাত্মা কিং ঘটবচ্চ ন ভাসতে ॥ ৯২ ॥
স্বপ্রকাশতয়া কিন্তে তদ্বুদ্ধিস্তত্ত্ববেদনম্ ।
বুদ্ধিশ্চ ক্ষণনাশ্যেতি চোদ্যং তুল্যং ঘটাদিষু ॥ ৯৩ ॥
ঘটাদৌ নিশ্চিতে বুদ্ধির্নশ্যত্যেব যদা ঘটঃ ।
ইষ্টো নেতুং তদা শক্য ইতি চেৎ সমমাত্মনি ॥ ৯৪ ॥

নিশ্চিত্য সকৃদাত্মানং যদাপেক্ষা তদৈব তম্।
বক্তুং মন্তুং তথা ধ্যাতুং শক্লোত্যেব হি তত্ত্ববিৎ ॥ ৯৫ ॥
উপাসক ইব ধ্যায়ন্ লৌকিকং বিস্মরেদ্‌যদি।
বিস্মরত্যেব সা ধ্যানাদ্ বিস্মৃতির্ন তু বেদনাৎ ॥ ৯৬ ॥
ধ্যানস্ত্বৈচ্ছিকমেতস্য বেদনাম্মুক্তিসিদ্ধিতঃ।
জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিতি শাস্ত্রেষু ডিণ্ডিমঃ ॥ ৯৭ ॥
তত্ত্ববিদ্‌যদি ন ধ্যায়েৎ প্রবর্ত্তেত তদা বহিঃ।
প্রবর্ত্ততাং সুখেনায়ং কো বাধোঽস্য প্রবর্ত্তনে ॥ ৯৮ ॥
অতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ প্রসঙ্গংতাবদীরয়।
প্রসঙ্গো বিধিশাস্ত্রঞ্চেৎ ন তত্ত্ববিদং প্রতি ॥ ৯৯ ।
বর্ণাশ্রমবয়োবস্থাভিমানো যস্য বিদ্যতে।
তস্যৈব হি নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ সকলা অপি ॥ ১০০ ॥
বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ।
নাত্মনো বোধরূপস্যেত্যেবং তস্য বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১০১ ॥
সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়েনাস্তসর্ব্বাস্থো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥ ১০২ ॥
নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন তস্যার্থস্তস্যার্থোঽস্তি ন কর্ম্মভিঃ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ ॥ ১০৩ ॥
আত্মাসঙ্গস্ততোঽন্যৎ স্যাদিন্দ্রজালং হি মায়িকম্।
ইত্যচঞ্চলনির্ণীতে কুতো মনসি বাসনা ॥ ১০৪ ॥
এবং নাস্তি প্রসঙ্গোঽপি কুতোঽস্যাতিপ্রসঞ্জনম্।
প্রসঙ্গো যস্য তস্যৈব শঙ্ক্যেতাতিপ্রসঞ্জনম্ ॥ ১০৫ ॥
বিধ্যভাবান্ন বালস্য দৃশ্যতেঽতিপ্রসঞ্জনম্।
স্যাৎ কুতোঽতিপ্রসঙ্গোঽস্য বিধ্যভাবে সমে সতি ॥ ১০৬ ॥

ন কিঞ্চিদ্‌বেত্তি বালশ্চেৎ সর্ব্বং বেত্ত্যেব তত্ত্ববিৎ।
অল্পজ্ঞস্যৈব বিধয়ঃ সর্ব্বে স্যুর্নান্তয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১০৭ ॥
শাপানুগ্রহসামর্থ্যং যস্যাসৌ তত্ত্ববিদ্‌যদি।
ন তৎ শাপাদিসামর্থ্যং ফলং স্যাৎ তপসো যতঃ ॥ ১০৮ ॥
ব্যাসাদেরপি সামর্থ্যং ফলং স্যাত্তপসো বলাৎ।
শাপাদিকারণাদন্যৎ তপোজ্ঞানস্য কারণম্ ॥ ১০৯ ॥
দ্বয়ং যস্যাস্তি তস্যৈব সামর্থ্যজ্ঞানয়োর্জ্জনিঃ।
একৈকস্তু তপঃ কুর্ব্বন্নেকৈকং লভতে ফলম্ ॥ ১১০ ॥
সামর্থ্যহীনো নিন্দ্যশ্চেদ্যতির্ব্বিধিবিবর্জ্জিতঃ।
নিন্দ্যতে তত্তপোঽপ্যন্যৈরনিশং ভোগলম্পটৈঃ ॥ ১১১ ॥
ভিক্ষাবস্ত্রাদি রক্ষেয়ুর্যদ্যেতে ভোগতুষ্টয়ে।
অহো যতিত্বমেতেষাং বৈরাগ্যভরমন্থরম্ ॥ ১১২ ॥
বর্ণাশ্রমপরান্ মূঢ়া নিন্দন্ত্বিত্যুচ্যতে যদি।
দেহাত্মমতয়ো বুদ্ধং নিন্দন্ত্বাশ্রমমানিনঃ ॥ ১১৩ ॥
তদিত্থং তত্ত্ববিজ্ঞানে সাধনানুপমর্দ্দনাৎ।
জ্ঞানিনা চরিতুং শক্যং সম্যগ্রাজ্যাদি লৌকিকম্ ॥ ১১৪ ॥
মিথ্যাত্ববুদ্ধ্যা তত্রেচ্ছা নাস্তি চেত্তর্হি মাস্তু তৎ।
ধ্যায়ন্ বাথ ব্যবহরন্ যথারব্ধং বসত্বয়ম্ ॥ ১১৫ ॥
উপাসকস্তু সততং ধ্যায়ন্নেব বসেৎ যতঃ।
ধ্যানেনৈব কৃতং তস্য ব্রহ্মত্বং বিষ্ণুতাদিবৎ ॥ ১১৬ ॥
ধ্যানোপাদানকং যত্তদ্ধ্যানাভাবে বিলীয়তে।
বাস্তবী ব্রহ্মতা নৈব জ্ঞানাভাবে বিলীয়তে ॥ ১১৭ ॥
ততোঽভিজ্ঞাপকং জ্ঞানং ন নিত্যং জনয়ত্যদঃ।
জ্ঞাপকাভাবমাত্রেণ ন হি সত্যং বিলীয়তে ॥ ১১৮ ॥

অন্ত্যেবোপাসকস্যাপি বাস্তবী ব্রহ্মতেতি চেৎ।
পামরাণাং তিরশ্চাঞ্চ বাস্তবী ব্রহ্মতা ন কিম্॥ ১১৯

অজ্ঞানাদপুমর্থত্বমুভয়ত্রাপি তৎ সমম্।
উপবাসাদ্ যথা ভিক্ষা বরং ধ্যানং তথান্যতঃ॥ ১২০॥

পামরাণাং ব্যবহৃতের্ব্বরং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ।
ততোঽপি সগুণোপাস্তির্নির্গুণোপাসনা ততঃ॥ ১২১॥

যাবদ্বিজ্ঞানসামীপ্যং তাবৎ শ্রৈষ্ঠ্যং বিবর্দ্ধতে।
ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষাৎ নির্গুণোপাসনং শনৈঃ॥ ১২২॥

যথা সংবাদিবিভ্রান্তিঃ ফলকালে প্রমায়তে।
বিদ্যায়তে তথোপাস্তির্মুক্তিকালেঽতিপাকতঃ॥ ১২৩॥

সংবাদিভ্রমতঃ পুংসঃ প্রবৃত্তস্যান্যমানতঃ।
প্রমেতি চেত্তথোপাস্তির্মান্তরে কারণায়তাম্॥ ১২৪॥

মূর্ত্তিধ্যানস্য মন্ত্রাদেরপি কারণতা যদি।
অস্তু নাম তথাপ্যত্র প্রত্যাসত্তির্ব্বিশিষ্যতে॥ ১২৫॥

নির্গুণোপাসনং পক্কং সমাধিঃ স্যাৎ শনৈস্ততঃ।
যঃ সমাধির্নিরোধাখ্যঃ সোঽনায়াসেন লভ্যতে॥ ১২৬॥

নিরোধলাভে পুংসোঽন্তরসঙ্গং বস্তু শিষ্যতে।
পুনঃ পুনর্ব্বাসিতেঽস্মিন বাক্যাৎ জায়েত তত্ত্বধীঃ॥ ১২৭॥

নির্ব্বিকারাসঙ্গনিত্যস্বপ্রকাশৈকপূর্ণতাঃ।
বুদ্ধৌ ঝটিতি শাস্ত্রোক্তা আরোহন্ত্যবিবাদতঃ। ১২৮॥

যোগাভ্যাসস্ত্বেতদর্থোঽমৃতবিন্দাদিষু শ্রুতঃ।
এবঞ্চ দৃষ্টদ্বারাপি হেতুত্বাদন্যতো বরম্॥ ১২৯॥

উপেক্ষ্য তত্তীর্থযাত্রাজপাদীনেব কুর্ব্বতাম্।
পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ীতি ন্যায় আপতেৎ॥ ১৩০॥

উপাসকানামপ্যেবং বিচারত্যাগতো যদি।
বাঢ়ং তস্মাদ্‌বিচারস্যাসম্ভবে যোগ ঈরিতঃ ॥ ১৩১ ॥
বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাত্তত্ত্বধীর্ন হি।
যোগো মুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি ॥ ১৩২ ॥
অব্যাকুলধিয়াং মোহমাত্রেণাচ্ছাদিতাত্মনাম্‌।
সাংখ্যনামা বিচারঃ স্যান্মুখ্যো ঝটিতি সিদ্ধিদঃ ॥ ১৩৩ ॥
যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তৎ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১৩৪ ॥
তৎ কারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যমিতি হি শ্রুতিঃ।
যস্তু শ্রুতের্ব্বিরুদ্ধঃ স আভাসঃ সাঙ্খ্যযোগয়োঃ ॥ ১৩৫ ॥
উপাসনং নাতিপক্কমিহ যস্য পরত্র সঃ।
মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্ত্বং বিজ্ঞায় মুচ্যতে ॥ ১৩৬ ॥
যং যং চাপি স্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌।
তন্তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ ॥ ১৩৭ ॥
অন্ত্যপ্রত্যয়তো নূনং ভাবিজন্ম তথা সতি।
নির্গুণপ্রত্যয়োঽপি স্যাৎ সগুণোপাসনে যথা ॥ ১৩৮ ॥
নিত্যনির্গুণরূপং তন্নামমাত্রেণ গীয়তাম্‌।
অর্থতো মোক্ষ এবৈষ সংবাদিভ্রমবন্মতঃ ॥ ১৩৯ ॥
তৎসামর্থ্যাজ্জায়তে ধীর্ম্মূলাবিদ্যানিবর্ত্তিকা।
অবিমুক্তোপাসনেন তারকব্রহ্মবুদ্ধিবৎ ॥ ১৪০ ॥
সোঽকামো নিষ্কাম ইতি হ্যশরীরো নিরিন্দ্রিয়ঃ।
অভয়ং হীতি মুক্তত্বং তাপনীয়ে ফলং শ্রুতম্‌ ॥ ১৪১ ॥
উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ।
নান্যঃ পন্থা ইতি হেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুদ্ধ্যতে ॥ ১৪২ ॥

নিষ্কামোপাসনান্মুক্তিস্তাপনীয়ে সমীরিতা।
ব্রহ্মলোকঃ সকামস্য শৈব্যপ্রশ্নে সমীরিতঃ ॥ ১৪৩॥
য উপাস্তে ত্রিমাত্রেণ ব্রহ্মলোকে স নীয়তে।
স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরং পুরুষমীক্ষতে ॥ ১৪৪ ॥
অপ্রতীকাধিকরণে তৎক্রতুর্ন্যায় ঈরিতঃ।
ব্রহ্মলোকফলং তস্মাৎ সকামস্যেতি বর্ণিতম্ ॥ ১৪৫ ॥
নির্গুণোপাস্তিসামর্থ্যাত্তত্র তত্ত্বমবেক্ষতে।
পুনরাবর্ত্ততে নায়ং কল্পান্তে তু বিমুচ্যতে ॥ ১৪৬।
প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো নির্গুণা এব বেদগাঃ।
ক্বচিৎ সগুণতা প্রোক্তা প্রণবোপাসনস্য হি ॥ ১৪৭ ॥
পরাপরব্রহ্মরূপ ওঙ্কার উপবর্ণিতঃ।
পিপ্পলাদেন মুনিনা সত্যকামায় পৃচ্ছতে ॥ ১৪৮ ॥
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।
ইতি প্রোক্তং যমেনাপি পৃচ্ছতে নচিকেতসে ॥ ১৪৯ ॥
ইহ বা মরণে বাস্য ব্রহ্মলোকেঽথবা ভবেৎ।
ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ সম্যগুপাসীনস্য নির্গুণম্ ॥ ১৫০ ॥
অর্থোঽয়মাত্মগীতায়ামপি স্পষ্টমুদীরিতঃ।
বিচারাক্ষম আত্মানমুপাসীতেতি সন্ততম্ ॥ ১৫১ ॥
সাক্ষাৎ কর্ত্তুমশক্তোঽপি চিন্তয়েন্মামশঙ্কিতঃ।
কালেনানুভবারূঢ়ো ভবেয়ং ফলিতো ধ্রুবম্ ॥ ১৫২ ॥
যথাগাধনিধের্লব্ধৌ নোপায়ঃ খননং বিনা।
মল্লাভেঽপি তথা স্বাত্মচিন্তাং মুক্ত্বা ন চাপরঃ ॥ ১৫৩ ॥
দেহোপলমপাকৃত্য বুদ্ধিকুদ্দালকাৎ পুনঃ।
খাত্বা মনোভুবং ভূয়ো গৃহ্ণীয়ান্মাং নিধিং পুমান্ ॥ ১৫৪ ॥

অনুভূতেরভাবেঽপি ব্রহ্মাস্মীত্যেব চিন্ত্যতাম্ ।
অপ্যসৎ প্রাপ্যতে ধ্যানাৎ নিত্যাপ্তং ব্রহ্ম কিং পুনঃ ॥ ১৫৫ ॥
অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যং ফলং ধ্যানাদ্দিনে দিনে ।
পশ্যন্নপি ন চেৎ ধ্যায়েৎ কোঽপরোঽস্মাৎ পশুর্ব্বদ ॥ ১৫৬ ॥
দেহাভিমানং বিধ্বস্য ধ্যানাদাত্মানমদ্বয়ম্ ।
পশ্যন্ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভূত্বা হ্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৫৭ ॥
ধ্যানদীপমিমং সম্যক্ পরামৃশতি যো নরঃ ।
মুক্তসংশয় এবায়ংধ্যায়তি ব্রহ্ম সন্ততম্ ॥ ১৫৮ ॥

ইতি ধ্যানদীপঃ সমাপ্তঃ

দশমঃ পরিচ্ছেদঃ

নাটকদীপঃ ।

পরমাত্মাদ্বয়ানন্দপূর্ণঃ পূর্ব্বং স্বমায়য়া ।
স্বয়মেব জগদ্ভূত্বা প্রাবিশৎ জীবরূপতঃ ॥ ১ ॥
বিষ্ণ্বাদ্যুত্তমদেহেষু প্রবিষ্টো দেবতাভবৎ ।
মর্ত্ত্যাদ্যধমদেহেষু স্থিতো ভজতি মর্ত্ত্যতাম্ ॥ ২ ॥
অনেকজন্মভজনাৎ স্ববিচারং চিকীর্ষতি ।
বিচারেণ বিনষ্টায়াং মায়ায়াং শিষ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
অদ্বয়ানন্দরূপস্য সদ্বয়ত্বঞ্চ দুঃখিতা ।
বন্ধঃ প্রোক্তঃ স্বরূপেণ স্থিতির্ম্মুক্তিরিতীর্য্যতে ॥ ৪ ॥

অবিচারকৃতো বন্ধো বিচারেণ নিবর্ত্ততে।
তস্মাজ্জীবপরাত্মানৌ সর্ব্বদৈব বিচারয়েৎ॥ ৫ ॥
অহমিত্যভিমন্তা যঃ কর্ত্তাসৌ তস্য সাধনম্।
মনস্তস্য ক্রিয়ে অন্তর্ব্বহির্বৃত্তী ক্রমোত্থিতে ॥ ৬ ॥
অন্তর্ম্মুখাহমিত্যেষা বৃত্তিঃ কর্ত্তারমুল্লিখেৎ।
বহির্ম্মুখেদমিত্যেষা বাহ্যং বস্ত্বিদমুল্লিখেৎ ॥ ৭ ॥
ইদমো যে বিশেষাঃ স্যুর্গন্ধরূপরসাদয়ঃ।
অসাঙ্কর্য্যেণ তান্ ভিন্দ্যাৎ ঘ্রাণাদীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৮ ॥
কর্ত্তারঞ্চ ক্রিয়াস্তদ্বদ্ ব্যাবৃত্তবিষয়ানপি।
স্ফোরয়েদেকযত্নেন যোঽসৌ সাক্ষ্যত্র চিদ্বপুঃ ॥ ৯ ॥
ঈক্ষে শৃণোমি জিঘ্রামি স্বাদয়ামি স্পৃশাম্যহম্।
ইতি ভাসয়তে সর্ব্বং নৃত্যশালাস্থদীপবৎ ॥ ১০ ॥
নৃত্যশালাস্থিতো দীপঃ প্রভুং সভ্যাংশ্চ নর্ত্তকীম্।
দীপয়েদবিশেষেণ তদভাবেঽপি দীপ্যতে ॥ ১১ ॥
অহঙ্কারং ধিয়ং সাক্ষী বিষয়ানপি ভাসয়েৎ।
অহঙ্কারাদ্যভাবেঽপি স্বয়ং ভাত্যেব পূর্ব্ববৎ ॥ ১২ ॥
নিরন্তরং ভাসমানে কূটস্থে জ্ঞপ্তিরূপতঃ।
তদ্ভাসা ভাসমানেয়ং বুদ্ধির্নৃত্যত্যনেকধা ॥ ১৩ ॥
অহঙ্কারঃ প্রভুঃ সভ্যা বিষয়া নর্ত্তকী মতিঃ।
তালাদিধারিণ্যক্ষাণি দীপঃ সাক্ষ্যবভাসকঃ ॥ ১৪ ॥
স্বস্থানসংস্থিতো দীপঃ সর্ব্বতো ভাসয়েৎ যথা।
স্থিরস্থায়ী তথা সাক্ষী বহিরন্তঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ১৫ ॥
বহিরন্তর্ব্বিভাগোঽয়ং দেহাপেক্ষো ন সাক্ষিণি।
বিষয়া বাহ্যদেশস্থা দেহস্যান্তরহঙ্কৃতিঃ ॥ ১৬ ।

অন্তঃস্থা ধীঃ সহৈবাক্ষৈর্ব্বহির্যাতি পুনঃ পুনঃ।
ভাস্যবুদ্ধিস্থচাঞ্চল্যং সাক্ষিণ্যারোপ্যতে বৃথা ॥ ১৭ ॥
গৃহান্তরগতঃ স্বল্পো গবাক্ষাদাতপোঽচলঃ।
তত্র হস্তে নর্ত্ত্যমানে নৃত্যতীবাতপো যথা ॥ ১৮ ॥
নিজস্থানস্থিতঃ সাক্ষী বহিরন্তর্গমাগমৌ।
অকুর্ব্বন্ বুদ্ধিচাঞ্চল্যাৎ করোতীব তথা তথা ॥ ১৯ ॥
ন বাহ্যো নান্তরঃ সাক্ষী বুদ্ধের্দ্দেশৌ হি তাবুভৌ।
বুদ্ধ্যাদ্যশেষসংশান্তৌ যত্র ভাত্যস্তি তত্র সঃ ॥ ২০ ॥
দেশঃ কোঽপি ন ভাসেত যদি তর্হ্যস্ত্বদেশভাক্।
সর্ব্বদেশপ্রকৢপ্ত্যৈব সর্ব্বগত্বং ন তু স্বতঃ ॥ ২১ ॥
অন্তর্ব্বহির্বা সর্ব্বং বা যং দেশং পরিকল্পয়েৎ।
বুদ্ধিস্তদ্দেশগঃ সাক্ষী তথা বস্তুষু যোজয়েৎ ॥ ২২ ॥
যদ্‌যদ্রূপাদি কল্প্যেত বুদ্ধ্যা তত্তৎ প্রকাশয়ন্।
তস্য তস্য ভবেৎ সাক্ষী স্বতো বাগ্‌বুদ্ধ্যগোচরঃ ॥ ২৩ ॥
কথং তাদৃঙ্ ময়া গ্রাহ্য ইতি চেন্মৈব গৃহ্যতাম্।
সর্ব্বগ্রহোপসংশান্তৌ স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥ ২৪ ॥
ন তত্র মানাপেক্ষাস্তি স্বপ্রকাশস্বরূপতঃ।
তাদৃগ্ ব্যুৎপত্ত্যপেক্ষা চেৎ শ্রুতিং পঠ গুরোর্ম্মুখাৎ ॥ ২৫ ॥
যদি সর্ব্বগ্রহত্যাগোঽশক্যস্তর্হি ধিয়ং ব্রজ।
শরণং তদধীনোঽন্তর্ব্বহির্ব্বৈষোঽনুভূয়তাম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি নাটকদীপঃ ॥

———

একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দঃ

ব্রহ্মানন্দং প্রবক্ষ্যামি জ্ঞাতে তস্মিন্নশেষতঃ।
ঐহিকামুষ্মিকানর্থব্রাতং হিত্বা সুখায়তে ॥ ১ ॥
ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকংতরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধ্বানন্দী ভবতি নান্যথা ॥ ২ ॥
প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে স্বস্মিন্ যদা স্যাদথ সোঽভয়ঃ।
কুরুতেঽস্মিন্নন্তরঞ্চেদথ তস্য ভয়ং ভবেৎ ॥ ৩ ॥
বায়ুঃ সূর্য্যো বহ্নিরিন্দ্রো মৃত্যুর্জন্মান্তরেঽন্তরম্।
কৃত্বা ধর্ম্মং বিজানন্তোঽপ্যস্মাদ্ভীত্যা চরন্তি হি ॥ ৪ ॥
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন।
এতমেব তপেন্নৈষা চিন্তা কর্ম্মাগ্নিসংভৃতা ॥ ৫ ॥
এবং বিদ্বান্ কর্ম্মণী দ্বে হিত্বাত্মানং স্মরেৎ সদা।
কৃতে চ কর্ম্মণী স্বাত্মরূপেণৈবৈষ পশ্যতি ॥ ৬ ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৭ ॥
তমেব বিদ্বানত্যেতি মৃত্যুং পন্থা ন চেতরঃ।
জ্ঞাত্বা দেবং পাশহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্ন জন্মভাক্ ॥ ৮ ॥
দেবং মত্বা হর্ষশোকৌ জহাত্যত্রৈব ধৈর্য্যবান্।
নৈনং কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে তাপয়তঃ ক্বচিৎ ॥ ৯ ॥

ইত্যাদিশ্রুতয়ো বহ্ব্যঃ পুরাণৈঃ স্মৃতিভিঃ সহ।
ব্রহ্মজ্ঞানেঽনর্থহানিমানন্দঞ্চাপ্যঘোষয়ন্॥ ১০॥
আনন্দস্ত্রিবিধো ব্রহ্মানন্দো বিদ্যাসুখং তথা।
বিষয়ানন্দ ইত্যাদৌ ব্রহ্মানন্দো বিবিচ্যতে॥ ১১॥
ভৃগুঃ পুত্রঃ পিতুঃ শ্রুত্বা বরুণাদ্ ব্রহ্মলক্ষণম্।
অন্নপ্রাণমনোবুদ্ধীস্ত্যক্ত্বানন্দং বিজজ্ঞিবান্॥ ১২॥
আনন্দাদেব ভূতানি জায়ন্তে তেন জীবনম্।
তেষাং লয়শ্চ তত্রাতো ব্রহ্মানন্দো ন সংশয়ঃ॥ ১৩॥
ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জনাৎ।
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হি নো॥ ১৪॥
বিজ্ঞানময় উৎপন্নো জ্ঞাতা জ্ঞানং মনোময়ঃ।
জ্ঞেয়াঃ শব্দাদয়ো নৈতৎ ত্রয়মুৎপত্তিতঃ পুরা॥ ১৫॥
ত্রয়াভাবে তু নির্দ্বৈতঃ পূর্ণ এবানুভূয়তে।
সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু পূর্ণঃ সৃষ্টেঃ পুরা তথা॥ ১৬॥
যো ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখং ত্রেধা বিভেদিনি।
সনৎকুমারঃ প্রাহৈবং নারদায়াতিশোকিনে॥ ১৭॥
সপুরাণান্ পঞ্চবেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
জ্ঞাত্বাপ্যনাত্মবিত্ত্বেন নারদোঽতিশুশোচ হ॥ ১৮॥
বেদাভ্যাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা।
পশ্চাত্ত্বভ্যাসবিস্মারভঙ্গগর্বৈশ্চ শোকিতা॥ ১৯॥
সোঽহং বিদ্বন্ প্রশোচামি শোকপারং নয়স্ব মাম্।
ইত্যুক্তঃ সুখমেবাস্য পারমিত্যভ্যধাদৃষিঃ॥ ২০॥
সুখং বৈষয়িকং শোকসহস্রেণাবৃতত্বতঃ।
দুঃখমেবেতি মত্বাহ নাল্পেঽস্তি সুখমিত্যসৌ॥ ২১॥

ননু দ্বৈতে সুখং মাভূদদ্বৈতেঽপ্যস্তি নো সুখম্।
অস্তি চেত্তুপলভ্যেত তথা চ ত্রিপুটী ভবেৎ॥ ২২ ॥
মাস্ত্বদ্বৈতে সুখং কিন্তু সুখমদ্বৈতমেব হি।
কিং মানমিতি চেন্নাস্তি মানাকাঙ্ক্ষা স্বয়ংপ্রভে ॥ ২৩ ॥
স্বপ্রভত্বে ভবদ্‌বাক্যং মানং যস্মাদ্ভবানিদম্।
অদ্বৈতমভ্যুপেত্যাস্মিন্ সুখং নাস্তীতি ভাষতে ॥ ২৪ ॥
নাভ্যুপৈম্যহমদ্বৈতং ত্বদ্‌বচোঽনূদ্য দূষণম্।
বচ্মীতি চেত্তদা ব্রূহি কিমাসীদ্দ্বৈততঃ পুরা ॥ ২৫ ॥
কিমদ্বৈতমুত দ্বৈতমন্যো বা কোটিরস্তিমঃ।
অপ্রসিদ্ধো ন দ্বিতীয়োঽনুৎপত্তেঃ শিষ্যতেঽগ্রিমঃ ॥ ২৬ ॥
অদ্বৈতসিদ্ধির্যুক্ত্যৈব নানুভূত্যেতি চেদ্বদ।
নির্দৃষ্টান্তা সদৃষ্টান্তা বা কোট্যন্তরমত্র নো ॥ ২৭ ॥
নানুভূতির্ন দৃষ্টান্ত ইতি যুক্তিস্তু শোভতে।
সদৃষ্টান্তত্বপক্ষে তু দৃষ্টান্তং বদ মে মতম্॥ ২৮ ॥
অদ্বৈতঃ প্রলয়ো দ্বৈতানুপলম্ভেন সুপ্তিবৎ।
ইতি চেৎ সুপ্তিরদ্বৈতেত্যত্র দৃষ্টান্তমীরয়॥ ২৯ ॥
দৃষ্টান্তঃ পরসুপ্তিশ্চেদহো তে কৌশলং মহৎ।
যঃ স্বসুপ্তিং ন বেত্ত্যস্য পরসুপ্তৌ তু কা কথা ॥ ৩০ ॥
নিশ্চেষ্টত্বাৎ পরঃ সুপ্তো যথাহমিতি চেত্তদা।
উদাহর্ত্তুঃ সুষুপ্তেস্তে স্বপ্রভত্বং বলাদ্ভবেৎ॥ ৩১ ॥
নেন্দ্রিয়াণি ন দৃষ্টান্তস্তথাপ্যঙ্গীকরোষি তাম্।
ইদমেব স্বপ্রভত্বং যদ্ভানং সাধনৈর্ব্বিনা॥ ৩২ ॥
স্তামদ্বৈতস্বপ্রভত্বে বদ সুপ্তৌ সুখং কথম্।
শৃণু দুঃখং তদা নাস্তি ততস্তে শিষ্যতে সুখম্॥ ৩৩ ॥

অন্ধঃ সন্নপ্যনন্ধঃ স্যাদ্‌বিদ্ধোঽবিদ্ধোঽথ রোগ্যপি ।
অরোগীতি শ্রুতিঃ প্রাহ তচ্চ সর্ব্বে জনা বিদুঃ ॥ ৩৪ ॥
ন দুঃখাভাবমাত্রেণ সুখং লোষ্টশিলাদিষু ।
দ্বয়াভাবস্য দৃষ্টত্বাদিতি চেদ্‌বিষমং বচঃ ॥ ৩৫ ॥
মুখদৈন্যবিকাসাভ্যাং পরদুঃখসুখোহনম্‌ ।
দৈন্যাদ্যভাবতো লোষ্টে দুঃখাদ্যূহো ন সম্ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥
স্বকীয়ে সুখদুঃখে তু নোহনীয়ে ততস্তয়োঃ ।
ভাবো বেদ্যোঽনুভূত্যৈব তদভাবোঽপি নান্যতঃ ॥ ৩৭ ॥
তথা সতি সুষুপ্তৌ চ দুঃখাভাবোঽনুভূতিতঃ ।
বিরোধিদুঃখরাহিত্যাৎ সুখং নির্ব্বিঘ্নমিষ্যতাম্‌ ।। ৩৮ ।।
মহত্তরপ্রয়াসেন মৃদুশয্যাদিসাধনম্‌ ।
কুতঃ সম্পাদ্যতে সুপ্তৌ সুখঞ্চেত্তত্র নো ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥
দুঃখনাশার্থমেবৈতদিতি চেদ্রোগিণস্তথা ।
ভবত্বরোগিণস্ত্বেতৎ সুখায়ৈবেতি নিশ্চিনু ॥ ৪০ ॥
তর্হি সাধনজন্যত্বাৎ সুখং বৈষয়িকং ভবেৎ ।
ভবত্বেবাত্র নিদ্রায়াঃ পূর্ব্বং শয্যাসনাদিজম্‌ ॥ ৪১ ॥
নিদ্রায়ান্তু সুখং যত্তজ্জন্যতে কেন হেতুনা ।
সুখাভিমুখধীরাদৌ পশ্চান্মজ্জেৎ পরে সুখে ॥ ৪২ ॥
জাগ্রৎব্যাপৃতিভিঃ শ্রান্তো বিশ্রম্যাথ বিরোধিনি ।
অপনীতে স্বস্থচিত্তোঽনুভবেৎ বিষয়ে সুখম্‌ ॥ ৪৩ ॥
আত্মাভিমুখধীবৃত্তৌ স্বানন্দঃ প্রতিবিম্বতি ।
অনুভূয়ৈনমত্রাপি ত্রিপুট্যা শ্রান্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪ ॥
তৎশ্রমস্যাপনুত্ত্যর্থং জীবো ধাবেৎ পরাত্মনি ।
তেনৈক্যং প্রাপ্য তত্রত্যো ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

দৃষ্টান্তাঃ শকুনিঃ শ্যেনঃ কুমারশ্চ মহানৃপঃ।
মহাব্রাহ্মণ ইত্যেতে সুপ্ত্যানন্দে শ্রুতীরিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
শকুনিঃ সূত্রবদ্ধঃ সন্ দিক্ষু ব্যাপৃত্য বিশ্রমম্।
অলব্ধ্বা বন্ধনস্থানং হস্তস্তম্ভাদ্যুপাশ্রয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
জীবোপাধিমনস্তদ্বদ্ধর্ম্মাধর্ম্মফলাপ্তয়ে।
স্বপ্নে জাগ্রতি চ ভ্রান্ত্বা ক্ষীণে কর্ম্মণি লীয়তে ॥ ৪৮ ॥
শ্যেনো বেগেন নীড়ৈকলম্পটঃ শয়িতুং ব্রজেৎ।
জীবঃ সুপ্ত্যৈ তথা ধাবেদ্ব্রহ্মানন্দৈকলম্পটঃ ॥ ৪৯ ॥
অতিবালঃ স্তনং পীত্বা মৃদুশয্যাগতো হসন্।
রাগদ্বেষাদ্যনুৎপত্তেরানন্দৈকস্বভাবভাক্ ॥ ৫০ ॥
মহারাজঃ সার্ব্বভৌমঃ সুতৃপ্তঃ সর্ব্বভোগতঃ।
মানুষানন্দসীমানং প্রাপ্যানন্দৈকমূর্ত্তিভাক্ ॥ ৫১ ॥
মহাবিপ্রো ব্রহ্মবেদী কৃতকৃত্যত্বলক্ষণাম্।
বিদ্যানন্দস্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রাপ্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৫২ ॥
মুগ্ধবুদ্ধাতিবুদ্ধানাং লোকে সিদ্ধা সুখাত্মতা।
উদাহৃতানামন্যে তু দুঃখিনো ন সুখাত্মকাঃ ॥ ৫৩ ॥
কুমারাদিবদেবায়ং ব্রহ্মানন্দৈকতৎপরঃ।
স্ত্রীপরিষ্বক্তবদ্বেদ ন বাহ্যং নাপি চান্তরম্ ॥ ৫৪ ॥
বাহ্যং রথ্যাদিকং বৃত্তং গৃহকৃত্যং যথান্তরম্।
তথা জাগরণং বাহ্যং নাড়ীস্থঃ স্বপ্ন আন্তরঃ ॥ ৫৫ ॥
পিতাপি সুপ্তাবপিতেত্যাদৌ জীবত্ববারণাৎ।
সুপ্তৌ ব্রহ্মৈব নো জীবঃ সংসারিত্বাসমীক্ষণাৎ ॥ ৫৬ ॥
পিতৃত্বাদ্যভিমানো যঃ সুখদুঃখাকরঃ স হি।
তস্মিন্নপগতে তীর্ণঃ সর্ব্বাঞ্ছোকান্ ভবত্যয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমসাবৃতঃ।
সুখরূপমুপৈতীতি ব্রূতে হ্যাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ ॥ ৫৮ ॥
সুখমস্বাপ্সমত্রাহং নৈব কিঞ্চিদবেদিষম্।
ইতি সুপ্তে সুখাজ্ঞানে পরামৃশতি চোত্থিতঃ ॥ ৫৯ ॥
পরামর্শোঽনুভূতেঽস্তীত্যাসীদনুভবস্তদা।
চিদাত্মত্বাৎ স্বতো ভাতি সুখমজ্ঞানধীস্ততঃ ॥ ৬০ ॥
ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দমিতি বাজসনেয়িনঃ।
পঠন্ত্যতঃ স্বপ্রকাশং সুখং ব্রহ্মৈব নেতরৎ ॥ ৬১ ॥
যদজ্ঞানং তত্র লীনৌ তৌ বিজ্ঞানমনোময়ৌ।
তয়োর্হি বিলয়াবস্থা নিদ্রাজ্ঞানঞ্চ সৈব হি ॥ ৬২ ॥
বিলীনঘৃতবৎ পশ্চাৎ স্যাদ্বিজ্ঞানময়ো ঘনঃ।
বিলীনাবস্থ আনন্দময়শব্দেন কথ্যতে ॥ ৬৩ ॥
সুপ্তিপূর্ব্বক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির্যা সুখবিম্বিতা।
সৈব তদ্বিম্বসহিতা লীনানন্দময়স্ততঃ ॥ ৬৪ ॥
অন্তর্ম্মুখোঽয়মানন্দময়ো ব্রহ্মসুখং তদা।
ভুঙ্‌ক্তে চিদ্বিম্বযুক্তাভিরজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিভিঃ ॥ ৬৫ ॥
অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মা বিস্পষ্টা বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি ॥ ৬৬ ॥
মাণ্ডূক্যতাপনীয়াদিশ্রুতিষ্বেতদতিস্ফুটম্।
আনন্দময়ভোক্তৃত্বং ব্রহ্মানন্দে চ ভোগ্যতা ॥ ৬৭ ॥
একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনতাং গতঃ।
আনন্দময় আনন্দভুক্ চেতোময়বৃত্তিভিঃ ॥ ৬৮ ॥
বিজ্ঞানময়মুখ্যৈর্যো রূপৈর্যুক্তঃ পুরাধুনা।
স লয়েনৈকতাং প্রাপ্তো বহুতণ্ডুলপিষ্টবৎ ॥ ৬৯ ॥

প্রজ্ঞানানি পুরা বুদ্ধিবৃত্তয়োঽথ ঘনোঽভবৎ।
ঘনত্বং হিমবিন্দূনামুদগ্‌দেশে যথা তথা ॥ ৭০ ॥
তদ্‌ঘনত্বং সাক্ষিভাবং দুঃখাভাবং প্রচক্ষতে।
লৌকিকাস্তার্কিকা যাবদ্দুঃখবৃত্তিবিলোপনাৎ ॥ ৭১ ॥
অজ্ঞানবিম্বিতা চিৎ স্যান্মুখমানন্দভোজনে।
ভুক্তং ব্রহ্মসুখং ত্যক্ত্বা বহির্যাত্যথ কর্ম্মণা ॥ ৭২ ॥
কর্ম্ম জন্মান্তরেঽভূদ্‌যত্তদ্‌যোগাদ্‌বুধ্যতে পুনঃ।
ইতি কৈবল্যশাখায়াং কর্ম্মজো বোধ ঈরিতঃ ॥ ৭৩ ॥
কঞ্চিৎকালং প্রবুদ্ধস্য ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা।
অনুগচ্ছেদ্‌যতস্তূষ্ণীমাস্তে নির্ব্বিষয়ঃ সুখী ॥ ৭৪ ॥
কর্ম্মভিঃ প্রেরিতঃ পশ্চান্নানাদুঃখানি ভাবয়ন্।
শনৈর্ব্বিস্মরতি ব্রহ্মানন্দমেষোঽখিলো জনঃ ॥ ৭৫ ॥
প্রাগূর্দ্ধমপি নিদ্রায়াঃ পক্ষপাতো দিনে দিনে।
ব্রহ্মানন্দে নৃণাস্তেন প্রাজ্ঞোঽস্মিন্ বিবদেত কঃ ॥ ৭৬ ॥
নন্বু তূষ্ণীং স্থিতৌ ব্রহ্মানন্দশ্চেদ্ভাতি লৌকিকাঃ।
অলসাশ্চরিতার্থাঃ স্যুঃ শাস্ত্রেণ গুরুণাত্র কিম্ ॥ ৭৭ ॥
বাঢ়ং ব্রহ্মেতি বিদ্যুশ্চেৎ কৃতার্থাস্তাবতৈব তে।
গুরুশাস্ত্রে বিনাত্যন্তং গম্ভীরং ব্রহ্ম বেত্তি কঃ ॥ ৭৮ ॥
জানাম্যহং ত্বদুক্ত্যাদ্য কুতো মে ন কৃতার্থতা।
শৃণ্বত্র ত্বাদৃশো বৃত্তং প্রাজ্ঞন্মন্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৭৯ ॥
চতুর্ব্বেদবিদে দেয়মিতি শৃণ্বন্নবোচত।
বেদাশ্চত্বার ইত্যেবং বেদ্মি মে দীয়তাং ধনম্ ॥ ৮০ ॥
সঙ্খ্যামেবৈষ জানাতি ন তু বেদানশেষতঃ।
যদি তর্হি ত্বমপ্যেবং নাশেষং ব্রহ্ম বেৎসি হি ॥ ৮১ ॥

অখণ্ডৈকরসানন্দে মায়াতৎকার্য্যবর্জ্জিতে।
অশেষত্বসশেষত্ববার্ত্তাবসর এব কঃ॥ ৮২॥

শব্দানেব পঠস্যাহো তেষামর্থঞ্চ পশ্যসি।
শব্দপাঠেঽর্থবোধস্তে সম্পাদ্যত্বেন শিষ্যতে॥ ৮৩॥

অর্থে ব্যাকরণাদ্বুদ্ধেঃ সাক্ষাৎকারোঽবশিষ্যতে।
স্যাৎ কৃতার্থত্বধীর্যাবত্তাবদ্গুরুমুপাস্ব ভোঃ॥ ৮৪॥

আস্তামেতৎ যত্র যত্র সুখং স্যাৎ বিষয়ৈর্ব্বিনা।
তত্র সর্ব্বত্র বিদ্ধ্যেতাং ব্রহ্মানন্দস্য বাসনাম্॥ ৮৫॥

বিষয়েষ্বপি লব্ধেষু তদিচ্ছোপরমে সতি।
অন্তর্ম্মুখমনোবৃত্তাবানন্দঃ প্রতিবিম্বতি॥ ৮৬॥

ব্রহ্মানন্দো বাসনা চ প্রতিবিম্ব ইতি ত্রয়ম্।
অন্তরেণ জগত্যস্মিন্নানন্দো নাস্তি কশ্চন॥ ৮৭॥

তথাচ বিষয়ানন্দো বাসনানন্দ ইত্যমূ।
আনন্দৌ জনয়ন্নাস্তে ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ॥ ৮৮॥

শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যঃ স্বপ্রকাশচিদাত্মকে।
ব্রহ্মানন্দে সুপ্তিকালে সিদ্ধে সত্যন্যদা শৃণু॥ ৮৯॥

য আনন্দময়ঃ সুপ্তৌ স বিজ্ঞানময়াত্মতাম্।
গত্বা স্বপ্নং প্রবোধং বা প্রাপ্নোতি স্থানভেদতঃ॥ ৯০॥

নেত্রে জাগরণং কণ্ঠে স্বপ্নঃ সুপ্তির্হৃদম্বুজে।
আপাদমস্তকং দেহং ব্যাপ্য জাগর্ত্তি চেতনঃ॥ ৯১॥

দেহতাদাত্ম্যমাপন্নস্তপ্তায়ঃপিণ্ডবত্ততঃ।
অহং মনুষ্য ইত্যেবং নিশ্চিত্যৈবাবতিষ্ঠতে॥ ৯২॥

উদাসীনঃ সুখী দুঃখীত্যবস্থাত্রয়মেত্যসৌ।
সুখদুঃখে কর্ম্মকার্য্যে ত্বৌদাসীন্যং স্বভাবতঃ॥ ৯৩॥

বাহ্যভোগান্মনোরাজ্যাৎ সুখদুঃখে দ্বিধা মতে।
সুখদুঃখান্তরালেষু ভবেৎ তূষ্ণীমবস্থিতিঃ ।। ৯৪ ।।

ন কাপি চিন্তা মেঽস্ত্যদ্য সুখমাস ইতি ব্রুবন্।
ঔদাসীন্যে নিজানন্দভাবং বক্ত্যখিলো জনঃ ।। ৯৫ ।।

অহমস্মীত্যহঙ্কারসামান্যাচ্ছাদিতত্বতঃ
নিজানন্দো ন মুখ্যোঽয়ং কিন্ত্বসৌ তস্য বাসনা ।। ৯৬ ।।

নীরপূরিতভাণ্ডস্য বাহ্যে শৈত্যং ন তজ্জলম্।
কিন্তু নীরগুণস্তেন নীরসত্তানুমীয়তে ।। ৯৭ ।।

যাবদ্‌যাবদহঙ্কারো বিস্মৃতোঽভ্যাসযোগতঃ।
তাবত্তাবৎ সূক্ষ্মদৃষ্টের্নিজানন্দোঽনুমীয়তে ।। ৯৮ ।।

সর্ব্বাত্মনা বিস্মৃতঃ সন্ সূক্ষ্মতাং পরমাং ব্রজেৎ।
অলীনত্বান্ন নিদ্রৈষা ততো দেহোঽপি নো পতেৎ ।। ৯৯ ।।

ন দ্বৈতং ভাসতে নাপি নিদ্রা তত্রাস্তি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মানন্দ ইত্যাহ ভগবানর্জ্জুনং প্রতি ।। ১০০ ।।

শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ।। ১০১ ।।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ।। ১০২ ।।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ।। ১০৩ ।।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ।। ১০৪ ।।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ।। ১০৫ ।।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ১০৬ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ১০৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ১০৮ ॥
উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসা নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেদপরিখেদতঃ ॥ ১০৯ ॥
বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ শাকায়ন্যো মুনিঃ সুখম্ ।
প্রাহ মৈত্রাখ্যশাখায়াং সমাধ্যুক্তিপুরঃসরম্ ॥ ১১০ ॥
যথা নিরিন্ধনো বহ্নিঃ স্বযোনাবুপশাম্যতি।
তথা বৃত্তিক্ষয়াচ্চিত্তং স্বযোনাবুপশাম্যতি ॥ ১১১ ॥
স্বযোনাবুপশান্তস্য মনসঃ সত্যকামিনঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়স্যানৃতাঃ কর্ম্মবশানুগাঃ ॥ ১১২ ॥
চিত্তমেব হি সংসারস্তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ।
যচ্চিত্তস্তন্ময়ো মর্ত্ত্যো গুহ্যমেতৎ সনাতনম্ ॥ ১১৩ ॥
চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম্ম শুভাশুভম্ ।
প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ১১৪ ॥
সমাসক্তং যথা চিত্তং জন্তোর্ব্বিষয়গোচরে।
যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্যাত্তৎ কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১১৫ ॥
মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কামসম্পর্কাৎ শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১১৬ ॥
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥ ১১৭ ॥

সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো, নিবেশিতস্যাত্মনি যৎসুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা, স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥ ১১৮

যদ্যপ্যসৌ চিরং কালং সমাধির্দ্দুর্লভো নৃণাম্।
তথাপি ক্ষণিকো ব্রহ্মানন্দং নিশ্চায়য়ত্যসৌ ॥ ১১৯ ॥

শ্রদ্ধালুর্ব্ব্যসনী যোঽত্র নিশ্চানোত্যেব সর্ব্বথা।
নিশ্চিতে তু সকৃত্তস্মিন্ বিশ্বসিত্যন্যদাপ্যয়ম্ ॥ ১২০ ॥

তাদৃক্ পুমানুদাসীনকালেঽপ্যানন্দবাসনাম্।
উপেক্ষ্য মুখ্যমানন্দং ভাবয়ত্যেব তৎপরঃ ॥ ১২১ ॥

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১২২ ॥

এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ব্বহির্ব্ব্যবহরন্নপি ॥ ১২৩ ॥

ধীরত্বমক্ষপ্রাবল্যেঽপ্যানন্দাস্বাদবাঞ্ছয়া।
তিরস্কৃত্যাখিলাক্ষাণি তচ্চিন্তায়াং প্রবর্ত্তনম্ ॥ ১২৪ ॥

ভারবাহী শিরোভারং মুক্ত্বাস্তে বিশ্রমং গতঃ।
সংসারব্যাপৃতিত্যাগে তাদৃগ্ বুদ্ধিস্তু বিশ্রমঃ ॥ ১২৫ ॥

বিশ্রান্তিং পরমাং প্রাপ্তস্ত্বৌদাসীন্যে যথা তথা।
সুখদুঃখদশায়াঞ্চ তদানন্দৈকতৎপরঃ ॥ ১২৬ ॥

অগ্নিপ্রবেশহেতৌ ধীঃ শৃঙ্গারে যাদৃশী তথা।
ধীরস্যোদেতি বিষয়েঽনুসন্ধানবিরোধিনি ॥ ১২৭ ॥

অবিরোধিসুখে বুদ্ধিঃ স্বানন্দে চ গমাগমৌ।
কুর্ব্বন্ত্যাস্তে ক্রমাদেষা কাকাক্ষিবদিতস্ততঃ ॥ ১২৮ ॥

একৈব দৃষ্টিঃ কাকস্য বামদক্ষিণনেত্রয়োঃ।
যাত্যায়াত্যেবমানন্দদ্বয়ে তত্ত্ববিদো মতিঃ ॥ ১২৯ ॥

ভুঞ্জানো বিষয়ানন্দং ব্রহ্মানন্দঞ্চ তত্ত্ববিৎ।
দ্বিভাষাভিজ্ঞবদ্বিদ্যাত্বভৌ লৌকিকবৈদিকৌ ॥ ১৩০ ॥
দুঃখপ্রাপ্তৌ চ নোদ্বেগো যথাপূর্ব্বং যতো দ্বিদৃক্।
গঙ্গামগ্নার্দ্ধকায়স্য পুংসঃ শীতোষ্ণধীর্যথা ॥ ১৩১ ॥
ইত্থং জাগরণে তত্ত্ববিদো ব্রহ্মসুখং সদা।
ভাতি তদ্বাসনাজন্যে স্বপ্নে তদ্ভাসতে তথা ॥ ১৩২ ॥
অবিদ্যাবাসনাপ্যস্তীত্যতস্তদ্বাসনোত্থিতে।
স্বপ্নে মূর্খবদেবৈষ সুখং দুঃখঞ্চ বীক্ষতে ॥ ১৩৩ ॥
ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকম্।
যোগিপ্রত্যক্ষমধ্যায়ে প্রথমেঽস্মিন্নুদীরিতম্ ॥ ১৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দঃ সমাপ্তঃ।

দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ

ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দঃ

নন্বেবং বাসনানন্দাদ্ব্রহ্মানন্দাদপীতরম্।
বেত্তু যোগী নিজানন্দং মূঢ়স্যাত্রাস্তি কা গতিঃ ॥ ১ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবশাদেষ জায়তাং ম্রিয়তামপি।
পুনঃ পুনর্দ্দেহলক্ষৈঃ কিং নো দাক্ষিণ্যতো বদ ॥ ২ ॥
অস্তি বোঽনুজিঘৃক্ষুত্বাদ্দাক্ষিণ্যেন প্রয়োজনম্।
তর্হি ব্রূহি স মূঢ়ঃ কিং জিজ্ঞাসুর্ব্বা পরাঙ্মুখঃ ॥ ৩ ॥

উপাস্তিং কর্ম্ম বা ব্রূয়াদবিমুখায় যথোচিতম্।
মন্দপ্রজ্ঞস্তু জিজ্ঞাসুমাত্মানন্দেন বোধয়েৎ ॥ ৪ ॥

বোধয়ামাস মৈত্রেয়ীং যাজ্ঞবল্ক্যো নিজপ্রিয়াম্।
ন বা অরে পত্যুরর্থে পতিঃ প্রিয় ইতীরয়ন্ ॥ ৫ ॥

পতির্জায়া পুত্রবিত্তে পশুব্রাহ্মণবাহুজাঃ।
লোকা দেবা বেদভূতে সর্ব্বঞ্চাত্মার্থতঃ প্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥

পত্যাবিচ্ছা যদা পত্ন্যাস্তদা প্রীতিং করোতি সা।
ক্ষুদনুষ্ঠানরোগাদ্যৈস্তদা নেচ্ছতি তৎপতিঃ ॥ ৭ ॥

ন পত্যুরর্থে সা প্রীতিঃ স্বার্থ এব করোতি তাম্।
পতিশ্চাত্মন এবার্থে ন জায়ার্থে কদাচন।
অন্যোন্যপ্রেরণেঽপ্যেবং স্বেচ্ছয়ৈব প্রবর্ত্তনম্ ॥ ৮ ॥

শ্মশ্রুকণ্টকবেধেন বালে রুদতি তৎপিতা।
চুম্বত্যেব ন সা প্রীতির্ব্বালার্থে স্বার্থ এব সা ॥ ৯ ॥

নিরিচ্ছমপি রত্নাদি বিত্তং যত্নেন পালয়ন্।
প্রীতিং করোতি সা স্বার্থে বিত্তার্থত্বং ন শঙ্কিতম্ ॥ ১০ ॥

অনিচ্ছতি বলীবর্দ্দে বিবাহয়িষতে বলাৎ।
প্রীতিঃ সা বণিগর্থৈব বলীবর্দ্দার্থতা কুতঃ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ্যং মেঽস্তি পূজ্যোঽহমিতি তুষ্যতি পূজয়া।
অচেতনায়া জাতের্নো সন্তুষ্টিঃ পুংস এব সা ॥ ১২ ॥

ক্ষত্রিয়োঽহং তেন রাজ্যং করোমীত্যত্র রাজতা।
ন জাতের্ব্বৈশ্যজাত্যাদৌ যোজনীয়েদমীরিতম্ ॥ ১৩ ॥

স্বর্গলোকব্রহ্মলোকৌ স্তাং মমেত্যভিবাঞ্ছনম্।
লোকয়োর্নোপকারায় স্বভোগায়ৈব কেবলম্ ॥ ১৪ ॥

ঈশবিষ্ণ্বাদয়ো দেবাঃ পূজ্যন্তে পাপনষ্টয়ে।
ন তন্নিষ্পাপদেবার্থং স্বার্থং তত্তূপযুজ্যতে ॥ ১৫ ॥
ঋগাদয়ো হ্যধীয়ন্তে দুর্ব্রাহ্মণ্যানবাপ্তয়ে।
ন তৎ প্রসক্তং বেদেষু মনুষ্যেষু প্রসজ্যতে ॥ ১৬ ॥
ভূম্যাদিপঞ্চভূতানি স্থানতৃট্পাকশোষণৈঃ।
হেতুভিশ্চাবকাশেন বাঞ্ছন্ত্যেষাং ন হেতবে ॥ ১৭ ॥
স্বামিভৃত্যাদিকং সর্ব্বং স্বোপকারায় বাঞ্ছতি।
তত্তৎকৃতোপকারস্তু তস্য তস্য ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বব্যবহৃতিষ্বেবমনুসন্ধাতুমীদৃশম্।
উদাহরণবাহুল্যং তেন স্বাং বাসয়েন্মতিম্ ॥ ১৯ ॥
অথ কেয়ং ভবেৎ প্রীতিঃ শ্রূয়তে য নিজাত্মনি।
রাগো বধ্বাদিবিষয়ে শ্রদ্ধা যাগাদিকর্ম্মণি।
ভক্তিঃ স্যাৎ গুরুদেবাদাবিচ্ছা ত্বপ্রাপ্তবস্তুনি ॥ ২০ ॥
তর্হ্যস্তু সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ সুখমাত্রানুবর্ত্তিনী।
প্রাপ্তে নষ্টেঽপি সদ্ভাবাদিচ্ছাতো ব্যতিরিচ্যতে ॥ ২১ ॥
সুখসাধনতোপাধেরন্নপানাদয়ঃ প্রিয়াঃ।
আত্মানুকুল্যাদন্নাদিসমশ্চেদমুনাত্র কঃ।
অনুকূলয়িতব্যঃ স্যান্নৈকস্মিন্ কর্ম্মকর্ত্তৃতা ॥ ২২ ॥
সুখে বৈষয়িকে প্রীতিমাত্রমাত্মা ত্বতিপ্রিয়ঃ।
সুখে ব্যভিচরত্যেষা নাত্মনি ব্যভিচারিণী ॥ ২৩ ॥
একং ত্যক্ত্বান্যদাদত্তে সুখং বৈষয়িকং সদা।
নাত্মা ত্যাজ্যো ন চাদেয়স্তস্মিন্ ব্যভিচরেৎ কথম্ ॥ ২৪ ॥
হানাদানবিহীনেঽস্মিন্নুপেক্ষা চেৎ তৃণাদিবৎ।
উপেক্ষিতুঃ স্বরূপত্বান্নোপেক্ষ্যত্বং নিজাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

রোগক্রোধাভিভূতানাং মুমূর্ষা বীক্ষ্যতে ক্বচিৎ।
ততো দ্বেষাত্তবেত্ত্যাজ্য আত্মেতি, যদি তন্ন হি।
ত্যক্তুং যোগ্যস্য দেহস্য নাত্মতা, ত্যক্তুরেব সা।
ন ত্যক্তুর্য্যস্তি স দ্বেষস্ত্যাজ্যে দ্বেষে তু কা ক্ষতিঃ॥ ২৬॥
আত্মার্থত্বেন সর্ব্বস্য প্রীতেশ্চাত্মা হ্যতিপ্রিয়ঃ।
সিদ্ধো, যথা পুত্রমিত্রাৎ পুত্রঃ প্রিয়তরস্তথা॥ ২৭॥
মা ন ভূবমহং কিন্তু ভূয়াসং সর্ব্বদেত্যসৌ।
আশীঃ সর্ব্বস্য দৃষ্টেতি প্রত্যক্ষা প্রীতিরাত্মনি॥ ২৮॥
ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ প্রীতৌ সিদ্ধায়ামেবমাত্মনি।
পুত্রভার্য্যাদিশেষত্বমাত্মনঃ কৈশ্চিদীরিতম্॥ ২৯॥
এতদ্‌বিবক্ষয়া পুত্রে মুখ্যাত্মত্বং শ্রুতীরিতম্।
আত্মা বৈ পুত্রনামেতি তচ্চোপনিষদি স্ফুটম্॥ ৩০॥
সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে।
অথাস্যেতর আত্মায়ং কৃতকৃত্যঃ প্রমীয়তে॥ ৩১॥
সত্যপ্যাত্মনি লোকোঽস্তি নাপুত্রস্যাত এব হি।
অনুশিষ্টং পুত্রমেব লোক্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ ৩২॥
মনুষ্যলোকো জয্যঃ স্যাৎ পুত্রেণৈবেতরেণ নো।
মুমূর্ষুর্ম্মন্ত্রয়েৎ পুত্রং ত্বং ব্রহ্মেত্যাদিমন্ত্রকৈঃ॥ ৩৩॥
ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ প্রাহুঃ পুত্রভার্য্যাদিশেষতাম্।
লৌকিকা অপি পুত্রস্য প্রাধান্যমনুমন্বতে॥ ৩৪॥
স্বস্মিন্ মৃতেঽপি পুত্রাদির্জ্জীবেদ্‌বিত্তাদিনা যথা।
তথৈব যত্নং কুরুতে মুখ্যাঃ পুত্রাদয়স্ততঃ॥ ৩৫॥
বাঢ়মেতাবতা নাত্মা শেষো ভবতি কস্যচিৎ।
গৌণমিথ্যামুখ্যভেদৈরাত্মায়ং ভবতি ত্রিধা॥ ৩৬॥

দেবদত্তস্তু সিংহোঽয়মিত্যৈক্যং গৌণমেতয়োঃ ।
ভেদস্য ভাসমানত্বাৎ পুত্রাদেরাত্মতা তথা ॥ ৩৭ ॥
ভেদোঽস্তি পঞ্চকোষেষু সাক্ষিণো ন তু ভাত্যসৌ ।
মিথ্যাত্মতাতঃ কোষাণাং স্থাণোশ্চৌরাত্মতা যথা ॥ ৩৮ ॥
ন ভাতি ভেদো নাপ্যস্তি সাক্ষিণোঽপ্রতিযোগিনঃ ।
সর্ব্বান্তরত্বাৎ তস্যৈব মুখ্যমাত্মত্বমিষ্যতে ॥ ৩৯ ॥
সত্যেবং ব্যবহারেষু যেষু যস্যাত্মতোচিতা ।
তেষু তস্যৈব শেষিত্বং সর্ব্বস্যান্যস্য শেষতা ॥ ৪০ ॥
মুমূর্ষোর্গৃহরক্ষাদৌ গৌণাত্মৈবোপযুজ্যতে ।
ন মুখ্যাত্মা, ন মিথ্যাত্মা পুত্রঃ শেষী ভবত্যতঃ ॥ ৪১ ॥
অধ্যেতা বহ্নিরিত্যত্র সন্নপ্যগ্নির্ন গৃহ্যতে ॥
অযোগ্যত্বেন যোগ্যত্বাৎ বটুরেবাত্র গৃহ্যতে ॥ ৪২ ॥
কৃশোঽহং পুষ্টিমাপ্স্যামীত্যাদৌ দেহাত্মতোচিতা ।
ন পুত্রং বিনিযুঙ্‌ক্তেঽত্র পুষ্টিহেত্বন্নভক্ষণে ॥ ৪৩ ॥
তপসা স্বর্গমেষ্যামীত্যাদৌ কর্ত্রাত্মতোচিতা ।
অনপেক্ষ্য বপুর্ভোগং চরেৎ কৃচ্ছ্রাদিকং ততঃ ॥ ৪৪ ॥
মোক্ষ্যেঽহমিত্যত্র যুক্তং চিদাত্মত্বং তদা পুমান্ ।
তদ্‌বেত্তি গুরুশাস্ত্রাভ্যাং ন তু কিঞ্চিৎ চিকীর্ষতি ॥ ৪৫ ॥
বিপ্রক্ষত্রাদয়ো যদ্‌বদ্‌ বৃহস্পতিসবাদিষু ।
ব্যবস্থিতাস্তথা গৌণমিথ্যামুখ্যা যথোচিতম্ ॥ ৪৬ ॥
তত্র তত্রোচিতে প্রীতিরাত্মন্যেবাতিশায়িনী ।
অনাত্মনি তু তচ্ছেষে প্রীতিরন্যত্র নোভয়ম্ ॥ ৪৭ ॥
উপেক্ষ্যং দ্বেষ্যমিত্যন্যৎ দ্বেধা মার্গতৃণাদিকম্ ।
উপেক্ষ্যং ব্যাঘ্রসর্পাদি দ্বেষ্যমেবং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৪৮ ॥

আত্মা, শেষ, উপেক্ষ্যঞ্চ দ্বেষ্যঞ্চেতি চতুর্ষ্বপি।
ন ব্যক্তিনিয়মঃ কিন্তু তত্তৎকার্য্যাত্তথা তথা ॥ ৪৯ ॥

স্যাদ্‌ব্যাঘ্রঃ সম্মুখো দ্বেষ্যো হ্যপেক্ষ্যস্তু পরাঙ্মুখঃ।
লালনাদনুকূলশ্চেদ্‌বিনোদায়েতি শেষতাম্‌ ॥ ৫০ ॥

ব্যক্তীনাং নিয়মো মাভূল্লক্ষণাত্তু ব্যবস্থিতিঃ।
আনুকূল্যং প্রাতিকূল্যং দ্বয়াভাবশ্চ লক্ষণম্‌ ॥ ৫১ ॥

আত্মা প্রেয়ান্‌, প্রিয়ঃ শেষো, দ্বেষ্যোপেক্ষ্যে তদন্যয়োঃ।
ইতি ব্যবস্থিতো লোকো যাজ্ঞবল্ক্যমতঞ্চ তৎ ॥ ৫২ ॥

অন্যত্রাপি শ্রুতিঃ প্রাহ পুত্রাদ্‌বিত্তাত্তথান্যতঃ।
সর্ব্বস্মাদান্তরং তত্ত্বং তদেতৎ প্রেয় ইষ্যতাম্‌ ॥ ৫৩ ॥

শ্রৌত্যা বিচারদৃষ্ট্যায়ং সাক্ষ্যেবাত্মা ন চেতরঃ।
কোষান্‌ পঞ্চ বিবিচ্যান্তর্ব্বস্তুদৃষ্টির্ব্বিচারণা ॥ ৫৪ ॥

জাগরস্বপ্নসুপ্তীনামাগমাপায়ভাসনম্‌।
যতো ভবত্যসাবাত্মা স্বপ্রকাশচিদাত্মকঃ ॥ ৫৫ ॥

শেষাঃ প্রাণাদিবিত্তান্তা আসন্নাস্তারতম্যতঃ।
প্রীতিস্তথা তারতম্যাত্তেষু সর্ব্বেষু বীক্ষ্যতে ॥ ৫৬ ॥

বিত্তাৎ পুত্রঃ প্রিয়ঃ পুত্রাৎ পিণ্ডঃ পিণ্ডাত্তথেন্দ্রিয়ম্‌।
ইন্দ্রিয়াচ্চ প্রিয়ঃ প্রাণঃ প্রাণাদাত্মা পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

এবং স্থিতে বিবাদোঽত্র প্রতিবুদ্ধবিমূঢ়য়োঃ।
শ্রুত্যোদাহারি তত্রাত্মা প্রেয়ানিত্যেব নির্ণয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

সাক্ষ্যেব দৃশ্যাদন্যস্মাৎ প্রেয়ানিত্যাহ তত্ত্ববিৎ।
প্রেয়ান্‌ পুত্রাদিরেবেমং ভোক্তুং সাক্ষীতি মূঢ়ধীঃ ॥ ৫৯ ॥

আত্মনোঽন্যং প্রিয়ং ব্রূতে শিষ্যশ্চ প্রতিবাদ্যপি।
তস্যোত্তরং বচো বোধশাপৌ কুর্য্যাত্তয়োঃ ক্রমাৎ ॥ ৬০ ॥

প্রিয়ং ত্বাং রোৎস্যতীত্যেবমুত্তরং ব্যক্তি তত্ত্ববিৎ।
স্বোক্তপ্রিয়স্য দুষ্টত্বং শিষ্যো বেত্তি বিবেকতঃ॥ ৬১॥
অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্।
লব্ধোঽপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে॥ ৬২॥
জাতস্য গ্রহরোগাদিঃ কুমারস্য চ মূঢ়তা।
উপনীতেঽপ্যবিদ্যত্বমনুদ্বাহশ্চ পণ্ডিতে॥ ৬৩॥
যূনশ্চ পরদারাদি দারিদ্র্যঞ্চ কুটুম্বিনঃ।
পিত্রোর্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তো ধনী চেৎ ম্রিয়তে তদা॥ ৬৪॥
এবং বিবিচ্য পুত্রাদৌ প্রীতিং ত্যক্ত্বা নিজাত্মনি।
নিশ্চিত্য পরমাং প্রীতিং বীক্ষতে তমহর্নিশম্॥ ৬৫॥
আগ্রহাদ্ব্রহ্মবিদ্বেষাদপি পক্ষমমুঞ্চতঃ।
বাদিনো নরকঃ প্রোক্তো দোষশ্চ বহুযোনিষু॥ ৬৬॥
ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মরূপত্বাদীশ্বরস্তেন বর্ণিতম্।
যদ্যত্তত্তথৈব স্যাত্তচ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ॥ ৬৭॥
যস্ত্ব সাক্ষিণমাত্মানং সেবতে প্রিয়মুত্তমম্।
তস্য প্রেয়ানসাবাত্মা ন নশ্যতি কদাচন॥ ৬৮॥
পরপ্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দরূপতা।
সুখবৃদ্ধিঃ প্রীতিবৃদ্ধৌ সার্ব্বভৌমাদিষু শ্রুতা॥ ৬৯॥
চৈতন্যবৎ সুখং চাস্য স্বভাবশ্চেচ্চিদাত্মনঃ।
ধীবৃত্তিষ্বনুবর্ত্তেত সর্ব্বাস্বপি চিতির্যথা॥ ৭০॥
মৈবমুষ্ণপ্রকাশাত্মা দীপস্তস্য প্রভা গৃহে।
ব্যাপ্নোতি নোষ্ণতা তদ্বচ্চিতেরেবানুবর্ত্তনম্॥ ৭১॥
গন্ধরূপরসস্পর্শেষ্বপি সৎসু যথা পৃথক্।
একাক্ষেণৈক এবার্থো গৃহ্যতে নেতরস্তথা॥ ৭২॥

চিদানন্দৌ নৈব ভিন্নৌ গন্ধাত্মাস্তু বিলক্ষণাঃ।
ইতি চেত্তদভেদোঽপি সাক্ষিণ্যন্তত্র বা বদ ॥ ৭৩ ॥
আন্থে গন্ধাদয়োঽপ্যেবমভিন্নাঃ পুষ্পবর্ত্তিনঃ।
অক্ষভেদেন তদ্ভেদে বৃত্তিভেদাত্তয়োর্ভিদা ॥ ৭৪ ॥
সত্ত্ববৃত্তৌ চিৎসুখৈক্যং তদ্‌বৃত্তের্নির্ম্মলত্বতঃ।
রজোবৃত্তেস্তু মালিন্যাৎ সুখাংশোঽত্র তিরস্কৃতঃ ॥ ৭৫ ॥
তিন্তিড়ীফলমত্যম্লং লবণেন যুতং যদা।
তদাম্লস্য তিরস্কারাদীষদম্লং যথা তথা ॥ ৭৬ ॥
নন্নু প্রিয়তমত্বেন পরমানন্দতাত্মনি।
বিবেক্তুং শক্যতামেবং বিনা যোগেন কিং ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥
যদ্‌যোগেন তদেবেতি বদামো জ্ঞানসিদ্ধয়ে।
যোগঃ প্রোক্তো বিবেকেন জ্ঞানং কিং নোপজায়তে ॥ ৭৮ ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
ইতি স্মৃতং ফলৈকত্বং যোগিনাঞ্চ বিবেকিনাম্ ॥ ৭৯ ॥
অসাধ্যঃ কস্যচিদ্‌যোগঃ কস্যচিজ্‌জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
ইত্থং বিচার্য্য মার্গৌ দ্বৌ জগাদ পরমেশ্বরঃ ॥ ৮০ ॥
যোগে কোঽতিশয়স্তেঽত্র জ্ঞানমুক্তং সমং দ্বয়োঃ।
রাগদ্বেষাদ্যভাবশ্চ তুল্যো যোগিবিবেকিনোঃ ॥ ৮১ ॥
ন প্রীতির্ব্বিষয়েষ্বস্তি প্রেয়ানাত্মেতি জানতঃ।
কুতো রাগঃ কুতো দ্বেষঃ প্রাতিকূল্যমপশ্যতঃ ॥ ৮২ ॥
দেহাদেঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষস্তুল্যো দ্বয়োরপি।
দ্বেষং কুর্ব্বন্নযোগী চেদবিবেক্যপি তাদৃশঃ ॥ ৮৩ ॥
দ্বৈতস্য প্রতিভানন্তু ব্যবহারে দ্বয়োঃ সমম্।
সমাধৌ নেতি চেত্তদ্বন্নাদ্বৈতত্ববিবেকিনঃ ॥ ৮৪ ॥

বিবক্ষ্যতে তদস্মাভিরদ্বৈতানন্দনামকে।
অধ্যায়ে হি তৃতীয়েঽতঃ সর্ব্বমপ্যাতিমঙ্গলম্ ॥ ৮৫ ॥
সদা পশ্যন্নিজানন্দমপশ্যন্নিখিলং জগৎ।
অর্থাদ্‌যোগীতি চেত্তর্হি সন্তুষ্টৌ বর্দ্ধতাং ভবান্ ॥ ৮৬ ॥
ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে মন্দানুগ্রহসিদ্ধয়ে।
দ্বিতীয়াধ্যায় এতস্মিন্নাত্মানন্দো বিবেচিতঃ ॥ ৮৭ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দঃ সমাপ্তঃ।

ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ব্রহ্মানন্দেঽদ্বৈতানন্দঃ

যোগানন্দঃ পুরোক্তো যঃ স আত্মানন্দ ইষ্যতাম্।
কথং ব্রহ্মত্বমেতস্য সদ্বয়স্যেতি চেৎ শৃণু ॥ ১ ॥
আকাশাদিস্বদেহান্তং তৈত্তিরীয়শ্রুতীরিতম্।
জগন্নাস্ত্যন্যদানন্দাদদ্বৈতব্রহ্মতা ততঃ ॥ ২ ॥
আনন্দাদেব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ।
আনন্দ এব লীনং চেত্যুক্তানন্দাৎ কথং পৃথক্ ॥ ৩ ॥
কুলালাদ্ ঘট উৎপন্নো ভিন্নশ্চেতি ন শঙ্ক্যতাম্।
মৃদ্বদেষ উপাদানং ন নিমিত্তং কুলালবৎ ॥ ৪ ॥

স্থিতির্লয়শ্চ কুম্ভস্য কুলালে স্তো ন হি ক্বচিৎ।
দৃষ্টৌ তৌ মৃদি তদ্বৎ স্যাদুপাদানং তয়োঃ শ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥
উপাদানং ত্রিধা ভিন্নং বিবর্ত্তি পরিণামি চ।
আরম্ভকঞ্চ তত্রান্ত্যৌ ন নিরংশেঽবকাশিনৌ ॥ ৬ ॥
আরম্ভবাদিনোঽন্যস্মাদন্যস্যোৎপত্তিমূচিরে।
তন্তোঃ পটস্য নিষ্পত্তের্ভিন্নৌ তন্তুপটৌ খলু ॥ ৭ ॥
অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।
স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎ কুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা ॥ ৮ ॥
অবস্থান্তরভানন্তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবৎ।
নিরংশেঽপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ ॥ ৯ ॥
ততো নিরংশ আনন্দে বিবর্ত্তো জগদিষ্যতাম্।
মায়াশক্তিঃ কল্পিকা স্যাদৈন্দ্রজালিকশক্তিবৎ ॥ ১০ ॥
শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথঙ্‌নাস্তি তদ্বদ্দৃষ্টের্ন চাভিদা।
প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ শক্ত্যভাবে তু কস্য সঃ ॥ ১১ ॥
শক্তেঃ কার্য্যানুমেয়ত্বাদকার্য্যে প্রতিবন্ধনম্।
জ্বলতোঽগ্নেরদাহে স্যান্মন্ত্রাদিপ্রতিবন্ধতা ॥ ১২ ॥
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং মুনয়োঽবিদন্।
পরাস্য শক্তির্বিবিধা ক্রিয়াজ্ঞানবলাত্মিকা ॥ ১৩ ॥
ইতি বেদবচঃ প্রাহ বশিষ্ঠশ্চ তথাব্রবীৎ।
সর্ব্বশক্তিঃ পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমদ্বয়ম্।
যথোল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি ॥ ১৪ ॥
চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণো রাম শরীরেষূপলভ্যতে।
স্পন্দশক্তিশ্চ বাতেষু দার্ঢ্যশক্তিস্তথোপলে ॥ ১৫ ॥

দ্রবশক্তিস্তথাম্ভঃসু দাহশক্তিস্তথানলে।
শূন্যশক্তিস্তথাকাশে নাশশক্তির্ব্বিনাশিনি ॥ ১৬ ॥
যথাণ্ডান্তর্ম্মহাসর্পো জগদস্তি তথাত্মনি।
ফলপত্রলতাপুষ্পশাখাবিটপমূলবান্।
ননু বীজে যথা বৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতম্ ॥ ১৭ ॥
ক্বচিৎ কাশ্চিৎ কদাচিচ্চ তস্মাদুদ্যন্তি শক্তয়ঃ।
দেশকালবিচিত্রত্বাৎ ক্ষ্মাতলাদিব শালয়ঃ ॥ ১৮ ॥
স আত্মা সর্ব্বগো রাম নিত্যোদিতমহাবপুঃ।
যন্মনাঙ্‌ মননীং শক্তিং ধত্তে তন্মন উচ্যতে ॥ ১৯ ॥
আদৌ মনস্তদনু বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টী পশ্চাৎ প্রপঞ্চরচনা ভুবনাভিধানা।
ইত্যাদিকা স্থিতিরিয়ং হি গতা প্রতিষ্ঠা,মাখ্যায়িকা সুভগ বালজনোদিতেব॥২০
বালস্য হি বিনোদায় ধাত্রী বক্তি শুভাং কথাম্।
ক্বচিৎ সন্তি মহাবাহো রাজপুত্রাস্ত্রয়ঃ শুভাঃ॥ ২১ ॥
দ্বৌ ন জাতৌ তথৈকস্তু গর্ভ এব হি ন স্থিতঃ।
বসন্তি তে ধর্ম্মযুক্তা অত্যন্তাসতি পত্তনে ॥ ২২ ॥
স্বকীয়াচ্ছূন্যনগরান্নির্গত্য বিমলাশয়াঃ।
গচ্ছন্তো গগনে বৃক্ষান্ দদৃশুঃ ফলশালিনঃ ॥ ২৩ ॥
ভবিষ্যন্নগরে তত্র রাজপুত্রাস্ত্রয়োঽপি তে।
সুখমদ্য স্থিতাঃ পুত্র মৃগয়াব্যবহারিণঃ ॥ ২৪ ॥
ধাত্র্যৈবং কথিতা রাম বালকাখ্যায়িকা শুভা।
নিশ্চয়ং স যযৌ বালো নির্ব্বিচারণয়া ধিয়া ॥ ২৫ ॥
ইয়ং সংসাররচনা বিচারোজ্‌ঝিতচেতসাম্।
বালকাখ্যায়িকেবেত্থমবস্থিতিমুপাগতা ॥ ২৬ ॥

ইত্যাদিভিরুপাখ্যানৈর্ম্মায়াশক্তেস্তু বিস্তরম্ ।
বশিষ্ঠঃ কথয়ামাস সৈব শক্তির্নিরূপ্যতে ॥ ২৭ ॥
কার্য্যাদাশ্রয়তঃ সৈষা ভবেচ্ছক্তির্বিলক্ষণা ।
স্ফোটাঙ্গারৌ দৃশ্যমানৌ শক্তিস্তত্রানুমীয়তে ॥ ২৮ ॥
পৃথুবুধ্নোদরাকারো ঘটঃ কার্য্যোঽত্র মৃত্তিকা ।
শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈর্যুক্তা শক্তিস্তু তদ্বিধা ॥ ২৯ ॥
ন পৃথ্বাদির্ন শব্দাদিঃ শক্তাবস্তু যথা তথা ।
অতএব হ্যচিন্ত্যৈষা ন নির্ব্বচনমর্হতি ॥ ৩০ ॥
কার্য্যোৎপত্তেঃ পুরা শক্তির্নিগূঢ়া মৃদ্যবস্থিতা ।
কুলালাদিসহায়েন বিকারাকারতাং ব্রজেৎ ॥ ৩১ ॥
পৃথুত্বাদিবিকারান্তং স্পর্শাদিংচাপি মৃত্তিকাম্ ।
একীকৃত্য ঘটং প্রাহুর্ব্বিচারবিকলা জনাঃ ॥ ৩২ ॥
কুলালব্যাপৃতেঃ পূর্ব্বো যাবানংশঃ স নো ঘটঃ ।
পশ্চাত্তু পৃথুবুধ্নাদিমত্ত্বে যুক্তা হি কুম্ভতা ॥ ৩৩ ॥
স ঘটো ন মৃদো ভিন্নো বিয়োগে সত্যনীক্ষণাৎ ।
নাপ্যভিন্নঃ পুরা পিণ্ডদশায়ামনবেক্ষণাৎ ॥ ৩৪ ॥
অতোঽনির্ব্বচনীয়োঽয়ং শক্তিবত্তেন শক্তিজঃ ।
অব্যক্তত্বে শক্তিরুক্তা ব্যক্তত্বে ঘটনামভৃৎ ॥ ৩৫ ॥
ঐন্দ্রজালিকনিষ্ঠাপি মায়া ন ব্যজ্যতে পুরা ।
পশ্চাদ্গন্ধর্ব্বসেনাদিরূপেণ ব্যক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬ ॥
এবং মায়াময়ত্বেন বিকারস্যানৃতাত্মতাম্ ।
বিকারাধারমৃদ্বস্তুসত্যত্বঞ্চাব্রবীচ্ছ্রুতিঃ ॥ ৩৭ ॥
বাঙ্‌নিষ্পাদ্যং নামমাত্রং বিকারো নাস্য সত্যতা ।
স্পর্শাদিগুণযুক্তা তু সত্যা কেবলমৃত্তিকা ॥ ৩৮ ॥

ব্যক্তাব্যক্তে তদাধার ইতি ত্রিধাগুয়োর্দ্ধ্বয়োঃ।
পর্য্যায়ঃ কালভেদেন তৃতীয়ত্বনুগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
নিস্তত্ত্বং ভাসমানঞ্চ ব্যক্তমুৎপত্তিনাশভাক্।
তদুৎপত্তৌ তস্য নাম বাচা নিষ্পাগুতে নৃভিঃ ॥ ৪০ ॥
ব্যক্তে নষ্টেঽপি নামৈতন্ন্ বক্তে্র্ষনুবর্ত্ততে।
তেন নাম্না নিরূপ্যত্বাৎ ব্যক্তং তদ্রূপমুচ্যতে ॥ ৪১ ॥
নিস্তত্ত্বত্বাদবিনাশিত্বাদ্বাচারম্ভণনামতঃ।
ব্যক্তস্য ন তু তদ্রূপং সত্যং কিঞ্চিন্মৃদাদিবৎ ॥ ৪২ ॥
ব্যক্তকালে ততঃ পূর্ব্বমূর্দ্ধমপ্যেকরূপভাক্।
সতত্ত্বমবিনাশঞ্চ সত্যং মৃদ্বস্তু কথ্যতে ॥ ৪৩ ॥
ব্যক্তং ঘটো বিকারশ্চেত্যেতৈর্নামভিরীরিতঃ।
অর্থশ্চেদনৃতঃ কস্মান্ন মৃদ্বোধে নিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥
নিবৃত্ত এব যস্মাত্তে তৎসত্যত্বমতির্গতা।
ঈদৃঙ্ নিবৃত্তিরেবাত্র বোধজা ন ত্বভাসনম্ ॥ ৪৫ ॥
পুমানধোমুখো নীরে ভাতোঽপ্যস্তি ন বস্তুতঃ।
তটস্থমর্ত্ত্যবত্তস্মিন্ নৈবাস্থা কস্যচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৪৬ ॥
ঈদৃগ্বোধে পুমর্থত্বং মতমদ্বৈতবাদিনাম্।
মৃদ্রূপস্যাপরিত্যাগাৎ বিবর্ত্তত্বং ঘটে স্থিতম্ ॥ ৪৭ ॥
পরিণামে পূর্ব্বরূপং ত্যজেত্তৎ ক্ষীররূপবৎ।
মৃৎসুবর্ণে নিবর্ত্তেতে ঘটকুণ্ডলয়োর্ন হি ॥ ৪৮ ॥
ঘটে নষ্টে ন মৃদ্ভাবঃ কপালানামবেক্ষণাৎ।
নৈবং চূর্ণেঽস্তি মৃদ্রূপং স্বর্ণরূপং ত্বতিস্ফুটম্ ॥ ৪৯ ॥
ক্ষীরাদৌ পরিণামোঽস্তু পুনস্তদ্ভাববর্জ্জনাৎ।
এতাবতা মৃদাদীনাং দৃষ্টান্তত্বং ন হীয়তে ॥ ৫০ ॥

আরম্ভবাদিনঃ কার্য্যে মৃদো দ্বৈগুণ্যমাপতেৎ।
রূপস্পর্শাদয়ঃ প্রোক্তাঃ কার্য্যকারণয়োঃ পৃথক্ ॥ ৫১ ॥
মৃৎসুবর্ণময়শ্চেতি দৃষ্টান্তত্রয়মারুণিঃ।
প্রাহাতো বাসয়েৎ কার্য্যানৃতত্বং সর্ব্ববস্তুষু।
কারণজ্ঞানতঃ কার্য্যবিজ্ঞানঞ্চাপি সোঽবদৎ ॥ ৫২ ॥
সত্যজ্ঞানেঽনৃতজ্ঞানং কথমত্রোপপদ্যতে।
সমৃৎকস্য বিকারস্য কার্য্যতা লোকদৃষ্টিতঃ।
বাস্তবোঽত্র মৃদংশোঽস্য বোধঃ কারণবোধতঃ ॥ ৫৩ ॥
অনৃতাংশো ন বোদ্ধব্যস্তদ্‌বোধানুপযোগতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানং পুমর্থং স্যান্নানৃতাংশাববোধনম্ ॥ ৫৪ ॥
তর্হি কারণবিজ্ঞানাৎ কার্য্যজ্ঞানমিতীরিতে।
মৃদ্‌বোধান্মৃত্তিকা বুদ্ধেত্যুক্তং স্যাৎ কোঽত্র বিস্ময়ঃ ॥ ৫৫ ॥
সত্যং কার্য্যেষু বস্ত্বংশঃ কারণাত্মেতি জানতঃ।
বিস্ময়ো মাস্ত্বিহাজ্ঞস্য বিস্ময়ঃ কেন বার্য্যতে ॥ ৫৬ ॥
আরম্ভী পরিণামী চ লৌকিকশ্চৈককারণে।
জ্ঞাতে সর্ব্বমতিং শ্রুত্বা প্রাপ্নুবন্ত্যেব বিস্ময়ম্ ॥ ৫৭ ॥
অদ্বৈতেঽভিমুখীকর্ত্তুমেবাত্রৈকস্য বোধতঃ।
সর্ব্ববোধঃ শ্রুতৌ নৈব নানাত্বস্য বিবক্ষয়া ॥ ৫৮ ॥
একমৃৎপিণ্ডবিজ্ঞানাৎ সর্ব্বমৃন্ময়ধীর্যথা।
তথৈক ব্রহ্মবোধেন জগদ্‌বুদ্ধির্বিভাব্যতাম্ ॥ ৫৯ ॥
সচ্চিৎসুখাত্মকং ব্রহ্ম নামরূপাত্মকং জগৎ।
তাপনীয়ে শ্রুতং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥ ৬০ ॥
সদ্রূপমারুণিঃ প্রাহ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম বহ্বৃচঃ।
সনৎকুমার আনন্দমেবমত্রত্র গম্যতাম্ ॥ ৬১ ॥

বিচিন্ত্য সর্ব্বরূপাণি কৃত্বা নামানি তিষ্ঠতি।
অহং ব্যাকরবাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৬২ ॥
অব্যাকৃতং পুরা সৃষ্টেরূর্দ্ধং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা।
অচিন্ত্যশক্তির্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যব্যাকৃতাভিধা ॥ ৬৩ ॥
অবিক্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠা বিকারং যাত্যনেকধা।
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ॥ ৬৪ ॥
আদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽস্তি ভাত্যপি চ প্রিয়ঃ।
অবকাশস্তস্য রূপং তন্মিথ্যা ন তু তত্রয়ম্ ॥ ৬৫ ॥
ন ব্যক্তেঃ পূর্ব্বমস্ত্যেব ন পশ্চাচ্চ বিনাশতঃ।
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা ॥ ৬৬ ॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেবেত্যাহ কৃষ্ণোঽর্জ্জুনং প্রতি ॥ ৬৭ ॥
মৃদবত্তে সচ্চিদানন্দা অনুগচ্ছন্তি সর্ব্বদা।
নিরাকাশে সদাদীনামনুভূতির্নিজাত্মনি ॥ ৬৮ ॥
অবকাশে বিস্মৃতেঽথ তত্র কিং ভাতি তে বদ।
শূন্যমেবেতি চেদস্তু নাম তাদৃগ্বিভাতি হি ॥ ৬৯ ॥
তাদৃক্ত্বাদেব তৎসত্ত্বমৌদাসীন্যেন তৎ সুখম্।
আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যহীনং যত্তন্নিজং সুখম্ ॥ ৭০ ॥
আনুকূল্যে হর্ষধীঃ স্যাৎ প্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ।
দ্বয়াভাবে নিজানন্দো নিজদুঃখং ন তু কচিৎ ॥ ৭১ ॥
নিজানন্দে স্থিরে হর্ষশোকয়োর্ব্ব্যত্যয়ঃ ক্ষণাৎ।
মনসঃ ক্ষণিকত্বেন তয়োর্মানসতেষ্যতাম্ ॥ ৭২ ॥
আকাশেঽপ্যেবমানন্দঃ সত্তাভানে তু সম্মতে।
বায়্বাদিদেহপর্য্যন্তং বস্তুষ্বেবং বিভাব্যতাম্ ॥ ৭৩ ॥

গতিস্পর্শৌ বায়ুরূপং বহ্নের্দাহপ্রকাশনে।
জলস্য দ্রবতা ভূমেঃ কাঠিন্যং চেতি নির্ণয়ঃ ॥ ৭৪ ॥
অসাধারণ আকার ওষধ্যন্নবপুষ্যপি।
এবং বিভাব্যং মনসা তত্তদ্রূপং যথোচিতম্ ॥ ৭৫ ॥
অনেকধা বিভিন্নেষু নামরূপেষু চৈকধা।
তিষ্ঠন্তি সচ্চিদানন্দা বিসংবাদো ন কস্যচিৎ ॥ ৭৬ ॥
নিস্তত্ত্বে নামরূপে দ্বে জন্মনাশযুতে চ তে।
বুদ্ধ্যা ব্রহ্মণি বীক্ষস্ব সমুদ্রে বুদ্বুদাদিবৎ ॥ ৭৭ ॥
সচ্চিদানন্দরূপেঽস্মিন্ পূর্ণে ব্রহ্মণি বীক্ষিতে।
স্বয়মেবাবজানাতি নামরূপে শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৭৮ ॥
যাবদ্‌যাবদবজ্ঞা স্যাত্তাবত্তাবত্তদীক্ষণম্।
যাবদ্‌যাবদ্বীক্ষ্যতে তৎ তাবত্তাবদুভে ত্যজেৎ ॥ ৭৯ ॥
তদভ্যাসেন বিদ্যায়াং সুস্থিতায়াময়ং পুমান্।
জীবন্নেব ভবেন্মুক্তো বপুরস্তু যথা তথা ॥ ৮০ ॥
তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ৮১ ॥
বাসনানেককালীনা দীর্ঘকালং নিরন্তরম্।
সাদরঞ্চাভ্যস্যমানে সর্ব্বথৈব নিবর্ত্ততে ॥ ৮২ ॥
মৃচ্ছক্তিবদ্‌ব্রহ্মশক্তিরনেকাননৃতান্ সৃজেৎ।
যদ্বা জীবগতা নিদ্রা স্বপ্নশ্চাত্র নিদর্শনম্ ॥ ৮৩ ॥
নিদ্রাশক্তির্যথা জীবে দুর্ঘটস্বপ্নকারিণী।
ব্রহ্মণ্যেষা তথা মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ৮৪ ॥
স্বপ্নে বিয়দ্গতিং পশ্যেৎ স্বমূর্দ্ধচ্ছেদনং তথা।
মুহূর্ত্তে বৎসরৌঘঞ্চ মৃতং পুত্রাদিকং পুনঃ ॥ ৮৫ ॥

ইদং যুক্তমিদং নেতি ব্যবস্থা তত্র দুর্লভা ।
যথা যথেক্ষ্যতে যদ্যত্তত্তদ্‌যুক্তং তথা তথা ॥ ৮৬ ॥
ঈদৃশো মহিমা দৃষ্টো নিদ্রাশক্তের্যদা তদা ।
মায়াশক্তেরচিন্ত্যোঽয়ং মহিমেতি কিমদ্ভুতম্ ॥ ৮৭ ॥
শয়ানে পুরুষে নিদ্রা স্বপ্নং বহুবিধং সৃজেৎ ।
ব্রহ্মণ্যেবং নির্ব্বিকারে বিকারান্ কল্পয়ত্যসৌ ॥ ৮৮ ॥
খানিলাগ্নিজলোর্ব্ব্যণ্ডলোকপ্রাণিশিলাদিকাঃ ।
বিকারাঃ প্রাণিধীষন্তশ্চিচ্ছায়া প্রতিবিম্বিতা ॥ ৮৯ ॥
চেতনাচেতনেষ্বেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ।
সমানং ব্রহ্ম ভিদ্যেতে নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯০ ॥
ব্রহ্মণ্যেতে নামরূপে পটে চিত্রমিব স্থিতে ।
উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দধীর্ভবেৎ ॥ ৯১ ॥
জলস্থেঽধোমুখে স্বস্য দেহে দৃষ্টেঽপ্যুপেক্ষ্য তম্ ।
তীরস্থ এব দেহে স্বে তাৎপর্য্যং স্যাদ্‌যথা তথা ॥ ৯২ ॥
সহস্রশো মনোরাজ্যে বর্ত্তমানে সদৈব তৎ ।
সর্ব্বৈরুপেক্ষ্যতে যদ্বদুপেক্ষা নামরূপয়োঃ ॥ ৯৩ ॥
ক্ষণে ক্ষণে মনোরাজ্যং ভবত্যেবান্যথান্যথা ।
গতং গতং পুনর্নাস্তি ব্যবহারো বহিস্তথা ॥ ৯৪ ॥
ন বাল্যং যৌবনে লভ্যং যৌবনং স্থাবিরে তথা ।
মৃতঃ পিতা পুনর্নাস্তি নায়াত্যেব গতং দিনম্ ॥ ৯৫ ॥
মনোরাজ্যাৎ বিশেষঃ কঃ ক্ষণধ্বংসিনি লৌকিকে ।
অতোঽস্মিন্ ভাসমানেঽপি তৎসত্যত্বধিয়ং ত্যজেৎ ॥ ৯৬ ॥
উপেক্ষিতে লৌকিকে ধীর্নির্ব্বিঘ্না ব্রহ্মচিন্তনে ।
নটবৎ কৃত্রিমাস্থায়াং নির্ব্বহত্যেব লৌকিকম্ ॥ ৯৭ ॥

প্রবহত্যপি নীরেঽধঃ স্থিরা প্রৌঢ়া শিলা যথা।
নামরূপান্যথাত্বেঽপি কূটস্থং ব্রহ্ম নান্যথা॥ ৯৮॥
নিশ্ছিদ্রে দর্পণে ভাতি বস্তুগর্ভং বৃহদ্বিয়ৎ।
সচ্চিদ্ঘনে তথা নানাজগদ্গর্ভমিদং বিয়ৎ॥ ৯৯॥
অদৃষ্ট্বা দর্পণং নৈব তদন্তঃস্থেক্ষণং যথা।
অমত্বা সচ্চিদানন্দং নামরূপমতিঃ কুতঃ॥ ১০০॥
প্রথমং সচ্চিদানন্দে ভাসমানেঽথ তাবতা।
বুদ্ধিং নিয়ম্য নৈবোর্দ্ধং ধারয়েন্নামরূপয়োঃ॥ ১০১॥
এবঞ্চ নির্জ্জগদ্ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
অদ্বৈতানন্দ এতস্মিন্ বিশ্রাম্যন্তু জনাশ্চিরম্॥ ১০২॥
ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে তৃতীয়োঽধ্যায় ঈরিতঃ।
অদ্বৈতানন্দ এব স্যাজ্জগন্মিথ্যাত্বচিন্তয়া॥ ১০৩॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দঃ।

চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ

ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দঃ

যোগেনাত্মবিবেকেন দ্বৈতমিথ্যাত্বচিন্তয়া।
ব্রহ্মানন্দং পশ্যতোঽথ বিদ্যানন্দো নিরূপ্যতে॥ ১॥
বিষয়ানন্দবদ্বিদ্যানন্দো ধীবৃত্তিরূপকঃ।
দুঃখাভাবাদিরূপেণ প্রোক্ত এষ চতুর্ব্বিধঃ॥ ২॥

দুঃখাভাবশ্চ কামাপ্তিঃ কৃতকৃত্যোঽহমিত্যসৌ।
প্রাপ্তপ্রাপ্যোঽহমিত্যেব চাতুর্ব্বিধ্যমুদাহৃতম্ ॥ ৩ ॥
ঐহিকঞ্চামুষ্মিকঞ্চেত্যেবং দুঃখং দ্বিধেরিতম্।
নিবৃত্তিমৈহিকস্যাহ বৃহদারণ্যকং বচঃ ॥ ৪ ॥
আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ ॥ ৫ ॥
জীবাত্মা পরমাত্মা চেত্যাত্মা দ্বিবিধ ঈরিতঃ।
চিত্তাদাত্ম্যাত্রিভির্দ্দেহৈর্জীবঃ সন্ ভোক্তৃতাং ব্রজেৎ ॥ ৬ ॥
পরাত্মা সচ্চিদানন্দস্তাদাত্ম্যং নামরূপয়োঃ।
গত্বা ভোগ্যত্বমাপন্নস্তদ্বিবেকে তু নোভয়ম্ ॥ ৭ ॥
ভোগ্যমিচ্ছন্ ভোক্তুরর্থে শরীরমনুসংজ্বরেৎ।
জ্বরাস্ত্রিষু শরীরেষু স্থিতা ন ত্বাত্মনো জ্বরাঃ ॥ ৮ ॥
ব্যাধয়ো ধাতুবৈষম্যে স্থূলদেহে স্থিতা জ্বরাঃ।
কামক্রোধাদয়ঃ সূক্ষ্মে দ্বয়োর্ব্বীজন্তু কারণে ॥ ৯ ॥
অদ্বৈতানন্দমার্গেণ পরাত্মনি বিবেচিতে।
অপশ্যন্ বাস্তবং ভোগ্যং কিংনামেচ্ছেৎ পরাত্মবিৎ ॥ ১০ ॥
আত্মানন্দোক্তরীত্যাস্মিন্ জীবাত্মন্যবধারিতে।
ভোক্তা নৈবাস্তি কোঽপ্যত্র শরীরানুজ্বরঃ কুতঃ ॥ ১১ ॥
পুণ্যপাপদ্বয়ে চিন্তা দুঃখমামুষ্মিকং ভবেৎ।
প্রথমাধ্যায় এবোক্তং চিন্তা নৈনং তপেদিতি ॥ ১২ ॥
যথা পুষ্করপর্ণেঽস্মিন্নপামশ্লেষণং তথা।
বেদনাদূর্দ্ধমাগামিকর্ম্মণোঽশ্লেষণং বুধে ॥ ১৩ ॥
ইষীকাতৃণতূল্যস্য বহ্নিদাহঃ ক্ষণাদ্যথা।
তথা সঞ্চিতকর্ম্মাস্য দগ্ধং ভবতি বেদনাৎ ॥ ১৪ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ১৫ ॥
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৬ ॥
মাতাপিত্রোর্ব্বধঃ স্তেয়ং ভ্রূণহত্যান্যদীদৃশম্।
ন মুক্তিং নাশয়েৎ পাপং মুখকান্তির্ন নশ্যতি ॥ ১৭ ॥
দুঃখাভাববদেবাস্য সর্ব্বকামাপ্তিরীরিতা।
সর্ব্বান্ কামানসাবাপ্য হ্যমৃতো ভবতীত্যতঃ ॥ ১৮ ॥
জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রতিং প্রাপ্তঃ স্ত্রীভির্যানৈস্তথেতরৈঃ।
শরীরং ন স্মরেৎ প্রাণঃ কর্ম্মণা জীবয়েদমুম্ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বান্ কামান্ সহাপ্নোতি নান্যবজ্জন্মকর্ম্মভিঃ।
বর্ত্তন্তে শ্রোত্রিয়ে ভোগা যুগপৎ ক্রমবর্জ্জিতাঃ ॥ ২০ ॥
যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্নীরোগো দৃঢ়চিত্তবান্।
সৈন্যোপেতঃ সর্ব্বপৃথ্বীং বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্ ॥ ২১ ॥
সর্ব্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নস্তৃপ্তভূমিপঃ।
যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্চ তমশ্নুতে ॥ ২২ ॥
মর্ত্ত্যভোগে দ্বয়োর্নাস্তি কামস্তৃপ্তিরতঃ সমা।
ভোগান্নিষ্কামতৈকস্য পরস্যাপি বিবেকতঃ ॥ ২৩ ॥
শ্রোত্রিয়ত্বাদ্‌বেদশাস্ত্রৈর্ভোগ্যদোষানবেক্ষতে।
রাজা বৃহদ্রথো দোষাংস্তান্ গাথাভিরুদাহরৎ ॥ ২৪ ॥
দেহদোষাশ্চিত্তদোষা ভোগ্যদোষা অনেকশঃ।
শুনা বান্তে পায়সে নো কামস্তদ্‌বদ্‌বিবেকিনঃ ॥ ২৫ ॥
নিষ্কামত্বে সমেঽপ্যত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে।
দুঃখমাসীদ্ভাবিনাশাদতিভীরনুবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

নোভয়ং শ্রোত্রিয়স্যাতস্তদানন্দোঽধিকোঽন্যতঃ।
গন্ধর্ব্বানন্দ আশাস্তি রাজ্ঞো নাস্তি বিবেকিনঃ॥ ২৭॥
অস্মিন্ কল্পে মনুষ্যঃ সন্ পুণ্যপাকবিশেষতঃ।
গন্ধর্ব্বত্বং সমাপন্নো মর্ত্ত্য গন্ধর্ব্ব উচ্যতে॥ ২৮॥
পূর্ব্বকল্পে কৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্পাদাবেব চেত্তবেৎ।
গন্ধর্ব্বত্বং তাদৃশোঽত্র দেবগন্ধর্ব্ব উচ্যতে॥ ২৯॥
অগ্নিষ্বাত্তাদয়ো লোকে পিতরশ্চিরবাসিনঃ।
কল্পাদাবেব দেবত্বং গতা আজানদেবতাঃ॥ ৩০॥
অস্মিন্ কল্পেঽশ্বমেধাদি কর্ম্ম কৃত্বা মহৎ পদম্।
অবাপ্যাজানদেবৈর্যাঃ পূজ্যাস্তাঃ কর্ম্মদেবতাঃ॥ ৩১॥
যমাগ্নিমুখ্যা দেবাঃ স্যুর্জ্ঞাতাবিন্দ্রবৃহস্পতী।
প্রজাপতির্ব্বিরাট্ প্রোক্তো ব্রহ্মা সূত্রাত্মনামকঃ॥ ৩২॥
সার্ব্বভৌমাদিসূত্রান্তা উত্তরোত্তরকামিনঃ।
অবাঙ্মনসগম্যোঽয়মাত্মানন্দস্ততঃ পরঃ॥ ৩৩॥
তৈস্তৈঃ কাম্যেষু সর্ব্বেষু সুখেষু শ্রোত্রিয়ো যতঃ।
নিস্পৃহস্তেন সর্ব্বেষামানন্দাঃ সন্তি তস্য তে॥ ৩৪॥
সর্ব্বকামাপ্তিরেবোক্তা যদ্বা সাক্ষিচিদাত্মনা।
স্বদেহবৎ সর্ব্বদেহেষ্বপি ভোগানবেক্ষতে॥ ৩৫॥
অজ্ঞস্যাপ্যেতদস্ত্যেব ন তু তৃপ্তিরবোধতঃ।
যো বেদ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামানিত্যব্রবীচ্ছ্রুতিঃ॥ ৩৬॥
যদ্বা সর্ব্বাত্মতাং স্বস্য সাম্না গায়তি সর্ব্বদা।
অহমন্নং তথান্নাদশ্চেতি সামস্বধীয়তে॥ ৩৭॥
দুঃখাভাবশ্চ কামাপ্তিরুভে হ্যেবং নিরূপিতে।
কৃতকৃত্যত্বমন্যচ্চ প্রাপ্তপ্রাপ্যত্বমীক্ষতাম্॥ ৩৮॥

উভয়ং তৃপ্তিদীপে হি সম্যগস্মাভিরীরিতম্ ।
ত এবাত্রানুসন্ধেয়াঃ শ্লোকা বুদ্ধিবিশুদ্ধয়ে ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে চতুর্থোঽধ্যায় ঈরিতঃ ।
বিদ্যানন্দস্তদুৎপত্তিপর্য্যন্তোঽভ্যাস ইষ্যতাম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দঃ সমাপ্তঃ ।

পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ

ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দঃ

অথাত্র বিষয়ানন্দো ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্ ।
নিরূপ্যতে দ্বারভূতস্তদংশত্বং শ্রুতির্জগৌ ॥ ১ ॥
এষোঽস্যপরমানন্দো যোঽখণ্ডৈকরসাত্মকঃ ।
অন্যানি ভূতান্যেতস্য মাত্রামেবোপভুঞ্জতে ॥ ২ ॥
শান্তা ঘোরাস্তথা মূঢ়া মনসো বৃত্তয়স্ত্রিধা ।
বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্য্যমিত্যাদ্যাঃ শান্তবৃত্তয়ঃ ॥ ৩ ॥
তৃষ্ণা স্নেহো রাগলোভাবিত্যাদ্যা ঘোরবৃত্তয়ঃ ।
সংমোহো ভয়মিত্যাদ্যাঃ কথিতা মূঢ়বৃত্তয়ঃ ॥ ৪ ॥
বৃত্তিষ্বেতাসু সর্ব্বাসু ব্রহ্মণশ্চিৎস্বভাবতা ।
প্রতিবিম্বতি শান্তাসু সুখঞ্চ প্রতিবিম্বতি ॥ ৫ ॥

রূপং রূপং বভূবাসৌ প্রতিরূপ ইতি শ্রুতিঃ।
উপমা সূর্য্যকেত্যাদি সূত্রয়ামাস সূত্রকৃৎ ॥ ৬ ॥
এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ ৭ ॥
জলে প্রবিষ্টশ্চন্দ্রোঽয়মস্পষ্টঃ কলুষে জলে।
বিস্পষ্টো নির্ম্মলে তদ্বদ্দ্বেধা ব্রহ্মাপি বৃত্তিষু ॥ ৮ ॥
ঘোরমূঢ়াসু মালিন্যাৎ সুখাংশস্য তিরস্কৃতিঃ।
ঈষন্নৈর্ম্মল্যতস্তত্র চিদংশপ্রতিবিম্বনম্ ॥ ৯ ॥
যদ্বাপি নির্ম্মলে নীরে বহ্নেরৌষ্ণ্যস্য সংক্রমঃ।
ন প্রকাশস্য তদ্বৎ স্যাচ্চিন্মাত্রোদ্ভূতিরত্র চ ॥ ১০ ॥
কাষ্ঠে ত্বৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ দ্বাবুদ্ভবং গচ্ছতো যথা।
শান্তাসু সুখচৈতন্যে তথৈবোদ্ভূতিমাপ্নুতঃ ॥ ১১ ॥
বস্তুস্বভাবমাশ্রিত্য ব্যবস্থা তূভয়োঃ সমাঃ।
অনুভূত্যনুসারেণ কল্প্যতে হি নিয়ামকম্ ॥ ১২ ॥
ন ঘোরাসু ন মূঢ়াসু সুখানুভব ঈক্ষ্যতে।
শান্তাস্বপি ক্বচিৎ কশ্চিৎ সুখাতিশয় ইষ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥
গৃহক্ষেত্রাদিবিষয়ে যদা কামো ভবেত্তদা।
রাজসস্যাস্য কামস্য ঘোরত্বাৎ তত্র নো সুখম্ ॥ ১৪ ॥
সিদ্ধেন্ন বেত্যস্তি দুঃখমসিদ্ধৌ তদ্বিবর্দ্ধতে।

প্রতিবন্ধে ভবেৎ ক্রোধো দ্বেষো বা প্রাতিকূল্যতঃ ॥ ১৫ ॥
অশক্যশ্চেৎ প্রতীকারো বিষাদঃ স্যাৎ স তামসঃ।
ক্রোধাদিষু মহদ্দুঃখং সুখশঙ্কাপি দূরতঃ ॥ ১৬ ॥
কাম্যলাভে হর্ষবৃত্তিঃ শান্তা তত্র মহৎ সুখম্।
ভোগে মহত্তরং লাভপ্রসক্তাবীষদেব হি ॥ ১৭ ॥

মহত্তমং বিরক্তৌ তু বিদ্যানন্দে তদীরিতম্।
এবং ক্ষান্তৌ তথৌদার্য্যে ক্রোধলোভনিবারণাৎ ॥ ১৮ ॥
যদ্‌যৎ সুখং ভবেত্তত্তদ্‌ব্রহ্মৈব প্রতিবিম্বনাৎ।
বৃত্তিষন্তর্মুখাস্বস্য নির্ব্বিঘ্নং প্রতিবিম্বনম্ ॥ ১৯ ॥
সত্তা চিতিঃ সুখঞ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্বয়ম্ ॥ ২০ ॥
সত্তা চিতির্দ্বয়ং ব্যক্তং ধীবৃত্ত্যোর্ঘোরমূঢ়য়োঃ।
শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিশ্রং ব্রহ্মেত্থমীরিতম্ ॥ ২১ ॥
অমিশ্রং জ্ঞানযোগাভ্যাং তৌ চ পূর্ব্বমুদীরিতৌ।
আদ্যেঽধ্যায়ে যোগচিন্তা জ্ঞানমধ্যায়য়োর্দ্বয়োঃ ॥ ২২ ॥
অসত্তা জাড্যদুঃখে দ্বে মায়ারূপং ত্রয়ং ত্বিদম্।
অসত্তা নরশৃঙ্গাদৌ জাড্যং কাষ্ঠশিলাদিষু ॥ ২৩ ॥
ঘোরমূঢ়ধিয়োর্দুঃখমেবং মায়া বিজৃম্ভিতা।
শান্তাদি বুদ্ধিবৃত্ত্যৈক্যান্মিশ্রং ব্রহ্মেতি কীর্ত্তিতম্ ॥ ২৪ ॥
এবং স্থিতেঽত্র যো ব্রহ্ম ধ্যাতুমিচ্ছেৎ পুমানসৌ।
নৃশৃঙ্গাদিমুপেক্ষেত শিষ্টং ধ্যায়েদ্‌যথাযথম্ ॥ ২৫ ॥
শিলাদৌ নামরূপে দ্বে ত্যক্ত্বা সন্মাত্রচিন্তনম্।
ত্যক্ত্বা দুঃখং ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ সচ্চিদ্‌বিবেচনম্ ॥ ২৬ ॥
শান্তাসু সচ্চিদানন্দাংস্ত্রীনপ্যেবং বিচিন্তয়েৎ।
কনিষ্ঠমধ্যমোৎকৃষ্টাস্তিস্রশ্চিন্তাঃ ক্রমাদিমাঃ ॥ ২৭ ॥
মন্দস্য ব্যবহারেঽপি মিশ্রব্রহ্মণি চিন্তনম্।
উৎকৃষ্টং বক্তুমেবাত্র বিষয়ানন্দ ঈরিতঃ ॥ ২৮ ॥
ঔদাসীন্যে তু ধীবৃত্তেঃ শৈথিল্যাদুত্তমোত্তমম্।
চিন্তনং বাসনানন্দে ধ্যানমুক্তং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ২৯ ॥

ন ধ্যানং জ্ঞানযোগাভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যৈব সা খলু।
ধ্যানেনৈকাগ্র্যমাপন্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ ॥ ৩০ ॥
বিদ্যায়াং সচ্চিদানন্দা অখণ্ডৈকরসাত্মতাম্।
প্রাপ্য ভান্তি ন ভেদেন ভেদকোপাধিবর্জ্জনাৎ ॥ ৩১ ॥
শান্তা ঘোরাঃ শিলাদ্যাশ্চ ভেদকোপাধয়ো মতাঃ।
যোগাদ্‌বিবেকতশ্চৈষামুপাধীনামপাকৃতিঃ ॥ ৩২ ॥
নিরুপাধিব্রহ্মতত্ত্বে ভাসমানে স্বয়ংপ্রভে।
অদ্বৈতে ত্রিপুটী নাস্তি ভূমানন্দোঽয়মুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥
ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে পঞ্চমোঽধ্যায় ঈরিতঃ।
বিষয়ানন্দ এতেন দ্বারেণান্তঃ প্রবিশ্যতাম্ ॥ ৩৪ ॥
প্রীয়াদ্ধরিহরোঽনেন ব্রহ্মানন্দেন সর্ব্বদা।
পায়াচ্চ প্রাণিনঃ সর্ব্বান্ স্বাশ্রিতান্ শুদ্ধমানসান্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দঃ সমাপ্তঃ।

ইতি শ্রীভারতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরবিরচিতপঞ্চদশ-
প্রকরণাত্মকপঞ্চদশীগ্রন্থঃ সমাপ্তঃ ॥

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
বুথান	ব্যুথান	১৮	৬
কারণ	করণ	৪৪	১৯
প্রত্যক	প্রত্যক্ষ	৯৩	১৬
এখনে	এখানে	৯৪	১৯
কার্য্য	কার্য্য	১৫৮	১৯
প্রকশকে	প্রকাশকে	১৬২	৩
নিবৃত্তর	নিবৃত্ত	২০৮	৬
প্রয়েজন	প্রয়োজন	২১৯	৯

মূলগ্রন্থ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	শ্লোক
সমুথিতাৎ	সমুত্থিতাৎ	২৫৯	৫৬
কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ	কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ	২৬৫	৪৮
নিস্তত্ত্বোল্লেখ	নিস্তত্ত্বোল্লেখ	২৬৭	৬৯
ঈশকার্য্যং	ঈশকার্য্যং	২৭৬	১৭
ত্রহ্ম	ব্রহ্ম	২৮১	৪
রূপং	রূপ্যং	২৮৫	৩৬
ষদি	যদি	২৯৩	১৩৮
মায়াময়মত্বতঃ	মায়াময়ত্বতঃ	৩০২	২৪৫
অহংশব্দঃ	অহংশব্দং	৩০৭	১৩
ক্ষেত্তত্র	ক্ষেত্যত্র	৩১৪	৯৪
স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যে	স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যো	৩২২	১৮২
বিভাতি মে	বিভাতি মে স্পষ্টম্	৩৩১	২৯১
আভোসহতো	আভাসোহতো	৩৩৬	৫১